ভারতীয় বনৌষধি

ডক্টর কালীপদ বিশ্বাস

এম. এ., ডি. এস্-সি., (এডিন), এফ. আর. এস্. ই. এফ. এন্. এ.
ভূতপূর্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণ

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পূর্ণ নূতন ধারায় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

মুখ্য সম্পাদিকা

অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়

ডি. এস্-সি., এফ. এন্. এ., ডীন্ অফ দি ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স,
ইউনিভারসিটি কলেজ অফ্ সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম সম্পাদক

আয়ুর্ব্বেদ-বৃহস্পতি কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য,
আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য,
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৩

পূর্বভাষ

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে হিমশিখর হিমালয় পর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত রয়েছে নানা বনৌষধি। এই বনৌষধি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে জীবের মঙ্গলার্থে—বিশেষ করে রোগ যন্ত্রণার উপশমের জন্য। বিশ্ববাসীর হিতার্থে ভারতবর্ষ এই অতিমূল্যবান সম্পদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ঔষধির প্রভাবে ভারতবাসী তাদের নিজের দেশের বনৌষধির মূল্য দিতে পারেনি এবং তার ফলে বনৌষধির যথার্থ প্রয়োগ দ্বারা ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি সারা বিশ্বে যে সুনাম অর্জন করেছিলো তা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে।

স্বর্গগত ডাঃ কালিপদ বিশ্বাস মহাশয় ভারতের বিশাল বনৌষধির ইতিহাস, তার ঐতিহ্য ও তাকে জনসেবায় প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নূতন করে ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীদের পরিচয় করার জন্য "ভারতীয় বনৌষধি" নামক পুস্তকটিতে (তিন খণ্ডে) সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। স্বর্গগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বইটির প্রথম সংস্করণে পূর্ব্বভাষ লিখেছিলেন। তাঁর এই পূর্ব্বভাষে আয়ুর্ব্বেদের উপর তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ও বিদেশে ভারতীয় বনৌষধির সাফল্য সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এই পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বভাষ লেখার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। প্রখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ-বৃহস্পতি শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীত্রৈলোক্য কুমার সরকার এবং আয়ুর্ব্বেদাচার্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণের সহযোগিতায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। স্বর্গগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে অভিমত জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই সংস্করণে পুনর্লিপিবদ্ধ করা হলো। ভারতীয় ভেষজ ও বনৌষধি সম্বন্ধে এই সংস্করণে আমার অভিমত প্রকাশ করলাম।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের বেদজ্ঞ ঋষিগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদে এক শ্রেণীর আয়ুর্ব্বেদ বিশেষজ্ঞের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা সন্ন্যাসী বেশে দেশ বিদেশ ভ্রমণকালে জনসাধারণের মধ্যে ভেষজের প্রয়োগ করতেন। প্রাক্ বৌদ্ধযুগের বা তৎপরবর্ত্তীকালের আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রে ও সংহিতাগ্রন্থে নানা প্রকার বনৌষধির উল্লেখ আছে। এ ছাড়া চরক, সুশ্রুত ও অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতাতেও বনৌষধির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

পরবর্তীকালে চক্রপাণিদত্ত ও শার্ঙ্গধর সংহিতাতে বিভিন্ন প্রকার বনৌষধির ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। ষোড়শ শতকে ভাবমিশ্র তাঁর গ্রন্থে চক্রদত্তের তুলনায় দেশবিদেশের বহু ভেষজের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। চক্রদত্ত রচিত "দ্রব্যগুণ" নামক পুস্তকে ও ভাবমিশ্র রচিত "ভাবপ্রকাশ" নামক পুস্তকে পৃথক পৃথক দ্রব্যের গুণের বর্ণনা আছে।

সপ্তদশ শতকে ধন্বন্তরি নিঘণ্টু, রাজনিঘণ্টু প্রভৃতি নিঘণ্টুকারগণ ধারাবাহিকভাবে বনৌষধির সংজ্ঞা ও গুণাগুণ ছন্দাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার ফলে বনৌষধির ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদেশের ইউনানি, হেকিমি চিকিৎসক সম্প্রদায় ও রসবৈদ্য সম্প্রদায় পরে ঐ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেছেন। এইভাবে রোগচিকিৎসার্থে ও রোগের মূলীভূত কারণ শোধনার্থে বনৌষধির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। স্বর্গগত বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

আয়ুর্ব্বেদ সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রোগবিপরীত, দোষবিপরীত বা উভয়বিপরীত গুণবিশেষে বনৌষধি প্রয়োগ করে থাকেন। এ বিষয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদীয় চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য আছে। এজন্য নিঘণ্টুর ও আয়ুর্ব্বেগ্রন্থের বর্ণনার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে উদয়চাঁদ দত্ত, আর. এন্. খোরি ও বহু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের কথা বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন।

যে সকল পাশ্চাত্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি নিয়ে গবেষনা করেছেন তাঁদের মধ্যে মহামান্য Watt-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে যে অপুর্ব্বগ্রন্থ সংকলন করেন তাকে একটা Folklore medicine-এর Encyclopaedia বলা চলে। পরবর্ত্তীকালে Watt মহোদয়ের অনুকরণে Kirtikar & Basu মহোদয় বনৌষধির একটা সচিত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

অসামান্য উদ্যম ও পরিশ্রমে শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত শ্রীকালিপদ বিশ্বাস মহাশয় বাংলাভাষাতে "ভারতীয় বনৌষধি" গ্রন্থে মুখ্যতঃ অনুবর্ত্তন ও নিজস্ব জ্ঞান সন্নিবেশ করেছেন। বর্ত্তমান সংস্করণে আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা, সর্ব্বভারতীয় পণ্ডিতগণের মত ও Glossary-এর আধুনিকতম বিচার বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত অথচ নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর্যভারতের বহুশতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে; সেজন্য নিঘণ্টুকারগণের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সংযোজনা বইটিকে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের ধারাবাহিক গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান করে তুলেছে। এই সংযোজনার কাজে সহায়তা করেছেন তিনজন বিশিষ্ট আয়ুর্ব্বেদসেবী বিজ্ঞ কবিরাজ (১) আয়ুর্ব্বেদ—বৃহস্পতি শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য (২) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য ও (৩) আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার। আয়ুর্ব্বেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গবেষণার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের জন্য 'ভারতীয় বনৌষধির" ভূমিকাসহ "আয়ুর্ব্বেদে বনৌষধি প্রসঙ্গ", নামে এই পৃথক ভূমিকা সংযোজিত হলো।

পরিশেষে বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই পুস্তকমুদ্রণের অব্যবহিত পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ-বৃহস্পতি বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোক গমন করেছেন।

পুস্তকমুদ্রণ কালে বিশেষ ভুল ত্রুটী সংশোধনের ভার আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের উপর দেওয়া হয়েছে। বনৌষধির পাশ্চাত্য নামকরণে ডক্টর এস. আর. দাস আমাদের সহযোগিতা করেছেন।

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় বনৌষধি

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল

মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

এম. এ. ডি. এস-সি. (এডিন.) এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. এ.

সুপারিণটেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫০

মূল্য ১২ টাকা

ভূমিকা

"ভারতীয় বনৌষধি" প্রায় ১৩ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল। অনিবার্য্য কারণে এই পুস্তক ছাপিতে বিলম্ব হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পর বহু অসুবিধার ভিতর দিয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির কষ্টসাধ্য ছাপানর কাজ যে এতদিনে শেষ হইল ইহা আনন্দের বিষয়। উদ্ভিদের বর্ণনা এই পুস্তকে বঙ্গভাষায় যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তবে উদ্ভিদবেত্তাদের জন্য প্রত্যেক গাছের সর্ব্বসম্মত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম দেওয়া হইয়াছে এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঔষধের গাছ চেনা কোনরূপ কষ্টসাধ্য হইবে না।

আমাদের দেশে অনেক সময়ে চিকিৎসকেরা ঠিক গাছের সন্ধান পান না অথবা গাছের সঠিক পরিচয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সরল বাংলায় লতাপাতার বর্ণনা ও গুণাগুণ লিখিত হইলে সাধারণ লোকেরাও গাছের ও ঔষধির সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারেন। প্রত্যেক গাছের জন্মস্থান উল্লেখ করায় যে কোন গাছ দরকারের সময়ে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। ছবির সাহায্যে গাছ চিনিবারও কোন অসুবিধা হইবে না। এই সকল কারণে ও আমাদের এই লুপ্ত সম্পদ পুনরুদ্ধার করিবার কার্য্যে—সাহায্য করিতে বহুদিন পূর্ব্বে আমার বন্ধু শ্রীকালীপদ বিশ্বাসকে বাংলা ভাষায় এই পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করি।

হিমাচলে বহু ঔষধের গাছের চাষ করা খুবই সম্ভবপর। কালীপদবাবুর হিসাবে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশীয় ঔষধের গাছের—যেমন ডিজিটালিস, কুইনাইন, ইপিকাকুয়ানা, বেলেডোনা, হ্যাসিয়ামাস, লোবেলিয়া প্রভৃতির—চাষ সহজেই করা যাইতে পারে এবং এই সকল গাছ হইতে কলকারখানায় ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। আশা করা যায় যে যাবতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় গাছের পদার্থ ও উপযোগিতা বিশদভাবে গবেষণা করিয়া ও এই সব উদ্ভিদ্ হইতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া স্বাধীন ভারত দেশের ও দশের সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলবিধানে অচিরে সমর্থ হইবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এই পুস্তক এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

৪, কিং এডওয়ার্ড রোড,
নিউ দিল্লী
১০ই জুলাই, ১৯৪৯

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বভাষ

অতি প্রাচীন কাল হইতে বেদজ্ঞ ঋষিগণ ভারতবর্ষের ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অথর্ব্ববেদ উহার একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই অথর্ব্ববেদ হইতেই ধন্বন্তরি-লিখিত আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভব। পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষি আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদীয় অধ্যাপকরূপে কয়েকখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে মহর্ষি চরক ব্যাধিপীড়িত জনগণের হিতার্থে চরক-সংহিতা নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কথিত আছে যে দেববৈদ্য ধন্বন্তরি কাশীরাজ-গৃহে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয়তনয় সুশ্রুতকে তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। মহর্ষি সুশ্রুত শিক্ষালাভের পর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহারই নাম সুশ্রুত-সংহিতা। চরক ও সুশ্রুত লিখিত চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা অতি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ। এই দুইখানি পুস্তকে অস্ত্রচিকিৎসা, দেহতত্ত্ব, ঔষধ-নির্ব্বাচন ও ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি অতি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পুস্তক দুইখানি লোকাতীত জ্ঞানের পরিচায়ক ও অপৌরুষেয় বলিয়া কথিত।

প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে বাগ্‌ভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা, চক্রদত্ত-সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর-সংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ, মদন পালের রাজনিঘণ্টু, মাধবকরের নিদান এবং আরও কতিপয় চিকিৎসা-পুস্তকে দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা-বিধি আলোচিত হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় এদেশীয় ভেষজ-সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তালিপ শেরিফ (Taleep Sheriff) এবং মখেজন-উল-আদ্বিয় (Makhazan-ul-Adwiya) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিৎ চিকিৎসকগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে Van Rheede লিখিত Hortus Indicus Malabaricus নামক পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত Thomas Rivevs, O. Kerbosa, L. De Costa, Wight, Beddome প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভিদের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদ চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়ন করিয়া আধুনিক গবেষণার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনীষির মধ্যে Dr. Roxburgh এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য. তাঁহাকে ভারতীয় আধুনিক উদ্ভিদ্‌-পরিচয়-গবেষণার পিতৃতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Dr. Roxburgh লিখিত Flora Indica নামক পুস্তকে বিভিন্ন ভারতীয় উদ্ভিদের দেশীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম, তাহাদের বর্ণনা, আবাস ও গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

পরবর্ত্তী সময়ে ১৮১০ খ্রী: Dr. John Flemming ভারতীয় ভৈষজ্যের হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত নাম Asiatic Research নামক সাময়িক পত্রে অতি বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Dr. N. Wallich এবং Dr. Wilson প্রমুখ উদ্ভিদ্‌বেত্তারা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। Dr. Ainslie, Moodeen Sheriff, Dr Wight, Dr. Dymock প্রভৃতি মহোদয়গণের দ্রব্যগুণ-পুস্তকগুলি (Materia Medica) অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ। Sir William O'Shaughnessy এবং Dr. Wallich এর 'Pharmacopoeia Bengal'ও অতি সারগর্ভ পুস্তক। Dr, Birdwood লিখিত বোম্বাই প্রদেশস্থ ভেষজ এবং Dr, Drury লিখিত মাদ্রাজ-দেশীয় ভেষজ, এবং Dr. Baden Powell লিখিত Punjab Products এবং রায়বাহাদুর কানাইলাল দে লিখিত Indigenous Drugs অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসাপুস্তক।

Dr. Voigt লিখিত Hortus Subarbanus Calcuttensis, Sir J. D, Hooker লিখিত Flora of British India এবং Sir George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products যথাক্রমে ১৮৪৫, ১৮৯৭ ও ১৯০৪ খৃঃ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া দেশীয় চিকিৎসা-বিষয়ক উদ্ভিদ্‌ ও আয়কর উদ্ভিদের পরিচয়-ও ব্যবহার সম্বন্ধে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

Sri George King লিখিত বহুসংখ্যক দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের পরিচায়ক পুস্তক, ভারতে কুইনাইন চাষ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত লিখিত Hindu Materia Medica নামক পুস্তকের Glossary বহু ভেষজ উদ্ভিদের দুরূহ পরিচয় অতি সহজ করিয়াছে। Sri David Prain সাহেব লিখিত Bengal Plants, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার গাছ ও সুন্দরবনের গাছ নামক পুস্তকগুলিতে অনেক ভৈষজ্যের নিদর্শন ও পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে Dr. Kirtikar ও Major B. D. Basu লিখিত Indian Medicinal Plants, Dr. R. N. Chopra লিখিত Indigenous Drugs, Dr. Nadkarni লিখিত The Indian Materia Medica এবং কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত, কাব্যতীর্থ লিখিত বনৌষধি-দর্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা হইল, ইহার সকলগুলিই সংস্কৃত, ইংরাজী ও লাটিন ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক খরিদ

করিয়া অধ্যয়ন করা অতি ব্যয়-সাপেক্ষ। তদ্ব্যতীত ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষায় অনভিজ্ঞ ভিষক্‌দিগের অনুপযোগী। বনৌষধি-দর্পণ নামক পুস্তকখানি যদিও বঙ্গভাষায় লিখিত তথাপি উহাতে অল্পসংখ্যক ভেষজের উল্লেখ আছে মাত্র এবং উহাতে তরুলতাদির চিত্র-পরিচয় না থাকায় ইহা সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য নহে।

ভৈষজ্য তরুলতাদির প্রকৃত নাম ও পরিচয়, উহাদের বৈজ্ঞানিক, দেশীয় ও সংস্কৃত নাম-সম্বন্ধে বহুসংখ্যক অনুসন্ধান-পত্র আমার নিকট সময়ে সময়ে প্রেরিত হওয়ায় সেগুলির যথাযথ উত্তর-প্রদানকালীন আমার মনে হইয়াছে যে, তরুলতাদির চিত্র ও বর্ণনাসহ একখানি ভৈষজ্য-পুস্তক লিখিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বহু গণ্যমান্য চিকিৎসক এরূপ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করায় আমার পূর্ব্ব ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠে ও এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হই। Sir David Prain, C., M. G. C. I. E., M. A, I. M. S., D. Sc., LL. D., F, R. S., F. R. S. E., F. L. S., ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা, ও ডাইরেক্টর, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, Kew, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উদ্যোগী করেন এবং এই ভূমিকার ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার জীবদ্দশায় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক ইংরাজি ভাষায় লেখা স্থির করিয়াছিলাম। পরে আমার বন্ধু মাননীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহা বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী ও উপকারের জন্য বঙ্গভাষায় লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার উপদেশমত এককড়িবাবুর একান্ত পরিশ্রম এবং আমার উদ্ভিদ-গবেষণায় তাঁহার নিষ্ঠা ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এই বিস্তীর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় লেখা সম্ভবপর হইয়াছে। এই পুস্তক-প্রণয়নে মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে পরামর্শ ও উৎসাহ দিবার জন্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই পুস্তক ছাপাইবার বন্দোবস্ত করার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য যথাক্রমে প্রত্যেক উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, কোন্ কোন্ ইংরাজী পুস্তকে উহার চিত্র-পরিচয় ও বর্ণনা আছে, কোন্ কোন্ স্থানে গাছগুলি পাওয়া যায়, ঔষধপ্রস্তুত-কার্য্যে উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং উহার ভৈষজ্য গুণ কি কি আছে ও কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা এই পুস্তকে লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী সরল ভাষায় বর্ণনার সহিত বৃক্ষাদির চিত্র ও চিত্র-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানিতে প্রায় ৭০০ (সাত শত) উদ্ভিদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কুইনাইন, ডিজিটালিস্, ইপিকাকুয়ানা, হয়াসিয়ামাস্ প্রভৃতি যে সকল গাছের চাষ ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেগুলিও বিশেষভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এক্ষণে পুস্তকখানি যদি আয়ুর্ব্বেদীয় ও অপরাপর চিকিৎসকগণের ও উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের উপকারে আইসে তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া ধন্য হইব। এই পুস্তক-প্রণয়ন কার্য্যে আমি প্রায় শতাধিক চিকিৎসা-গ্রন্থ ও উদ্ভিদ

বিদ্যা-বিষয়ক পুস্তকের সাহায্যে গ্রহণ করিয়াছি ; তজ্জন্য এই সকল গ্রন্থকারের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। প্রুফ-সংশোধন কার্য্যে শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করায় তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এরূপ পুস্তক-প্রণয়নে ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভবপর। সহৃদয় পাঠকগণ সেগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও পরবর্তী সংস্করণে অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

হারবেরিয়াম,
রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা।
১লা আগষ্ট, ১৯৪৯।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল হইতে তরুলতাদির আকৃতি, গুণ, বাসস্থান ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অতি বিশদ ভাবে লিখিত আছে ; যথা—শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, হরীতকীবর্গ, কর্পূরাদিবর্গ, গুড়ূচ্যাদিবর্গ, তৈলবর্গ ইত্যাদি। এই সকল বিভাগ প্রধানতঃ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞান-সম্বন্ধে অনুশীলন না থাকায় এবং উক্ত প্রথা অনুযায়ী কোন উদ্ভিদাগার সজ্জিত না থাকায় বৃক্ষাদির পরিচয়-বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভিদ্-বিদ্যার অধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের ফল, ফুল ও আকৃতিতে সাদৃশ্য লইয়া উদ্ভিদ্‌গুলিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগ পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য দেশে চলিত থাকায় ও এই বিভাগ অনুযায়ী আধুনিক উদ্ভিদাগারগুলি সংরক্ষিত হওয়ায় তরুলতাদির পরিচয়-সম্বন্ধে বহুপরিমাণে বাধাবিঘ্ন দূর হইয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তক-লিখিত গাছগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথানুযায়ী সজ্জিত করিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী গাছগুলির শ্রেণী-বিভাগ থাকায় উদ্ভিদাগারে একস্থানে সেইগুলি দেখিয়া লইবার পথ সুগম হইবে এই আশায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত সাবেক প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৩৭০-২৮৫ অব্দে Theophrastus নামক একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করেন। ইহার পর ১৭০৭-১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে সুইডেন-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক Linnaeus ইহার বহু পরিমাণ উন্নতি সাধন করেন। বর্ত্তমান যুগে এই শ্রেণী-বিভাগের দুইটী প্রণালী সভ্যজগতে গৃহীত হইয়াছে। একটী Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ, অপরটী Engler এবং Prantl সাহেব লিখিত বিভাগ। Bentham ও Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ ভারতে, ইংলণ্ডে এবং ইংরাজ অধিকৃত দেশে চলিত আছে ; আর Engler ও Prantl সাহেবের লিখিত বিভাগ জার্ম্মাণীতে এবং ইউরোপের দুই একটী উদ্ভিদাগারে প্রচলিত আছে। অধুনা Rendle এবং Hutchinson সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা তরুলতাদির স্বাভাবিক অবস্থা আরও বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

Engler এবং Prantl সাহেব সাধারণতঃ উদ্ভিদ্‌গুলিকে ১৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে Bentham ও Hooker সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ ভারতের উদ্ভিদাগারে গৃহীত ও চলিত আছে ; অতএব আমরা এই পুস্তকে-লিখিত উদ্ভিদ্‌গুলিকে তাঁহাদের

1034B—খ

মতানুযায়ী বিভাগ করিয়াছি। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Genera Plantarum নামক পুস্তকে উদ্ভিদ্গুলিকে ২০০ (দুই শত) Natural Order বা বর্গে (Family) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার শ্রেণী-বিভাগ অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।
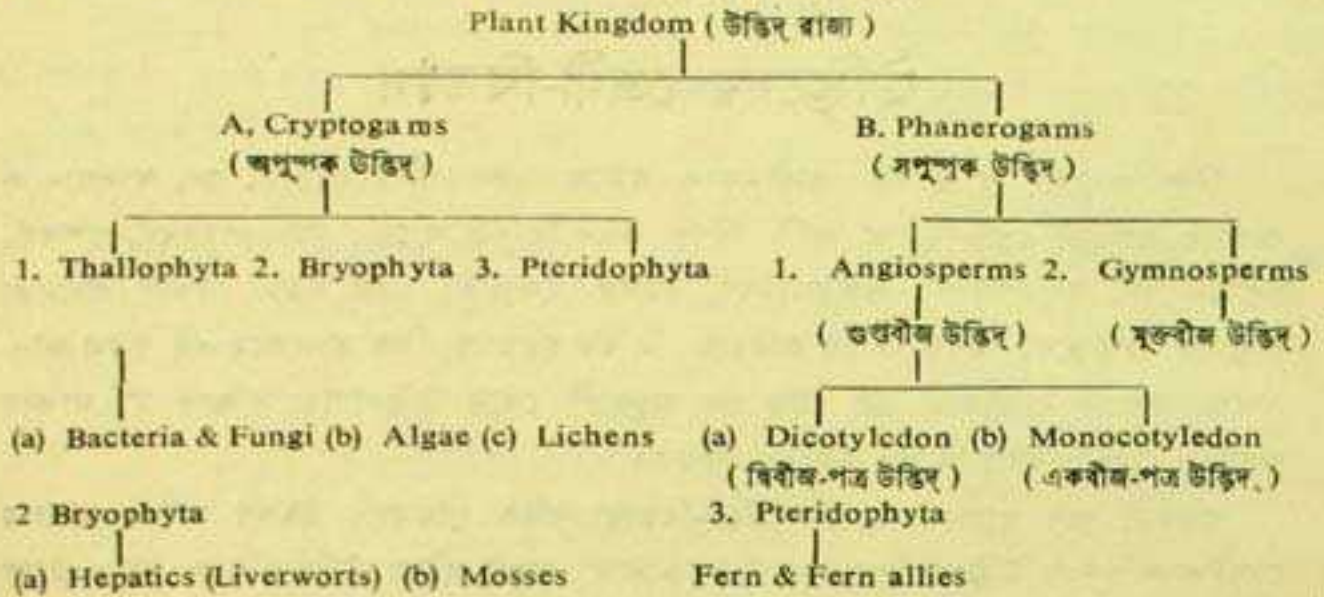
উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে Bentham ও Hooker সাহেব উদ্ভিদ্-রাজ্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা, Cryptogams (অপুষ্পক উদ্ভিদ্) এবং Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্)।

Cryptogams আবার Thalophyta, Bryophyta, এবং Pteridophyta এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে Bacteria (রোগোৎপাদক উদ্ভিজ্জাণু) Fungi (ছত্রক উদ্ভিদ্), Algae (জলজ শৈবালাদি উদ্ভিদ্) এবং Mosses মস্জাতীয় উদ্ভিদ্ প্রধান।

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্) প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; যথা, Angiosperms (গুপ্ত বা আবদ্ধবীজ উদ্ভিদ্) এবং Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ উদ্ভিদ্)। Angiosperms আবার দুইভাগে বিভক্ত; যথা, Dicotyledon (দ্বিবীজ-পত্র) ও Monocotyledon (একবীজ-পত্র) উদ্ভিদ্।

Gymnosperms (উন্মুক্তবীজ) উদ্ভিদের মধ্যে Cedrus deodara (হিমালয়জাত দেবদারু), Pinus longifolia (সরল কাষ্ঠ), Abis, Juniperus, Thuya ও Cupressus ইত্যাদি প্রধান।

যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে দুইটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Dicotyledon উদ্ভিদ্ বলে; যেমন চাল্তা, আম, জাম, তেঁতুল, বেল, কার্পাস, কলাই প্রভৃতি, যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে একটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Monocotyledon উদ্ভিদ্ বলে, যেমন সুপারি, তাল, খেজুর, নারিকেল, হরিদ্রা, মুর্গা, তালমূলী, পিয়াজ, কেতকী ইত্যাদি।

এই পুস্তকে লিখিত যাবতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেকটির পৃথক বর্ণনা আছে; ইহাদের বংশাবলীর সমগ্র পরিচয় দিতে হইলে পুস্তকের কলেবর অতিশয় বর্দ্ধিত হইবে এই আশঙ্কায়

এস্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল। বিভাগগুলি আরও কিঞ্চিৎ বুঝাইবার জন্য নিম্নে আর একটী তালিকা দেওয়া হইল।

Class 1.—Dicotyledons (দ্বিবীজ-পত্রী)
Division 1. Polypetalae (বা বিযুক্ত-দল)
Sub-Division (*a*) Thalamiflorae (বিযুক্ত-স্তবক)
(Family—Ranunculaceae—Tiliacea)
Sub-Division (*b*) Disciflorae (যুক্ত-স্তবক)
(Family—Linaceae—Moringaceae)
Sub-Division (*c*) Calycifloreae (বহিশ্ছদী)
(Family—Leguminoseae—Cornaceae)
Division 2. Gamopetalae (বা সংযুক্ত-দল)
(Family—Rubiaceae—Plantaginaceae)
Division 3. (Incompletae) Monochlamydeae (একচ্ছদী
(Family—Nyctaginaceae—Ceratophyllacea)
Class II.—Gymnosperms (মুক্তবীজ-পত্রী) অনাচ্ছাদিত
(Family—Gnetaceae-Cycadaceae)
Class III.—Monocotyledons (একবীজ-পত্রী)
Division 1. Petaloideae (দ্বিসারি-দল)
(Family—Hydrocharideaceae—Naiadaceae)
Division 2. Glumiferae (শীষধারী)
(Family—Eriocaulaceae—Gramineae).

প্রত্যেক গাছের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসারে বর্ণিত। ইহা গাছের বিশেষ নাম ও বর্ণনাকারীর নামের সহিত সংলগ্ন থাকে। সর্বপ্রথমে গাছের পর্য্যায়ভুক্ত বা গণীয় (Generic) নাম দেওয়া হইয়া থাকে: যেমন Terminalia belerica Roxb. এস্থলে Roxburgh সাহেব উক্ত গাছের বর্ণনা করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নাম শেষভাগে লিখিত হইয়াছে; belerica নামটী বিশেষজাতীয় (Specific) নাম। কোন লোকের নাম যদি দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ হয়: তবে দেবেন্দ্রনাথ belerica জাতীয় (Specific) নামের এবং ঘোষ নামটি Terminalia-গণীয় (Generic) নামের তুল্য। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই তিনটী নাম ঘোষ-বংশীয় তিনটী ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। গাছের ও তেমনি T. belerica, T. catappa, T. chebula প্রভৃতি নাম Terminalia গণভুক্ত। পূর্বোক্ত গাছগুলি সমস্ত Combretaceae Family বা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক গাছের একটী করিয়া গণ—genus ও জাতি—specie আছে। Specific নামটী generic নামের বিশেষণরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন Pinus longifolia বলিলে longifolia

অর্থাৎ লম্বা পাতাযুক্ত Pinus গাছ বুঝায়; অতএব longifolia শব্দটী Pinus-এর বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কখন কখন Specific নামটী উদ্ভিদের আবিষ্কার-কর্ত্তা অথবা একজন বিখ্যাত উদ্ভিদ্-তত্ত্বজ্ঞের নামানুসারে দেওয়া হইয়া থাকে; যেমন Meconopsis Wallichii Hook. এ গাছের Wallich সাহেবের নামে Hooker সাহেব নাম দিয়াছেন। এই নিয়মানুযায়ী দুই-শব্দবিশিষ্ট নামকরণ-প্রণালীকে Binominal nomenclature (নামকরণ) প্রণালী বলে।

এই প্রকার নামকরণ-প্রণালী Linnaeus সাহেবের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে এবং ইহার নিয়মাদি International Botanical Conference হইতে ধার্য্য হইয়া থাকে। এই Conference সর্বপ্রথমে অষ্ট্রীয়ার ভিয়েনা নগরে আরম্ভ হয়, তৎপরে ইংলণ্ডে আর একবার বসিয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েকটী বিশেষ বিষয়ের মীমাংসার জন্য হলাণ্ডের আমষ্টার্ডাম নগরে হইয়া গিয়াছে এবং ১৯৫০ সালে Stockholm-এ এই সভার পুনরায় অধিবেশন হইবে।

এই পুস্তকে উদ্ভিদের নামগুলি যথাসম্ভব বর্ত্তমান International nomenclature অনুযায়ী দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

Fern ও Fern শ্রেণীর উদ্ভিদ্ যেমন Lycopodium, এই লতার স্পোর (Spores), সামুদ্রিক বড় বড় শেওলা-বিশেষ, যাহা হইতে মূল্যবান আগর আগর (Agar Agar), আয়োডিন (Iodine, Vitamin) প্রভৃতি পাওয়া যায়, ছত্রক-বর্গ (Fungi) যেমন Penicilium জাতীয় সূতার ন্যায় উদ্ভিদ্, অতি মূল্যবান্ ঔষধ। অমূল্য ঔষধ Penicillin, এবং সম্প্রতি ডাক্তার সহায়রাম বসু-আবিষ্কৃত কানচটা-বর্গভুক্ত Polystrictus sanguinius জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে 'Polydorin' আজ চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক যুগ-পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

আজিও এই বিশাল ভারতের বহু উদ্ভিদের বিষয় আমাদের অজানা রহিয়াছে। আজ আমাদের স্বাধীন ভারতে এই সব উদ্ভিদের ও ঔষধের যথাযথ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের তথ্য সম্যক্-রূপে উদ্ঘাটন করা বিজ্ঞান ও মানবতার দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচিপত্র

XXXIX. Fabaceae.

158. Crotolaria juncea Linn. (শণ)
159. ,, Verrucosa Linn. (বনশণ)
160. Arbus precatorius Linn. (কুঁচ)
161. Adenanthera pavonina Linn. (রক্তন)
162. Acacia arabca Willd. (বাব্‌লা)
163. ,, catechu Willd (খদির)
164. ,, farnesiana Willd. (গুয়ে বাব্‌লা)
165. ,, suma Ham. (সমী. (শাঁইকাঁটা)
166. ,, tomentosa Willd. (সালশাঁইবাব্‌লা)
167. Albizzia lebbek Benth. (শিরীষ)
168. ,, amara Boiv. (কৃষ্ণশিরীষ)
169. Alhagi maurorum Desv. (ধবসা, ছুরালতা)
170. Arachis hypogaea Linn. (চিনেবাদাম)
171. Butea monosperma (Lamk) Taub. (পলাশ)
172. ,, St perba Roxb. (লতাপলাশ)
173. Bauh nia Variegata Linn. (রক্তকাঞ্চন)
174. ,, purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন)
175. ,, racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)
176. Bauhinia Vahlii W & A. (চেহর)
177. ,, tomentosa Linn. (কাঞ্চনার)
178. Cajanns Cajan (Linn) Millerp. C. indicus Spring (অড়হর)
179. Cassia fistula Linn. (সোঁদাল)
180. ,, occident lis Linn. (বড় কাল কেসেন্দা)
181. C. sophera Linn. (ছোট কালকেসেন্দা)
182. C. tora Linn. (চাকুন্দে)
183. C. alata Linn. (দাদমর্দ্দিন)
184. C. angustifolia Vahl. (সোনামুখী)
185. Cicer arietinum Linn. (ছোলা)
186. Clitoria ternatea Linn. (অপরাজিতা)
187. Dalbergia Sissoo Roxb ex DC (শিশু)
188. Derris uliginosa Benth. (পানলতা)
189. Desmodium gangaticum DC. (শালপাণি)
190. Dolichos biflorus Linn. (কুত্তিকলাই)
191. ,, lablab Linn. (শিম)
192. Glycine soja Sieb & Zucc. (গাড়ীকলাই)
193. Extada sctandens Benth. (গিলাগাছ)

194. Lens Gren & Godr.
esculenta Moehch. (মসুরি)
195. Erythrina indica Lamk.
(পালতেমাদার)
196. Indigofera linifolia Retz.
(ভাঙ্গাড়া)
197. ,, tinctorin Linn. (নীল)
198. Lathyrus Sativus Linn.
(খেসারী)
199. Melilotus indica All.
(বনমেথি)
200. Ougeinia—dalbergiodes Benth.
(তিনিশ)
201. Mimosa pudica Linn.
(লজ্জাবতী)
202. ,, rubicaulis Lam.
(কুঁচিকাটা)
203. Mucuna prurita Hook.
pruriens DC. (আলকুশী)
204. Phaseolus trilobus Ait.
(মুগানী)
205. ,, mungo Linn. (মুগ)
206. ,, ,, ,,
Var. Roxburghii author.
(মাষকলাই)
207. Pisum sativum Linn.
(কাবুলি মটর)
208. Pongamia glabra Vent.
(ডহরকরঞ্জা)
209. Prosopis specigera Linn.
(শমী)
210. Psoralea corylifolia Linn.
(হাকুচ, বুচ্‌কি)
211. Pterocarpus santalinus Linn.
(রক্তচন্দন)
212. ,, marsupium Roxb.
(পীতশাল)
213. Saraca indica Linn. (অশোক)
214. Sesbania aegyptiaca Pers.
(জয়ন্তী)
215. Sesbania grandiflora Pers.
(বাসনা, বক)
216. Tephrosia purpurea Linn.
Pers. (বননীল)
217. ,, Villosa Pers.
(শ্বেত বননীল)
218. Teramnus Sw. labialis Spr.
(মাষাণী)
219. Trigonella foenum graecum
Linn. (বড় মেথি)
220. Tamarindus indicas Linn.
(তেঁতুল)
221. Glycyrrhiza Tourn ex. glabra
Linn. (যষ্টিমধু)
222. Caesalpinia bonducella Linn.
Crispa Linn. (নাটা)
223. ,, sappan Linn.
(বকম্‌)
224. ,, pulcherrima
Swartz. (কৃষ্ণচূড়া)
225. ,, digyna Rottl.
(অমলকুঁচি)
226. ,, coriaria Willd.
(চৌরী)
227. Uraia lagopoides DC.
(চাকুলিয়া)
228. ,, picta Jacq. Desv.
(শঙ্করজটা)
229. Astragalus Tourn, ex Linn.
gummifer Labill. (কতিরা)

XL. Rosaceae.

230. Prunus Communis Huds
Var. insititia Hookf.
(আলুবোখ্‌রা)
231. ,, puddum Roxb. (পদ্মক)
232. Rosa damascena Mill.
(গোলাপ)
233. Cydonia Vulgaris Pers.
(বিহিদানা)

XLI. Crasulaceae.

234. Broyphyllum calycinum salisb
B. pinnatum (Lamk) Oken.
(পাথরকুচি)

235. Kalanchoe laciniata DC.
(হিমসাগর)

XLII. Droseraceae.

236. Drosera burmanni Vahl.
(মুখজালি)

XLIII. Rhizophoraceae.

237. Rhizophora mucronata Lamk.
(খামো)

238. Kandelia rheedii W. & A.
K. candel (Linn) Druce.
(গেবিয়া)

XLIV. Combretaceae.

239. Terminalia arjuna Bedd.
(অর্জুন)

240. ,, belerica Retz. (বহেড়া)

241. ,, catappa Linn. (বাদাম)

242. ,, chebula Retz.
(হরীতকী)

243. ,, tomentosa Bedd.
(অসন)

244. Anogeissus latifolia Wall.
(দাওয়া)

245. Quisqualis indica Linn.
(রঙ্গন বেল)

XLV. Myrtaceae.

246. Barringtonia acutangula
gaertn. (হিজ্জল)

247. ,, racemosa Bl. (সমুদ্রফল)

248. Careya arborea Roxb. (কুম্বী)

249. Eugenia jambolana Linn.
(কালজাম)

250. ,, jambos Linn.
(গোলাপজাম)

251. ,, caryophyllata
Thunberg. (লবঙ্গ)

252. Myrtus Communis Linn.
(বিলাতী মেন্দী)

253. Melaleuca leucodendron
Linn. (কাজুপটি)

254. Psidium guyava linn. (পেয়ারা)

XLVI. Melastomaceae.

255. Memecylon edule Roxb.
(বম্বেঅঞ্জন)

XLVII. Lythraceae.

256. Ammannia baccifera Linn.
(দাদমারি)

257. Lawsonia alba Lamk.
(মেহেদী)

258. Wood fordia floribunda salisb.
W. fruticosa (Linn) Kurz.
(ধাইফুল)

259. Lagerstroemia flos-reginae
Retz. Speciosa (Linn) Pers.
(জারুল)

260. Punica granatum Linn.
(দাড়িম্ব)

XLVIII. Onagraceae.

261. Jussiaea suffruticosa Linn.
(বন লবঙ্গ)

262. ,, repens Linn.
(কেশরদাম)

263 Trapa bispinosa Roxb.
(পানিফল)

XLIX. Samydaceae.

264. Casearia tomentose Roxb.
C. elliptia Willd (চিল্লা)

L. Passifloraceae.

265. Carica papaya Linn. (পেঁপে)

LI. Cucurbitaceae.

266. Trichosanthes palmata Roxb.
T. bracteata (Lamk). Voigt
(মাকাল)

267. ,, Cordata Roxb.
(ভুঁইকুমড়া)

268. Trichosanthes dioica Roxb. (পটোল)
269. ,, auguina Linn. (চিচিঙ্গা)
270. ,, Cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)
271. Lagenaria vulgaris Seringe. (লাউ)
272. Luffa acutangula Roxb. (ঝিঙা)
273. ,, amara Roxb. (ঘোষালতা)
274. ,, aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)
275. Benincasa cerifera Savi. (ছাচিকুমড়া)
276. Bryonopsis Bryonia laciniosa (Linn) Naud. (মালা)
277. Cephalandra indica Naud. C. Cordifolia (Linn) Cogn. (তেলাকুচা)
278. Citrullus colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা)
279. ,, vulgaris Schrad. (তরমুজ)
280. Cucumis melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী)
281. ,, sativa Linn. (শশা)
282. Cucurbita maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)
283. ,, pepo DC. (কুমড়া, শ্বেতকুমড়া)
284. Momordica cochinchinensis Spreng. (কাঁকরোল)
285. ,, charantia Linn. (করলা)
286. ,, dioica Roxb. (ধাঁরকরলা)
287. Mukia scabrela Arn. (আগমুখী)
288. Zehneria umbellata Thw (কুদরী)

LII. Cacteae.

289. Opuntia Tourn, ex Mill dillenii Hav. (ফণিমনসা)

LIII. Ficoideae.

290. Trinthema monogyna Linn. T. portulacastrum Linn (সাবুনী)
291. Mollugo spergula Linn. (গীমাশাক)

LIV. Umbellifereae.

292. Hydrocotyle (Tourn) Linn. asiatica Linn (থুলকুড়ি) C. asiatica (Linn) Urban.
293. Cuminum (Tourn) Linn. C. Linn. (জীরা)
294. Carum Rupp. ex Linn. copticun Benth. (জোয়ান)
295. ,, roxburghianum Benth. (রাঁধুনি)
296. Coriandrum (Tourn) sativum Linn. (ধনে)
297. Daucus (Tourn) carota Linn. (গাজর)
298. Ferula Tourn. ex Linn foetida Regil. (হিঙ্গু)
299. Foeniculum vulgare Gaertn. (মৌরী)
300. Seseli indicum W. & A. (বন জোয়ান)
301. Peucedanum sowa Kurz. (শলুফা)

LV. Cornaceae.

302. Alangium lamarckii Thw. (বাঘ আঁকড়, আঁকোড়)

LVI. Rubiaceae.

303. Anthocephalus.A. RICH. cadamba Miq.(কদম্ব)
304. Cinchona officinalis Linn. (কুইনাইন)
305. Adina Salisb cordifolia Hook. (ধুলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)
306. Ixora parviflora Vahl. (গান্ধালরঙ্গন)
307. ,, coccinea Linn. (রঙ্গন)
308. oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)
309. Psychotria ipecacuanha Stokes (ইপিকাক)
310. Ophiorrhiza mungos Linn. (গন্ধ নাকুলি)

XXXIX. FABACEAE.

Genus—CROTALARIA Linn.

158. C. juncea. Linn. (শণ)

ভাষানুসারী নাম :—শণ—সংস্কৃত ; শণ—বাংলা ; সন—হিন্দি ; শনমলুবেন্ন, শণ্‌নার্‌-ঘেন-পনার—তামিল ; জহুমু—তেলেগু ; উকো-নং—মালয় ; শণ—মহারাষ্ট্র ; শণবু—কর্ণাট ; জনবকনর্‌—দাক্ষিণাত্য। শণ—গৌড়।

> শণস্তু মাল্যপুষ্পঃ স্যাদ্বমনঃ কটুতিক্তকঃ।
> নিশাবনো দীর্ঘশাখস্তুক্যারী দীর্ঘপল্লবঃ ॥
> শণস্ত্বম্লঃ কষায়শ্চ মলগর্ভাস্রপাতনঃ।
> বান্তিকৃৎ বাতকফনুজ্‌-জ্ঞেয়স্তীব্রাঙ্গমর্দজিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—শণ, মাল্যপুষ্প, বমন, কটুতিক্তক, নিশাবন, দীর্ঘশাখ, অক্যারী, দীর্ঘপল্লব—এইগুলির নাম।

গুণপর্যায় ঃ—শণ অম্লকষায় রস, বিরেচক, এবং রক্তপাতক, বমনকারক ; বায়ু ও কফনাশক এবং তীব্র অঙ্গমর্দনাশক।

জন্মস্থান ঃ—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, বিহার, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা। বর্দ্ধমানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্‌। পত্র সাধারণতঃ ১১/২-৩ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল, ধূসরবর্ণ, পশমের ন্যায় লোমযুক্ত। পুষ্পস্তবক ফাঁক ফাঁক। ১০-২০টি ফুল মাথা পর্য্যন্ত জন্মে। বহির্বাস ১/২-২/৩ ইঞ্চি লম্বা, ঘনসন্নিবদ্ধ, লোমযুক্ত। ফুল পীতবর্ণ, শুঁটি ১-১১/২ ইঞ্চি লম্বা, পশমের ন্যায় লোমযুক্ত। একটি শুঁটিতে ১০-১৫ টি বীজ হয়। ইহার আঁশ হইতে শক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শণবীজের রক্তপরিষ্কার করিবার শক্তি আছে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ—রক্ত পরিষ্কারক, চুলি এবং চর্মরোগনাশক, ঋতুস্রাব কারক, জীবজন্তুর পক্ষে বিষজনক।

Fig :—Bot. Mag., t. 490 ; Rheede, Hort, Mal., ix, t. 26 ; Roxb., Cor, Pl., t. 193

Ref :—F. B. I., ii, 79 ; Roxb, F. I, iii, 259 ; B. P., i. 374 ; Watt, ii, Pl. ii, 596 ; Prain, H. H., 193.
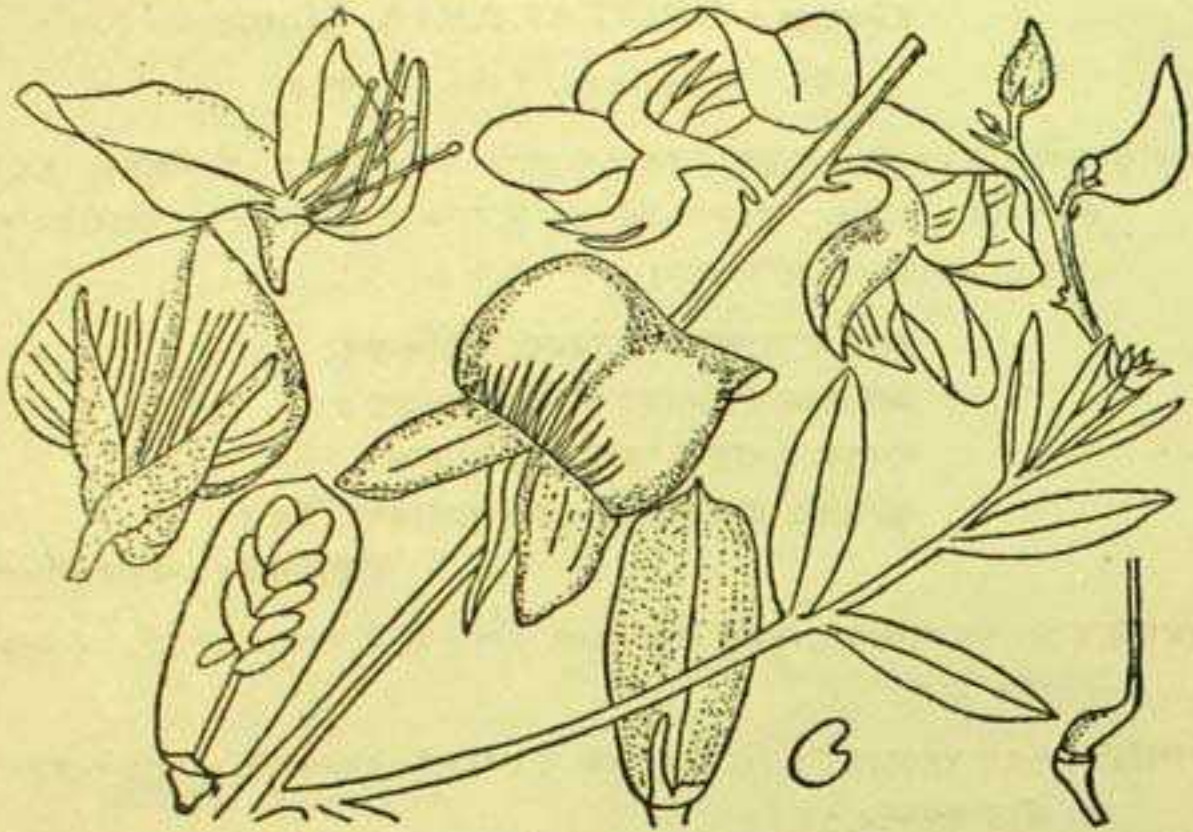
158. Crotalaria juncea Linn. (শণ)

159. C. verrucosa Linn. (বনশণ)

ভাষানুসারী নাম :—শণপুষ্প—সংস্কৃত ; বনশণ—বাংলা ; বনশণ-ই, ঘাগরী, ঝুনঝুনিয়া, শণহলী—হিন্দি ; খিলিহিলা—মহারাষ্ট্র ; শণবীজ—কর্ণাট ; যেলিঘিম্বিন্‌ট্রা—তামিল ; বনশণ—গৌড় ।

শণপুষ্পী বৃহৎপুষ্পী শণিকা শণঘন্টিকা ।
পীতপুষ্পী স্থূলফলা লোমশা মাল্যপুষ্পিকা ॥
শণপুষ্পী রসে তিক্তা কষায়া কফবাতজিৎ ।
অজীর্ণজ্বরদোষঘ্নী বমনী রক্তদোষনুৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—শণপুষ্পী, বৃহৎপুষ্পী, শণিকা, শণঘন্টিকা, পীতপুষ্পী, স্থূলফলা, লোমশা ও মাল্যপুষ্পিকা এইগুলি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—শণপুষ্পী—তিক্তরস, বিপাকে কষায়রস, কফ এবং বায়ুনাশক । অজীর্ণ ও জ্বরদোষ নাশক, বমনকারক এবং রক্তদোষনাশক ।

জন্মস্থান :—হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা জেলায় জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, সরল বা বক্র, ২-৩ ইঞ্চি উচ্চ। ডালের গাঁইটগুলি গোড়ার দিকে ঘেঁসাঘেঁসি হয়, গাছের অগ্রভাগে একটু দূরে দূরে জন্মে। পত্র পাতলা ও নরম; ৪-৬ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ মোটা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ফুল ঘনসন্নিবদ্ধ, প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ১২-২০টি ফুল জন্মে। ফুল পীতবর্ণ, শ্বেত অথবা নীলবর্ণ। ঘাগ্‌রা বা শুঁটি নরম, লোমযুক্ত, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ১০-১২টি বীজ থাকে। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—রস।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার রস তামিলদেশীয় কবিরাজেরা পাঁচড়া এবং অপরাপর চর্ম রোগে ব্যবহার করে (Ainslie)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতার রস—চুলকানি, চর্মরোগে বাহ্য ও আভ্যন্তরিন প্রয়োগ হয়। থুথু কমিয়ে দেয়।

Fig.—Bot. Mag., t. 3034 ; Wight., I c., t. 200 ; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 29 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 288 A.

Ref.—F. B. I., ii, 77 ; Roxb., F. I, iii, 273 ; B. P, i. 373 ; Voigt. B. S., 206 ; Prain, H. H., 206.
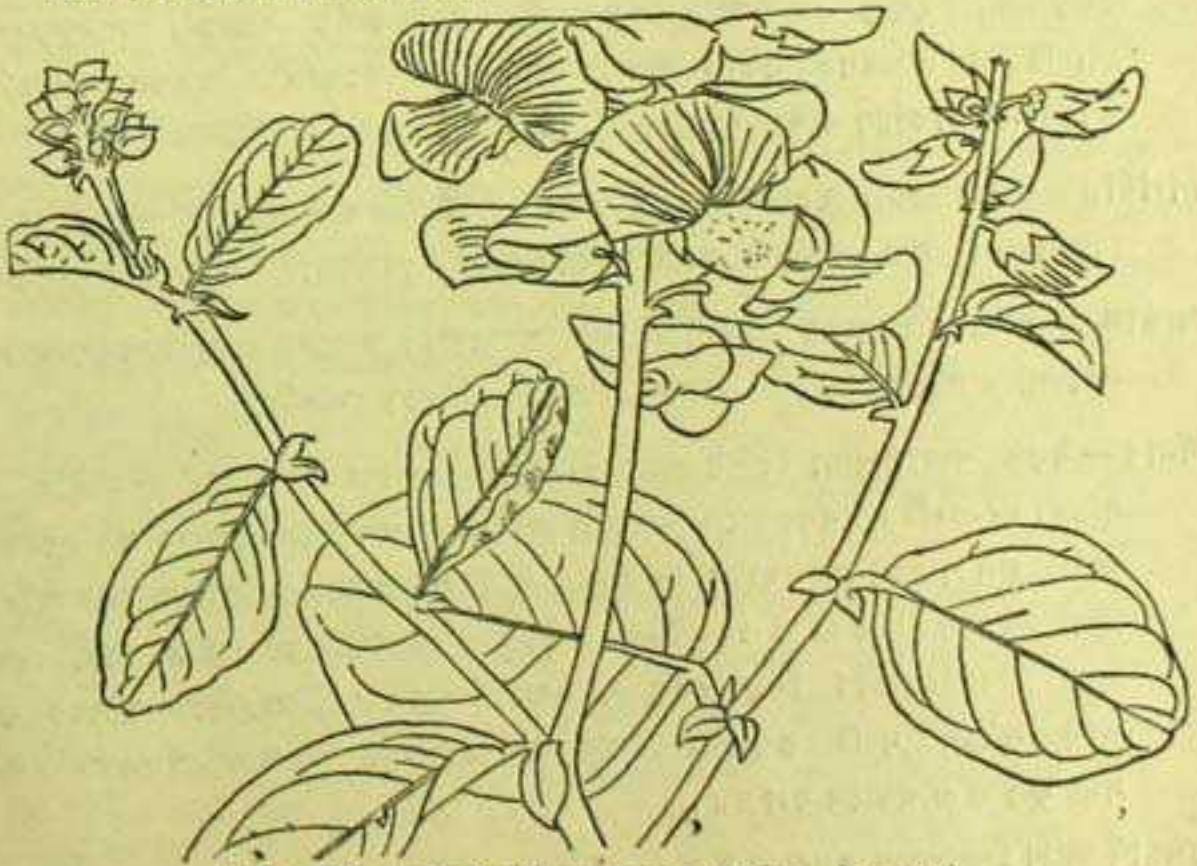
159. Crotalaria Verrucosa Linn. (বনশণ)

Genus—ABRUS Linn.

160. A. precatorius Linn. (কুঁচ)

ভাষানুসারী নাম :—গুঞ্জা—সংস্কৃত ; কুঁচ—বাংলা ; গুঞ্জা দোনি, গুঞ্জ—হিন্দি ; গুন্দুমণি—তামিল ; গুরিগুঞ্জা—তেলেগু ; গুলুগুঞ্জে—মহারাষ্ট্র, এরডু—কর্ণাট ; কঞ্জ—উৎকল ; কুঁচ—গৌড়।

গুঞ্জা চূড়ামণিঃ সৌম্যা শিখণ্ডী কৃষ্ণলাঽরুণা।
তাম্রিকা শীতপাকী স্যাদুচ্চটা কৃষ্ণচূড়িকা ॥
রক্তা চ রক্তিকা চৈব কাম্বোজী ভিল্লিভূষণা।
বন্যাস্থা মানচূড়া চ বিজ্ঞেয়া ষোড়শাহ্বয়া ॥
দ্বিতীয়া শ্বেতকাম্বোজী শ্বেতগুঞ্জা ভিরিন্টিকা।
কাকাদনী কাকপীলুর্বক্ত্রশল্যা ষড়াহ্বয়া ॥
গুঞ্জাদ্বয়স্তু তিক্তোষ্ণং বীজং বান্তিকরী শিফা।
শূলঘ্নং বিষকৃৎ পত্রং বশ্যে শ্বেতঞ্চ শস্যতে ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুডূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—গুঞ্জা, চূড়ামণি, সৌম্যা, শিখণ্ডী, কৃষ্ণলা, অরুণা, তাম্রিকা, শীতপাকী, উচ্চটা, কৃষ্ণচূড়িকা, রক্তা, রক্তিকা, কাম্বোজী, ভিল্লিভূষণা, বন্যাস্থা, মানচূড়া—এই ষোলটি নাম। অপর প্রকার গুঞ্জার নাম—শ্বেত কম্বোজী, শ্বেতগুঞ্জা, ভিরিন্টিকা, কাকাদনী, কাকপীলু ও বক্ত শল্যা—এই ৬টী।

গুণপর্যায় :—উভয় প্রকার গুঞ্জাই তিক্তরস, উষ্ণবীর্য। বীজ-বমনকারক, মূল—শূলনাশক এবং বিষকারক। পত্র—বশীকরণ কার্যে ব্যবহৃত হয়। শ্বেতগুঞ্জাই দুইয়ের মধ্যে প্রশস্ত।

জন্মস্থান :—ভারতের হিমালয় প্রদেশ, সিংহল, শ্যামদেশ ; ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায় ; বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর।

বর্ণনা :—বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট আরোহী লতা। শাখা নরম, পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ২০-৪০টি। বসন্তকালে পত্রগুলি পড়িয়া যায়। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন অনেক ফুল জন্মে। ফুল পত্র অপেক্ষা ছোট। বহির্বাস ১/৬ ইঞ্চি, পশমময়। ফুল লালের আভাযুক্ত কিম্বা শ্বেতবর্ণ। শুঁটি ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ⅓-½ ইঞ্চি চওড়া। বীজ লাল, কৃষ্ণবর্ণ অথবা ঈষৎ শ্বেতবর্ণ কিম্বা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণে মিশ্রিত, আকৃতিতে মটরের ন্যায়। লাল কুঁচের মুখটি কৃষ্ণবর্ণ। কুঁচ দুই প্রকারের—লাল ও শ্বেতবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, পাতা ও বীজ।

সুশ্রুত :—(১) ইন্দ্রলুপ্তে গুঞ্জাপত্র—কেশভূমির ত্বকে কিঞ্চিৎ 'আঁচড়' দিয়া পিষ্টগুঞ্জাপত্র লেপন করিলে টাক্ নিবৃত্তি পাইয়া কেশোদ্গম হয় (চিঃ ২০ অঃ)। (২) **পুতনাগ্রহ প্রতিষেধার্থ** গুঞ্জাফল—শিশু পূতনাগ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে উহাকে গুঞ্জাফল ধারণ করাইবে (উঃ ৩২ অঃ)।

চক্রদত্ত :—কর্ণপলী বিবর্দ্ধনার্থ গুঞ্জাফল—গুঞ্জাফলের শস্য চূর্ণ করিয়া বস্ত্রপূত করিবে। এই চূর্ণ মহিষদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া এই দুগ্ধের দধি প্রস্তুত করিবে। এই দধি হইতে যে নবনীত প্রস্তুত হইবে তাহা কাণের পাতায় মর্দন করিলে কানের পাতা (কর্ণপালী) বর্দ্ধিত হয়।

হারীত :—পিত্তবিসর্পে গুঞ্জাপত্র :—পিত্তবিসর্পে গুঞ্জাপত্রের প্রলেপ দিবে (চিঃ ৩৩ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—দারুণকে গুঞ্জাফল—গুঞ্জাফল শস্যের কল্ক এবং ভৃঙ্গরাজের স্বরস দ্বারা যথাবিধি পক তিলতৈল মর্দ্দন করিলে, রুকি, খুস্কি, কেশদক্রু নিবৃত্তি পায় (ক্ষুদ্ররোগ-চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) গণ্ডমালায় গুঞ্জাফল—গুঞ্জামূল ও ফলের কল্ক ও দ্বিগুণ (তৈলের দ্বিগুণ) জলসহ যথাবিধি পক তিল তৈলের নস্য ও অভ্যঙ্গ করিলে সুদারুণ গণ্ডমালা প্রশমিত হয় (গণ্ডমালা-চিঃ)। (২) **গৃধ্রসীতে** গুঞ্জাপত্র ও ফল—গৃধ্রসী রোগীর কটী কিম্বা সক্‌থির দুই তিন স্থানের শিরা প্রচ্ছন্নবেধিত করিয়া গুঞ্জাপত্রকল্ক লেপন করিলে সত্ত্ব বেদনার নিবৃত্তি পায় (বাতব্যাধি-চিঃ)। লৌহিত্যোৎপাদক বলিয়া ফলশস্যের প্রলেপই যুক্তিযুক্ত। ফলশস্য ব্যবহৃত হইলে শিরা বেধ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কুঁচ বিষাক্ত বলিয়া কথিত আছে। স্নায়বিক রোগে ইহার আভ্যন্তরিক, এবং চর্মরোগে ও দুরারোগ্য ক্ষতে বাহ্য প্রয়োগ হয়। কুঁচের শিকড় বমনকারক। Dr. Burton Brown বলেন যে ৪০টি কুঁচ খাইয়া একটী লোকের ভেদ ও বমি হইয়াছিল এবং ইহার সহিত রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা ও মূত্রনাশ হইয়াছিল। পরে উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইলে রোগী আরোগ্য লাভ করে (Punjab Poisons)।

কঙ্কন দেশীয় গায়কেরা শ্বেত কুঁচের পাতা স্বরভঙ্গ রোগে ব্যবহার করে। কুঁচ ও চিতামূল একত্রে বাটিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়।

স্ত্রীলোকেরা কুঁচ ভক্ষণ করিলে গর্ভাশয় বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে গর্ভ হয় না। ঋতুকালীন প্রত্যহ ৪-৬টি কুঁচ দিবসে ২ বার কয়েকদিন ভক্ষণ করিলে গর্ভ হয় না (Mooden Sheriff)। ঠাণ্ডা লাগিয়া মাথা ধরিলে কুঁচের বীজ চূর্ণ নস্য লইলে মাথাধরা আরাম হয়। সিদ্ধ কুঁচ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। কুঁচের শিকড় বিষতুল্য, ক্ষত মুখে প্রলেপ দিলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। চাপানের রস চিনির সহিত সেবন করিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। দুষ্ট চর্মকারেরা কুঁচের গুঁড়া গরুকে খাওয়াইয়া অথবা চর্মভেদ

করাইয়া শরীরে বিষ প্রবেশ পূর্বক চর্মলোভে হত্যা করে। কেহ কেহ গর্ভস্রাব করাইবার জন্য ইহার মূলের কাথ খাওয়াইয়া থাকে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

বীজ—বিরেচক, বমনকারক, রসায়ন, বাজীকরণ, স্নায়বিক দুর্বলতায় উপকারক ও পশুবিষ।

মূল—বমনকারক, বিষদোষযুক্ত।

মন্তব্য ঃ—চরক, স্থাবরবিষবর্গে (চিঃ ২৫ অঃ) গুঞ্জাপাঠ করেন নাই। **সুশ্রুত**, মূলবিষবর্গে (কঃ ২ অঃ) গুঞ্জাপাঠ করিয়াছেন। সুতরাং সৌশ্রুতমতে গুঞ্জার মূল বিষ। **রসরাজসুন্দরে** লিখিত আছে "গুঞ্জা কাস্তিক সংস্বিন্না প্রহরাচ্ছুধ্যতি ধ্রুবম্"।

Fig—Rheede. Hort. Mal., viii, t. 37 ; Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 77 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med Pl., i. t. 313 A.

Ref—F. B.I. ii. 175 ; B. P., i. 369 ; Roxb., F. I., iii. 259 ; Watt., i. Pt. i. 274 ; Prain. H.H., 192 ; Voigt. H.S., 228.
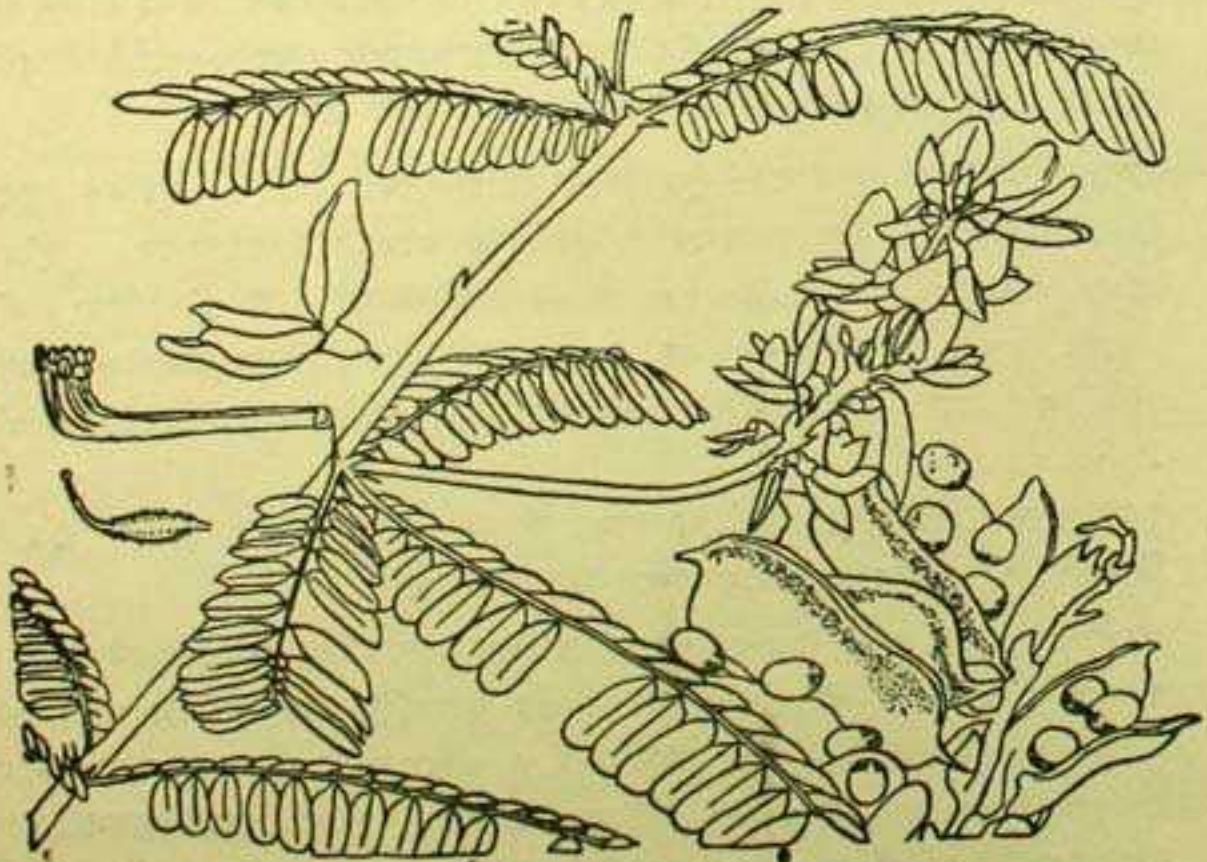
160. Abrus precatorius Linn. (কুঁচ)

Genus—ADENANTHERA Linn.

161. A. pavonina Linn. (রঞ্জন)

জন্মস্থান ঃ—চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বর্মা, বঙ্গদেশ, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, আন্দামান।

বর্ণনা ঃ—সরল কাঁটাশূন্য উদ্ভিদ। পত্র পক্ষাকার, বোঁটা ক্ষুদ্র। পুষ্পদণ্ড ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১/২ ইঞ্চি চওড়া। ফুল ১/৬-১/৪ ইঞ্চি, পাপ্‌ড়ি ৫টি, নরম। পুংকেশর ১০টি। ফল লম্বাকৃতি শুঁটিযুক্ত ; শুঁটি ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা ; ১/২ ইঞ্চি চওড়া। প্রত্যেক শুঁটিতে ১০-১২টি বীজ থাকে। বীজ ছোট, শক্ত, মসৃণ, লালবর্ণ, মস্তক কুঁচের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, শুঁটির ভিতর পাতলা শাঁসের মধ্যে থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—বীজ ও পত্র।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার কাষ্ঠ হইতে একপ্রকার লাল রং প্রস্তুত হয়। হিন্দুরা এই রং কপালে মাখিয়া থাকে (Roxburgh)। ইহার লালবর্ণ একটি বীজের ওজন ৪ গ্রেন। বীজ মালা গাঁথিয়া গলায় মালার ন্যায় পরিধান করে। পাতার কাথ দক্ষিণ ভারতে পুরাতন বাত এবং গেঁটেবাত আরাম করিবার জন্য সেবন করে। কিন্তু ইহা অধিক দিন ব্যবহার করিলে জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা উৎপাদন করিয়া ধ্বজভঙ্গ রোগ আনয়ন করে। ইহার কাথ রক্ত অর্শ ও পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব নিবারক। বীজের গুঁড়া বাহ্য প্রয়োগ করিলে ফোড়ায় পুঁজ সঞ্চার হয়।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়** ঃ

পাতার কল্ক—পুরাতন বাতে ও রক্তগত রোগে উপকারী।

বীজ—ফোড়ায় উপকারী। নিউমোনিয়া রোগেও উপকারী।

Fig :—Wight., Ill., t. 84 ; Beddome, Fl. Sylv., v., t. 46.

Ref —F. B. I., ii. 287 ; Roxb., ii. 370 ; B.P., i. 452 ; Watt., vi., 107.
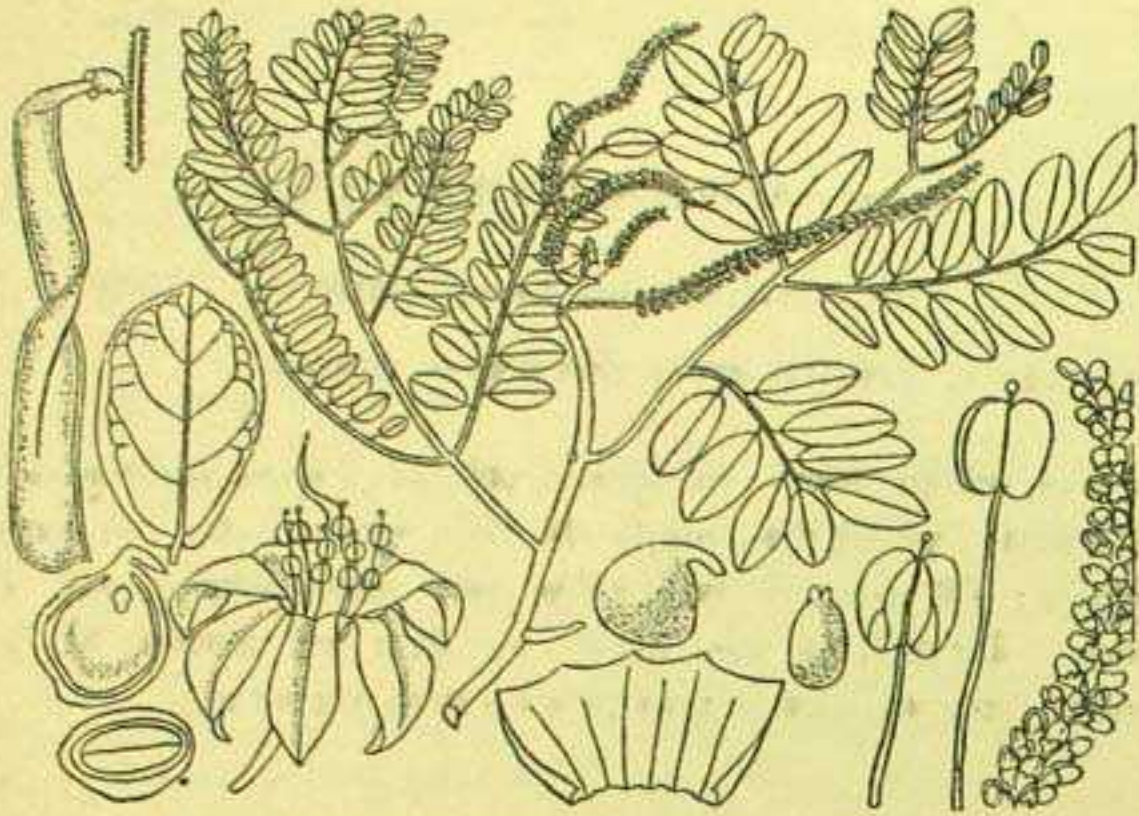
161. Adenanthera pavonina Linn. (রক্তন)

Genus—ACACIA Willd

162. A. arabica Willd. (বাব্‌লা)

ভাষানুসারী নাম :—বর্বুর—সংস্কৃত ; বাবলা—বাংলা ; বাবুল, বাবুর, বাব্‌লা—হিন্দি ; উম্‌ঘিলান্—আরব ; খারি, মুঘিলান্—পারস্য ; কারুভেলম্, কারুভেলাম—তামিল ; টুম্, নেল্ল-টুম্, নাল্লা-তুম্মা—তেলেগু ; বাবুল—মহারাষ্ট্র ; বাভুলা, কালি-কিকর—বোম্বে ; বাভল্—গুজরাট ; গঙ্গর—সাঁওতাল ; বাবোলা—মালয়।

বর্বুরো যুগলাক্ষশ্চ কণ্ঠালুস্তীক্ষ্ণকণ্টকঃ।
গোশৃঙ্গঃ পংক্তিবীজশ্চ দীর্ঘকণ্টঃ কফান্তকঃ।
দৃঢ়বীজঃ অজাভক্ষ্যো জ্ঞেয়শ্চেতি দশাহ্বয়ঃ ॥
বর্বুরস্তু কষায়োষ্ণঃ কফকাসাময়াপহঃ।
আমরক্তাতিসারঘ্নঃ পিত্তদাহার্ত্তিনাশনঃ।

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—বর্বুর, যুগলাক্ষ, কণ্টালু, তীক্ষ্ণকণ্টক, গোশৃঙ্গ, পঙ্‌ক্তিবীজ, দীর্ঘকণ্ট, কফান্তক, দৃঢ়বীজ ও অজাভক্ষ্য—এই দশটি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—বর্বুর কষায় রস, উষ্ণবীর্য, কফ ও কাসরোগ নাশক। আমরক্ত, অতিসার, পিত্তরোগ, ও দাহরোগ নাশক।

জন্মস্থান ঃ—সমগ্র ভারতবর্ষ, ত্রিপুরা, বিহার, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—মাঝারি গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। শাখা সরল, ধূসরবর্ণ, অবনত, শাখায় ½-২ ইঞ্চি লম্বা কাঁটা আছে। পত্রিকা ১০-২০ জোড়া, ⅙-⅓ ইঞ্চি লম্বা, স্বল্প লোমযুক্ত। ফুল উজ্জল পীতবর্ণ, গোলাকার, ব্যাস ½ ইঞ্চি। ফল ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, চেপ্টা, শ্বেতবর্ণ, ক্ষুদ্র লোমযুক্ত। ফলে ৮-১২টি বীজ থাকে। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, শক্ত। ভিতরের কাঠ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ছাল, আঠা, পত্র, বীজ, শুঁটি। মাত্রা—পত্রকল্ক ৪-৮ তোলা, ত্বক্ ক্বাথ ৪-১০ তোলা, আঠা ৩-১৬ তোলা ; বীজকল্ক ২-৪ আনা। ত্বকচূর্ণ ৪-৮ আনা।

বৈদ্যকে বর্বুরের ব্যবহার।

চক্রদত্ত ঃ—(১) **অতীসারে** বর্বুরপত্র :—কোমল পিষ্ট বর্বুরপত্র শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার-চিঃ)। (২) **উপদংশে** বর্বুরদল—শুষ্ক বর্বুরপত্র চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উপদংশের ক্ষতপূরণ করিবে (উপদংশ-চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) **স্নায়ুকরোগে** বর্বুরবীজ :—বর্বুরবীজ জলে পেষণ-পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে স্নায়ুকরোগে প্রশমিত হয় (স্নায়ুক-চিঃ)। (২) **নেত্রস্রাবে** বর্বুরদলফাণিত—বর্বুর-পত্রের ক্বাথ পুনঃ পাক করিয়া লেহবৎ করিয়া, মধুসহ নেত্রে অঞ্জন দিলে, চক্ষু হইতে জলস্রাব বিনষ্ট করে (নেত্ররোগ-চিঃ)। (৩) **অস্থিভগ্নে** বর্বুরত্বক—অস্থিভগ্ন হইলে বর্বুরত্বক চূর্ণ মধুসহ ৩ দিন সেবন করিলে ভগ্নাস্থির সন্ধান হইয়া থাকে (ভগ্ন-চিঃ)।

শার্ঙ্গধর ঃ—**অতিসারে** স্থূলবর্বুরিকাপত্র :—স্থূল বর্বুরের (কাঁটা নাগেশ্বর) পত্ররস অতিসার নাশ করে।

বঙ্গসেন ঃ **জলোদরে** বর্বুরত্বক্ফাণিতঃ—বর্বুরত্বকের ক্বাথ গাঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পাক করিবে। এই ফাণিতাকার ক্বাথ তক্রের সহিত পান করিয়া, মিতাশী হইয়া তক্রপান করিলে, জলোদরও প্রশমিত হয় (উদর-চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—কচিপাতার রস ধারক ও উদরাময় রোগ নাশক। কঙ্কন দেশে ইহার আঠা শুষ্ক করিয়া, মসলা মাখন ও চিনি সংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া মিষ্টান্নে দেয়। একতোলা কচি পাতা, ৪ মাষা জিরা ও ২ তোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করে ; ইহা রক্ত প্রস্রাবে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার ছাল ধারক ও কফনাশক। বাবলার ছালের ক্বাথ গলার ক্ষত ও অপরাপর ক্ষতরোগে ধৌতস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। বাবলার আঠা সেবনে মধুমেহ প্রশমিত হয় এবং উৎকাসি, গলক্ষত, আম, শ্বেতপ্রদর, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে সেব্য। বাবলার ফুল কফ

রোগ নাশক। বিভিন্ন প্রদরে বাব্‌লার ছালের কাথ হিতকর। বাব্‌লার কাথ মুখের ঘা ও দাঁতের বেদনা উপশম করে। কচি পাতা সেবন করিলে আম, অতিসার, ও মেহ আরাম হয়। শুষ্ক ছালচূর্ণ কদর্য ক্ষতে প্রদান করিলে ক্ষত শীঘ্র আরাম হয়। বাব্‌লার ছাল চর্মরঞ্জনার্থ ব্যবহার হয়।

বাব্‌লার ছাল ওক গাছের ছালের তুল্য বলিয়া অনেক গর্ভনমেণ্ট ডিসপেনসারিতে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

আঠা—উদরাময় এবং আমাশয়ে উপকারী। মধুমেহ জনিত শ্বাসকষ্টে (diabetis Malletus) উপকারী।

ছাল—সঙ্কোচক, বেদনানাশক।

মন্তব্য—চরকে বর্বুলের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। আরবদেশজাত বর্বুলবৃক্ষের **নির্য্যাস** আরবি-গাঁদ" নামেখ্যাত। **ক্ষোরি** বলেন, 'মকই' এবং 'মসোয়াই' গঁদের মধ্যে, মকই গদই উত্তম। বর্বুর সারবান কাষ্ঠের জন্য আদৃত। আঠা ঔষধার্থে নিয়োজিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ উপকারী হইলেও ইহা অনুর্বর ভূমিতে অতি সামান্য যত্নে পরিপুষ্ট হয়।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 375 ; Beddome, Fl. Sylv, 47.

Ref :—F.B.I., ii, 293 ; Roxb., Fl. I. ii. 559 ; B.P., i. 458 ; Prain. H.H., 208 ; Voigt, H.S., 26.
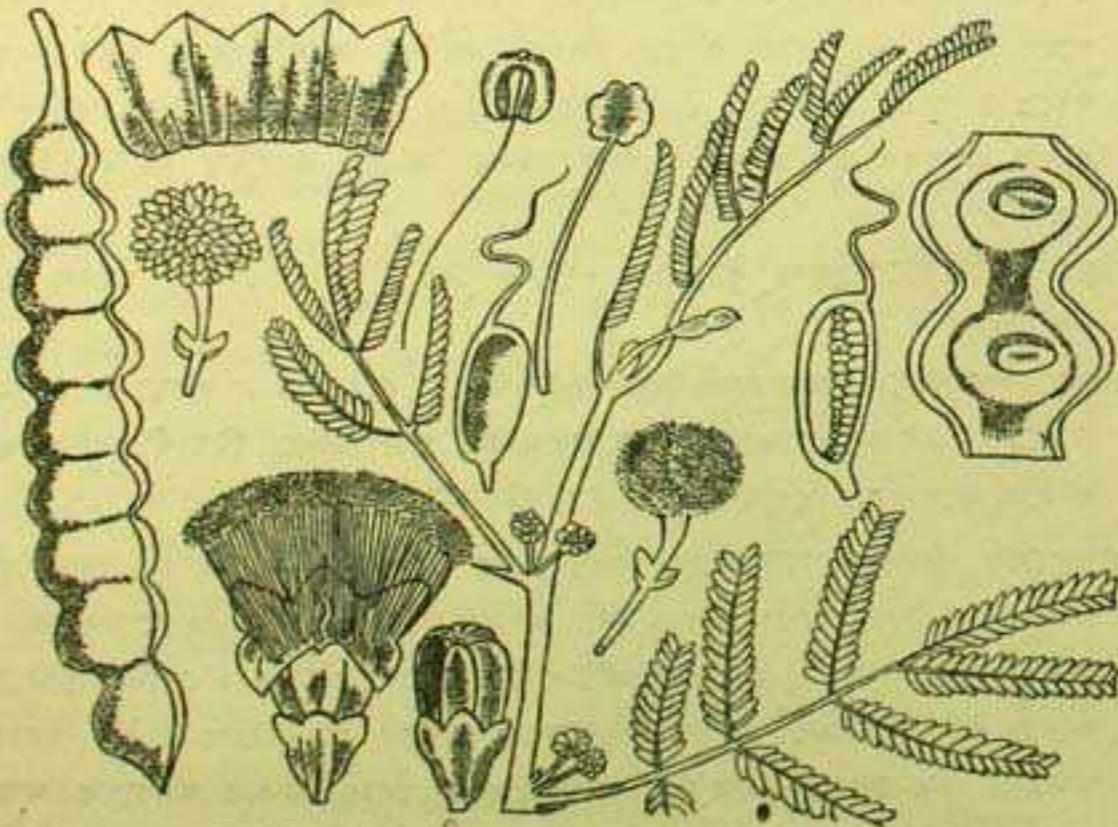
162. Acacia arabica Willd. (বাব্‌লা)

163. A. catechu Willd. (খদির)

ভাষানুসারী নাম ঃ—খদির—সংস্কৃত ; খয়ের—বাংলা ; খএর—হিন্দি ; খৈয়ার—সাঁওতাল ; খৌর—উৎকল ; করুনগেল্লি, কাসকোবুট্টি—তামিল ; পান্দলিমাক্ক, চংড়চেট্টু, পোণ্ডল্-মন্থু—তেলেগু ; খের, খৈর—বোম্বে ; খের, খৈর—মহারাষ্ট্র, বরোদা গুজরাট ; শ—ব্রহ্মদেশ ; রখিহিরি—সিংভূম ; খইর—মধ্যপ্রদেশ।

> **খদিরো বালপত্রশ্চ খাত্তঃ পত্রী ক্ষিতী ক্ষমা।**
> **সুশল্যো বক্রকণ্টশ্চ যজ্ঞাঙ্গো দন্তধাবনঃ॥**
> **গায়ত্রী জিহ্মশল্যশ্চ কণ্টী সারদ্রুমস্তথা।**
> **কুষ্ঠারির্বহুসারশ্চ মেধ্যঃ সপ্তদশাহ্বয়ঃ॥**
> **খদিরস্তু রসে তিক্তঃ শীতঃ পিত্তকফাপহঃ**
> **পাচনঃ কুষ্ঠকাসাস্র শোফকণ্ডূব্রণাপহঃ॥**

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ॥

নামপর্যায় ঃ—খদির, বালপত্র, খাত্ত, পত্রী, ক্ষিতী ক্ষমা, সুশল্য, বক্রকণ্ট, যজ্ঞাঙ্গ, দন্তধাবন, গায়ত্রী, জিহ্মশল্য, কণ্টী, সারদ্রুম, কুষ্ঠারি, বহুসার, মেধ্য—এই সতেরোটি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—খদির তিক্তরস, শীতবীর্য, পিত্ত ও কফ নাশক। পাচক, কুষ্ঠ, কাস, রক্তদোষ, শোথ, কণ্ডূ, এবং ব্রণনাশক।

জন্মস্থান ঃ—ভারতের প্রায় সকল স্থানে জন্মে। বর্মা, হিমালয়ের তলদেশ, সিন্ধুদেশ, কুচবিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, পূর্ববাংলা, মধুপুর জঙ্গল, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—মাঝারি কণ্টকময় বৃক্ষ। পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায়। ত্বক্ এবড়ো খেবড়ো, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠশক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ রক্তবর্ণ। পত্র৩-৪ ইঞ্চি, পত্রের বোঁটার গোড়ায় কাঁটা আছে। পত্রিকা ৩০-৫০ জোড়া, কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, পাপ্ড়ি ৫টি। শুঁটি ২-৩½ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-¾ ইঞ্চি চওড়া, পাতলা, ধূসরবর্ণ, সরল, উজ্জ্বল ; ইহাতে ৫-৬টি বীজ থাকে, বীজের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, গোলাকার। গাছের পাতা বাব্লার স্থায়, শুঁটি বাব্লা অপেক্ষা ভিন্ন। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের সময় ফল।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—খদির

বৈদ্যকে খদিরের ব্যবহার।

চরক—(১) **কুষ্ঠে** খদির—কুষ্ঠ রোগী খদিরের কাথ সেবন করিবে, (চিঃ ৭অঃ)। (২) **ক্রিমিকুষ্ঠে**

খদিরত্বক্ ও কাষ্ঠ—কুষ্ঠ রোগীর পানে, আহারে, ধৌতকার্য্যে, ধূপনে ও প্রলেপে যুক্তি পূর্ব্বক খদিরের কাষ্ঠ ও ত্বক্ ব্যবহার করাইলে, কুষ্ঠ হইতে মুক্তিলাভ হয় (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) **ব্রণ শোধনে** খদিরত্বক্ ও কাষ্ঠ—খদিরের ত্বক্ বা কাষ্ঠের কাথ দ্বারা ব্রণ ধৌত করিলে, ব্রণশুদ্ধি হয় (চিঃ ১৩ অঃ)। (৪) **বাতজকাসে** খদির—আয়ুর্বেদোক্ত মন্থ, দধি, কিম্বা মস্তুর (দ্বিগুণ বারিযুত দধি) সহিত খদির সেবন করিলে বাতজকাস নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **সর্ব্বকুষ্ঠে** খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ—যদি কুষ্ঠ প্রশমনে ইচ্ছা থাকে ; তাহা হইলে কুষ্ঠ রোগীর স্নানপানাশনাদিতে যুক্তিপূর্ব্বক খদির ব্যবহার করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **শনৈর্ম্মেহে** খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ—বারংবার অল্প অল্প সকফ প্রস্রাব হইলে, খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠের কাথ পান করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **ক্ষৌদ্রমেহে** খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ—যাহার ক্ষৌদ্রমেহ হইয়াছে তাহাকে খদিরকাষ্ঠ ও কাঁচাসুপারির কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **রক্তপিত্তে** খদিরপুষ্প :—রক্তপিত্তরোগী মধুর সহিত খদির পুষ্প লেহন করিবে (রক্তপিত্ত-চিঃ)। (২) **স্বরভেদে** খদির কাষ্ঠ বা ত্বক্—খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ চূর্ণ তিলতৈল যোগে মুখে রাখিলে স্বরভঙ্গ নিরাকৃত হয় (স্বরভেদ-চিঃ)। (৩) **বিস্ফোটে** খদির কাষ্ঠ বা ত্বক্—খদির কাষ্ঠ ও ইন্দ্রযবের কাথ পান করিলে, উত্থিত বিস্ফোট বিলীন হয় (বিসর্প চিঃ)।

হারীত :—(১) **দন্তরোগে** খদিরত্বক্ ও কাষ্ঠ—খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠের কাথ দ্বারা কবল করিলে দন্তরোগ প্রশমিত হয় (চিঃ ৪৫ অঃ)। (২) **স্থাবরবিষ প্রতিষেধে** খদির মূলত্বক্—খদির মূলত্বক্ উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ স্থাবর বিষদোষ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৫৫ অঃ)। উদ্ভিদ্ ও ধাতব বিষের নাম স্থাবর বিষ।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আয়ুর্বেদীয় মতে খদির ধারক, স্নিগ্ধকর এবং হজমি-কারক। ইহা কফ ও উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা ক্ষত, ফোড়া ও অপরাপর চর্ম্মরোগে বাহ্য প্রলেপ দিলে রোগ সত্বর সারিয়া যায়। ইহার ফুলের উপরিভাগ, জিরা, দুগ্ধ ও চিনির সহিত খাইলে গণোরিয়া আরাম হয় (Dymock)। খদির জলে ভিজাইয়া উহাতে দারুচিনি, লবঙ্গ এবং অপরাপর সৌগন্ধযুক্ত মসলা যোগে, কেয়াপাতা-জড়াইয়া 'কেয়াখয়ের' প্রস্তুত হয়। 'কাঠবল' (Kathbal) নামক অরিষ্ট (mixture), খদির ও Myrrh যোগে প্রস্তুত হয়। প্রসূত স্ত্রীলোকদিগের দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য এই Kathbal ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সঙ্কোচক।

মন্তব্য :—**চরক ও সুশ্রুতোক্ত** পানের মশলায় চূর্ণ খদিরের উল্লেখ নাই। **রাজনিঘণ্টুতে**

আমরা পানের সহিত চুণ খদিরের ব্যবহার প্রথম দেখিতে পাই। বাজার প্রচলিত খদির কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে দুই প্রকার। খদিরের শাখা ও পত্র সিদ্ধ করিয়া যে খদির প্রস্তুত হয় তাহা কৃত্রিম এবং কাষ্ঠের আঠা হইতে যে খদির হয় তাহা অকৃত্রিম। কৃত্রিম খদির আবার দুই প্রকার শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেত খদির ঔষধের জন্য এবং কৃষ্ণখদির নানাবিধ দ্রব্য রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কলিকাতার বাজারে ৫ রকমের খদির দেখা যায় (১) পাহাড়ী (২) জনকপুরী (৩) পেগু (৪) তিলি (৫) বেলগুটি। উহাদের মধ্যে জনকপুরী খদিরের শ্রেষ্ঠতা সকলে স্বীকার করেন। নির্ভরযোগ্য বনৌষধিরূপে খদির কাষ্ঠের সারাংশ বা সার ব্যবহার করাই উচিত।

প্রাচীনকাল হইতে কুষ্ঠরোগে ইহার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। শ্লেষ্মাধরা কলার উপর ইহার সঙ্কোচনী শক্তি প্রকাশ করে। এই কারণে পাকস্থলীতে বেদনা অথবা জলবৎ প্রচুর মলনির্গমনে খদিরের উপযোগিতা দেখা যায়। এমন কি, শিশুর অতিসার, আমরক্তাতিসার ও স্বাস্তিরোগে ইহাদ্বারা ফল পাওয়া যায়। স্বরভঙ্গ ও গলক্ষতে ইহার উপকারিতার কথা '**ক্ষৌরী**' মহোদয় বর্ণনা করিয়াছেন। অতিসারে খদিরের মাত্রা ১-২ আনা। প্রদর রোগে খদির ভিজান জলে উত্তরবস্তি (পিচকারি) প্রয়োগ করিয়া পিচু ধারণ বিধেয়।

রাজনিঘণ্টুকার 'খদির বৃক্ষের ভেদ' ৫ প্রকার বলিয়াছেন—(১) খদির (২) সোমবল্ক (শ্বেতসার), (৩) তাম্রকণ্টক (রক্তখদির), (৪) বিটখদির এবং (৫) অরি। ইহাদের গুণ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাঁচ প্রকার বৃক্ষের সাধারণ নির্য্যাস হইল খদিরসার (খয়ের)। রাজনিঘণ্টুকার 'খদিরসার' এরও পৃথক বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার গুণ বর্ণনায় বলিয়াছেন ইহা বিপাকে তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও বায়ুনাশক। ব্রণ, ও কুষ্ঠ রোগনাশক, রুচিকারক ও শ্রেষ্ঠ অগ্ন্যুদ্দীপক। খদির শব্দে—ইহার কাণ্ড, মূল, ত্বক্, কাষ্ঠ, পত্র, কাষ্ঠ সারাংশ বুঝায়। খদির, শমী ও বাব্‌লা ইহাদের সকলের আকৃতিগত সাদৃশ্য এবং কণ্টকবিশিষ্ট বলিয়া একজাতীয় বৃক্ষ বলিয়া গণ্য হয়। সোমবল্ক খদির (শাঁইকাঁটা), বিটখদির (গুয়েবাব্‌লা) নামে লোকপ্রসিদ্ধ।

Fig. :—Roxb, Cor, Pl., t. 175 ; Bentl. Trim, t. 95 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 377.

Ref.—F.B. I., ii, 295 ; Roxb., F.I., ii, 563 ; B. P., ii. 458 ; Prain, H. H., 208 ; Voigt. H., S., 458.
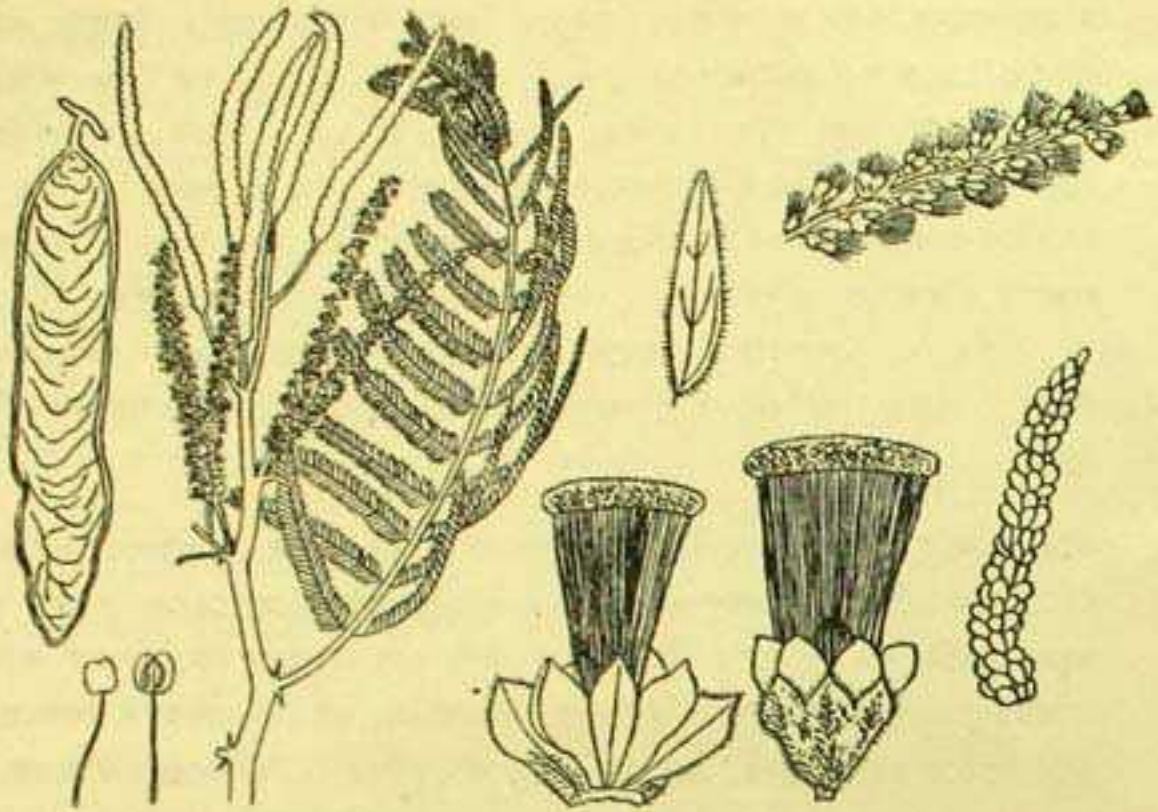
163. Acacia Catechu Willd. (খদির)

164. A. Farnesiana Willd. (গুয়েবাব্‌লা)

ভাষানুসারী নাম :—বিট্‌খদির, অরিমেদক—সংস্কৃত ; গুয়েবাব্‌লা—বাংলা ; বিলাতি-বাবুল, গণ্ড-বাবুল—হিন্দি ; ক্ষুদ্রখদির—মহারাষ্ট্র ; কিরুখৈর—কর্ণাট ; ভেল্বাবালা—তামিল ; কুস্তুরি, কামপুতুম্মা—তেলেগু ; তালবাভল—গুজরাট।

বিট্‌খদিরঃ কাম্বোজী কালস্কন্ধশ্চ গোরটো মরুজঃ।
পত্রতরুর্বহুসারঃ সংসারঃ খাদিরো গ্রহৈর্মহাসারঃ॥
বিট্‌খদিরঃ কটুরুষ্ণস্তিক্তো রক্তব্রণশোথদোষহরঃ।
কণ্ডূতিবিষবিসর্প—জ্বরকুষ্ঠোন্মাদভূতঘ্নঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—বিট্‌খদির, কাম্বোজী, কালস্কন্ধ, গোরট, মরুজ, পত্রতরু, বহুসার, সংসার, খাদির, গ্রহৈ, ও মহাসার—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—বিট্‌খদির—কটুরস, উষ্ণবীর্য, বিপাকে তিক্তরস। রক্তদোষ, এবং ব্রণরোগ হইতে উত্থিত দোষ নাশক। কণ্ডূ, বিষ-বিসর্প, জ্বর, কুষ্ঠ, উন্মাদ ও ভূতগ্রহ নাশক।

জন্মস্থান :—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতে। বঙ্গদেশ বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলে দেখা যায়। বোটানিক্‌ গার্ডেন, শিবপুর। আমেরিকা-দেশীয় গাছ

বর্ণনা :—কণ্টকময় উদ্ভিদ, ২০।২৫ ফুট উচ্চ। কাণ্ড হইতে শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। ছালে ধূসরবর্ণ দাগ আছে। কাঁটা খাড়া, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, প্রশাখা হইতে বাহির হয়। পত্র :-১½ ইঞ্চি লম্বা। পত্রিকা সবুজবর্ণ। পুরাতন পাতার গোড়া হইতে ফুলগুলি বাহির হয়। ফুল সৌগন্ধময়, উজ্জ্বল ও পীতবর্ণ, ব্যাস ½ ইঞ্চি। শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, লম্বা লম্বা দাগ কাটা। শীতকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল।

:মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ছালের ক্বাথ ধারক ও মেহনাশক। কচিপাতা ছেঁচিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গণোরিয়া আরাম হয়। কথিত আছে ইহার শিকড় ছোট ছেলেদের কোমরে বাঁধিয়া দিলে ডাইনিতে খায় না। ইহার ফুল ইউরোপীয়রা সৌগন্ধ-যুক্ত এসেন্স প্রভৃতিতে ব্যবহার করে। ইহার ছাল ধারক বলিয়া বাব্‌লার ছালের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

Glossary : —**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়** :—

ছাল—সঙ্কোচক, বেদনানাশক।

Fig. :—Wight. I. c., t. 300 ; Beddome, Fl. Sylv., v. t. 52 ; Kirtikar & Basu, t. 374.

Ref. :—F.B.I., ii. 292 ; Roxb., F.I. ii. 557 ; B.P.; i. 458 ; Ind. Med. Pl., Voigt., H.S., 264.
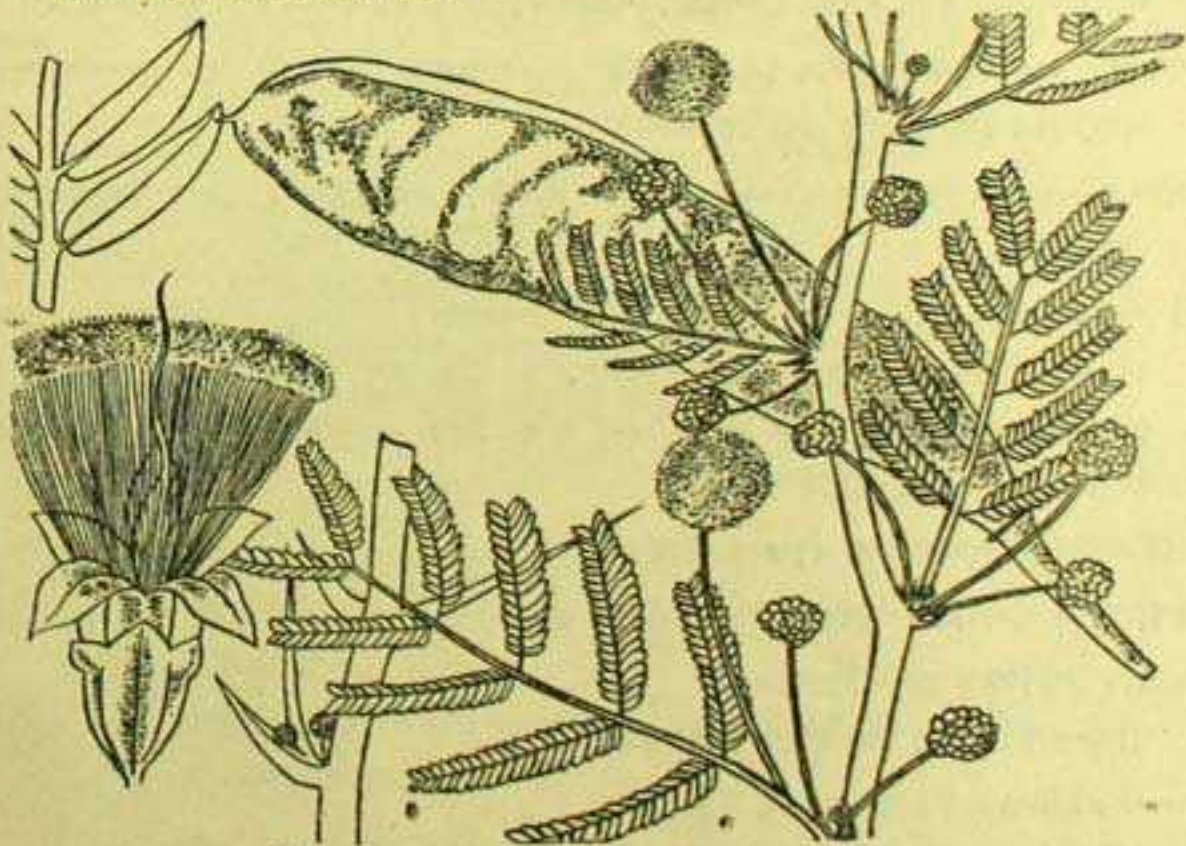
164. Acacia Farnesiana Willd. (গুয়েবাব্‌লা)

165. A. Suma Ham. (সমী, শাঁইকাটা)

ভাষানুসারী নাম :—শমী—সংস্কৃত ; সমী, শাঁইকাঁটা—বাংলা ; শুমী—উৎকল ; বলি—কর্ণাট ; সামী—মহারাষ্ট্র ; ছিকুর—হিন্দি ; শাঁইগাছ—গৌড় ; তেলিম্বা সন্ত্রা—তেলেগু ; কোজিল্—তামিল ; মুগ্লি—কাণপুর ; ভেংকারিমলি—মালয়।

শমী শান্তা তুঙ্গা কচরিপুফলা কেশমথনী।
শিবেশা নৌর্লক্ষ্মী-স্তপনতনুনষ্টা শুভকরী।
হবির্গন্ধা মেধ্যা দুরিতশমনী শঙ্কুফলিকা
সুভদ্রা মঙ্গল্যা সুরভিরথ শাপাপশমনী॥
ভদ্রাঽথ শঙ্করী জ্ঞেয়া কেশ-হন্ত্রী শিবাফলা।
সুপত্রা সুখদা চৈব পঞ্চবিংশাভিধা মতা॥
শমী রুক্ষা কষায়া চ রক্তপিত্তাতিসারজিৎ।
তৎ ফলং তু গুরু স্বাদু তিক্তোষ্ণং কেশনাশনম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শমী, শান্তা, তুঙ্গা, কচরিপুফলা, কেশমথনী, শিবেশা; নৌ, লক্ষ্মী, তপন, তনুনষ্টা, শুভকরী, হবির্গন্ধা, মেধ্যা, দুরিতশমনী, শঙ্কুফলিকা, সুভদ্রা, মঙ্গল্যা, সুরভি, শাপাপশমনী, ভদ্রা, শঙ্করী, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, সুপত্রা, সুখদা—এই পচিশটি নাম।

গুণপর্যায় :—শমী—রুক্ষ, কষায় রস, রক্তপিত্ত, ও অতিসার নাশক। শমীফল—গুরুপাক, স্বাদু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য এবং কেশনাশক।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মধ্যমাকার গাছ, ত্বক্ শ্বেতবর্ণ, মস্তক অবনত। পত্রদণ্ড ½ ফুট লম্বা ; পত্রাংশ ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। পত্রিকা ফিকে সবুজবর্ণ, ⅛ ইঞ্চি লম্বা ; কাঁটা ৩-৪ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ। ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ; ½-⅔ ইঞ্চি চওড়া। বীজ শুটিতে ৬-৮টি থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বন্ধল, পত্র, বীজ ও শুঁটি।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বাব্লার ন্যায়।

Glossary :সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সংকোচক, ইহা হইতে আঠা হয়।

Fig :—Beddome, Fl. Sylv., t. 49.

Ref :—F.B.I. ii, 294 ; B.P. i. 459 ; Prain, H.H., 208.
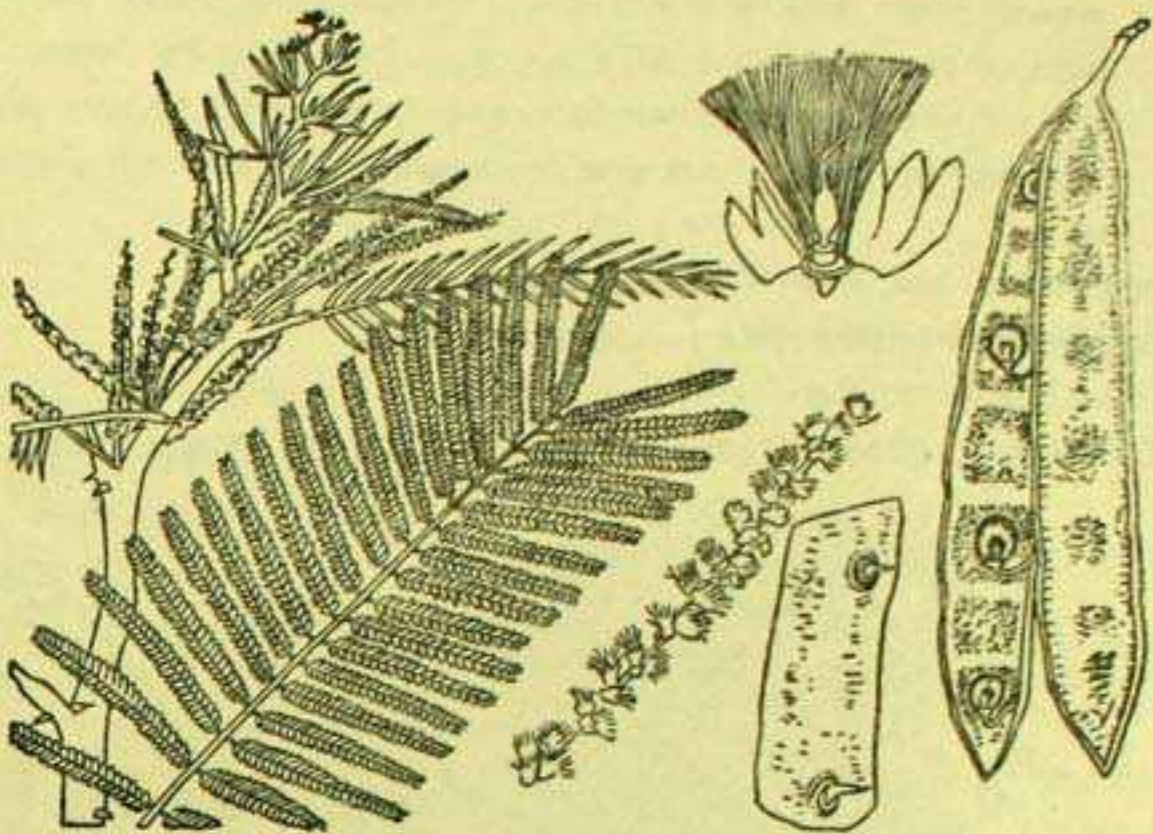
165. Acacia Suma Ham. (শমী শাঁইকাটা)

166. A. tomentosa Willd. (সালশাঁই বাব্‌লা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—সালশাঁই বাব্‌লা, সালাশহি বাব্‌লা—বাংলা ;

জাল বর্বুরকস্তন্যশ্ছত্রাকঃ স্থূলকণ্টকঃ।
সূক্ষ্মশাখস্তনুচ্ছায়ো রন্ধ্র কণ্টঃ ষড়াহ্বয়॥
জালবর্বুরকো রুক্ষো বাতাময়বিনাশকৃৎ।
পিত্তকৃৎ চ কষায়োষ্ণঃ কফঘ্নৎদাহকারকঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় —জালবর্বুরক, ছত্রাক, স্থূলকণ্টক ; সূক্ষ্মশাখ, তনুচ্ছায়, রন্ধ্রকণ্ট—এই ৬টি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—জালবর্বুরক—রুক্ষ, বায়ুরোগ বিনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, কষায় রস, উষ্ণবীর্য, কফনাশক এবং দাহজনক।

জন্মস্থান ঃ—দক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ, মধ্যবাংলা, সুন্দরবন, হুগ্‌লী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্‌ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—মাঝারি বা ছোট গাছ। পত্র ধূসরবর্ণ ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ১-২ ইঞ্চি লম্বা ; পত্রিকা ⅛-⅙ ইঞ্চি, ধূসর বা সবুজবর্ণ। কাঁটা বড়গুলি ১-২ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত ও ধূসরবর্ণ ; কাঁটার

অগ্রভাগ বেগুনে রংবিশিষ্ট। শুঁটি বক্র, ধনুকের ন্যায়, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ½ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ছোট। ফলে ৬-১০টি বীজ থাকে। বীজ বাব্‌লা-বীজ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কল গাঢ় ধূসরবর্ণ। উপরের কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ একটু গাঢ় ধূসরবর্ণ। গাছে প্রায়ই সার হয় না। কাষ্ঠ জ্বালানিতে ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, পাতা, শুঁটি, বীজ ও শিকড়ের ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বাব্‌লার ন্যায়।

Fig :—Beddome, Fl. Sylv., t. 95.

Ref.—F.B.I., ii, 294 ; B.P., i. 458 ; Prain, H.H., 208 ; Voigt., H.S., 262.
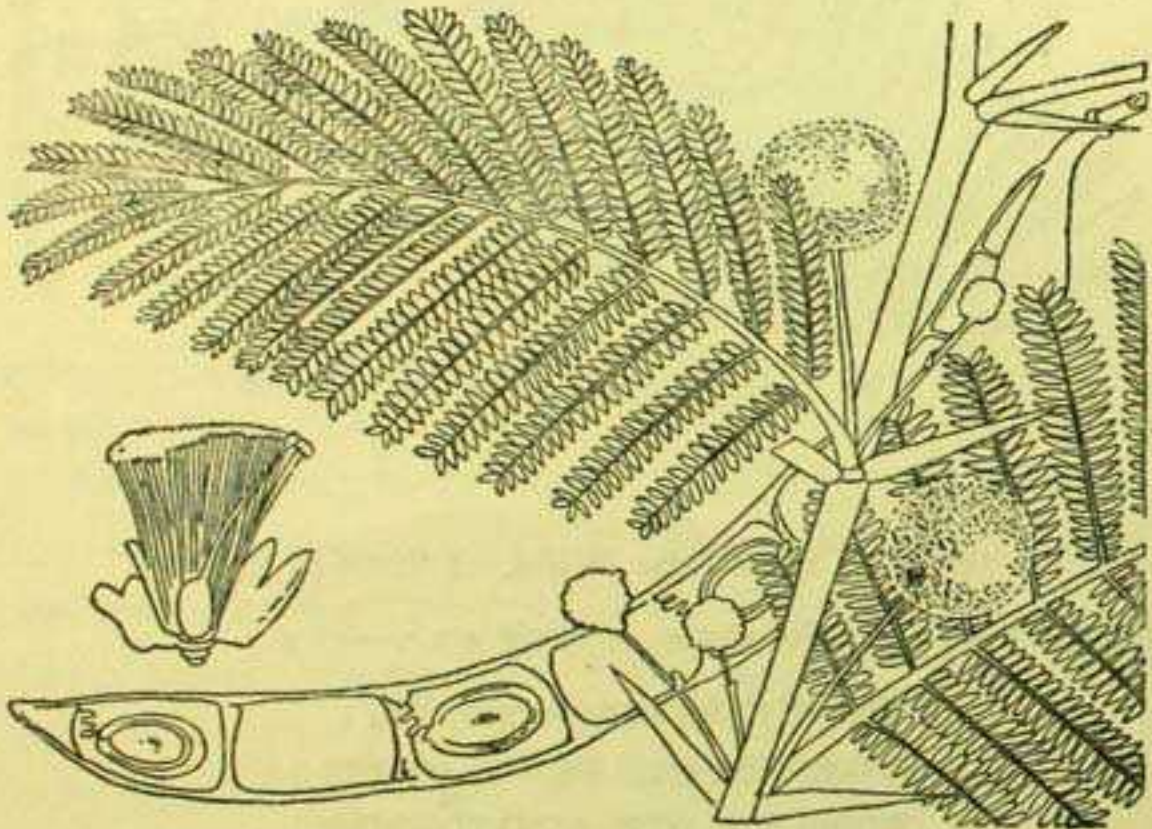
166. Acacia tomentosa Willd. (সালশাঁই বাব্‌লা)

Genus—ALBIZZIA Duraz.

167. A. lebbek Benth. (শিরীষ)

ভাষানুসারী নাম :—শিরীষ—বাংলা ; শিরীষ, কপীতন, শুকতরু—সংস্কৃত ; শিরীষ, শিরিন্‌, শিরই, লববীন্‌, কলাসিস্‌,—হিন্দী ; টিনিয়া—উড়িয়া ; সিরস্‌, চিকোল—মহারাষ্ট্র ; দিরাসন, ছচিরম্‌—তেলেগু ; বৈঘি, কট্‌-ভোখি—তামিল ; সিরসা, হরি—সিন্ধুদেশ। শিরীষগাছ—গৌড়।

शिरीष शीतपुष्पश्च भण्डिको मृदुपुष्पकः।
শুকেষ্টো বর্হিপুষ্পশ্চ বিষহন্তা সুপুষ্পকঃ॥
উদ্দানকঃ শুকতরু জ্ঞেয়ো লোমশপুষ্পকঃ।
কপীতনঃ কলিঙ্গশ্চ শ্যামলঃ শঙ্খিনীফলঃ॥
মধুপুষ্পস্তথা বৃন্ত-পুষ্পঃ সপ্তদশাহ্বয়ঃ।
শিরীষঃ কটুকঃ শীতো বিষবাতহরঃ পরঃ॥
পামাস্বক্ কুষ্ঠকণ্ডূতি—ত্বগ্দোষস্য বিনাশনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—শিরীষ, শীতপুষ্প, ভণ্ডিক, মৃদুপুষ্পক, শুকেষ্ট, বর্হিপুষ্পক, বিষহন্তা, সুপুষ্পক উদ্দানক, শুকতরু, লোমপুষ্পক, কপীতন, কলিঙ্গ, শ্যামল, শঙ্খিনীফল, মধুপুষ্প, বৃন্তপুষ্প, —এই সতেরটি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—শিরীষ—কটুরস, শীতবীর্য, বিষদোষ এবং বায়ুদোষ নিবারক ; পামা, অস্রুদোষ রক্তদোষ কুষ্ঠ, কণ্ডুতি, ত্বগ্ দোষ-নিবারক।

জন্মস্থান ঃ—ভারতের সর্বত্র জন্মে। বঙ্গদেশ, বর্মা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুরে বহু পরিমাণে আছে।

বর্ণনা ঃ—কাঁটাশূন্য বড় গাছ। ৫০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র মসৃণ, লোমযুক্ত, অবনত। একটি বড় পত্রদণ্ড বোঁটা হইতে বাহির হয়। পত্রিকা ৪-৮টি, পাতার বোঁটা ঘনসন্নিবিষ্ট ও ছোট। ডালের মস্তকে ৩।৪ টা ফুল হয়। ফুল ১½ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক পীতবর্ণ। ফুলের মস্তক বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধময়। ফুলের বোঁটা ছোট, বহির্বাস ⅙ ইঞ্চি। শুঁটি লম্বা, শক্ত ও চেপ্টা, ধূসরবর্ণ, ১½-১ ফুট লম্বা, ¾-⅞ ইঞ্চি চওড়া। শুঁটিতে ৬-১০টি বীজ থাকে। ইহার পত্র কতকটা আমলকী পত্রের ন্যায়। শীতে গাছের প্রায় পাতা থাকে না। পুষ্প পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ত্বক্, পত্র, ফুল ও বীজ।

বৈদ্যকে শিরীষের ব্যবহার।

চরক ঃ—(১) **অগ্রপ্রগ্রে শিরীষ :**—বিষনাশক ভেষজের মধ্যে শিরীষ শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **কুষ্ঠে** শিরীষত্বক্—শিরীষ গাছের মূলের ছাল পেষণপূর্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) **কফজবিসর্পে** শিরীষ কুসুম—পিষ্ট শিরীষ ফুল স্বল্প গব্যঘৃত যোগে কফজবিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) **সর্পবিষে** শিরীষ কুসুম—শ্বেত সজিনার পক্ববীজ শিরীষ ফুলের রসে সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি শিরীষ ফুলের রসে ঘষিয়া, নস্য কিম্বা অঞ্জন বা সেবন, সর্পদষ্টের পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৫ অঃ)। (৫) **কফপিত্তানুগ শ্বাসে** শিরীষ কুসুম—শিরীষ ফুলের রস পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে কফপিত্তানুগ শ্বাস প্রশমিত হয় (চিঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত ঃ—চাতুর্থকজ্বরে শিরীষ পুষ্প :—শিরীষ ফুলের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ ও কিঞ্চিৎঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে চাতুর্থক জ্বর নিবৃত্তি পায় (জ্বর চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—পাতার রস চক্ষে দিলে এবং কাথ খাইলে রাতকানা আরাম হয়। ছালের কাথ দাঁতের মাড়ী শক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ৪ তোলা। শিরীষের ফুল বীর্যস্তম্ভনের মহৌষধ। ১ ভাগ বীজের গুঁড়া, ২ ভাগ মিছরি, এক গ্লাস গরম দুধের সহিত পান করিলে বীর্য ঘন হয়। মাদ্রাজ দেশে ইহার ছাল মৎস্য ধরা-জাল রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। চক্ষু উঠিলে ইহার বীজের অঞ্জন দেয় (Stewart)। ইহার ছাল ও বীজ ধারক। ইহা অর্শ ও উদরাময় রোগ-নাশক। ফুল স্নিগ্ধকর। ইহা বাহ্য প্রয়োগ করিলে ফোড়াউম্ভেদ এবং শোথ আরাম হয়। শিরীষের পত্র চোখ উঠার মহৌষধ (Baden Powell)। বীজ জলের সহিত বাটিয়া লাগাইলে গলা ফুলা আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

গাছ—সর্পবিষে এবং কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

ছাল ও বীজ—সঙ্কোচক, অর্শরোগে এবং উদরাময়ে উপকারী। রসায়ন, উত্তেজক।

মূলের ছাল—দাঁতের মাড়ী শক্ত করে।

পাতা—রাতকানা সারে।

Fig.—Beddome, Fl. Syl., t. 53 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. i., 53 ; Jacq., lc, t. 195.

Ref.—F.B.I., ii. 298 ; Roxb., F.I., ii, 544 ; B.P., i, 461 ; Prain, H.H., 208 ; Voigt., H.S., 268.
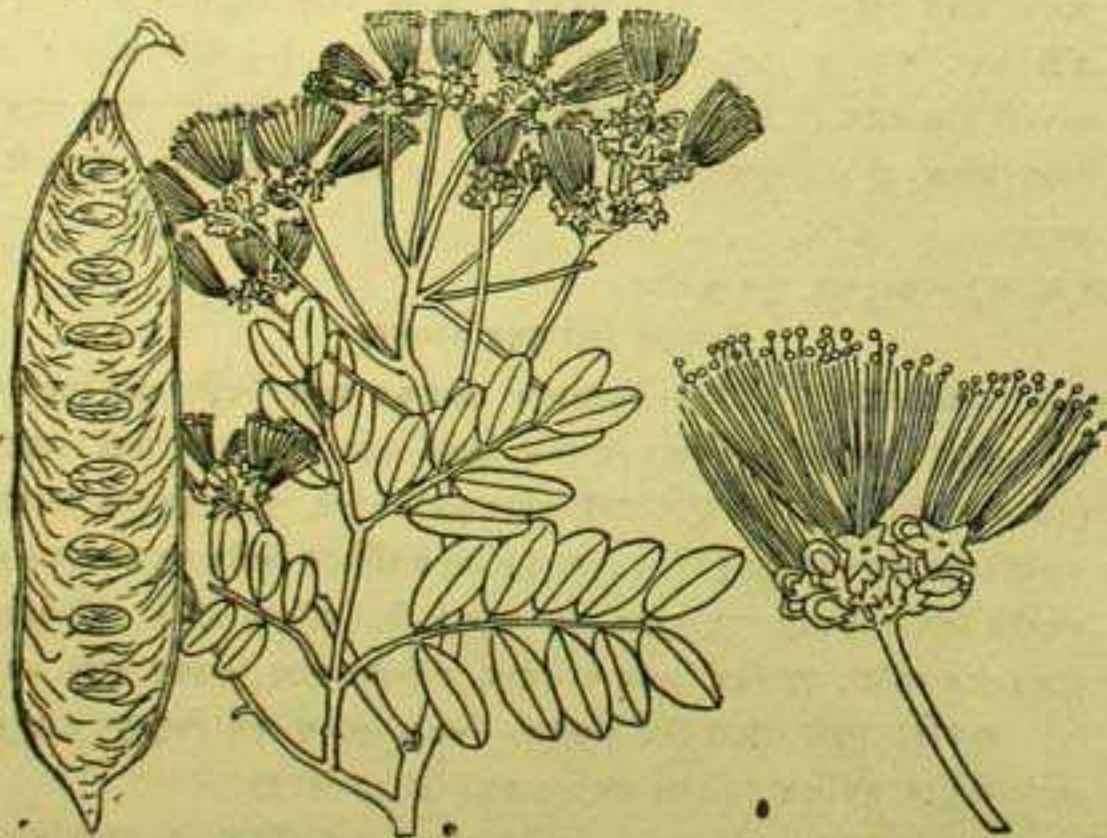
167. Albizzia lebbek Benth. (শিরীষ)

168. A. amara Boiv. (কৃষ্ণশিরীষ)

ভাষানুসারী নাম :—কৃষ্ণ শিরীষ—সংস্কৃত ; কৃষ্ণ শিরীষ—বাংলা ; লুলাই, লালি—মহারাষ্ট্র ; মোটো-শিরীষো—গুজরাট ; থুরিঞ্জী, সুরুঞ্জি—তামিল ; নলরেঙ্গু, নলরিঞ্জী, নাধালিঙ্গি—তেলেগু ; বিল্-কম্বি—কাণপুর ; অহুলে—মালয়।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, ভারতের বিভিন্নস্থানে রোপণ করা হয়।

বর্ণনা :—মাঝারি কাঁটাশূন্য গাছ। শাখা ঘন ও নরম লোমযুক্ত। পত্র ৮-২০টি, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ১/৮-১/৪ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা কোমল লোমযুক্ত। ফুলের বোঁটা নরম, পীতবর্ণ ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। শুঁটি ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, ১/২-১ ইঞ্চি চওড়া, বীজ শুঁটিতে ১০।১১ টি জন্মে ; দেখিতে ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত। ছালের ভিতরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পত্র ও ফুল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ ধারক, ইহা অর্শ উদরাময় ও গণোরিয়া রোগ নাশক। বীজের তৈল শ্বেতকুষ্ঠ রোগে হিতকর। ফুল স্নিগ্ধকর। ইহা ফোড়ায় প্রয়োগ করিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ইহার পত্র, চক্ষু উঠিলে দেওয়া হয় এবং গো-মহিষাদির খাদ্য। (Beadan Powel)।

সংস্কৃত লেখকদিগের মতে ইহা স্নিগ্ধকর, চক্ষুরোগ ও ক্ষতরোগে হিতকর (Dutt)।

Glossary - সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ— সঙ্কোচক, উদরাময় এবং গণোরিয়ায় উপকারী।

ফুল—ফুলা, ফোড়া এবং ক্ষতে বাহ্যপ্রয়োগে উপকারী।

পাতা—রাতকানা রোগে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 385A ; Beddome, Fl. Sylv., t. 61 ; Roxb., Cor. Pl., t. 122.

Ref.—F.B.I., ii. 301 ; Roxb., F.I., ii. 548 ; B.P., i. 460.
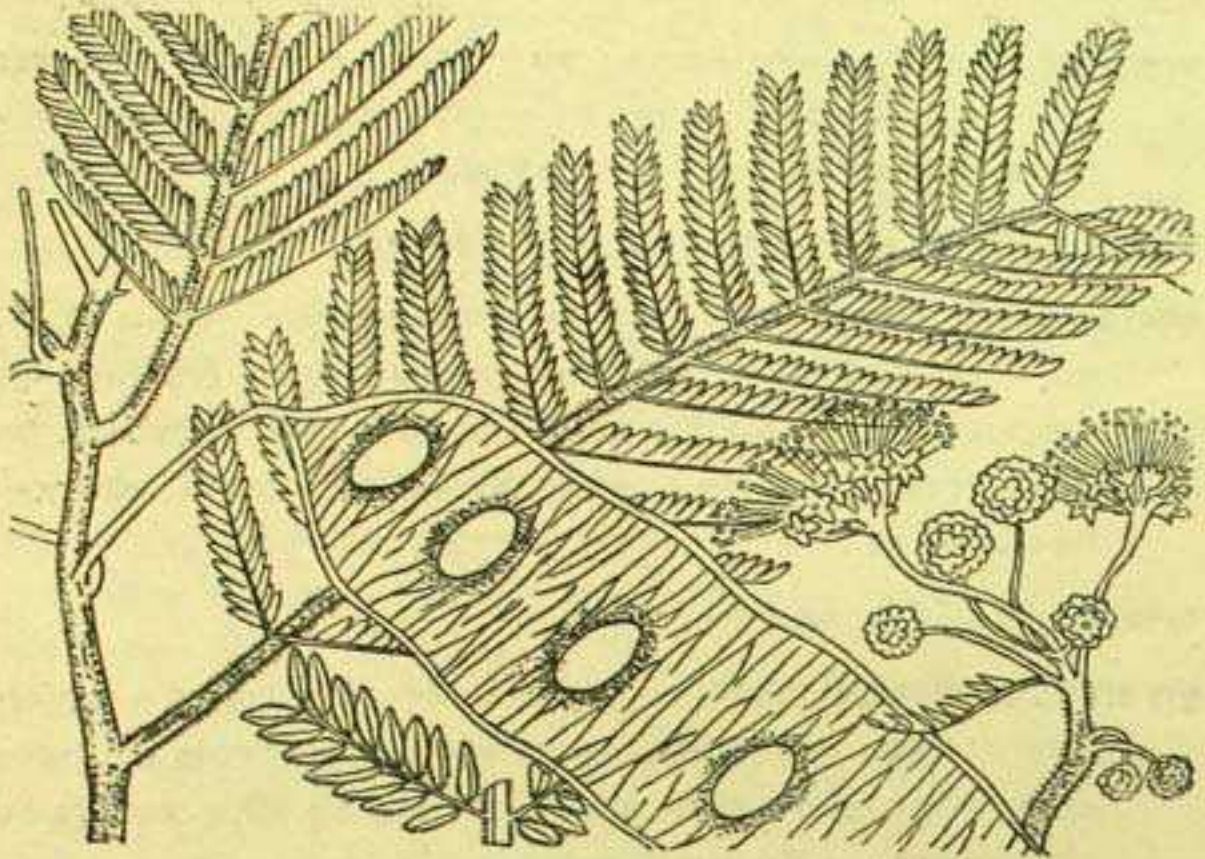
168. Albizzia amara Boiv. (কৃষ্ণশিরীষ)

Genus—ALHAGI. Tourn-cix Adanr.

169. A. Maurorum. Desv. (যবসা, দুরালভা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—দুরালভা, গিরিকর্ণিকা—সংস্কৃত ; যবসা, দুরালভা—বাংলা ; যবসা, দুরালা—হিন্দি ; ধমাসা—বোম্বে ; বেলিকামুলী—মহারাষ্ট্র ; বল্লিদুরুবে—কর্ণাট ; পিল্লবেগট্টি ইটুলগোণ্ডি, গিলাবেগাণ্ডি—তেলেগু ; তুল্গনরি—তামিল।

ধন্বযাসো দুরালম্ভা তাম্রমূলী চ কচ্ছুরা।
দুরালভা চ দুঃস্পর্শা ধন্বী ধন্বযবাসকঃ॥
প্রবোধনী সূক্ষ্মদলা বিরূপা দুরভিগ্রহা।
দুর্লভা দুষ্প্রধর্ষা চ স্যাচ্চতুর্দশসংজ্ঞকা॥
দুরালম্ভা কটুস্তিক্তা সোষ্ণা ক্ষারাম্লিকা তথা।
মধুরা বাতপিত্তঘ্নী জ্বরগুল্মপ্রমেহজিৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—ধন্বযাস, দুরালম্ভা, তাম্রমূলী, কচ্ছুরা, দুরালভা, দুঃস্পর্শা, ধন্বী, ধন্বযবাসক প্রবোধনী, সূক্ষ্মদলা, বিরূপা, দুরভিগ্রহা, দুর্লভা, দুষ্প্রধর্ষা—এই ১৪টি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—দুরালভা—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কাষায়, বিপাকে মধুর রস, বায়ু ও পিত্ত-নাশক, জ্বর, গুল্ম, ও প্রমেহ নাশক।

জন্মস্থান ঃ—বিহার, কঙ্কণ দেশ, মধ্যভারতবর্ষ, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য।

বর্ণনা ঃ—কাঁটাযুক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। কাঁটা ½-১ইঞ্চি লম্বা ; পত্র অবনত ; কাঁটার গোড়া হইতে বাহির হয় ; লম্বাকৃতি, স্থূলকোণী, সূক্ষ্মলোমযুক্ত। কাঁটার গোড়া হইতে ফুল বাহির হয় ; ফুলের বহির্বাস ⅙-⅛ ইঞ্চি। ফুলের পাপ্ড়ি ঈষৎ লালবর্ণ, ইহা বহির্বাসের ৩ গুণ। ইহার প্রাচীন নাম খোরাসানী কাঁটা। গ্রীষ্মকালে যখন অপরাপর গাছ মরিয়া যায় তখন ইহার পাতা ও ফুল হয়। যবসা ক্ষুপ হইতে যে আঠা বাহির হয় উহাকে মান্না বলে। কর্ত্তিত যবসা ক্ষুপ কাপড়ে ফেলিয়া নাড়িলে উহা হইতে মান্না বাহির হয়। বঙ্গের কোন কোন আর্দ্র ভূমিতে দুরালভা জন্মে। কিন্তু উহা উৎকৃষ্ট নহে। এই গাছে ফুল না ধরিলে উহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে ফুল এবং শীতের সময় ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ফুল, শাখা ; মাত্রা ½-১ আউন্স।

বৈদ্যকে দুরালভার ব্যবহার।

চরক ঃ—(১) **রক্তপিত্তে** দুরালভা ঃ—দুরালভা ও চন্দন সমভাগে লইয়া তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক শর্করাযোগে পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) নাসিকা হইতে **রক্তস্রাবে** দুরালভা— যবাসমূলের রসের নস্য হইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) **মদাত্যয়ে** দুরালভা—মরুদেশ জাত দুরালভার ক্বাথ দোষ পাচনার্থ পান করাইবে কিম্বা পিপাসু মদাত্যয়রোগীকে ষড়ঙ্গ পরিভাষানুসারে প্রস্তুত দুরালভাপানীয় পান করাইবে। ইহা মদাত্যয়ের সর্বাবস্থায় পেয়। এই পানীয় পিপাসা ও জ্বরনাশক (চিঃ ১২ অঃ)। (৪) **কফজবমনে** দুরালভা—কফজবমন নিবারণার্থ দুরালভা চূর্ণ মধুযোগে লেহন করিবে (চিঃ ২০ অঃ)।

বাগ্ভট ঃ—মূত্রাঘাতে দুরালভা—যাহার মূত্ররোধ হইয়াছে তাহাকে দুরালভার ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)।

চক্রদত্ত ঃ—ভ্রমরোগে দুরালভা—ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া দুরালভা ক্বাথ পান করিলে ভ্রমরোগের শান্তি হয় (মূর্চ্ছা-চিঃ)।

শার্ঙ্গধর ঃ—কোষ্ঠবদ্ধতা ও মূত্ররোগে ঃ—দুরালভা, হরীতকী, সোঁদালের আঠা, গোক্ষুর ও পাষাণভেদীর শিকড় মিলিত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে উপকার হয়।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—দুরালভার টাট্কা রস বিরেচক ও উগ্র ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্র হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা বাতের মহৌষধ এবং ইহার ফুল অর্শের বলি নাশক। মুসলমান লেখক নুরমহম্মদ হোসেন বলেন যে কুর্দিস্থান ও হামাদানের লোকে গাছগুলি কাপড়ে রাখিয়া ঝাড়িয়া লয়। এইগুলিকে 'মান্না' বলে। এই মান্না মূত্রকর ও রসায়ন। ইহার মান্না সমেত পাকা ফলকে "তারানজবীন" বলে।

ইহা কালধুতরা এবং তামাকের সহিত মিশাইয়া ধূমপান করিলে হাঁপানি আরাম হয়। ইহার মান্না পারস্য দেশ হইতে ভারতে আসে।

ইহার কাথ জ্বাল দিয়া ঘবশর্বরা হয়। ইহা বালকদিগের সর্দিরোগে হিতকর।

কৃষ্ণধুতরা, যোয়ান, তামাক ও দুরালভা গাছ একত্র কল্কেতে সাজিয়া ধূমপান করিলে শ্বাস রোগীর শ্বাসকষ্ট নিবারিত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

গাছ—বিরেচক, প্রস্রাবকারক ও শ্লেষ্মানিঃসারক।

গাছের স্বরস—ঘর্মকারক।

পাতার তৈল—বাতে উপকারী।

ফুল—অর্শে উপকারী।

মন্তব্য ঃ—চরক—অর্শোঘ্ন, তৃষ্ণানিগ্রহণ, হিক্কানিগ্রহণ এবং কাসহরবর্গে দুরালভা পাঠ—করিয়াছেন।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., 307.

Ref.—F. B. I., ii. 145 ; আধুনিক নামকরণ অনুসারে ইহাকে Alhagi Camelorum Fisch বলে। Roxb., F. I., iii. 344 ; B.P., i. 416 ; Dymock, i. 417; Chopra, 459 ; Prain. Journ. As. Soc. Bengal, Vol. 66, Pt. II, 377 ; Brandis, For, Fl., 144.

169. Alhagi maurorum Desv. (যবসা, দুরালভা)

Genus—ARACHIS Linn.

170. A. hypogaea Linn. (চিনেবাদাম)

ভাষানুসারী নাম :—বুকানক—সংস্কৃত ; চিনেবাদাম—বাংলা ; চিনাবাদাম, মুগফলি—হিন্দি ; ভোলি-মুগ—সিন্ধু ; ভোয়া-চেনা—গুজরাট ; ভুঁই-চানা, ভুঁই মুগ—বোম্বে ; ভুঁই-মুগ—মহারাষ্ট্র ; বার্ক-দলাই—তামিল ; ভেরু-সন্-গা কায়া—তেলেগু ; নেল্ক কট্‌লা—মালয় ; মিবি—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়। আমেরিকাদেশীয় গাছ। বঙ্গদেশের হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগণায় চাষ হয়। দক্ষিণভারত, উত্তর ভারতবর্ষে জন্মে।

বর্ণনা :—আমেরিকার দেশীয় উদ্ভিদ, বর্ষজীবী জড়ানে লতা। লতার গায়ে পত্রগুলি ২-৪ ফুট লম্বা। পত্রিকা ২ জোড়া, ডিম্বাকৃতি, পাতার ডাঁটা পাতা অপেক্ষা লম্বা। ফল একস্থানে ২।৩ টি পর পর জন্মে। ফুল মাটির উপরে হয়, পরে ফল মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া বড় হয় ও পাকে। পুংপুষ্প হরিদ্রাবর্ণ, পাপ্‌ড়ির কিনারা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ, ফুল দেখিতে অনেকটা শণ ফুলের মত। পুষ্পদণ্ড ১-½ ইঞ্চি লম্বা। লতার ডাঁটা লোমযুক্ত। প্রত্যেক শুঁটিতে ২।৩টি বাদাম থাকে। শুঁটি ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। হাকিমীশাস্ত্রে অথবা আয়ুর্বেদে চীনাবাদামের উল্লেখ নাই। পর্টুগীজেরা ব্রাজীল হইতে ইহা ভারতে আনিয়াছেন। ইহার তৈল 'অলিভ' তৈলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাঁচা বাদাম মিষ্ট। ইহা খাওয়াইলে স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধি পায় (Subba Rao)। চীনাবাদাম পেটের পীড়া ও ক্ষত রোগে হিতকর। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে Tannic এবং Gallic acid আছে বলিয়া ইহা ধারক ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। বাদাম পোড়াইয়া গুঁড়া করিয়া দাঁতে দিলে দাঁতবেদনা আরাম হয়। J. Shorte বলেন যে, বাদাম গুঁড়া করিয়া ১০-১৫ গ্রেণ মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে দৌর্ব্বল্য জনিত উদরাময় আরাম হয়। ইহা মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর এবং রসায়ন বলিয়া লিখিত আছে। শুষ্ক বাদাম চিবাইয়া খাইলে শরীরে উত্তেজনা আনে। বাদাম স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নাশক, চক্ষুরোগে হিতকর এবং শুক্রবৃদ্ধিকারক বলিয়া কথিত আছে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ফুল ও তৈল—মলসঙ্কোচক।

অপক্ক বাদাম—বিরেচক।

তৈল—কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, স্নিগ্ধ এবং 'অলিভ' অয়েলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Bentl. & Trim, Med, Pl., t. 75 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 387.

Ref.—F. B. I., ii, 161 ; B.P., i. 415.
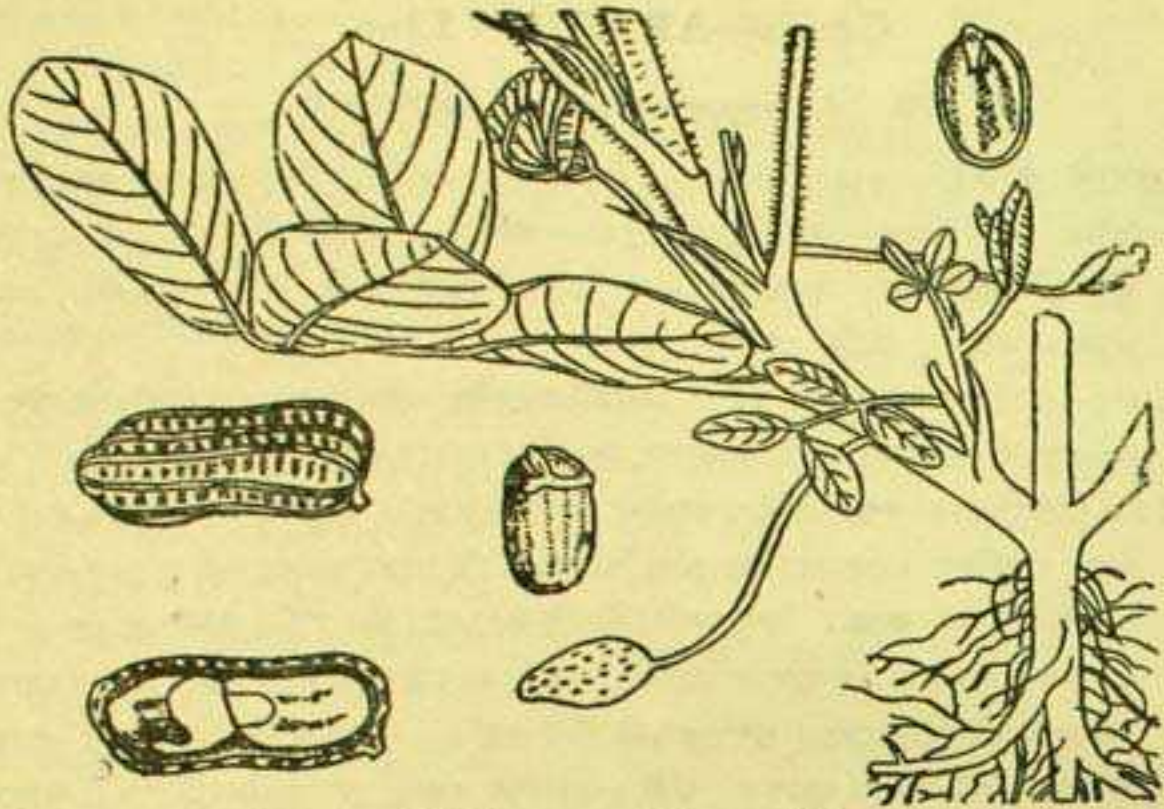
170. Arachis hypogaea Linn. (চিনেবাদাম)

Genus—BUTEA Roxb.

171. B. frondosa Koenig-ex Roxb. (পলাশ)

Butea monosperma (Lamk.) Taub.

ভাষানুসারী নাম :—কিংশুক, পলাশ—সংস্কৃত ; পলাশ—বাংলা ; ধারা, ঢাক, পলাশ—হিন্দি ; পলস্, পরশ—মহারাষ্ট্র ; পরাশু—উৎকল ; খাক্‌রো—বোম্বে ; খাক্‌রা—গুজরাট ; পরশন্, পরাশ—তামিল ; মোদুগ, মরচুলু—তেলেগু ; মুট্টগ—মালয় ; পাচু, পিন্—ব্রহ্মদেশ।

পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণো বাতপোথোঽথ যাজ্ঞিকঃ।
ত্রিপর্ণো রক্তপুষ্পশ্চ পূতদ্রুর্ব্রহ্ম বৃক্ষকঃ।
ব্রহ্মোপনেতা কাষ্ঠদ্রুঃ পর্য্যায়ৈকাদশ স্মৃতাঃ॥
পলাশস্তু কষায়োষ্ণঃ ক্রিমিদোষবিনাশনঃ।
তদ্বীজং পামকণ্ডূতি-দদ্রুস্বগ্দোষনাশকৃৎ॥
তস্য পুষ্পঞ্চ সোষ্ণঞ্চ কণ্ডূকুষ্ঠার্ত্তিনাশনম্।
রক্তঃ পীতঃ সিতো নীলঃ কুসুমৈস্তু বিভজ্যতে॥
কিংশুকৈস্তু র্ণসাম্যেঽপি সিতো বিজ্ঞানদঃ স্মৃতঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়:—পলাশ,—কিংশুক, পর্ণ, বাতপোথ, যাজ্ঞিক, ত্রিপর্ণ, রক্তপুষ্প, পূতদ্রু, ব্রহ্মবৃক্ষক, ব্রহ্মপণেতা, কাষ্ঠদ্রু, এই এগারটি নাম।

গুণপর্য্যায়:—পলাশ—কষায় রস, উষ্ণবীর্য, ক্রিমিনাশক। **পলাশবীজ**—পামা, কণ্ডুতি, দক্র, ও অন্যান্য চর্মরোগ নাশক। **পলাশপুষ্প**—উষ্ণবীর্য, কণ্ডু, ও কুষ্ঠ রোগ নাশক। **রক্ত, পীত, সাদা এবং নীল**—এই চারি বর্ণের পুষ্প হয়। **সর্বপ্রকার পলাশ ফুল**—সমগুণ সম্পন্ন, তন্মধ্যে সাদারংএর ফুল অধিক গুণসম্পন্ন।

জন্মস্থান:—সমগ্র ভারতবর্ষ, বর্মা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ছোটনাগপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা।

বর্ণনা:—মাঝারী সরল গাছ, ৪০-৫০ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড ফাটা ফাটা। পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায় এবং বর্ষাকালে নূতন পত্র জন্মে। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। পত্র বৃহৎ, একটি বৃন্তে ৩টি পত্র হয়, যেমন তেপল্‌তে গাছের হয়। ছোট বেকড়িগুলি নরম লোমযুক্ত, গোড়ার দিকে বিস্তৃত। পত্রিকা ৪-৮ ইঞ্চি, অসমান, ৩ দিকে ৩টী হয়। ফল বড় ১½-২ ইঞ্চি, অবনত ডাঁটায় থাকে, লেবু রং বিশিষ্ট লালবর্ণ, ফুলের কুঁড়ি শ্বেতবর্ণ। ডাঁটা ½-১ ইঞ্চি লম্বা; দুই দিকে দুইটি পাতা লম্বা ডাঁটায় থাকে। শুঁটি লম্বিত, ৫-৪ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া। ফল ঈষৎ বক্র। বীজ ১½ ইঞ্চি, চেপ্টা, ডিম্বাকৃতি, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। বোঁটার দিকে একটু বসা। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ও মে-জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ:—ত্বক্, পত্র, পুষ্প, বীজ, নির্য্যাস। মাত্রা—বীজ ১-৩টি।

বৈদ্যকে পলাশের ব্যবহার।

চরক:—(১) **রক্তপিত্তে পলাশত্বক্**—পলাশত্বকের ক্বাথ ও কল্কদ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপিত্ত রোগী মধুসহ সেবন করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **অর্শে** পলাশ-পত্র—কোমল পলাশপত্র একত্র মিশ্রিত ঘৃততৈলে ভাজিয়া দধির সরের সহিত অর্শো রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) **অতিসারে** পলাশবীজ—পলাশবীজের ক্বাথ, দুগ্ধের সহিত সেবন করাইয়া, পশ্চাৎ আরও দুগ্ধ পান করিতে দিবে। বিরেচন যোগ্য অতিসারে এই ক্বাথ সেবন করাইলে বিরেচন হইয়া, অতিসার নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১০ অঃ)।

সুশ্রুত:—**ক্রিমিরোগে** পলাশবীজ—পলাশবীজের রস, কিম্বা উহা পেষণপূর্বক, তণ্ডুলোদকের সহিত, ক্রিমিনাশার্থ পান করিবে (উঃ ৫৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট—রক্তপিত্তে পলাশবল্কল—পলাশত্বকের ক্বাথ শীতল হইলে, চিনি কিম্বা মধু ঘৃতযোগে পান করিবে। ইহা রক্তপিত্তে হিতকর (চিঃ ২ অঃ)।

চক্রদত্ত—অর্শে পলাশক্ষার:—ত্রিগুণ পলাশক্ষারোদক এবং ত্রিকটুকল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত অর্শোরোগীকে পান করাইলে নিশ্চিত অর্শের বলি পতিত হয় (অর্শঃ চিঃ)

ভাবপ্রকাশ :—(১) **রক্তগুল্মে** পলাশক্ষার—পলাশক্ষারোদক দ্বারা বিপক্ব ঘৃত, গুল্মরোগগ্রস্তা নারী পান করিবে (গুল্ম-চিঃ)। (২) **পুষ্পনাম অক্ষিরোগে** পলাশপুষ্প-ডহর করঞ্জার বীজ চূর্ণ করিয়া পলাশপুষ্পের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি মধুতে, জলে বা ছাগীদুগ্ধে ঘর্ষণপূর্ব্বক, নয়নে প্রদান করিলে, পুষ্পনাম চক্ষুরোগ আরাম হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (৩) বীর্য্যবান **পুত্রলাভার্থ** পলাশপত্র—গর্ভিণী, গর্ভের প্রত্যঙ্গ ব্যক্তীভাবের পূর্বে দুগ্ধপিষ্ট একটি আর্দ্র পলাশ পত্র পান করিলে, বীর্য্যবান পুত্র প্রসূত হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **পিত্তাভিষ্যন্দে** পলাশ নির্য্যাস :—পিত্তাভিষ্যন্দ রোগে পলাশের নির্য্যাস (আঠা) অঞ্জনার্থ ব্যবহার করিবে (নেত্র রোগ-চিঃ)। (২) **যোনিগাঢ়ীকরণার্থ** পলাশ—পলাশবীজ ও উডুম্বর ফল (যজ্ঞডুমুর) তিলতৈলসহ উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক মধুযোগে যোনিতে প্রলেপ দিলে, যোনির শিথিলতা নষ্ট হয় (স্ত্রীরোগাধিঃ) (৩) **বৃশ্চিকদংশনে** পলাশবীজ—আকন্দের আঠায় পলাশবীজ পেষণপূর্ব্বক লেপ দিলে বৃশ্চিক দংশন জন্য যাতনা নিবৃত্তি পায় (বিষাধিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার আঠাকে বাংলাদেশে পলাশ Kino বলে। ইহা ধারক। আঠার গুঁড়া ১০-৩০ গ্রেণ এবং কয়েক গ্রেণ দারুচিনির সহিত বালক ও রুগ্ন স্ত্রীলোকদিগকে খাওয়ান যাইতে পারে। ইহার টাট্‌কা রস ঘায়ে কিংবা গলার ঘায়ে প্রযুক্ত হয়।

পলাশবীজ গুঁড়াইয়া লেবুর রসের সহিত চামড়ায় লাগাইলে চামড়া লালবর্ণ হয়। চর্মের উপর পুল্‌টিস দিলে ফুলা কমিয়া যায়। ইহা মূত্র বৃদ্ধি এবং ঋতু বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহার পত্র কামোত্তেজক ও জ্বরনাশক। পলাশবীজ পেটফাঁপা নিবারক, ক্রিমি ও অর্শোরোগ নাশক।

ইহার ছাল আদার সহিত খাইলে সর্পবিষ নষ্ট করে (Rheede)। দেশীয় লোকেরা কোন স্থানে রক্ত সঞ্চয়, আব ও বাগি হইলে পত্রের পুলটিস্ দিয়া থাকে (মাত্রা ২০ গ্রেণ)। ইহার আঠা ৫ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়। কোনস্থানে মচ্‌কাইয়া অথবা ভাঙ্গিয়া গেলে কিম্বা কোনস্থান ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইলে ইহা প্রয়োগ করে।

পলাশবীজ, ত্রিবৃৎ, এবং পারসীক যমানী, কমলাগুঁড়ি ও বিড়ঙ্গবীজ, এইগুলি একত্রে গুঁড়াইয়া পিষ্টক প্রস্তুত করতঃ জল অথবা ঘোলের সহিত খাইলে ক্রিমিনাশ হয়। রাত্রে শয়নকালে পলাশের বীজ জল দিয়া পান করিলে বড় বড় ক্রিমি নির্গত হইয়া যায় (মাত্রা ১০-২০ গ্রেণ)। পলাশ ফুলের পাপ্‌ড়ি বস্তিদেশে বাঁধিয়া রাখিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত নিবৃত্তি পায় ও আর্ত্তবস্রাব বর্দ্ধিত হয় (R.N. Khori)। পলাশের পত্র রসায়ন। রক্তপ্রদর ও শূল বেদনায় ব্যবহৃত হয়। পলাশের পাপ্‌ড়িতে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

বীজ—ক্রিমিনাশক।

আঠা—সঙ্কোচক, উদরাময় ও আমাশয়ে উপকারী।

ফুল—সঙ্কোচক, প্রস্রাবকারক, রক্ত পরিষ্কারক, ও কামোদ্দীপক।

ছাল ও বীজ—সর্পবিষে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 319 ; Roxb. Cor. Pl., t. 21 ; Beddome, Pl. Sylv., v. t. 176 ; Rheede, Hort. Mal. vi. t. 16 and 17.

Ref.—F. B. I., ii, 94 ; Roxb., F. I., iii. 244 ; B. P., i, 401 ; Prain, H. H., 199.
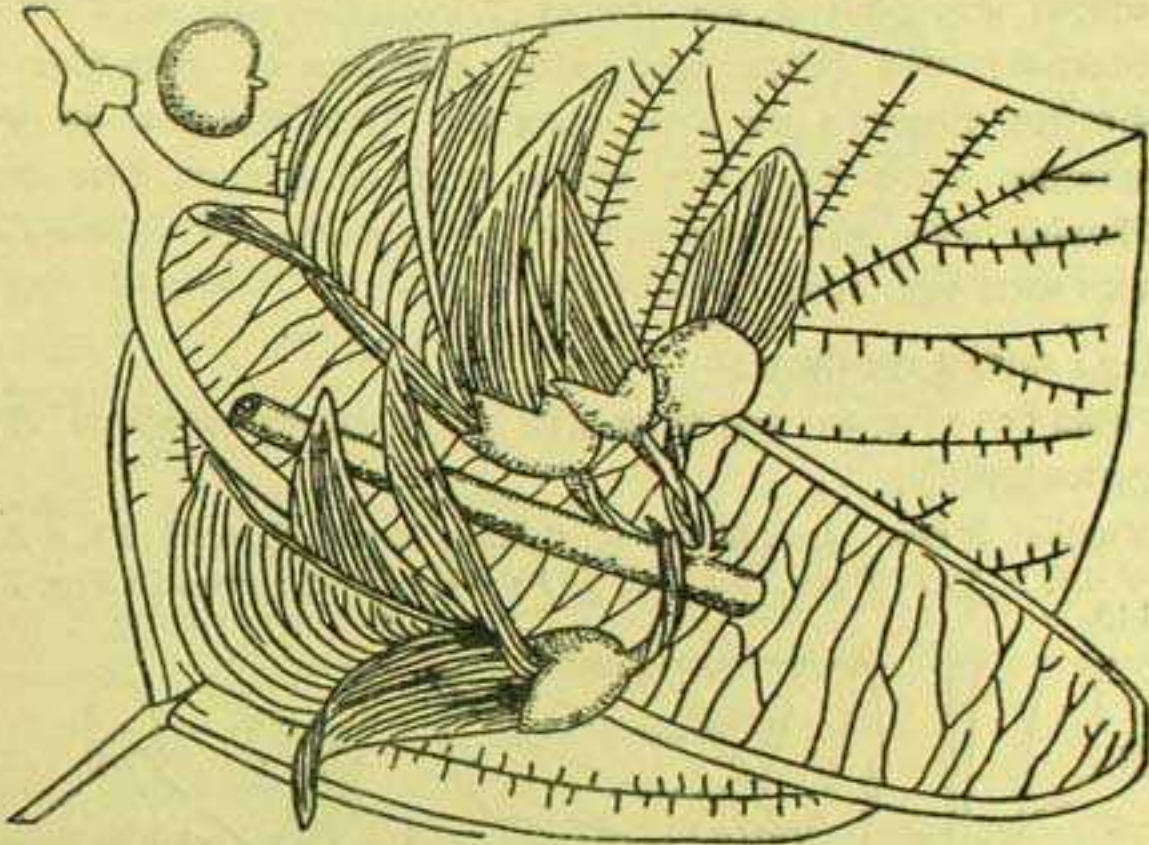
171. Butea frondosa Roxb. (পলাশ)

172. B. Superba Roxb. (লতাপলাশ)

ভাষানুসারী নামঃ—লতাপলাশ—সংস্কৃত ; লতাপলাশ, হস্তিকর্ণ পলাশ—বাংলা , পলাশ-লতা—হিন্দি ; পলাশা-ভেলা —বোম্বে ; ভেল-খাকর—গুজরাট ; ভেল-পরাশ—মহারাষ্ট্র ; কোদি মুরুকম্—তামিল ; টিগি-মোধু—তেলেগু ; বল্লি-মাট্ট-টপ্—কাণপুর ; পৌক্-নয়—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থানঃ—উড়িষ্যা, কঙ্কনদেশ, বর্ম্মা, চট্টগ্রাম, নাগপুর, মধ্যভারত, পশ্চিমবঙ্গ।

বর্ণনাঃ—এই গাছ পলাশেরই মত, কেবলমাত্র লতাইয়া অপর গাছে উঠিয়া থাকে, গাছের কাণ্ড মানুষের উরুদেশের মত মোটা। পত্র ও ফুল প্রায় সমান লম্বা। পত্রিকাগুলি

কখন কখন পলাশ অপেক্ষা বৃহৎ। ফল কাণ্ডে থাকে, পত্রিকা ২০ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা। বহির্বাস অপেক্ষা ফুলের পাপ্‌ড়ি ৩ গুণ লম্বা। পত্র হস্তীর কানের ন্যায় বলিয়া ইহাকে হস্তিকর্ণ পলাশ বলে। মার্চ মাসে ফুল ও অক্টোবর মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—কঙ্কনদেশীয় কবিরাজেরা বলেন যে, ইহার শিকড়ের সহিত সমপরিমাণ শিউলি ফুলের শিকড়, ধাতকী (Woodfordia floribunda), কাল কাসুন্দের বীজ, সোমরাজী বীজ, মাকালের (Tricosanthes palmata) ডাঁটার রস গোরোচনার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানীয় প্রলেপ দিলে এবং ঈশের মূলের রস খাওয়াইলে বালকদিগের বক্ষঃপ্রদাহ আরাম হয়। ইহার আঠা ধারক এবং দেশীয় কবিরাজেরা অনেকে ঔষধে ব্যবহার করেন। অহিফেনের কারখানায় ইহার কয়লা Morphia প্রস্তুত কার্যে ব্যবহৃত হয়; এই কয়লায় লবণের ভাগ না থাকায় এই কার্য্যে অঙ্গার কয়লা অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

পাতার রস—দধির এবং সুগন্ধ ঔষধের সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে বালকদিগের গ্রীষ্ম-স্ফোটকে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 320 ; Roxb., Cor. Pl., 23, t. 22.,
Ref.—F.B.I, ii, 195 ; Roxb., F.I., iii, 297 ; B.P., i. 401 ; Brandis For. Fl., 143.
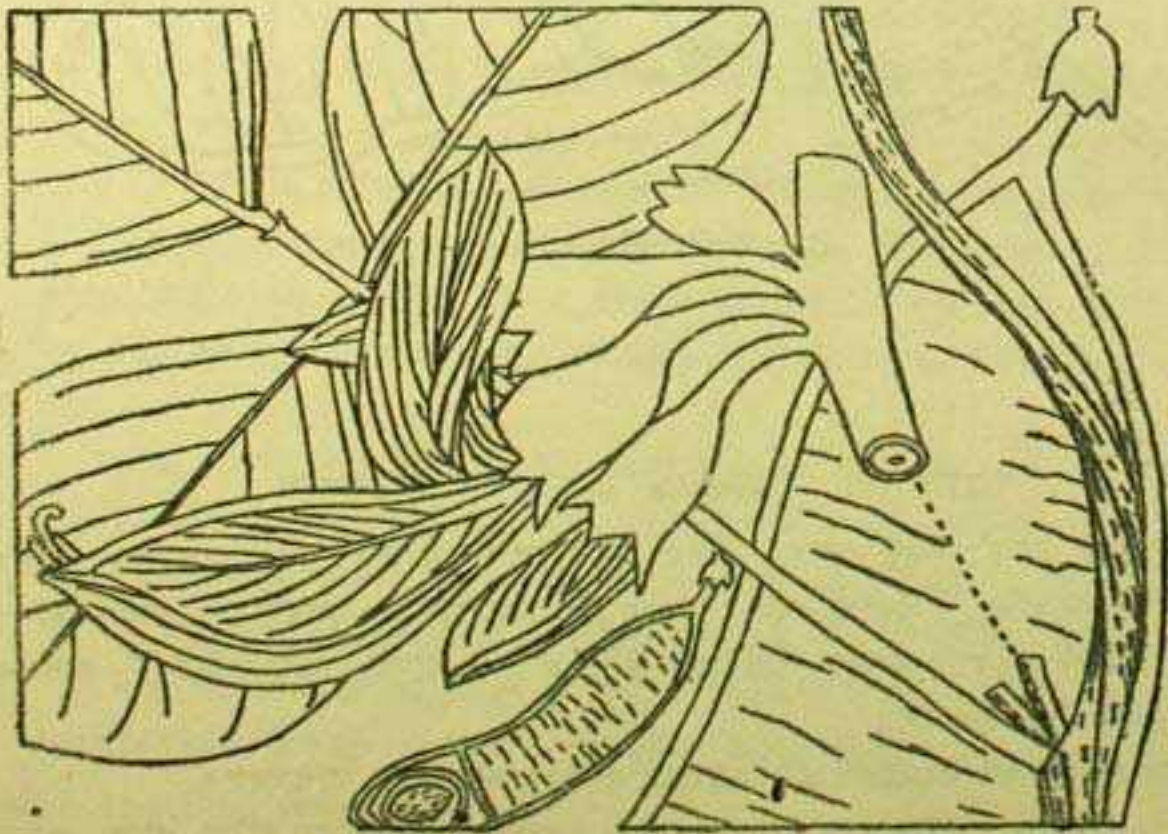
172. Butea superba Roxb. (লতাপলাশ)

Genus—BAUHINIA Linn.

173. B. variegata Linn. (রক্তকাঞ্চন)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কাঞ্চনার—সংস্কৃত ; রক্তকাঞ্চন—বাংলা ; কাঁচ্‌নার, কোলিওর, কুরাল্—হিন্দি ; কাঞ্চন—মহারাষ্ট্র ; সেগাপু-মুম্বারি—তামিল ; কোভিদর্—বোম্বে ; কাঞ্চিভল-দো—কাণপুর ; বোরর্—উড়িষ্যা ; বুইচিন্—ব্রহ্মদেশ।

> **কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ।**
> **কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ।**
> **ক্রিমিকুষ্ঠগুদভ্রংশ-গণ্ডমালাব্রণাপহঃ॥**
>
> **ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।**

নামপর্যায় ঃ—কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, গণ্ডারি ও শোণপুষ্পক এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—কাঞ্চনার—শীতবীর্য্য, ধারক, কষায় রস, কফ ও পিত্তনাশক, ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা ও ব্রণনাশক।

জন্মস্থান ঃ—ছোটনাগপুর, বিহার, ত্রিহুত, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, সিকিম, এবং সমগ্র ভারতবর্ষ। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মধ্যমাকৃতি উদ্ভিদ্, অতিশয় সরল। ছাল ধূসরবর্ণ ও ফাটা ফাটা। পত্রের অগ্রভাগ খণ্ডিত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি ; মোটা অংশটি ½-¾ ইঞ্চি, অবনত, ১১-১৫টি শিরা আছে, নরম লোমদ্বারা আচ্ছাদিত। পুষ্পদণ্ড ½-১ ইঞ্চি। পাপ্‌ড়ি ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ১ ইঞ্চি। লাল ও পীতবর্ণ মিশ্রিত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুংকেশর ৩-৫টি। শুঁটি ½-১ ইঞ্চি, শক্ত ও চেপ্টা ; শুঁটিতে ১০-১৫ বীজ থাকে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে (মার্চমাসে) ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ও শিকড়, মূল, পত্র, পুষ্প। মাত্রা—মূলত্বক্ ১-৪ আনা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—এই কাঞ্চনের দুই প্রকার ফুল আছে একটির ফুল বেগুনে কিম্বা গাঢ় গোলাপী, অপরটি শ্বেত, পীত এবং সবুজ। কাঞ্চন বলকারক, ধারক,চক্ষুরোগে ও ক্ষতরোগে হিতকর। চক্রদত্ত গালগলা ফুলা রোগে চাউল ধোয়া জলের সহিত ইহার ছাল ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার ছাল ৮০ তোলা ; হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ৬০ তোলা ; আদা, গোলমরিচ, পিপুল ও বরুণ ছাল প্রত্যেক ৮ তোলা হিসাবে, লবঙ্গ, দারুচিনি ও তেজপাতা প্রত্যেক ২ তোলা ; এইগুলি গুঁড়া করিয়া সমস্ত মশলাগুলির সহিত গুগ্‌গুল মিশাইতে হইবে, ইহাকে কাঞ্চনার গুগ্‌গুল বলে। মাত্রা প্রত্যহ ½ তোলা খদিরের ক্বাথের অথবা মুণ্ডী (sphareranthus indicus) ক্বাথের সহিত সেব্য। ইহা উদরাময় ও ক্রিমিনাশক এবং কুষ্ঠরোগে হিতকর।

ইহার ছাল, বাবলার ফল, দাড়িম্বফুলের কাথ গলার ঘা আরাম করে। ফুলের কুঁড়ির কাথ সর্দি, রক্ত অর্শ ও অতিরজঃ আরাম করে। ইহার শিকড় উদরাময় ও পেটফাঁপা নিবারক। ছাল, ফুল ও শিকড়ের গুঁড়ার পুলটিশ দিলে ফোড়ায় পুঁজ সঞ্চয় হয়

(Watt)। কাঞ্চন মূলের ছালের কাথে স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বদ্দা ঘাম প্রকাশ পায়। ইহার মূলের কাথ গ্রহণী ও উদরাধ্মানরোগে ব্যবহৃত হয়। ফুল চিনির সহিত খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। শুষ্ক ফুলের মুকুল রক্ত অতিসার ও অর্শে হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ছাল—রসায়ন, বলকারক, সঙ্কোচক, চর্মরোগে উপকারী, ক্ষয়রোগ এবং গণ্ডমালায় উপকারী।

শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি—আমাশয়, অর্শ, উদরাময় এবং ক্রিমিরোগে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 367 ; Rheede, Hort. Mal., i.t. 32.

Ref.—F.B.I., ii, 284 ; Roxb., F.I.ii. 319 ; B.P., i. 442 ; Prain, H.H., 205 ; Voigt. H.S., 253.
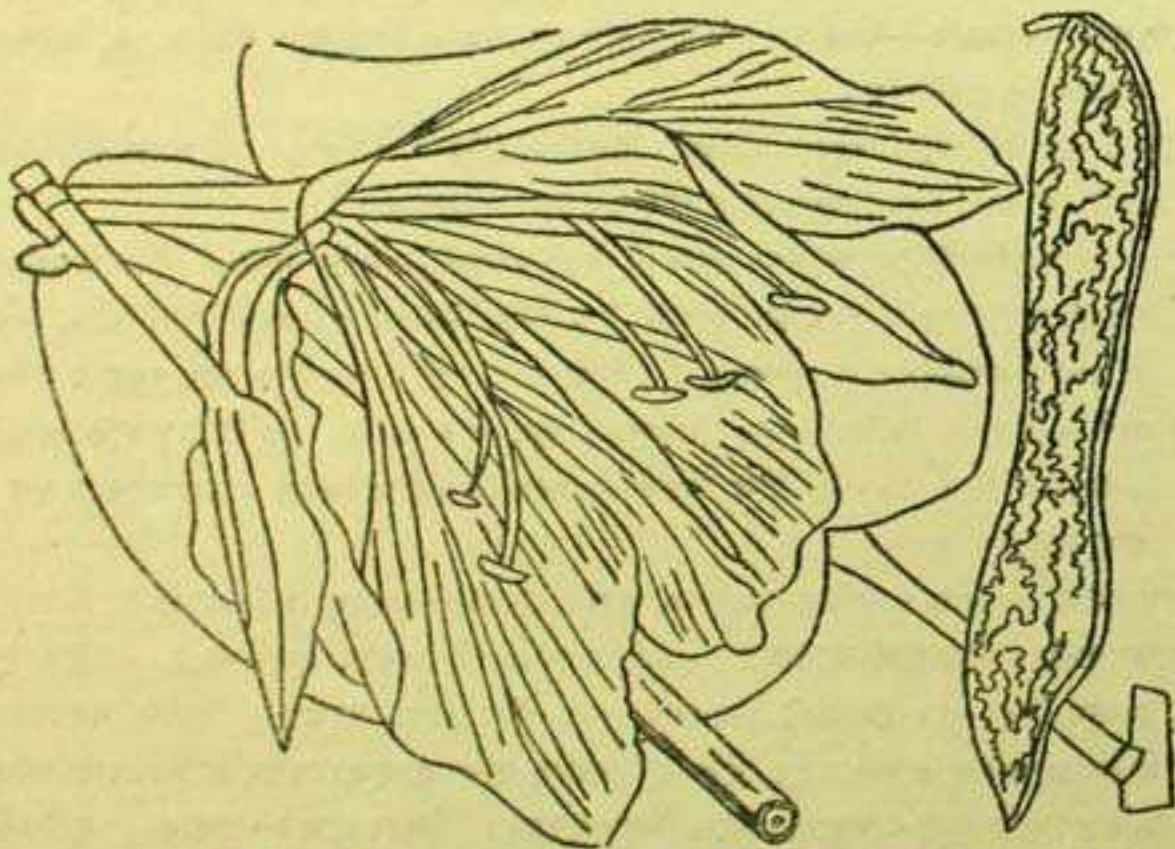
173. Bauhinia Variegata Linn. (রক্ত কাঞ্চন)

174. B. purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন)

ভাষানুসারী নাম :—কোবিদার—সংস্কৃত ; দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন—বাংলা ; সোণা, কোরলিওর, কলিওর—হিন্দী ; মন্দারচ, পেদ্দাআরি—তামিল ; বোদান্ট-চেট্টু—তেলেগু ; মহালে-কানি—ব্রহ্মদেশ ; লিঙ্গেরা—সাঁওতাল।

কোবিদারঃ কাঞ্চনারঃ কুদ্দালঃ কনকারকঃ।
কান্তপুষ্পশ্চ করকঃ কান্তারো যমলচ্ছদঃ॥
পীতপুষ্পঃ সুবর্ণারো গিরিজঃ কাঞ্চনারকঃ।
যুগ্মপত্রো মহাপুষ্পঃ স্যাচ্চতুর্দশধাভিধঃ॥
কোবিদারঃ কষায়ঃ স্যাৎ-সংগ্রাহী ব্রণরোপণঃ।
দীপনঃ কফবাতঘ্নো মূত্রকৃচ্ছ্র নিবর্হণঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—কোবিদার, কাঞ্চনার, কুদ্দাল, কনকারক, কান্তপুষ্প, করক, কান্তার, যমলচ্ছদ, পীতপুষ্প, সুবর্ণার, গিরিজ, কাঞ্চনারক, যুগ্মপত্র, মহাপুষ্প,—এই চোদ্দটি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—কোবিদার—কষায় রস, মলসংগ্রাহক, ব্রণরোপক। অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ু নাশক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারক।

জন্মস্থান ঃ—দক্ষিণ ভারত, বর্মা, ছোটনাগপুর, বিহার, উত্তরবঙ্গ, বঙ্গদেশ, হুগ্‌লী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—মাঝারি গাছ। ফুলের রং দুই প্রকার—একটি বেগুনের আভাযুক্ত লাল এবং অপরটি ফিকে বেগুনে। গাছের ত্বক্ ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, কাটিয়া রাখিলে গাঢ় ধূসরবর্ণ হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। কুঁড়ি লম্বা, তীক্ষ্ণ ও ৫টি শিরাবিশিষ্ট ; পাপ্‌ড়ি ঈষৎ লাল, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ৩টি। ইহা পাপ্‌ড়ি অপেক্ষা কিছু ছোট, শুঁটি ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। ¾-¾ ইঞ্চি চওড়া, শক্ত লোমযুক্ত বোঁটায় আবদ্ধ। বীজ ১২-১৫টি থাকে। পীতকাঞ্চনের বৃক্ষ পার্বত্য অরণ্যে দেখা যায়, এইজন্য ইহাকে গিরিজ বলা হয়। ইহার পত্র অপরাপর কাঞ্চন অপেক্ষা বৃহৎ, এই কারণে ইহাকে মহাপুষ্পও বলিয়া থাকে। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ছাল, শিকড় ও ফুল।

বৈদ্যকে কোবিদারের ব্যবহার।

বাগ্‌ভট ঃ—(১) **অর্শে** কোবিদারমূল—অর্শোরোগী, মথিত দধির সহিত কোবিদারমূলত্বক্ চূর্ণ পান করিবে (চিঃ ৮ অঃ)। (২) **মেধাবর্দ্ধনার্থ** কাঞ্চনপত্র—চতুঃকুবলয় অর্থাৎ পদ্মের ডাঁটা, মূল, পত্র ও কেসর এবং কাঞ্চনপত্রের কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে গরুও মেধাবী হয়, মানুষের কথা ত দূরের কথা (উ ৩৯ অঃ)।

চক্রদত্ত ঃ—(১) **গণ্ডমালায়** কাঞ্চনত্বক্—কাঞ্চনমূলের ত্বক্ এবং শুণ্ঠি তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া পান করিলে গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালা-চিঃ)। (২) **মসূরিকায়** কোবিদার মূলত্বক্—কাঞ্চন মূলত্বকের কাথে স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্তর্লীন মসূরিকা বাহ্যদেশে প্রকাশ পায় (মসূরিকা-চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার শিকড় কিম্বা শিকড় ও ফুল চাউলধোয়া জলের সহিত ফোড়ায় পুল্‌টিস্‌ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ছালের কাথ ক্ষত ধোয়ার পক্ষে হিতকর (U. C. Dutt)। ইহার ছাল উদরাময়ে ধারক এবং শিকড় পেট ফাঁপা নিবারক ও ফুল মৃদু বিরেচক (Watt)।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ছাল—সঙ্কোচক, উদরাময়ে উপকারী।

মূল—উদরাধ্মান (পেটফাঁপা) নিবেরক।

ফুল—বিরোচক।

মন্তব্য ঃ—চরক, বমনোপবর্গে কোবিদার পাঠ করিয়াছেন। আর সুশ্রুত—"কোবিদারাদীনাং মূলানি" (সুঃ ৩৯ অঃ)। এই **সৌশ্রুত** বাক্যে কোবিদারের মূলই বান্তিকর বুঝিতে হইবে। ইহার পুষ্পমুকুলের কাথ, প্রচুর আর্ত্তবস্রাব, শ্লেষ্মধরাকলা হইতে রক্তস্রুতি, কাস, রক্তার্শ ও রক্তমূত্রতারোগে সেব্য (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ১৯৩ পৃঃ)। ইহার মূলের কাথ গ্রহণী ও উদরাধ্মান রোগে সেবিত হইয়া থাকে। পিষ্টপুষ্প চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। ত্বক্‌—কষায়, বল্য ও চর্মবিকারে হিতকর। শুষ্ক পুষ্পমুকুল—রক্তাতিসার ও অর্শের পক্ষে হিতকর। ইহার পত্রকাথ ম্যালেরিয়া জ্বরের শিরঃপীড়া প্রশমক বলিয়া ডিমক্‌ বলেন (Watt)।

Fig. :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 366.
Ref. :—F.B.I., ii, 284 ; Roxb. F.I., ii. 320 ; B.P., i. 442 ; Watt, i. Pt. II, 421 ; Prain. H.H., 205; Voigt. H. S., 254.
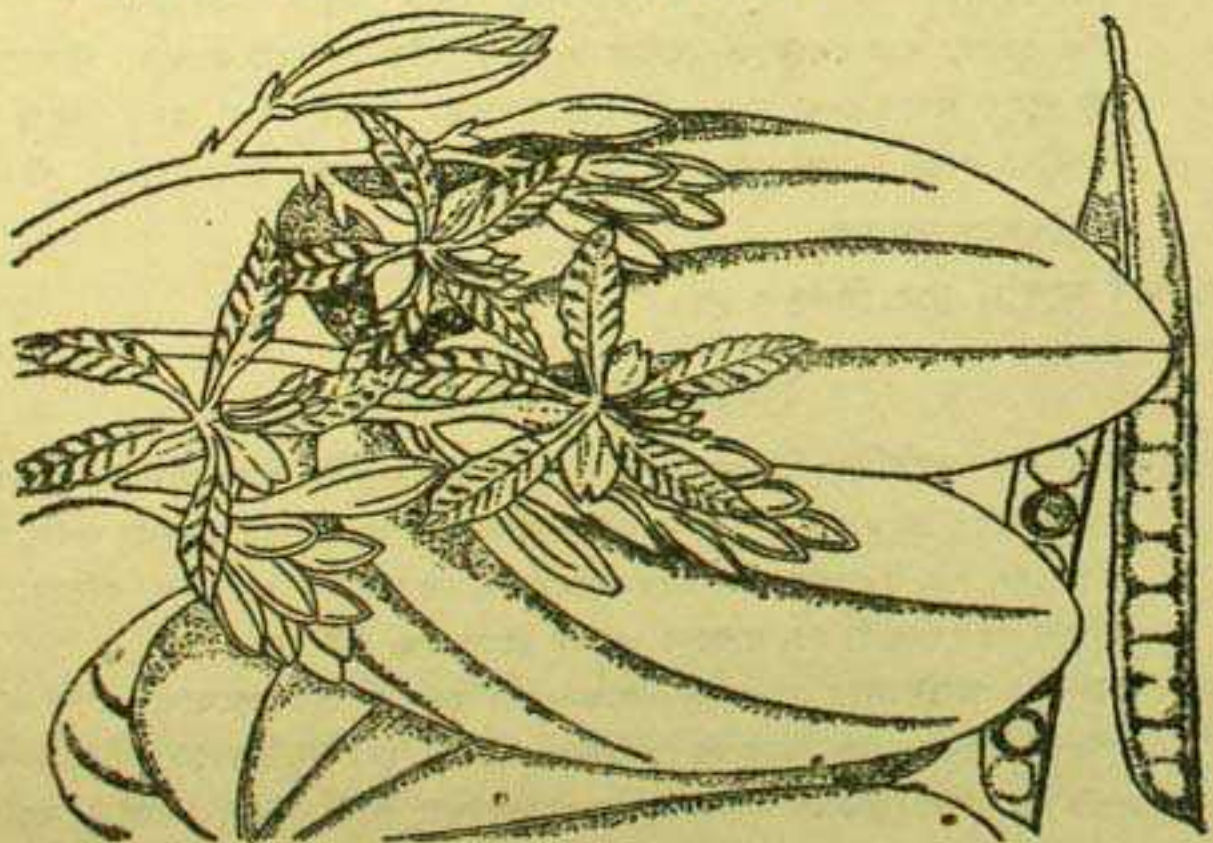
174. Bauhinia purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন)

175. B. racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)

ভাষানুসারী নাম :—শ্বেতকাঞ্চন, কোবিদার—সংস্কৃত ; বনরাজ, শ্বেতকাঞ্চন, বনরাজি—বাংলা ; মাখুনা, ধোরার, মৌল, আস্ত—হিন্দি ; আবচি, অরেকা, আরি-মরম্—তামিল ; অড্ডা, অরি—তেলেগু ; পালান, হপালান—ব্রহ্মদেশ ; উপ্রা—কানপুর ; অপ্ত, অপ্‌টা—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, পাঞ্জাব, অযোধ্যা, বর্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ ; হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বক্র ও ছোট ঝোপযুক্ত গাছ। ডালগুলি অবনত। পাতা লম্বা অপেক্ষা চাওড়ার দিকে বিস্তৃত ; ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ছোট ও শ্বেতবর্ণ, পাপ্‌ড়ি পীতবর্ণ ; পুংকেশর ১০টি। ৩টি পুরু, সাধারণতঃ বক্র। ফল ½-১ ফুট লম্বা, ½-১ ইঞ্চি বিস্তৃত, উজ্জ্বল, লোমযুক্ত। বীজ ১২-২০টি থাকে। বর্ষা, শীত ও শরৎকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—আঠা ও পত্র।

মূলগ্রাহ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার ক্বাথ ম্যালেরিয়া জ্বর ও মাথাধরা নিবারক (Dymock)। ইহার আঠা দক্ষিণ ভারতে অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Stewart)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :

আঠা—ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

পত্রের ক্বাথ—মাথার যন্ত্রণায় এবং ম্যালেরিয়ায় উপকারী।

ছাল—সঙ্কোচক, উদরাময়ে এবং আমাশয়ে ব্যবহার্য।

Fig.—Hooker, Ic., t. 141 ; Beddome, Fl. Syl., t. 182 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 363.

Ref.—F. B. I., ii, 279 ; Roxb., F. I., ii., 325 ; Watt. i. Pt. II. 424 ; B. P., i. 441 ; Prain. H.H., 205 ; Voigt. H.S., 253 ;
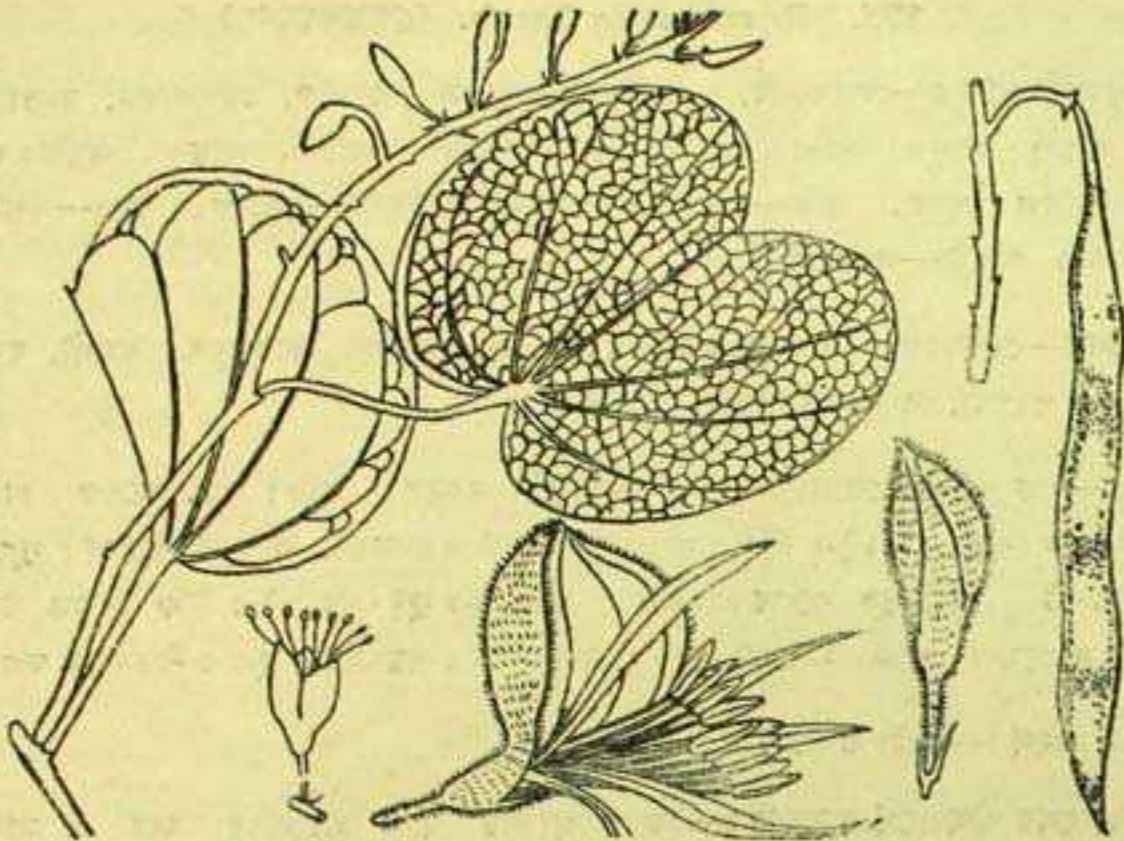
175. Bauhinia racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)

176. B. Vahlii W. & A. (চেহুর)

ভাষানুসারী নাম :—চেহুর—বাংলা ; মল্জান্, মলৃঘান্—হিন্দি ; শিওলি—উড়িষ্যা ; টউর—পাঞ্জাব ; আড্ডা—তামিল ; চাম্বুর, চাববোর্—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর, হিমালয় প্রদেশ, চেনাব, উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষ, বর্মা টেনাসরিম, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ইহা একটি লতানে গাছ, কাণ্ড ঘন গাঁইটযুক্ত ; ইহা কখন ১০০ ফুট লম্বা হয় এবং ২ ফুট গোলাকার। ছাল ধূসরবর্ণ ও ছিদ্রযুক্ত। ইহার আঁকড়ী পাতার নিম্নদিকে থাকে। পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পুষ্পদণ্ড ঘন, ধূসরবর্ণ, শক্ত লোমযুক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ, লম্বা ও অবনত বোঁটায় আবদ্ধ। পাপ্ড়ি ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেশর ৩টি। শুঁটি চেপ্টা, কাষ্ঠের মত শক্ত, ৯-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, পাকিলে উচ্চ শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়। এপ্রিল মাসে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ বলকারক ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক ; পত্র স্নিগ্ধকর (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—রসায়ন, কামোদ্দীপক,

পাতা—স্নিগ্ধতাকারক, পিচ্ছিলবৎ।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 365.

Ref.—F.B.I., ii, 279 ; Watt, i., Pt. II, 424 ; B.P., i. 441 ; Roxb., F.I., ii, 325.
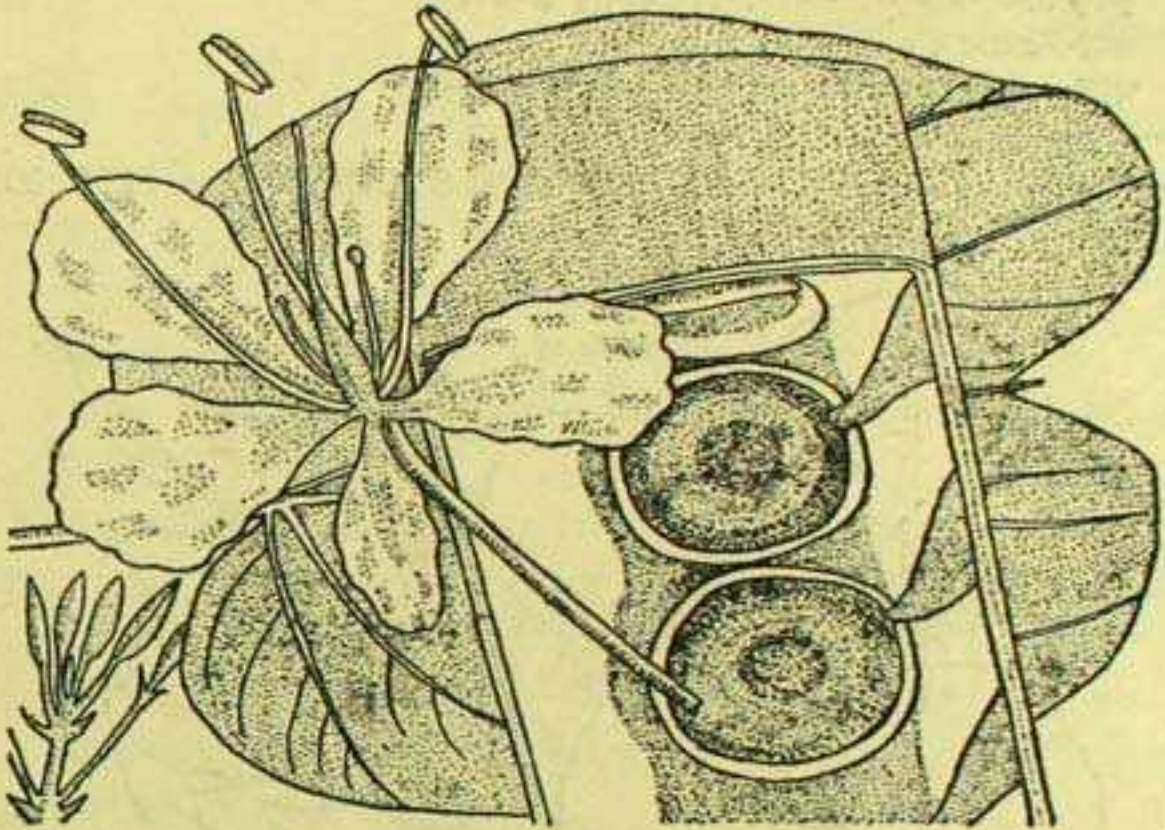
176. Bauhinia Vahlii W. & A. (চেহর)

177. B. tomentosa Linn. (কাঞ্চনার)

ভাষানুসারী নাম :—কাঞ্চনার—বাংলা ; কঞ্চনার—হিন্দি ; কাঞ্চিনী—তামিল ; কাঞ্চিনী—তেলেগু ; উস্‌মাত্তুগ্—মাদ্রাজ ; অপ্ত, চন্—মহারাষ্ট্র ; অস্তম্রো—গুজরাট।

জন্মস্থান :—দক্ষিণ ভারত, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগ।

বর্ণনা :—সরল গুল্মজাতীয় বড় উদ্ভিদ। পত্র নরম, লম্বা অপেক্ষা চওড়ায় বেশী, হৃৎপিণ্ডাকৃতি ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরা ৭টি। ফুল ছোট বোঁটায় জোড়া জোড়া হয়। বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত, কোমল লোমাবৃত। পাপ্‌ড়ি গন্ধকের ন্যায় পীতবর্ণ, ১½ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ১০টি, গর্ভকেশরদণ্ড ½-⅔ ইঞ্চি। শুঁটি ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅔ ইঞ্চি চওড়া। বীজ ছোট, ৬-১০টি। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, ফুলের কুঁড়ি এবং শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছ রক্ত আমাশয় ও ক্রিমি এবং যকৃৎরোগে উপকারী। Ainslie বলেন যে, ইহার শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি এবং ছোট ফুল রক্ত আমাশয়ে উপকারী। Rheede বলেন যে, ইহার শিকড়ের কাথ যকৃৎ প্রদাহে হিতকর এবং পোকা নাশ করিবার শক্তি আছে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছালের কল্ক—যকৃতের যন্ত্রণায় উপকারী, ক্রিমিনাশক।

কুঁড়ি এবং কচিফুল—আমাশয়ের যন্ত্রণায় উপকারী।

ফল—প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক।

গাছ—সর্পবিষে এবং কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 262.

Ref.—F.B.I., ii. 275 ; B.P., i. 441 ; Voigt. H.S., 253 ; Prain, H.H., 205 ; Roxb. Fl. I., ii. 323.
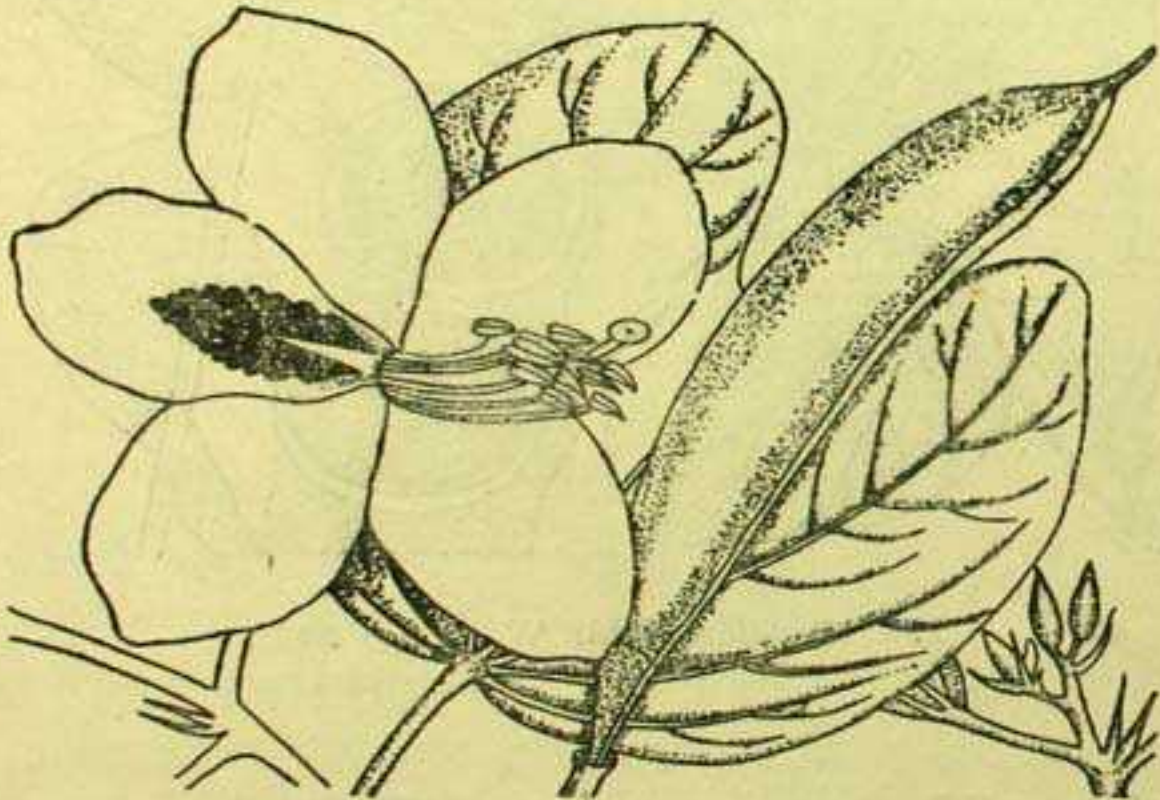
177. Bauhinia tomentosa Linn. (কাঞ্চনার)

Genus—CAJANUS DC.

178. C. indicus Spreng. (অড়হর)

Cajanus cajan (Linn.) Millerp.

ভাষানুসারী নাম :—আঢ়কী, আঢক,—সংস্কৃত ; অড়হর—বাংলা ; রহর, অড়হর, তুমর, টর্—হিন্দি ; তুর, তুভের—বোম্বে ; তুরী—মহারাষ্ট্র ; তুভরাই, থবারয়—তামিল, কণ্ডলু—তেলেগু ; শাজ—আরব ; সকুল—পারস্য ; পেশিগুন্—ব্রহ্মদেশ।

আঢ়কী তুবরী বর্ষ্যা করবীরভুজা তথা।
বৃত্তবীজা পীতপুষ্পা শ্বেতা রক্তাঽসিতা ত্রিধা ॥
আঢ়কী তু কষায়া চ মধুরা কফপিত্তজিৎ।
ঈষৎ বাতকরা রুচ্যা বিদলা গুরুগ্রাহিকা ॥
সা চ শ্বেতা দোষদাত্রী তু রক্তা রুচ্যা বল্যা পিত্ততাপাদিহন্ত্রী।
সা শ্যামা চেৎ দীপনী পিত্তদাহধ্বংসা বল্যঙ্কাঢ়কীযূষমুক্তম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—আঢ়কী, তুবরী, বর্ষ্যা, করবীরভুজা, বৃত্তবীজা, পীতপুষ্পা—এইগুলি নাম। শ্বেত, রক্ত, অসিত ভেদে তিন প্রকারের আঢ়কী আছে।

গুণপর্য্যায়ঃ—আঢ়কী—কষায় রস, বিপাকে মধুর রস, কফ ও পিত্তনাশক। অল্প বায়ুকারক, রুচিকর, বিদলা, গুরুপাক, এবং মলসংগ্রাহক।

শ্বেতআঢ়কী—ত্রিদোষ কারক। **রক্তআঢ়কী**—রুচিকর, বলকারক এবং পিত্ততাপ নাশক। **শ্যামাআঢ়কী**—অগ্ন্যুদ্দীপক, পিত্তজনিত দাহনাশক। **আঢ়কী যূষ**—বলকারক।

জন্মস্থানঃ—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়। বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা।

বর্ণনাঃ—গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, শাখা পশমের ন্যায় নরম ও ধূসর বর্ণ। পত্রিকা ৩টি, লম্বাকৃতি। ফুল ছোট বোঁটায় থাকে, পীতবর্ণ কিম্বা শিরাগুলি লালবর্ণ। শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ⅓-½ ইঞ্চি চওড়া, প্রত্যেক শুঁটিতে ৩-৫টি বীজ থাকে। এই কলাই ভারতের সকল স্থানেই জন্মে বলিয়া ইহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই। জুলাই মাসে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—পত্র এবং কলাই।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—অড়হরের কচি অগ্রভাগ সহজে পরিপাক হয়। ইহা রুগ্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর। অড়হরের পত্র মুখের ঘায়ে ব্যবহার হয়। পাতার রস অল্প লবণের সহিত পান করিলে যকৃৎ বৃদ্ধি আরাম হয় ও কামলা রোগে হিতকর। ইহার ডাল ও পাতা একত্রে পেষণ করিয়া গরম গরম স্তনে প্রলেপ দিলে স্তন-দুগ্ধ কমিয়া যায়। অরহরের পুলটিস্ ফুলার উপর দিলে ফুলা কমিয়া যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

বীজ ও পাতা—একত্রে বাটিয়া গরম করিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে স্তন দুগ্ধ কমিয়া যায়।

বীজ—সর্পবিষে উপকারী।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 328 ; Rheede, Hort. Mal., vi. t. 13.

Ref—F. B. I., ii. 217 ; Roxb., F. I., iii, 325 ; B. P., i. 383 ; Watt. ii, Pt. I. 12.
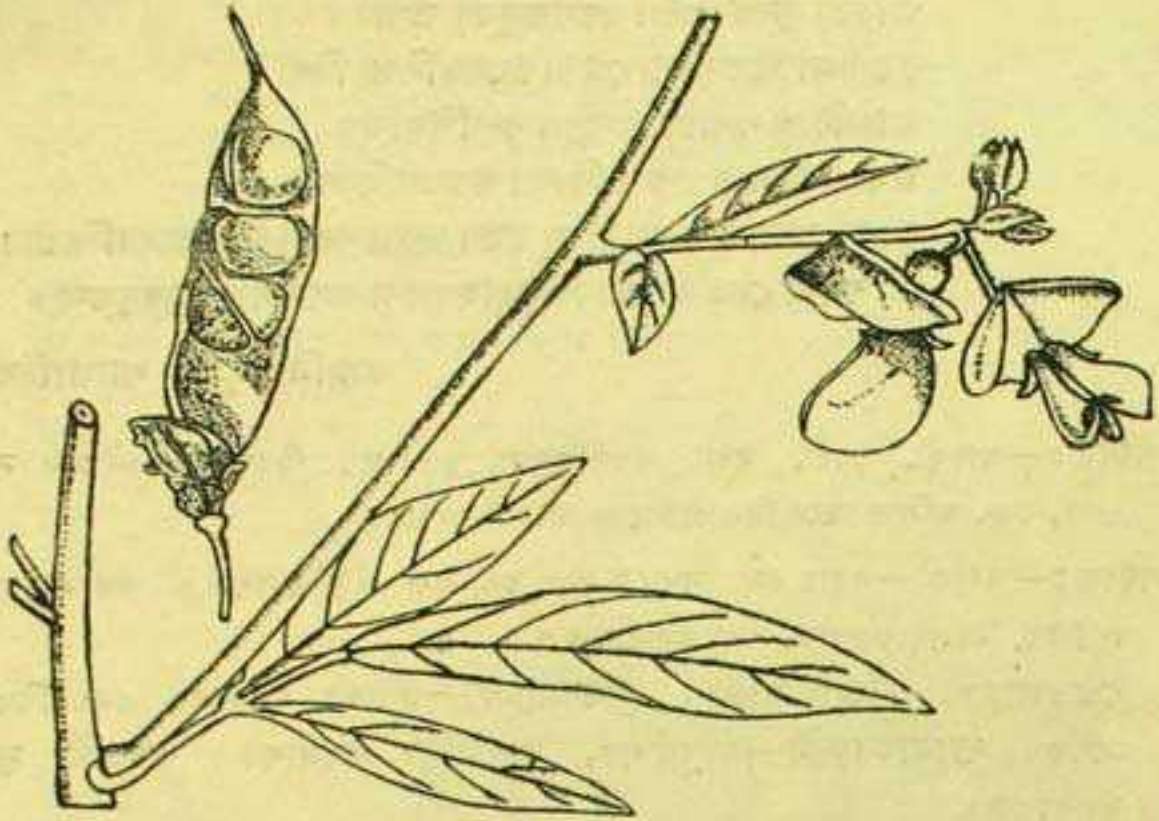
178. Cajanus indicus Spreng. (অড়হর)

Genus—CASSIA Linn.

179. C. fistula Linn. (সোঁদাল)

ভাষানুসারীনাম ঃ—আরগ্বধ, সুবর্ণক, সম্পাক রাজবৃক্ষ— সংস্কৃত ; সোঁদাল, বান্দরলাঠি—বাংলা ; আমল্‌টাস্‌, ধনবহেড়া, গির্‌মালাই—হিন্দি ; সুনারি, সনদরি—উড়িষ্যা ; বয়, বাহভা—মহারাষ্ট্র ; গর্‌মল—গুজরাট ; কোনি, কউ—তামিল ; রেল্লচেট্টু, রেইলু,—সুবর্ণম্‌—তেলেগু।

অথ ভবতি কর্ণিকারো রাজতরুঃ প্রগ্রহশ্চ কৃতমালঃ।
সুফলশ্চ পরিব্যাধো ব্যাধিরিপুঃ পঙ্‌ক্তিবীজকো বহুসংজ্ঞঃ॥
কর্ণিকারো রসে তিক্ত কটূষ্ণঃ কফশূলহৃৎ।
উদরক্রিমিমেহঘ্নো ব্রণগুল্মনিবারণঃ॥
আরগ্বধোঽহন্তো মন্থানো রোচনশ্চতুরঙ্গুলঃ।
আরেবতো দীর্ঘফলো ব্যাধিঘাতো নৃপদ্রুমঃ॥
হেমপুষ্পো রাজতরুঃ কণ্ডুঘ্নশ্চ জ্বরান্তকঃ।
অরুজঃ স্বর্ণপুষ্পশ্চ স্বর্ণদ্রুঃ কুষ্ঠসূদনঃ॥

কর্ণাভরণকঃ প্রোক্তো মহারাজদ্রুমঃ স্মৃতঃ।
কর্ণিকারো মহাদিঃ স্যাৎ প্রোক্তশ্চৈকোনবিংশতিঃ॥
আরগ্বধোঽতিমধুরঃ শীতঃ শূলাপহারকঃ।
জ্বরকণ্ডূকুষ্ঠমেহ-কফবিষ্টম্ভনাশনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—কর্ণিকার, রাজতরু, প্রগ্রহ, কৃতমাল, সুফল, পরিব্যাধ, ব্যাধিরিপু, পঙ্‌ক্তি-বীজক,—এই আটটী নাম। আরগ্বধ, মন্থান, রোচন, চতুরঙ্গুল, আরেবত, দীর্ঘফল, ব্যাধিঘাত, নৃপদ্রুম, হেমপুষ্প, রাজতরু, কণ্ডুঘ্ন, জ্বরান্তক, অরুজ, স্বর্ণপুষ্প, স্বর্ণদ্রু, কুষ্ঠসূদন, কর্ণাভরণক, মহারাজদ্রুম, মহাদি—এই উনিশটী আরগ্বধের নাম।

গুণপর্যায়ঃ—কর্ণিকার—তিক্তরস, বিপাকে, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও শূলনাশক। উদর রোগ, ক্রিমি ও মেহ নাশক, ব্রণ ও গুল্ম নিবারক। আরগ্বধ—অতিমধুররস, শীতবীর্য, শূলনাশক, জ্বর, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেহ, কফ ও বিষ্টম্ভনাশক।

জন্মস্থানঃ—সমগ্র ভারতবর্ষ ও বর্মা, বঙ্গদেশের সকল স্থানে দেখা যায়। আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—মধ্যমাকার গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড সরল। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, সবুজের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ কিম্বা ইষ্টকের ন্যায় লালবর্ণ। গাছের ডাল নরম ও অবনত। পত্র ১ ফুট কিম্বা অধিক লম্বা, পত্রিকা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ৮-১৬টি, জোড়া জোড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড পত্রের ন্যায় লম্বা। ফুল সুগন্ধযুক্ত, বিস্তৃত, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা; পাপ্‌ড়ি ½-১ ইঞ্চি, উজ্জ্বল পীতবর্ণ, শণফুলের ন্যায়। পুংকেশর ১০টি, ৫টি সর্বাপেক্ষা বড়, ৩টি সর্বাপেক্ষা ছোট। ফল ১-২ ফুট লম্বা, এক ইঞ্চি মোটা, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ। ফলে বীজ অনেক থাকে, ইহা কৃষ্ণবর্ণ শাঁসের মধ্যে থাকে। বীজ ছোট, চেপ্টা, মসৃণ, উজ্জ্বল পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। ফুল গ্রীষ্মকালে জন্মে।

ব্যবহার্য অংশঃ—আঠা, শিকড়ের ছাল, ফুল, পত্র। মাত্রা—মূলের কাথ ৫-১০ গ্রেণ; ফলের শাঁস ২-৪ আনা; জোলাপের জন্য ½-১ তোলা।

বৈদ্যকে আরগ্বধের ব্যবহার।

চরকঃ—(১) **জ্বরে** আরগ্বধ—জ্বররোগীর কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য ঈষদুষ্ণ গব্যদুগ্ধ বা কিস্‌মিসের কাথের সহিত সোণালু ফলের আঠা সেবন করিতে দিবে (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** আরগ্বধ—সোণালুফলের আঠা প্রচুর মধু ও চিনিসহ ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তীকে বিরেচনার্থ সেবন করাইবে (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) **পিত্তোদরে** আরগ্বধ—ক্ষীর পরিভাষানুসারে দুই তোলা সোণালু ফলের আঠার কাথ প্রস্তুত করিয়া, পিত্তোদরীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১৮ অঃ)। (৪) **কামলায়** আরগ্বধ—সোণালু ফলের আঠা, ইক্ষু, ভূমিকুষ্মাণ্ড বা কাঁচা আমলকীর রসের সহিত কামলারোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) **কুষ্ঠে** সোণালুর পাতা—সোণালুর পাতা বাটিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)।

(৬) **বিসর্পে**—সোণালুর পাতা—সোণালুর পাতা বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া কফজ বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৭) **উরুস্তম্ভে** শাকার্থ সোণালু পাতা—তিল-তৈলাক্ত জলে সোণালুর পাতা সিদ্ধ করিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভরোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২৭ অঃ)।

শ্রুত ঃ—(১) **উপদংশে** প্রক্ষালনার্থ সোণালুর পাতা—জাতি (চামেলী) ও সোণালু পাতার ক্বাথে উপদংশের ক্ষত প্রক্ষালন করাইবে (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) **হারিদ্র্যমেহে** আরগ্বধ সোণালুর পাতার কিম্বা মূলত্বকের ক্বাথ, হরিদ্রামেহীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)।

বাগ্ভট :—(১) **কফবিদ্রধিতে** আরগ্বধপত্র—কফজ বিদ্রধির ক্ষত, সোণালুপাতার ক্বাথ দ্বারা ধৌত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) **কফজ অরোচকে** আরগ্বধ—কফজ অরোচকে যমানী ও সোণালু ফলের আঠার ক্বাথ পান করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৩) **রাজযক্ষ্মায়** আরগ্বধ—বহুদোষ, বলবান্ যক্ষ্মারোগীকে বিরেচনার্থ, মধুচিনিঘৃতসহ কিম্বা দুগ্ধ বা অন্য তর্পক বস্তু সহ সোণালুফলের আঠা সেবন করাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৪) **কুষ্ঠে** আরগ্বধমূল—সোণালুমূলের ক্বাথ দ্বারা একশত বার ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত কুষ্ঠ রোগী পান করিবে। ঔষধ সেবন কালে স্নান ও পানার্থ খদিরযুক্ত জল ব্যবহার করিতে হইবে (চিঃ ১৯ অঃ)।

চক্রদত্তঃ—(১) **পিত্তজ্বরে** আরগ্বধ—পিত্তজ্বরী সোণালুর আঠা কিস্‌মিসের ক্বাথের সহিত পান করিবে (জ্বর চিঃ)। (২) **গণ্ডমালায়** সোণালুমূল—সোণালুমূলের ছাল সদ্য সংগ্রহ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্বক গলগণ্ডরোগীকে নস্য করাইবে এবং গলগণ্ডে প্রলেপ দিবে (গলগণ্ড-চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ ঃ—আমবাতে আরগ্বধ পত্র—সর্ষপ তৈলে সোণালুর পাতা ভাজিয়া সন্ধ্যাকালে সেবন পূর্বক অন্নভোজন করিবে। ইহা আমদোষনাশক।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—আয়ুর্বেদ মতে ইহার ছালের শাঁস সর্দিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল মৃদুবিরেচক, জ্বর, হৃদযন্ত্রের পীড়া ও পিত্তপ্রকোপে ব্যবহৃত হয় (Dutt)। ফলের শাঁস বাহ্য প্রয়োগ করিলে বাত ও গেঁটে বাত আরাম হয়। ৫টি কিবা ৭টি বীজের গুঁড়া emetic ; উহা জাফরাণ, চিনি ও গোলাপজলে মাড়িয়া খাইলে কষ্টকর প্রসব যন্ত্রণা আরাম হয় ও সুখে প্রসব হয়। কঙ্কণ দেশে ইহার কচি পাতার রস ক্রিমি নিবারক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Dymock)। পাতার পুলটিস্ মুখের পক্ষাঘাত রোগে হিতকর এবং পাতার রস পক্ষাঘাত ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিবারক। ইহার বীজ বমন কারক ও তীব্র বিরেচক। সর্দিজনিত অরুচি হইলে যমানী ও ইহার আঠার ক্বাথ পান করিলে অরুচি আরাম হয়। সোঁদালের আঠা বালক ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট জোলাপ। সোঁদালের পত্র ও ছাল চর্মরোগে হিতকর।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

মূল, ছাল, বীজ, পাতা—বিরেচক।

ফল—বিরেচক, বাতে এবং সর্পবিষে উপকারী।

বীজ—স্নিগ্ধতাকারক,

মূল—সঙ্কোচক, রসায়ন, জ্বরঘ্ন, বিরেচক।

পাতার রস—চর্মরোগে উপকারী।

Flg,—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl,, t. 350.
Ref.—F.B.I., ii 261 ; Roxb., F.I., iii, 333 ; B.P., i. 437 ; Prain, H.H. 204 ; Voigt. H.S., 247.
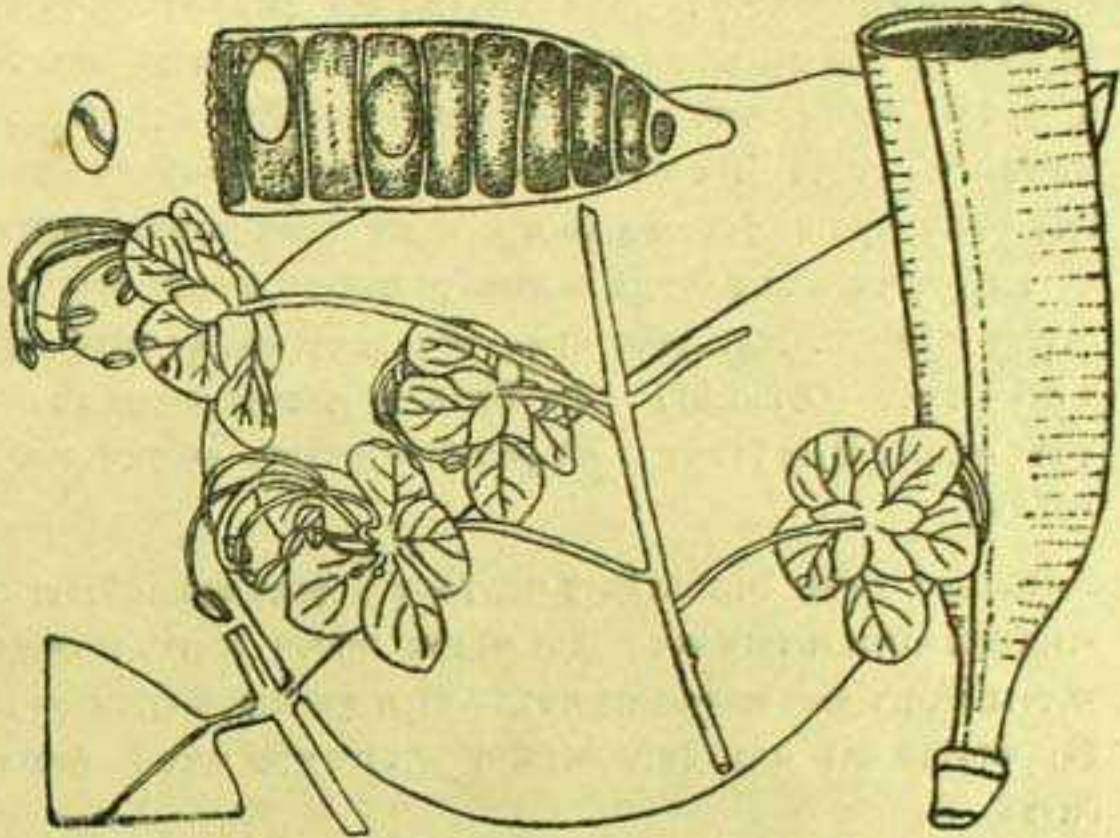
179. Cassia fistula Linn. (সোঁদাল)

180. C. Occidentalis Linn. (বড় কালকেসেন্দা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কাশমার—সংস্কৃত ; বড় কালকেসেন্দা—বাংলা ; কাসন্দি, বড় কাসন্দি, কাসুন্দা—হিন্দী ; হিকল—বোম্বে ; পন্না ভেরি—তামিল ; কাসিন্দ—তেলেগু ; কলন্—ব্রহ্মদেশ ; নট্টাম টকর—মালয়।

জন্মস্থান ঃ—হিমালয় হইতে সিংহল পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—ঘনসন্নিবদ্ধ গুল্ম, কয়েক ফুট উচ্চ হয়। উদ্ভিজ্জগুলি প্রায়ই বর্ষজীবী। পত্র ৬½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা দুর্গন্ধযুক্ত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জল ও নরম লোমযুক্ত।

মূলপত্রদণ্ড হইতে পত্রিকাগুলি দুইদিকে ৬-১০টি জন্মে। পুষ্পবৃন্ত ছোট, একসঙ্গে কয়েকটি ফুল হয়। ফুল ½-¾ ইঞ্চি বিস্তৃত, ফুলের পাপ্‌ড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ ও লালের আভাযুক্ত। শুঁটি ৪।৫টি একসঙ্গে জন্মে, ½ ইঞ্চি লম্বা, ঈষৎ বক্র, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, চেপ্টা, প্রত্যেক শুঁটিতে ২৫।৩০টি বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—পত্র, বীজ ও শিকড়। সমগ্র গাছ বিরেচক, মাত্রা ৯০ গ্রেণ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—সংস্কৃত লেখকদের মতে ছোট কালকেসেন্দার যে গুণ আছে ইহারও সেইগুণ বর্ত্তমান আছে। মুসলমান বৈদ্যগণ ইহাকে কফ নিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। কঙ্কণ দেশে ২-৬ রতি ওজনের বীজ গুঁড়া করিয়া ১ তোলা স্তন্যদুগ্ধ কিম্বা গোদুগ্ধে গরম করিয়া, পরে উহা ছাকিয়া বালকদিগের তড়কা হইলে দিনে একবার প্রয়োগ করে অথবা ৬ মাষা মাত্রায় শিশুর মাতাকে খাইতে দেয়। ইহার বীজ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও ফ্রান্সদেশে জ্বরনাশক ঔষধরূপে ব্যবহার করে। শিকড়ের অরিষ্ট আমেরিকা দেশীয় আদিম অধিবাসীগণ নানাবিধ বিষের প্রতিষেধক বলিয়া মনে করে (Dymock)। ইহার বীজ ও পত্র চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। শিকড় মূত্রকর ও পেটের পীড়ায় হিতকর। পত্র চুলকানি ও অপরাপর চর্মরোগে বাহ্য প্রয়োগ করা হয়।

Porto Rico দেশীয় লোকেরা ইহার পত্র, শিকড় ও ফুলের কাথ হিষ্টিরিয়া রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করে। ইহা অতিশয় আক্ষেপ নিবারক। অম্লরোগগ্রস্ত ক্ষীণকায় স্ত্রীলোকদিগের জননযন্ত্রে বায়ু সঞ্চারিত হইলে ইহা দ্বারা নিবারিত হয়। ইহা বলকারক ঔষধ এবং ইহার জ্বর নাশ করিবার শক্তি আছে। সমগ্র গাছটিই বিরেচক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

গাছ—জ্বরঘ্ন, বিরেচক, প্রস্রাবকারক, রসায়ন।

পাতা, মূল ও বীজ—বিরেচক।

বীজ ও পাতা—চর্মরোগে বাহ্যপ্রয়োগ করা হয়, সর্পবিষে উপকারী।

মূল—সর্পবিষে উপকারী।

Fig.—Bot. Reg., t. 83 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 351.

Ref.—F.B.I., ii. 262; Roxb., F.I., ii. 343 ; B.P. i, 437 ; Watt. ii. Pt., I, 223 ; Prain. H.H., 204 ; Voigt. H.S., 250.
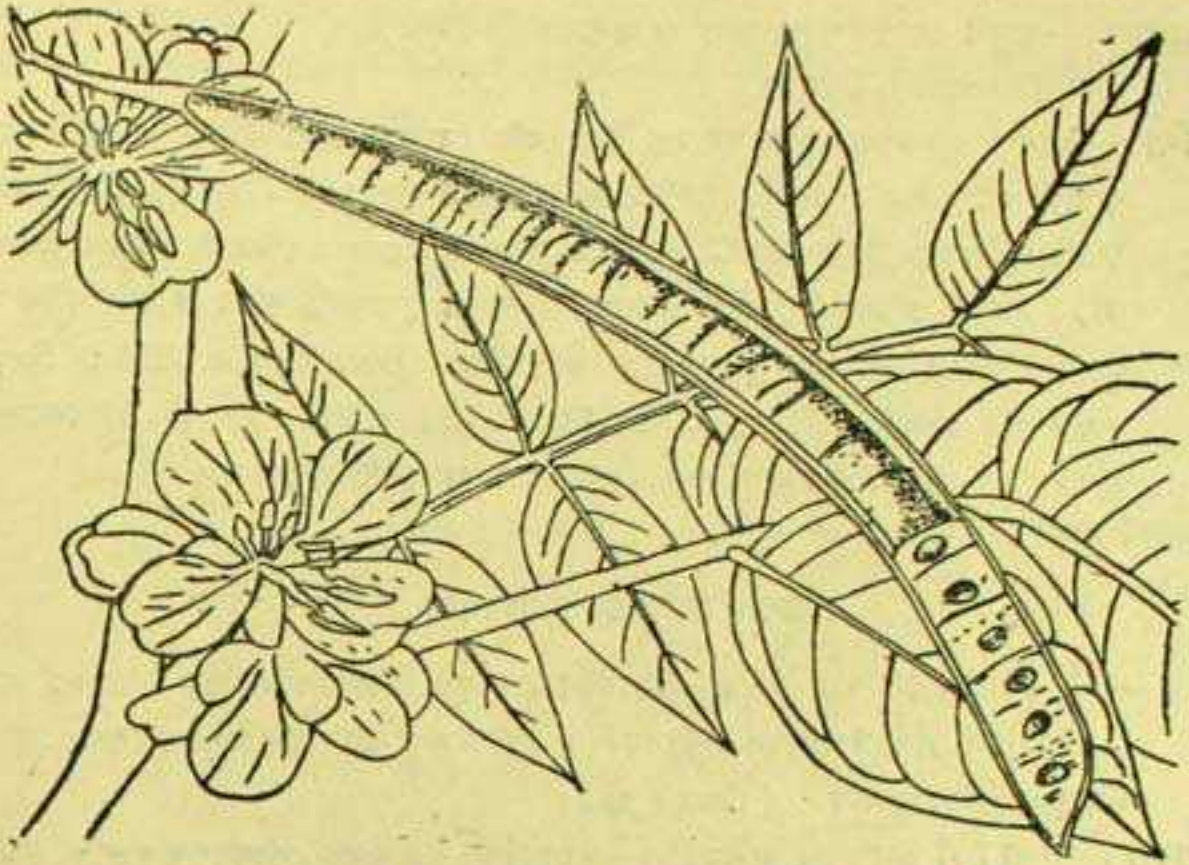
180. Cassia occidentalis Linn. (বড় কালকেসেন্দা)

181. C. Sophera Linn. (ছোট কালকেসেন্দা)

ভাষানুসারী নামঃ—কাসমর্দ—সংস্কৃত ; ছোট কালকেসেন্দা—বাংলা ; কসৌন্দী, কাসুন্দা, বলার—হিন্দি ; রণ-তানকল, কাসবিন্দা—মহারাষ্ট্র ; পেরা-বিরাই—তামিল, কাস-মর্দকমু, টগর-চেট্টু—তেলেগু ; পোন্নাম্-টকর—মালয় ; কাসবিন্দা—কর্ণাট।

কাসমর্দোঽরিমর্দশ্চ কাসারিঃ কাসমর্দকঃ।
কালঃ কনক ইত্যুক্তো জারণো দীপকশ্চ সঃ॥
কাসমর্দঃ সতিক্তোষ্ণো মধুরঃ কফবাতনুৎ।
অজীর্ণকাসপিত্তঘ্নঃ পাচনঃ কণ্ঠশোধনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—কাসমর্দ, অরিমর্দ, কাসারি, কাসমর্দক, কাল, কনক, জারণ, দীপক—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—কাসমর্দ—অতিতিক্তরস, উষ্ণবীর্য, বিপাকে মধুর রস, কফ এবং বায়ুনাশক। অজীর্ণ, কাস ও পিত্তনাশক, পাচক এবং কণ্ঠরোগনাশক।

জন্মস্থান :—বাঙ্গলা দেশের সর্বত্র, রাস্তা ও জঙ্গলের কিনারায় ও পতিত জমিতে দেখা যায়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—এইগাছ বড় কালকেসেন্দারই মত, ইহা বেশী ঝোপযুক্ত, অনেক সরু ও ছোট ছোট পত্রিকা থাকে, ইহা পূর্ববর্তী গাছ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র ও মোটা। ইহার আর একটি Variety আছে, উহার নাম C. sophera var. purpuria (Roxb. Hort. Beng., 31) ; ইহার পত্রিকাগুলি আরও ক্ষুদ্র, অধিকতর সূক্ষ্মকোণী, পত্র ১ ইঞ্চির অধিক লম্বা হয় না। ডাল অবনত ও বেগুনের রং বিশিষ্ট (Bot. Reg., t. 856 ; Senna purpuria, Roxb., Fl. Ind. ii, 342 ; F.B.I., ii. 342). এই কালকেসেন্দার পত্রিকা ৬-৭ জোড়া, অগ্রভাগ সরু। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বৈদ্যকে কাসমর্দে'র ব্যবহার।

চরক—(১) হিক্কাশ্বাসে কাসমর্দপত্র—কাসমর্দপত্রের যূষ, হিক্কাশ্বাস নিবারক (চিঃ ২১ অঃ)। (২) **কাসে** কাসমর্দপত্রস্বরস—কাসমর্দপত্র রস ও অশ্ববিষ্ঠার রস মধুসহ সেবন করিলে কফজকাস নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

চক্রদত্ত :—**দদ্রু কিটিমকুষ্ঠে** কাসমর্দমূল—কাসমর্দমূল কাঁজি সহ পেষণপূর্বক দদ্রুকিটিমকুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (কুষ্ঠ চিঃ)। (২) **বৃশ্চিকবিষে** কাসমর্দমূল—কাসমর্দমূল চর্বণ করিয়া বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির কর্ণে ফুৎকার দিলে, বৃশ্চিকদংশন জ্বালা প্রশমিত হয় (বিষ-চিঃ)।

বঙ্গসেন :—**বাতজশ্লীপদে** কাসমর্দমূল—কাসমর্দমূল গব্যরসে উত্তমরূপে পেষণপূর্বক পান করিলে বাতজশ্লীপদ (গোদ) সত্বর নাশ প্রাপ্ত হয় (শ্লীপদ-চিঃ)

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকগণের মতে ইহা সর্দিনিবারক বলিয়া ইহাকে কাসমর্দ বলে ; গোলমরিচের সহিত ইহার শিকড় খাওয়াইলে সর্পবিষ নিবারিত হয় বলিয়া মুসলমান বৈদ্যেরা বর্ণনা করিয়াছেন। ছালের রস ও বীজের গুঁড়া বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয় (Drury)।

ইহার পাতার রস গণোরিয়া নাশক বলিয়া মাদ্রাজ দেশীয় কবিরাজেরা বর্ণনা করেন এবং ইহা বাহ্য প্রয়োগ করিলে উপদংশ আরাম হয়।

ইহার পত্র, বীজ ও গাছের ছাল সর্দিনিবারক এবং পাতার রস চন্দন কাষ্ঠের সহিত পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইলে বড় বড় ক্রিমিনাশ হয়। বীজের গুঁড়া ক্রিমি রোগের এবং পাঁচড়ার ঔষধ বলিয়া কথিত আছে। ইহার বীজের সহিত মূলাবীজ এবং গন্ধক প্রত্যেকটি সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত মিশাইয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিলে খোস পাঁচড়া ও নানাবিধ চর্ম রোগ নাশ হয়।

Glossary সংক্ষিপ্তগুণপরিচয় :—

পাতা—ফিতে ক্রিমিরোগে বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

গাছের কন্দ—কষ্টকর শ্বাসে উপকারী।

Fig.—Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 352.

Ref.—F. B. I., ii, 262 ; Roxb., F. I. 346-347 ; B. P., i, 438 ; Prain, H. H., 204 ; Voigt, H. S., 248.

181. Cassia Sophera Linn. (ছোট কালকেসেন্দা)

182. C. tora Linn. (চাকুন্দে)

ভাষানুসারী নাম :—চক্রমর্দ্দ, দাদমর্দ্দন, দাদ্মারী—সংস্কৃত ; চাকুন্দে—বাংলা ; চাকুন্দা—হিন্দি ; তরবটা, টাক্‌লা—মহারাষ্ট্র ; কোভারিয়া—গুজরাট ; কোভারিয়—বোম্বে ; তাগারিমাচেট্টু—তেলেগু তাগারাই—তামিল ; কুজ্‌লি—ব্রহ্মদেশ ; এড়াকী, চাকুন্দা—গৌড়।

স্যাৎচক্রমর্দো হিণ্ডগজো গজাখ্যো মেষাহ্বয়শ্চৈডগজোহিণ্ডহস্তী।
ব্যবর্ত্তকশ্চক্রগজশ্চ চক্রী পুন্নাডপুন্নাটবিমর্দকাশ্চ ॥
দদ্রুঘ্নস্তূর্বটশ্চ স্যাৎ চক্রাহ্বঃ শুকনাশনঃ।
দৃঢ়বীজঃ প্রপুন্নাটঃ খর্জুঘ্নশ্চোনবিংশতিঃ ॥
চক্রমর্দ্দঃ কটুস্তীব্রো মেদোবাতকফাপহঃ।
ব্রণকণ্ডূতিকুষ্ঠার্ত্তি-দদ্রুপামাদিদোষনুৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—চক্রমর্দ, অণ্ডগজ, গজাখ্য, মেষাহ্বয়, চেডগজ, অগুহস্তী, ব্যবর্ত্তক, চক্রগজ চক্রী, পুন্নাড, পুন্নাট, বিমর্দক, দদ্রুঘ্ন, তথট, চক্রাহ্ব, শুকনাশন, দৃঢ়বীজ, প্রপুন্নাট, খর্জুঘ্ন এই উনিশটি নাম।

গুণপর্যায় :—চক্রমর্দ—অতিকটু রস, মেদ, বায়ু, কফনাশক, ব্রণ, কণ্ডু, ও কুষ্ঠরোগ, দদ্রু, পামারোগে প্রভৃতি রোগ নাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র পতিত জমিতে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বৎসর জীবী ছোট ছোট ও ঝোপযুক্ত উদ্ভিদ্। পত্রিকা ১-১½ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত, কাণ্ডের দুই দিকে পত্র থাকে। পত্রের অগ্রভাগ প্রায় গোলাকার এবং একবৃন্তে ৩টি পত্রিকা জন্মে। পুষ্পের বৃন্ত ছোট ও জোড়া জোড়া, পত্রের জোড়া হইতে ফুল বাহির হয়, ফুল ছোট পীতবর্ণ। শুঁটি ½-¾ ইঞ্চি, উহাতে অনেক চেপ্টা বীজ থাকে। কাল কেসেন্দার শুঁটি অপেক্ষা ইহার শুঁটি ছোট। এই গাছ দাদের ঔষধ বলিয়া সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে চক্রমর্দ বা দাদনাশক বলে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও বীজ।

বৈদ্যকে চক্রমর্দের ব্যবহার।

চরক :—**সিধ্মকুষ্ঠে** চক্রমর্দফল—ধুনা ও চাকুন্দে বীজ কাঁজিতে পেষণ পূর্বক সিধ্ম (ছুলি) স্থানে ঘর্ষণ করিলে কিম্বা প্রলেপ দিলে সিধ্ম বিনাশ পায় (চিঃ ৭ অঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **গণ্ডমালার** চক্রমর্দ মূল—চাকুন্দের মূলের ছালের কল্ক এবং কেশরাজের রসের সহিত যথাবিধি সর্ষপ তৈল পাক করিয়া কিঞ্চিৎ সিন্দূর প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। এই তৈল মর্দন করিলে সুদারুণ গণ্ডমালা প্রশমিত হয় (গণ্ডমালা চিঃ)। (২) **দদ্রুরোগে** চক্রমর্দবীজ—মূলের ক্বাথে চাকুন্দের বীজ পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলে দদ্রু বিনষ্ট হয় (কুষ্ঠ-চিঃ)। (৩) **অর্দ্ধাবভেদকে** চক্রমর্দবীজ—কাঁজি পিষ্ট চক্রমর্দবীজের প্রলেপ দিলে আধ্কপালে আরাম হয় (শিরোরোগ-চিঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **সর্ব্বপ্রকার চর্মরোগে** চক্রমর্দবীজ—চক্রমর্দবীজ মনসার রসে (আঠায়) ভিজাইয়া গোমূত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। (২) **দদ্রুরোগে** চক্রমর্দ বীজ—চক্রমর্দবীজ, করঞ্জবীজ সমপরিমাণ এবং গুলকের শিকড় ½ অংশ এইগুলি একত্র করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া দাদে দিলে দাদ আরাম হয়।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা সকল প্রকার চর্মরোগের মহৌষধ।

Glossary—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :**—

পাতার কল্ক—বিরেচক।

পাতা এবং বীজ—চর্মরোগে, ফিতাক্রিমিতে এবং চুলকানি পাচড়ায় উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., ii., t. 53.

Ref.—F.B.I., ii, 263 ; Roxb., F. I., ii. 340 ; B. P., i, 438 ; Prain H. H., 204 ; Voigt, H. S., 250.
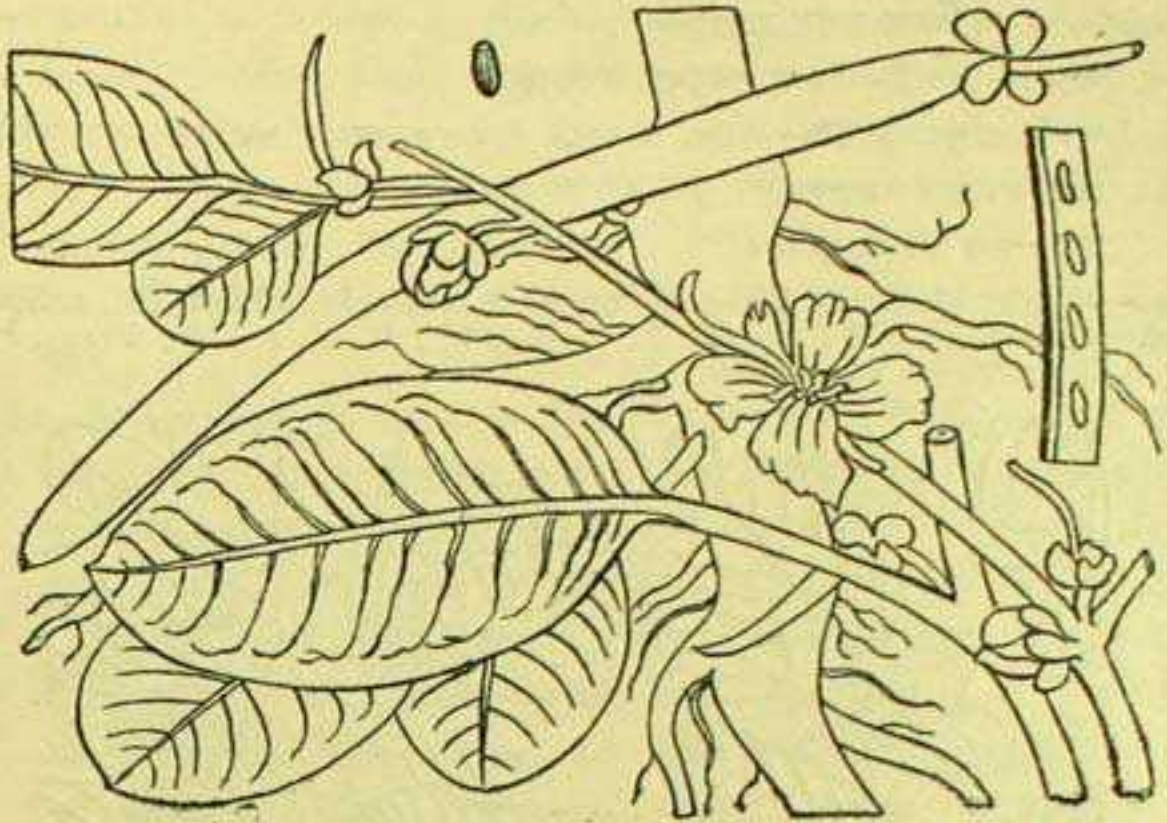
182. Cassia tora Linn. (চাকুন্দে)

183. C. alata Linn. (দাদমর্দ্দন)

ভাষানুসারী নামঃ—দদ্রুঘ্ন—সংস্কৃত ; দাদমর্দন—বাংলা ; দাদ্-কা-পাট্—হিন্দি ; দাদমর্দন—বোম্বে ; দাদমর্দন—মহারাষ্ট্র ; সিমাই-এগ্‌তি, নিলাবিরাই—তামিল ; সিমা-এভিসল্, নেলাগানা—তেলেগু ; সিমা-একাস্থি—মালয় ; মৈজ্ঞা-লি-গি—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থানঃ—ব্রহ্মদেশ, বঙ্গদেশ, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগ। ইহা ভারতীয় গাছ নয়, আমেরিকাদেশীয় উদ্ভিদ্।

বর্ণনাঃ—গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্, শাখাগুলি মোটা, নরম, অবনত ; এই গাছ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ভারতে আসিয়াছে। পত্র ১-২ ফুট লম্বা ; পত্রিকা লম্বাকৃতি, মস্তক মোটা, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ঘনঘন নরম লোমদ্বারা আবৃত, ২-২½ ইঞ্চি চওড়া, ঈষৎ গোলাকার, ডিম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ড ½-১ ফুট। ফুল বড়, পীতবর্ণ, পুংকেশর সমস্তগুলি সমান নয়। শুঁটি সোজা, মসৃণ লোমাবৃত, ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅔ ইঞ্চি চওড়া। বীজ শুঁটিতে ৫০টি কিংবা অধিক থাকে। অক্টোবর মাসে ফুল ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—ইহার পাতা ছেঁচিয়া লেবুররস মিশ্রিত করিয়া দাদে লাগাইলে দাদ আরাম হয়। পত্র ভেদক ও সর্প বিষনাশক বলিয়া বিবেচিত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—ফিতাক্রিমি এবং সর্প বিষে উপকারী।

পাতা ও ফুলের কষ্ক—কাসি, শ্বাসকষ্টে আভ্যন্তর প্রয়োগ করা হয় এবং বিচর্চিকার ধৌত করণে ব্যবহৃত হয়।

গাছ—পশু এবং মৎসবিষ।

Fig.—Wight, I. C., t., 253 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 355.
Ref.—F. B. I., ii. 264 ; Roxb., F. I., ii., 349 ; B. P., i. 438 ; Prain. H.H. 205 ; Voigt. H. S., 249.
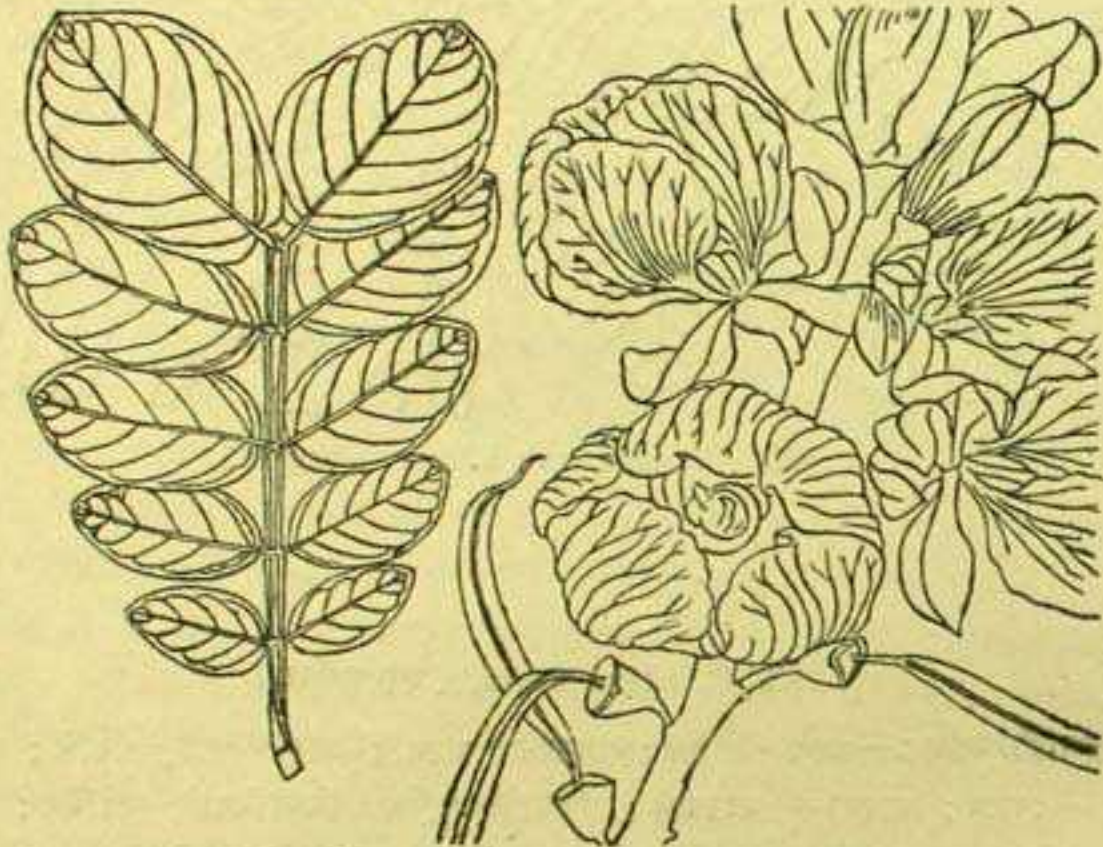
183. Cassia alata Linn. (দাদমর্দ্দন)

184. C. angustifolia Vahl. (সোনামুখা)

ভাষানুসারী নাম :—আবর্ত্তকী—সংস্কৃত ; সোনামুখী—বাংলা ; হিন্দি-সোনা, হিন্দি সোনা কা পাত্—হিন্দি ; সোণা-মখি—গুজরাট ; মুলকাচা—মহারাষ্ট্র ; নিলাভিরাই-নিলা-ভাকাই—তামিল ; নেলা টাঙ্গেড়, নেলা গানা—তেলেগু।

আবর্ত্তকী তিন্দুকিনী বিভাণ্ডী বিষাণিকা রঙ্গলতা মনোজ্ঞা।
সা রক্তপুষ্পী মহদাদিজালী সা পীতকীলাঽপি চ চর্মরঙ্গা॥
বামাবর্ত্তা চ সংযুক্তা ভূসংখ্যা শশিসংযুতা।
আবর্ত্তকী কষায়াম্লা শীতলা পিত্তহারিণী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :— আবর্ত্তকী, তিন্দুকিনী, বিভাণ্ডী, বিষাণিকা, রঙ্গলতা, মনোজ্ঞা, রক্তপুষ্পী, মরুত্তালী, পীতকীলা, চর্ম্মরঙ্গা, বামাবর্ত্তা, সংযুক্তা, এইবারটি নাম। আরও একটি নাম মহাতালী।

গুণপর্যায় :— আবর্ত্তকী—কষায় ও অম্লরস, শীতবীর্য এবং পিত্তনাশক। মদন পাল নিঘণ্টুতে বলা হইয়াছে উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস এবং রুক্ষ।

জন্মস্থান :— সমগ্র ভারতে চাষ হয় ; বিশেষতঃ দক্ষিণভারতের টিনেভেলীতে বহুপরিমাণে চাষ হয়।

বর্ণনা :— সরল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্রদণ্ডের উভয়দিকে ৭-৮ জোড়া পত্রিকা জন্মে। পত্রিকা মধ্যমাকৃতি, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ সরু ও ছোট। পুষ্পদণ্ড পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়, দেখিতে শণফলের মত, প্রত্যেক দণ্ডের উভয় দিকে ফুল হয়। ফুল দেখিতে সোঁদালের মত হরিদ্রাবর্ণ, পাপ্ড়ি ৫টি, পুংকেশর ১০টি। শুঁটি চেপ্টা, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ, প্রত্যেক শুঁটিতে ৫।৬টি বীজ থাকে। এই গাছকে টিনেভেলী সিনা বলে। ভারতীয় সোণামুখীকে Indian senna বলে। সোণামুখী গাছ আরব দেশের বনজঙ্গলে বিস্তর জন্মে। ইহার পাতাগুলি টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়, বর্ণ ফিকে সবুজ ও পীতবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। ভারতের টিনেভেলীতে ইহার চাষ হয়, তথা হইতে ইউরোপে রপ্তানি হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :— পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :— পাতার গুঁড়া ভিনিগারের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্মরোগে লেপন করিলে সত্বর আরাম হয়। ইহা Henna এর সহিত মিশ্রিত করিয়া কেশে লাগাইলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহার বীজ সোঁদাল (Cassia fistula) বীজের সহিত মিশ্রিত করিয়া দাদে লাগাইলে দাদ আরাম হয়। সোণামুখী রক্তস্রাব ও বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধতায় হিতকর। ইহা উত্তম বিরেচক, ইহার সহিত শুঁঠ ও লবঙ্গ মিশাইয়া খাইলে অতি শীঘ্র উপকার হয় এবং পেট কামড়ায় না। মাত্রা লবঙ্গ সিকি তোলা, শুঁঠ সিকি তোলা ও সোণামুখী ২ তোলা।

উপরিউক্ত নিয়মে সোণামুখী জলে ভিজাইয়া পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি অর্দ্ধেক পরিমাণ খাইবে। বালকের পক্ষে আরও কম। সোণামুখীর জলের সহিত দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট ছেলেদিগকে খাওয়াইলে ক্রিমি ভাল হয়। ইহা তিক্ত, ভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, শোথ ও মেহনাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা ও ফুল—বিরেচক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

Fig.—Royle, Ill., ii, t. 37 ; Bentl. & Trim., t. 91.

Ref.—F. B. I., ii, 264 ; Roxb., F.I., ii, 336 ; Dymock, i, 526.
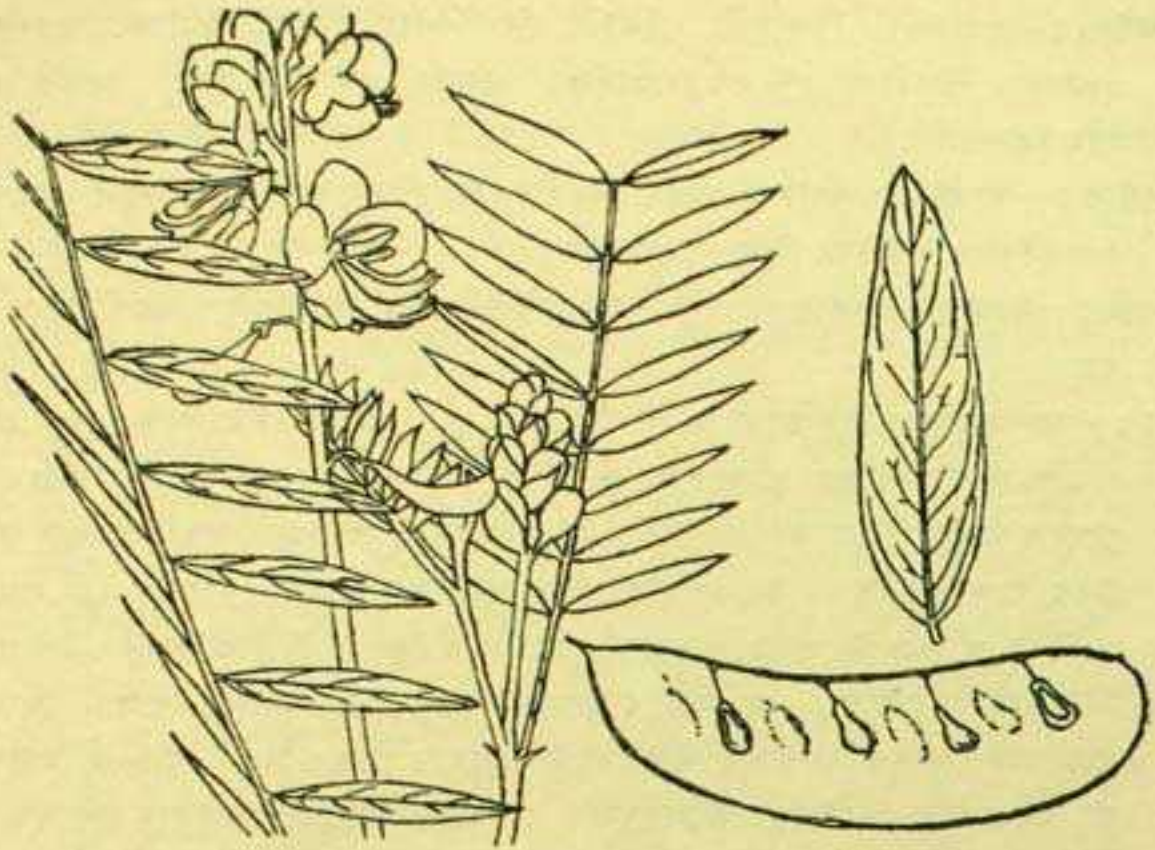
184. Cassia angustifolia Vahl. (সোণামুখী)

Genus—CICER Linn.

185. C. arietinum Linn. (ছোলা)

ভাষানুসারী নাম :—চণক—সংস্কৃত ; ছোলা—বাংলা ; চানা—হিন্দি ; চনা—মহারাষ্ট্র ; কাদালয়, কদলাই—তামিল ; সন্নগলু, সেনেপা—তেলেগু ; কলপাই—ব্রহ্মদেশ ; কড্‌লে—কর্ণাট।

চণস্তু হরিমন্থঃ স্যাৎ সুগন্ধঃ কৃষ্ণকঞ্চুকঃ।
বালভোজ্যো বাজিভক্ষশ্চণকঃ কঞ্চুকী চ সঃ ॥
চণকো মধুরো রুক্ষো মেহজিৎ বাতপিত্তকৃৎ।
দীপ্তিবর্ণকরো বল্যো রুচ্যশ্চাধ্মানকারকঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—চণ, হরিমন্থ, সুগন্ধ, কৃষ্ণকঞ্চুক, বালভোজ্য, বাজিভক্ষ (ঘোড়ার খাদ্য), চণক, কঞ্চুকী—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—চণক-মধুররস, রুক্ষ, মেহনাশক, বায়ু ও পিত্তকারক। দীপ্তিকারক, বর্ণকারক, বলকারী, রুচিকারক, এবং আধ্মান (পেটফাঁপা) কারক।

জন্মস্থান :—শীতকালীন ফসল ; সাধারণতঃ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, বঙ্গদেশ, বিহার ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে জন্মে। হুগ্‌লী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার স্থানে স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গাছ ; বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ; পত্র পক্ষাকার ও সোজা, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগে একটি পত্রিকা থাকে ; পত্র দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ½-¾ ইঞ্চি। ফুল পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুষ্পের বহির্দ্দল ⅓-½ ইঞ্চি। শুঁটি ছোট ও বেঁটে, একটু লম্বাকৃতি, ¾-১ ইঞ্চি লম্বা, শুঁটির অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। প্রত্যেক শুঁটিতে সাধারণতঃ ১টি বীজ থাকে, কখন কখন ২টিও দেখা যায়। মার্চ মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও ডাউল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—টাটকা পত্র গরমজলে সিদ্ধ করিয়া তাহার বাষ্প (vapour) গ্রহণ করিলে বাধক ও কষ্টরজঃ আরাম হয় (Dymock)। রাত্রিকালে ছোলাগাছের উপর কাপড় বিছাইয়া দিলে তাহার উপর যে শিশির পড়ে, সেই শিশির ছোলাগাছের সংস্পর্শে লবণাক্ত হয়, উক্ত লবণাক্ত জলীয় পদার্থ কাপড় হইতে নিংড়াইয়া সেবন করিলে অম্ল, অজীর্ণ, ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে হিতকর। ছোলা পিত্তনাশক।

Glossary —সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ছোলার তৈরী মিষ্ট দ্রব্য :—সঙ্কোচক, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠকাঠিন্যে এবং সর্পবিষে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 313 B., Wight, I.C., t. 20 ; Bot. Mag., t. 2274.

Ref.—F. B.I., ii, 176 ; Roxb., Fl. Ind., iii. 324 ; B.P., i, 366 ; Watt, ii, Pt. 1, 274 ; Prain, H. H., 191 ; Voigt. H. S., 226.
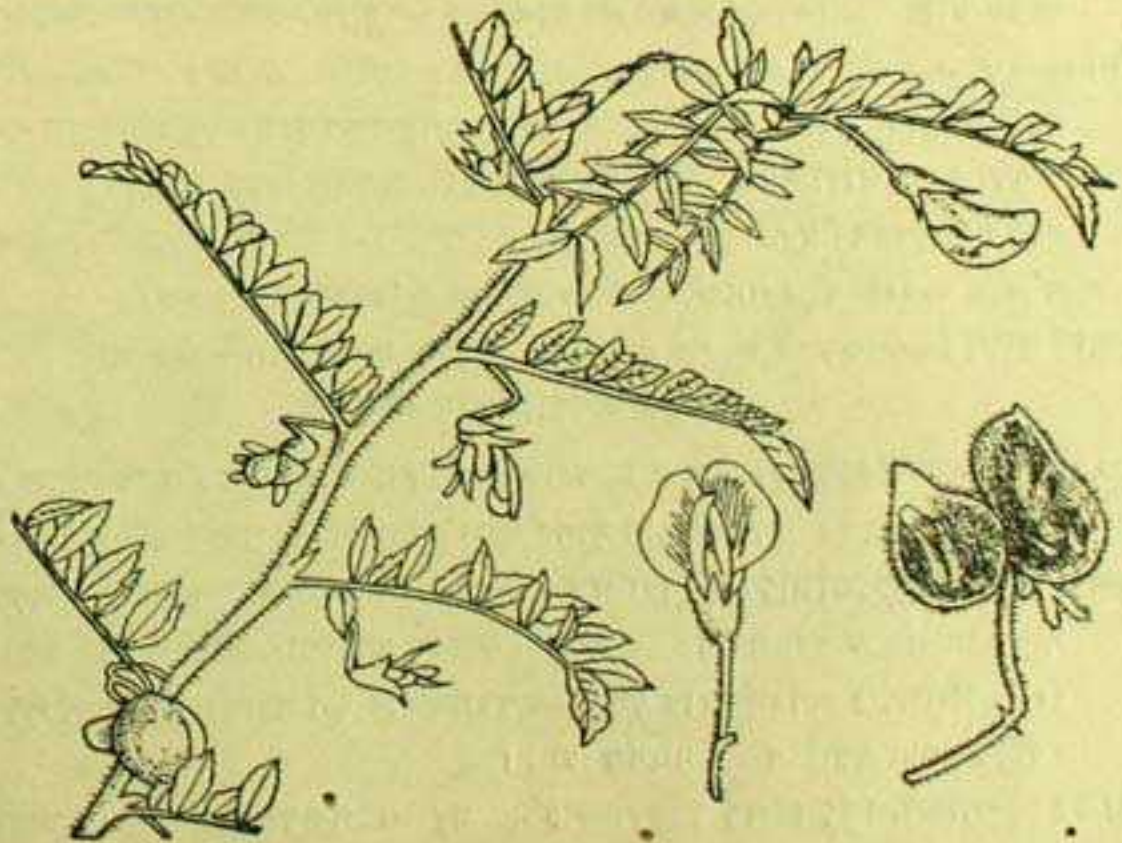
185. Cicer arietinum Linn. (ছোলা)

Genus—CLITORIA Linn.

186. C. ternatea Linn. (অপরাজিতা)

ভাষানুসারী নাম :—আস্ফোতা, অশ্বখুরী—সংস্কৃত ; অপরাজিতা—বাংলা ; অপরাজিতা অপরাজিৎ, খপিন্, বিষ্ণুক্রান্তি—হিন্দি ; গোরানি—গুজরাট ; গোকর্ণমূল, কাজলি—বোম্বে ; গোকর্ণি—মহারাষ্ট্র ; কন্নু-কর্ত্তন, কন্নু-কার্ত্তুম্, কক্কেকানম্ কাদিং—তামিল ; দিন্টিন্, টেলা, নীলদিন্তিনা—তেলেগু।

> আস্ফোতা গিরিকর্ণী স্যাৎ বিষ্ণুক্রান্তাপরাজিতা।
> অপরাজিতে কটু মেধ্যে শীতে কণ্ঠ্যে সুদৃষ্টিদে।
> কুষ্ঠমূত্র ত্রিদোষাম-শোথব্রণবিষাপহে।
> কষায়ে কটুকে পাকে তিক্তে চ স্মৃতিবুদ্ধিদে॥
>
> ভাবপ্রকাশ : গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—আস্ফোতা, গিরিকর্ণী, বিষ্ণুক্রান্তা, অপরাজিতা—এইগুলি নাম। অপরাজিতা দুই প্রকার—শ্বেতপুষ্পা ও নীলপুষ্পা।

গুণপর্যায় :—দুই প্রকার অপরাজিতা কটু কষায় রস, বিপাকে তিক্তরস। মেধাজনক, শীতবীর্য্য, কণ্ঠশোধক, চক্ষুর প্রসন্নতাকারক, ও বুদ্ধিপ্রদ। কুষ্ঠ, মূত্রদোষ ত্রিদোষ, আমদোষ, শোথ, ব্রণ ও বিষদোষ নাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশে অনেক বাগানে ও জঙ্গলের ধারে রোপণ করে। ইহা মালয় উপদ্বীপ হইতে ভারতে আসিয়াছে। হুগ্‌লী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ইহা লতানে গাছ। মূলপত্র ২১/২-৩ ইঞ্চি। বোঁটা ছোট। পত্রিকা ডিম্বাকৃতি, লম্বা ও মাথা মোটা, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পত্রদণ্ডের অগ্রভাগে ১টি অযুগ্ম পত্র থাকে। পত্রিকা ২-৪ জোড়া হয়। ফুল ১ ইঞ্চি, নীলবর্ণ, মধ্যস্থল ফিকে শ্বেতবর্ণ। কখন কখন একেবারে শ্বেতবর্ণ হয়, এক একটী হয়। শুঁটি ১-৪ ইঞ্চি লম্বা, মোটা ; বীজ কৃষ্ণবর্ণ, শুঁটিতে ৬-১০টি বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, বীজ, পত্র এবং রস। মাত্রা মূলের ছাল—২-৪ আনা।

বৈদ্যকে অপরাজিতার ব্যবহার।

চরক :—**দর্বীকরসর্পদষ্টে** অপরাজিতা :—দর্বীকরসর্প (ফণাধরা সাপ) কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে নিসিন্দার মূলের ছাল ও শ্বেত অপরাজিতার মূলের ছাল জলে বাটিয়া পান করাইবে (চিঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **ভূতোন্মাদে** অপরাজিতা :—শ্বেত অপরাজিতার মূলের রস তণ্ডুলোদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃত যোগে পান করিলে ভূতোন্মাদ প্রশমিত হয় (উন্মাদ চিঃ)।

(২) **গলগণ্ডে** অপরাজিতার মূল :—অপরাজিতার মূল গব্যঘৃত সহ পেষণ পূর্ব্বক গলগণ্ড রোগীকে পান করাইবে (গলগণ্ড চিঃ)।

শার্ঙ্গধর :—**পরিণামশূলে** অপরাজিতা—চিনি, মধু ও গব্যঘৃতযোগে নীল অপরাজিতার মূলত্বক্ সাতদিন সেবন করিলে পরিণামশূল নিবৃত্তি পায়।

বঙ্গসেন :—শোথে অপরাজিতা—শ্বেত বা নীল অপরাজিতার মূলত্বক উষ্ণজলে পেষণ পূর্বক পান করিলে শোথ বিনষ্ট হয়।

হারীত :—শ্লীপদে অপরাজিতা :—শ্লীপদে অপরাজিতার মূলের প্রলেপ দিবে (চিঃ ৩৬ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় মৃদু বিরেচক, মূত্রকর এবং জ্বরে হিতকর (Dutt)। ইহার শিকড়ের ২ তোলা পরিমাণ রস শীতল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কাসি এবং কফ নষ্ট করে। শ্বেত অপরাজিতার শিকড়ের রস নাসারন্ধ্রে দিলে আধ-কপালে আরাম হয় (Dymock)। ইহার শিকড়ের ক্বাথ মূত্রযন্ত্রের জ্বালায় হিতকর। ইহা মূত্রকর ও মৃদুবিরেচক (Moodeen Sheriff)।

ইহার বীজ ভেদক ও পাতার ক্বাথ উদ্ভিদ নষ্ট করে (Watt)। পাতার রস লবণের সহিত গরম করিয়া কানের বেদনায় দিলে বেদনা এবং কানের চতুর্দিকের ফুলায় দিলে ফুলা আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—বিরেচক, কোষ্ঠবদ্ধতানাশক।

মূল—তিক্ত, বিরেচক, প্রস্রাবকারক।

মূলের ছাল—প্রস্রাবকারক, বিরেচক।

গাছ—সর্পবিষে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 326 ; Bot. Mag., t. 1542.

Ref.—F.B.I.,208 ; Roxb, F.I., iii, 321 ; B.P., i, 402 ; Watt, ii, Pt. II, 12 ; Prain, H.H., 199 ; Voigt., H.S., 213.
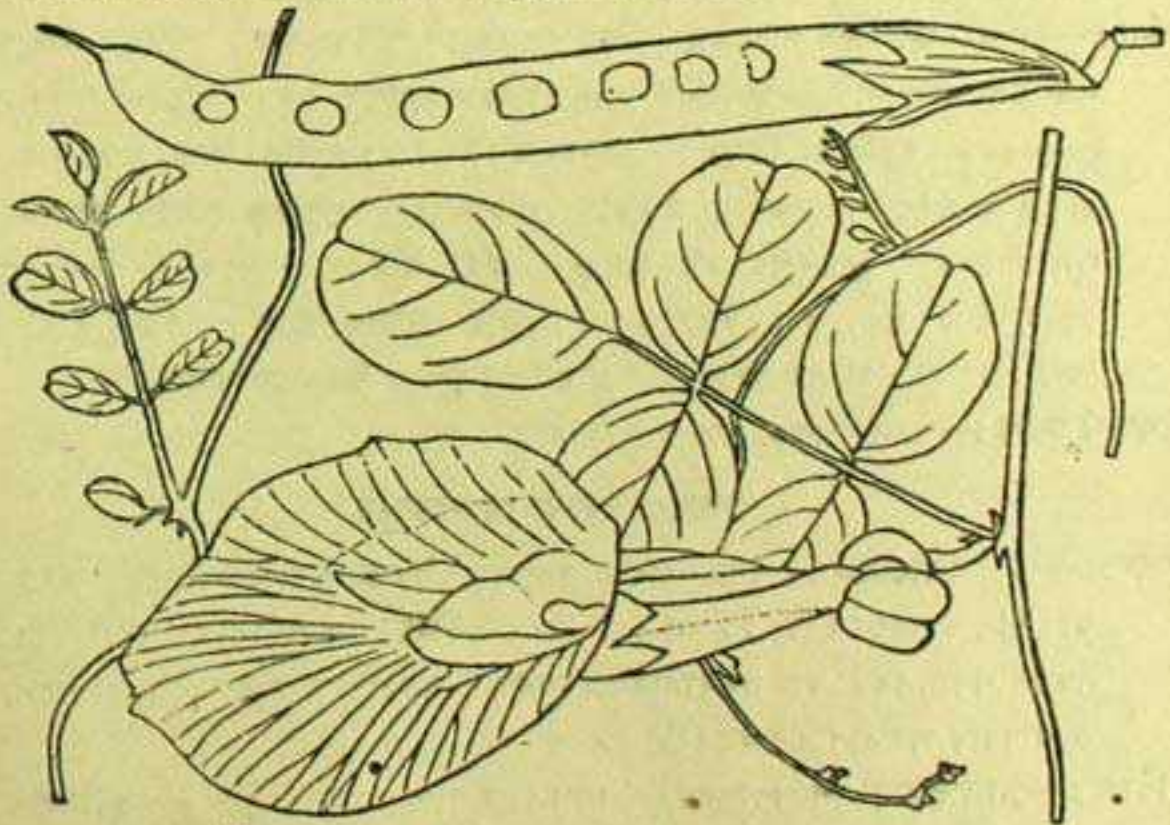
186. Clitoria ternatea Linn. (অপরাজিতা)

Genus—DALBERGIA Linn.

187. D. Sissoo Roxb. ex Dc. (**শিশু**)

ভাষানুসারী নাম ঃ—শিংশপা—সংস্কৃত ; শিশুগাছ—বাংলা ; শিশই, শীশব, শিশম, শিশু—হিন্দি ; শিশু—উড়িয়া ; শিশু—বোম্বে ; শিশম্—গুজরাট ; কালা-সিংসপা—মহারাষ্ট্র ; জাহুক্ কুকুট্টই, পংশকেদর, নক্কু-কট্টাই—তামিল ; শিশুকর্র, শিশু-কারা—তেলেগু ; বিরিডি—কাণপুর ; শাশম্, শাশিম্—আরব। করীয়-হবীত্তু—কর্ণাট।

শিংশপা তু মহাশ্যামা কৃষ্ণসারা চ ধূম্রিকা।
তীক্ষ্ণসারা চ ধীরা চ কপিলা কৃষ্ণশিংশপা।
শ্যামাদিশিংশপা তিক্তা কটূষ্ণা কফবাতনুৎ।
নষ্টাজীর্ণহরা দীপ্যা শোফাতীসারহারিণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—শিংশপা, মহাশ্যামা, কৃষ্ণসারা, ধূম্রিকা, তীক্ষ্ণসারা, ধীরা, কপিলা, কৃষ্ণশিংশপা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—শ্যামাদি শিংশপা—তিক্ত, কটুরস, উষ্ণবীর্য, কফ এবং বায়ু নাশক। বহুদিনের অজীর্ণ-নাশক, দীপ্তিকারক, শোথ ও অতিসার নাশক।

জন্মস্থান ঃ—ইহা সচরাচর হিমাচল প্রদেশ ও সিন্ধুদেশ হইতে আসাম পর্যন্ত ভূভাগে ৩০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চে জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশের হুগ্‌লী, হাওড়া বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার বাগানে রোপন করে ও জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বর্ণনা ঃ—৫০-৬০ ফুট উচ্চ গাছ হয়। পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায়। গাছের কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, ইহা গরুর গাড়ী নির্মাণ ও অপরাপর কাজে ব্যবহৃত হয়। গাছের শাখা ধূসরবর্ণ ও অবনত, চতুর্দিকে বিস্তৃত। পাতার ডাঁটা বক্র ; পত্রিকা শক্ত, মসৃণ, লোমাবৃত ; ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ জোড়া, কতকটা গোলাকার। পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ড অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ফুল পীতাভ ; পুংকেশর ৯টি আছে। শুঁটি পাত্‌লা, ফিকে ধূসরবর্ণ, লোমযুক্ত, ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, ⅓-½ ইঞ্চি চওড়া ; ছোট বোঁটায় থাকে। বীজ ⅓ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা, কতকটা '৫' এর আকৃতি। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ছাল, শিকড়, পত্র ও আঠা।

বৈদ্যকে শিংশপার ব্যবহার।

সুশ্রুতঃ—(১) **বসামেহে** শিংশপা—যাহার বসামেহ হইয়াছে তাহাকে শিংশপা মূলের ছালের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **সর্বজ্বরে** শিংশপাসার—জলের দ্বিগুণ দুগ্ধ সহ শিংশপাসারের কাথ দুগ্ধমাত্রাবশিষ্ট অবস্থায় অবতারিত করিয়া পান করিলে, বিষম ও অবিরাম জ্বর প্রশমিত হয় (উঃ ৩৯ অঃ)।

হারীত ঃ—**নেত্ররোগে** শিংশপাপত্র—শিশুগাছের পাতার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে দিলে বাতপিত্তকফদোষজ চক্ষুব্যথা নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৪৯ অঃ)।

বঙ্গসেন :—গৃধ্রসীতে শিংশপাত্বক্—শিশু গাছের ছাল সাড়ে বার সের, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লেহবৎ না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ পাক করিবে। ইহার ২ তোলা, ঘৃতযুক্ত পায়সের সহিত একুশ দিন সেবন করিলে গৃধ্রসীনামক বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় ধারক। তৈল চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। (Atkinson)। পাতার ক্বাথ তীব্র গণোরিয়া রোগে সেব্য। কাষ্ঠের গুঁড়া ত্রিদোষের সংশোধক। শুষ্ক বল্কল এবং টাটকাপাতা সঙ্কোচক এবং ইহা শোণিতস্রাব, রক্ত উৎকাসি, অতিরজঃ, রক্তঅর্শ-রোগে ব্যবহৃত হয়। কাষ্ঠের গুঁড়া—কুষ্ঠরোগ, ফোড়া, উদ্ভেদ, ও বমন রোগ নিবারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—তিক্ত, উত্তেজক।

পাতার রস—গণোরিয়ায় উপকারী।

মূল—সঙ্কোচক।

কাষ্ঠ—রসায়ন, কুষ্ঠ, ফোড়া, চুলকানিতে উপকারী এবং বমন নাশক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 334 ; Beddome, Fl, Sylv., t. 25.

Ref:—F.B.I., ii, 231 ; Roxb., F.I., iii ; 223 ; B.P., i, 411 ; Prain. H.H., 200 ; Voigt., H.S., 241.

187. Dalbergia Sissoo Roxb. ex. Dc. (শিশু)

Genus—DERRIS Lour.

188. D. uliginosa Benth. (পানলতা)

ভাষানুসারী নাম :—পানলতা—বাংলা ; কীরতন—মহারাষ্ট্র ; টিজে-কুন্নগ্—তেলেগু ; কাঞ্জরবেল—মালয়।

জন্মস্থান :—সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, মধ্য বঙ্গদেশ ; গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তী স্থান, হাওড়া হইতে চুঁচুড়া পর্যন্ত স্থান, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ ও সিংহল।

বর্ণনা :—বিস্তৃত লতানে গাছ, ইহার শাখা ও পাতা চিকণ, লোমযুক্ত। কাণ্ডের ছাল গাঢ় ধুসরবর্ণ, শিকড়ের ছাল ফিকে ধুসরবর্ণ। পত্রিকা সাধারণতঃ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, নীচের জোড়া ছোট ও ডিম্বাকৃতি, পত্রের শিরা স্পষ্ট দেখা যায় না ; পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ছোট ডালের গোড়া হইতে বাহির হয়। বহির্বাস ⅙ ইঞ্চি, দাঁতগুলি অস্পষ্ট। ফুল গোলাপ ফুলের ন্যায় লাল, ⅓ ইঞ্চি লম্বা। শুঁটির বৃন্ত ছোট, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ১-২টি বীজবিশিষ্ট, বীজ ঈষৎ গোলাকার ও ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, পাতলা ও চেপ্টা। বর্ষাকালে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল জন্মে।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক্। মাত্রা ২-৮ ড্রাম।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ইহার স্বাদ কষায় এবং ইহা ধারক, ছালের গুঁড়া নাকে দিলে হাঁচি হয়। ছাল পুকুরে দিলে পুকুরের মৎস্য মরিয়া যায়। ভারতীয় চাষীদের শস্যের পোকা মারিবার জন্য সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এইজন্য মারহাট্টা ভাষায় ইহাকে 'কীরতন' (Warm Creeper) বলে। তাঞ্জোর দেশীয় লোকেরা এই গাছ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত করে। উহা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বাত, বাধক, কষ্টরজঃ ও পক্ষাঘাত আরাম হয় ; এই তৈলে চিতামূল, হিঙ্গু ও হরিদ্রা মিশ্রিত থাকে, সুতরাং এই তৈলের যে কি গুণ তাহা ঠিক বলা কঠিন।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—মৎস্যবিষ, বাতে এবং কষ্টরজঃতে উপকারী।

Fig.—Wight. Hook, Bot. Misc., iii, Suppl., t. 41 ; Miquel, Fl. Ned. Ind. i. t. 3.

Ref.—F. B. I., ii. 241 ; Roxb., F. I., iii. 229 ; B.P., i. 408 ; Prain, H.H., 200 ; Voigt. H.S., 239.

188. Derris uliginosa Benth. (পানলতা)

Genus—DESMODIUM. Desv.

189. D. gangeticum DC. (শালপাণি)

ভাষানুসারী নাম :—শালপর্ণী—সংস্কৃত ; শালপাণি—বাংলা ; সরিবান, শালপান, সরিভন, শালুন—হিন্দি ; শাল-পুর্ণি—পাঞ্জাব ; শালপর্ণি, শালওয়ান—বোম্বে ; সালবণ—মহারাষ্ট্র ; শারপর্ণি—উৎকল ; তাম্রি—সাঁওতাল ; গীতা-নরম্—তেলেগু।

স্যাৎ শালিপর্ণী সুদলা সুপত্রিকা স্থিরা চ সৌম্যা কুমুদা গুহা ধ্রুবা।
বিদারিগন্ধাঽংশুমতী সুপর্ণিকা স্যাৎ দীর্ঘমূলাঽপি চ দীর্ঘপত্রিকা॥
বাতঘ্নী পীতিনী তন্বী সুধা সর্বানুকারিণী।
শোফঘ্নী সুভগা দেবী নিশ্চলা ব্রীহিপর্ণিকা॥
সুমূলা চ সুরূপা চ সুপত্রা শুভপত্রিকা।
শালিপর্ণী শালিদলা স্যাৎ ঊনত্রিংশদাহ্বয়া॥
শালিপর্ণী রসে তিক্তা গুরূষ্ণা বাতদোষনুৎ।
বিষমজ্বরমেহার্শঃ-শোফসন্তাপনাশনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শালিপর্ণী, সুদলা, সুপত্রিকা, স্থিরা, সৌম্যা, কুমুদা, গুহা, ধ্রুবা, বিদারিগন্ধা, অংশুমতী, সুপর্ণিকা, দীর্ঘমূলা, দীর্ঘপত্রিকা, বাতঘ্নী, পীতিনী, তন্বী, সুধা, সর্বানুকারিণী, শোফঘ্নী, সুভগা, দেবী, নিশ্চলা, ব্রীহিপর্ণিকা, সুমূলা, সুরূপা, সুপত্রা, শুভপত্রিকা, শালিপর্ণী, শালিদলা—এই ঊনত্রিশটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—শালিপর্ণী—তিক্তরস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুদোষনাশক। বিষমজ্বর মেহ, অর্শ, শোথ ও সন্তাপনাশক।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড সরল ও খাড়াভাবে জন্মে। গাছ ৩।৪ ফুট উচ্চ হয়। পত্র লম্বাকৃতি, সাধারণতঃ ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৩ ইঞ্চি চওড়া। গোড়ার দিক গোলাকার, মাথার দিক ক্রমশঃ সরু হইয়া অগ্রভাগ সূচল হইয়াছে। পত্রের নিম্নদিকে ধূসরবর্ণ লোম আছে। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, অনেক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। ফুল ⅛-⅙ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ১/১২ ইঞ্চি, অবনত। শুঁটি ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, ১/১২-⅛ ইঞ্চি চওড়া, ৬-৮টি একসঙ্গে থাকে, আঠাযুক্ত ও বক্রলোমযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছ দশমূল পাচনের একটি অঙ্গ। ইহা সর্দিজ্বর প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার শিকড় বলকারক এবং বমন, হাঁপানি ও রক্তআমাশয় রোগে হিতকর।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—সঙ্কোচক, অতিসারে রসায়ন, প্রস্রাবকারক, বিষমজ্বর, যকৃৎ প্রদাহ, কাসি, বমন, হাঁপানি, সর্পবিষ এবং কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 300.

Ref.—F.B.I., ii. 168 ; Roxb., F.I., iii. 349; B.P., i. 425 ; Watt, iii, Pt. I. 82 ; Prain, H.H., 203 ; Voigt. H.S., 223.
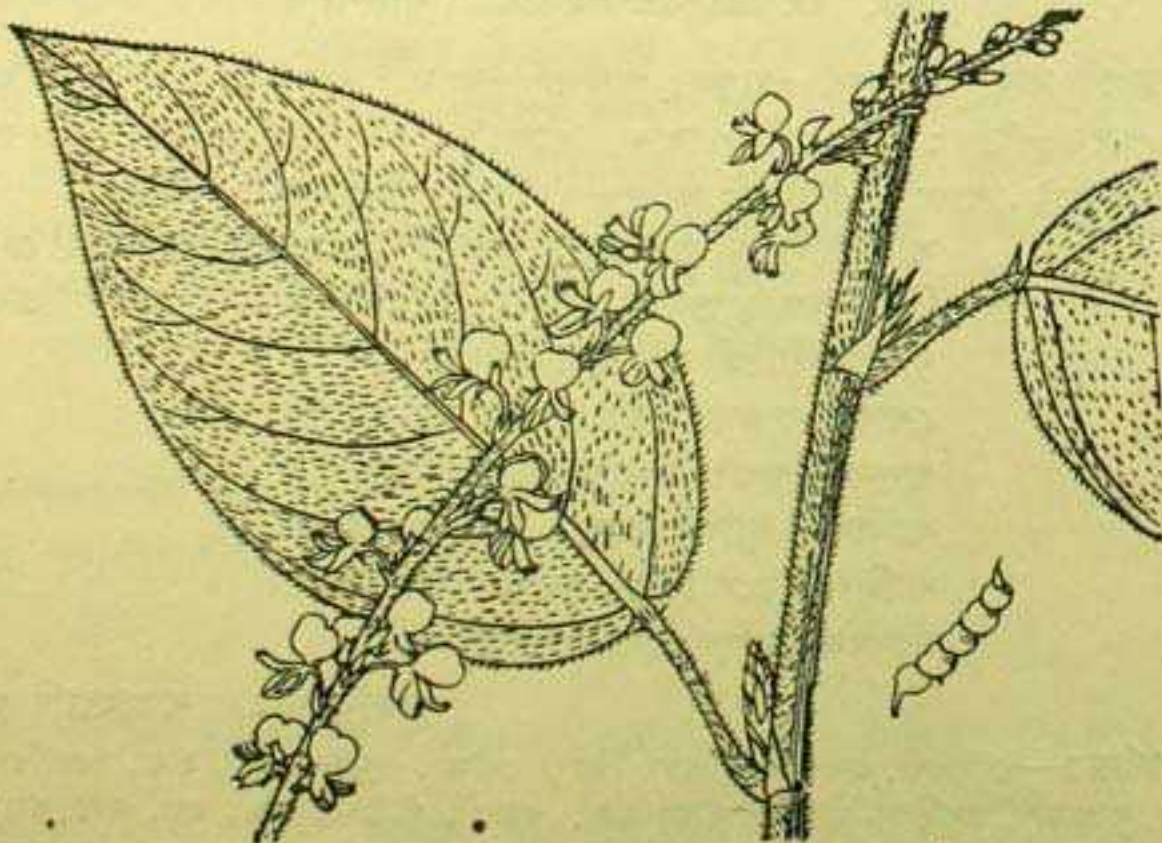
189. Desmodium gangeticum DC. (শালপাণি)

Genus—DOLICHOS Linn.

190. D. biflorus Linn. (কুত্থিকলাই)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কুলথকলায়—সংস্কৃত ; কুত্থিকলায়—বাংলা ; কুল্থি, কুলথী—হিন্দি ; ঘাণ-কুলিথ—মহারাষ্ট্র ; কুলটি—বোম্বে ; কল্থি—গুজরাট ; কোল্লু—তামিল ; পুলাবা, উলাওয়ালি—তেলেগু ; হোরেক্—সাঁওতাল।

কুলথা দৃক্‌প্রসাদা চ জ্ঞেয়াঽরণ্যকুলত্থিকা।
কুলালী লোচনহিতা চক্ষুষ্যা কুম্ভকারিকা ॥
কুলথিকা কটুস্তিক্তা স্যাৎ অর্শঃশূলনাশনী।
বিবন্ধাধ্মানশমনী চক্ষুষ্যা ব্রণরোপণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্প টাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—কুলথা, দৃক্‌প্রসাদা, অরণ্যকুলত্থিকা, কুলালী, লোচনহিতা, চক্ষুষ্যা, কুম্ভকারিকা —এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—কুলথিকা—কটুতিক্তরস, অর্শ ও শূলনাশক। বিবন্ধ, ও আধ্মান নাশক। চক্ষুর পক্ষে হিতকর এবং ব্রণরোপক।

জন্মস্থান ঃ—বিহার, ছোট নাগপুর, বঙ্গদেশের জমিতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। হিমালয় হইতে সিংহল ও বর্মা প্রভৃতি ভূ-ভাগে ৩০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্যন্ত এবং সিকিমেও দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ—চক্রপাণি মতে কুলথ ৪ প্রকার। লোহিত, কৃষ্ণ, শ্বেত ও চিত্র। এইগুলি ত্রিপত্র-বিশিষ্ট উদ্ভিদ্। ইহা হইতে কুলথগুড়, কুলথঘৃত, প্রভৃতি অনেক কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হয়। বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, পত্র ঝিল্লিযুক্ত, ডিম্বাকৃতি ; অগ্রভাগ সরু, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ১-৩টি একসঙ্গে জন্মে, সচরাচর পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। বহির্বাস ¼ ইঞ্চি, অবনত, দাঁত লম্বা। ফুল ½-⅔ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ। শুঁটি ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ও বক্র। শুঁটিতে বীজ ৫-৬টি থাকে। Dr. Voigt ইহার D. Uniflorus নাম দিয়াছেন (H. S. 232)। আগস্ট মাসে ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—বীজ।

বৈদ্যকে কুলথের ব্যবহার।

চরক :—অর্শরোগে কুলথযূষ—কুলথযূষ অর্শরোগীর পক্ষে হিতকর (চিঃ ৯ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **বাতশূলে কুলথ :**—লাবক পক্ষিমাংসের যূষসংস্কৃত, দাড়িমফল রসে অম্লীকৃত, সৈন্ধব ও মরিচান্বিত কুলথযূষ পান করিলে বাতশূল নিবৃত্তি পায় (উঃ ৪২ অঃ)।

(২) **ক্রিমিরোগে** কুলথ—ক্রিমিরোগে কুলথ কাথযুক্ত দুগ্ধ পান প্রশস্ত (উঃ ৫৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—**নেত্রকোপে** বঙ্গ কুলথকলাই—কুলথকলাই কাপড়ে আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়া গোবরের রসে (টাট্‌কা গোবর জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ফুটাইয়া ছাকিয়া লইলে গোবর রস প্রস্তুত হয়) সিদ্ধ করিয়া নখ দ্বারা খোসা ছাড়াইয়া লইবে। অতঃপর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ইহার বস্ত্রপূত সূক্ষ্ম চূর্ণ নিশীথে একবারমাত্র চক্ষুতে দিলে **'নেত্রকোপ'** (চোখ উঠা) প্রশমিত হয় (উঃ ১৬ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) জ্বররোগীর**স্বেদাগম রোধার্থ** কুলথ—সান্নিপাতজ্বরে রোগীর অতিঘর্ম নিবারণার্থ ভর্জিত কুলথকলাইচূর্ণ মর্দন করিবে (জ্বর চিঃ)। (২) **শীতপিত্তে** কুলথ—শীতপিত্তরোগী কুলথযূষের সহিত অন্নাদি ভোজন করিবে (শীতপিত্ত চিঃ)।

বঙ্গসেন : (১) আমবাতে কুলথযূষ—আমবাতরোগী কুলথযূষ পান করিবে (আমবাত চিঃ)।

(২) **অন্নদ্রবাখ্য শূলে** কুলথ—যাহার অন্নদ্রবাখ্য শূল আছে সে কুলথ কলাইয়ের ছাতু দধির সহিত সেবন করিবে। অন্যপ্রকার ভোজন বর্জ্জন করিতে হইবে। (অন্নদ্রবাখ্য শূল চিঃ) (৩) **কফগুল্মে কুলথ**—কফগুল্মরোগীর পক্ষে কুলথ কলাই সেবন প্রশস্ত (গুল্ম চিঃ) (৪) **গণ্ডমালায় কুলথ**—গণ্ডমালা রোগী অনভিষ্যন্দি বস্তু (যাহা কফ বর্দ্ধক নহে) এবং কৌলথযূষ পান করিবে (গণ্ডমালা চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার কাথ স্ত্রীলোকদিগের প্রদররোগে ও ঋতুর বিশৃঙ্খলা ঘটিলে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যবহার করিলে প্রদবাস্তিক স্রাব নির্গত হইয়া রোগিনী সত্বর আরোগ্য লাভ করেন। সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে সর্দ্দি নিবারক ও স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কলাই সচরাচর বনে আপনা আপনি জন্মে। ইহা চক্ষুরোগে হিতকর এবং ব্যবহার করিলে চর্বিবিশিষ্ট মোটা দেহ কমিয়া যায় (Dutt)। কুলথ কলাই খাইলে ঘর্ম নির্গত হয় এবং চূর্ণ গায়ে মাখিলে ঘর্ম নিবারিত হয়—ইহার দুই প্রকার গুণ আছে (চরক)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—সঙ্কোচক, প্রস্রাবকারক, রসায়ন।

কন্ধ—শ্বেতপ্রদর এবং অনিয়মিত রজঃস্রাবে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক কুলথকে স্বেদোপগবর্গে পাঠ করিয়াছেন।

Fig :—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t, 327 ; Duthie & Fuller, Field. Crops, t. 81 (1893).

Ref :—F.B.I., ii. 210 ; B. P., i. 391 ; Prain, H.H., 197.
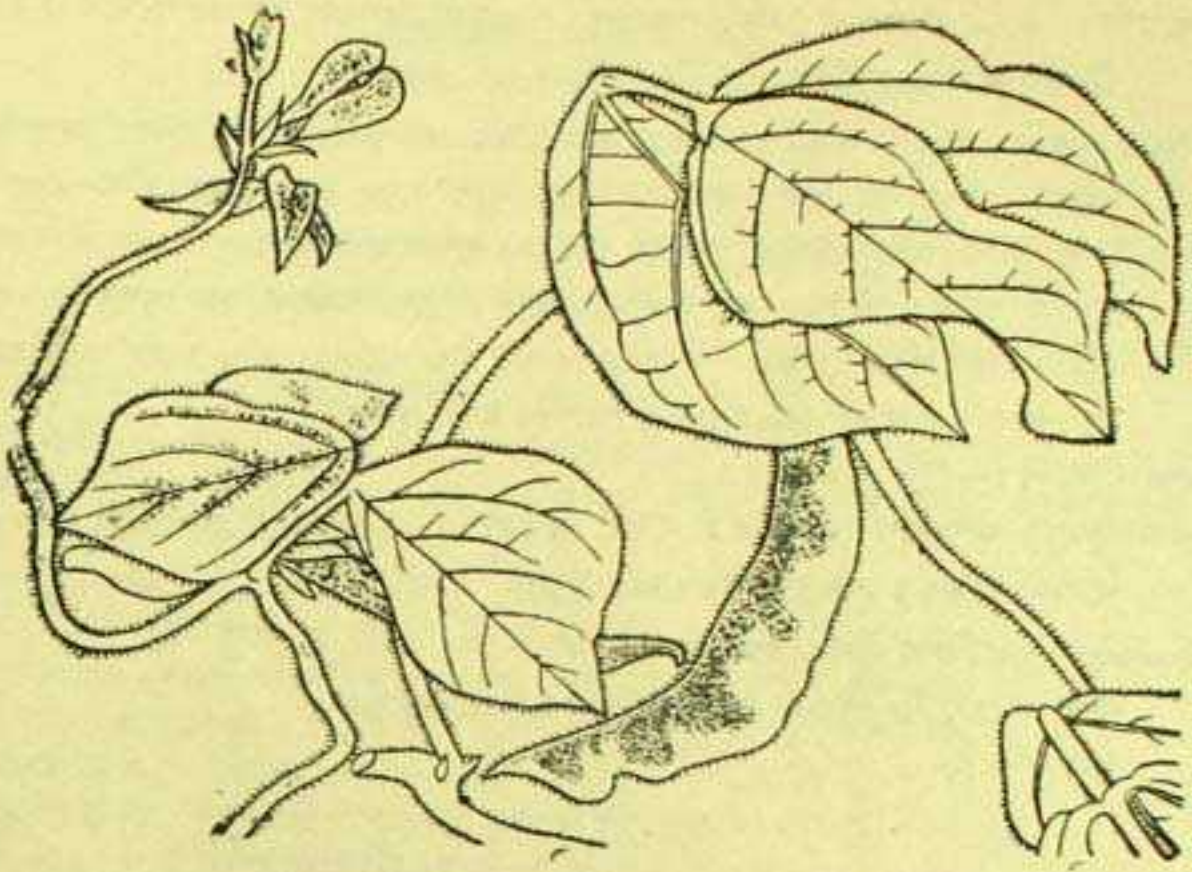
190. Dolichos biflorus Linn. (কুত্তি কলাই)

191. D. lablab. linn. (শিম)

ভাষানুসারী নাম :—শিম্বী—সংস্কৃত ; শিম—বাংলা ; শিম—হিন্দি ; পৌটি—বোম্বে ; ভাল, নিবারানি—মহারাষ্ট্র ; আবরে—কর্ণাট ; অভরাই—তামিল ; অন্নপ, আল, সান্নাদি—তেলেগু ; অভার—কাণপুর।

মধুরঃ শ্বেতনিস্পাবো মাধ্বীকা মধুশর্করা।
পলঙ্কষা স্থূলশিম্বী বৃত্তা মধুসিতা সিতা॥
মধুশর্করা সুরুচ্যা মধুরাম্লকষায়কা।
শিশিরা বাতুলা বল্যাঽপ্যাধ্মানগুরুপুষ্টিদা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—মধুর, শ্বেতনিস্পাব, মধ্বীকা, মধুশর্করা পলঙ্কষা, স্থূলশিম্বী, বৃত্তা মধুসিতা, এবং সিতা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—শিম্বী—অতি রুচিকর মধুর এবং অম্ল কষায় রস, শীতবীর্য্য, বায়ুকারক, বলকারক, আধ্মানকারক, গুরুপাক এবং পুষ্টিকারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ; বঙ্গদেশে, ও হুগলী, হাওড়া জেলার জমিতে ও বাটীর নিকটস্থ জমিতে চাষ হয়।

বর্ণনা :—লতানে গাছ। জড়াইয়া অপর গাছে উঠে বা ভারা বাঁধিয়া দিলে উহার উপর জন্মে। পত্রের বৃন্ত লম্বা, উহাতে ত্রিপত্র বিশিষ্ট পাতা হয়। পত্র দেখিতে তেপলতে কিম্বা শাঁক আলু গাছের পাতার ন্যায়। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। উহা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। পুষ্পের বহির্বাস ⅙-⅙ ইঞ্চি। ফুল রক্তাভ কিম্বা শ্বেতবর্ণ। শুঁটি ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা। শুঁটিতে ৫-৭টি বীজ থাকে। বীজ কৃষ্ণবর্ণ ও হরিদ্রাভ, মুখ শ্বেতবর্ণ। নভেম্বর মাসে ফুল ও ডিসেম্বর মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শিম শ্লেষ্মানাশক। ইহার বীজ কামোত্তেজক এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—জ্বরঘ্ন, অগ্ন্যুদ্দীপক, রোগ প্রতিষেধক, কামোদ্দীপক।

মূল—বিষাক্ত।

Fig.—Bot. Mag., t. 896 ; Bot, Reg., t. 830.

Ref.—F. B. I., ii. 209 ; Roxb., F. I., iii, 307 ; B. P., i, 391 ; Prain., H. H., 197.
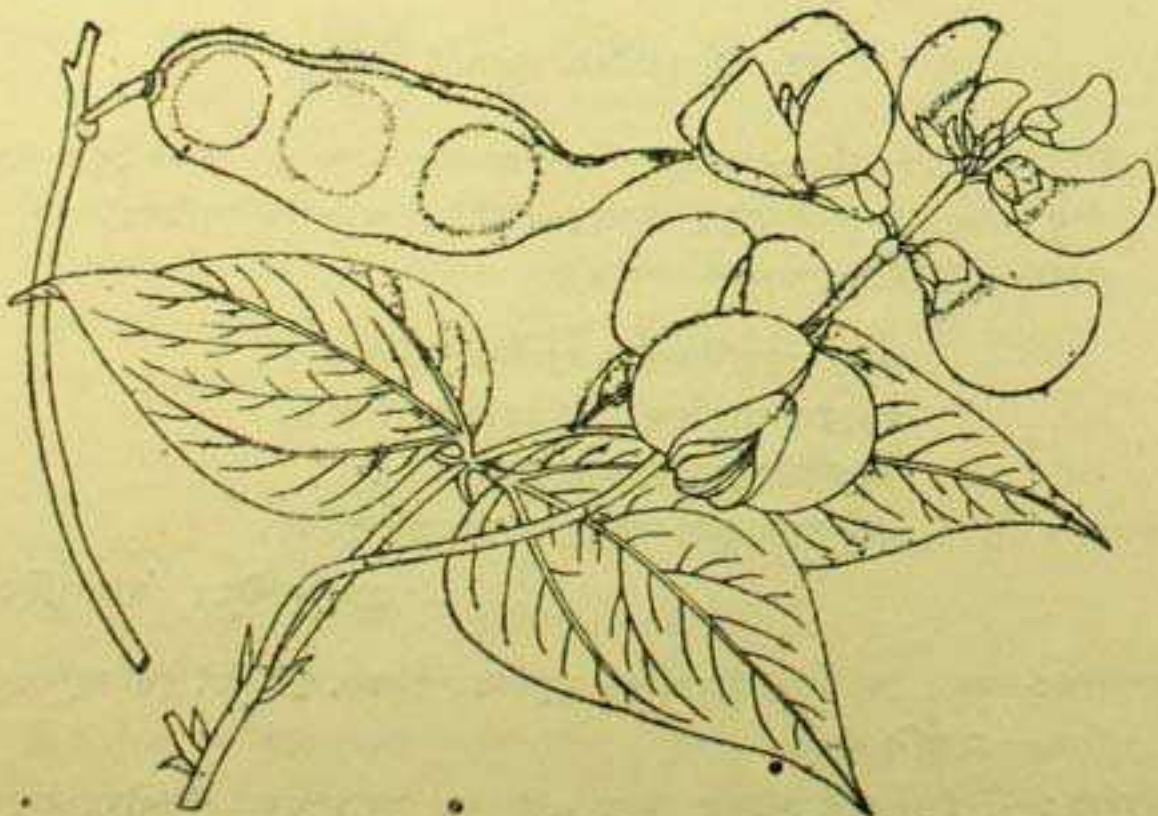
191. Dolichos lablab Linn. (শিম)

Genus—GLYCINE.

192. G. Soja. Sieb & Zucc. (গাড়ীকলাই)

ভাষানুসারী নাম :—গাড়ীকলাই—বাংলা ; ভাট্নান্—হিন্দি ; ভুট্—পারস্ত ; ভুট—কুমায়ুন।

কলায়ো বর্ত্তুলঃ প্রোক্তঃ সতীনশ্চ হরেণুকঃ।
কলায়ো মধুরঃ স্বাদু পাকে রুক্ষশ্চ শীতলঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ। ধান্যবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কলায়, বর্ত্তুল, সতীন, হরেণুক—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কলায় মধুর রস, স্বাদু, রুক্ষ, ও শীতবীর্য্য।

জন্মস্থান :—কুমায়ুন, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, বঙ্গদেশ, নাগাপাহাড়, হিমালয় পর্বতের নিকটবর্ত্তী উষ্ণপ্রধান স্থান।

বর্ণনা :—বৃক্ষারোহী বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্রের বোঁটা লম্বা, পত্রিকা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। বহির্বাস ½ ইঞ্চি, ঘন, লোমাবৃত ; পাপ্‌ড়িগুচ্ছ রক্তাভ। শুঁটি পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়, লম্বা, বক্র, কোমল লোমযুক্ত, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, ⅓-½ ইঞ্চি চওড়া ; ৩-৪টি বীজ বিশিষ্ট। নভেম্বর মাসে ফুল ও ডিসেম্বরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড়ের কাথ ধারক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছালের কাথ—সঙ্কোচক।

Fig.—Kirlikax Basu, Ind. Med. Pl., I, t. 314 ; Tropenfl, l. ii. 235,
Ref.—F. B. I. ii. 184 ; Roxb., F. I., iii. 314 ; Journ. Linn. Soc., viii. 266.
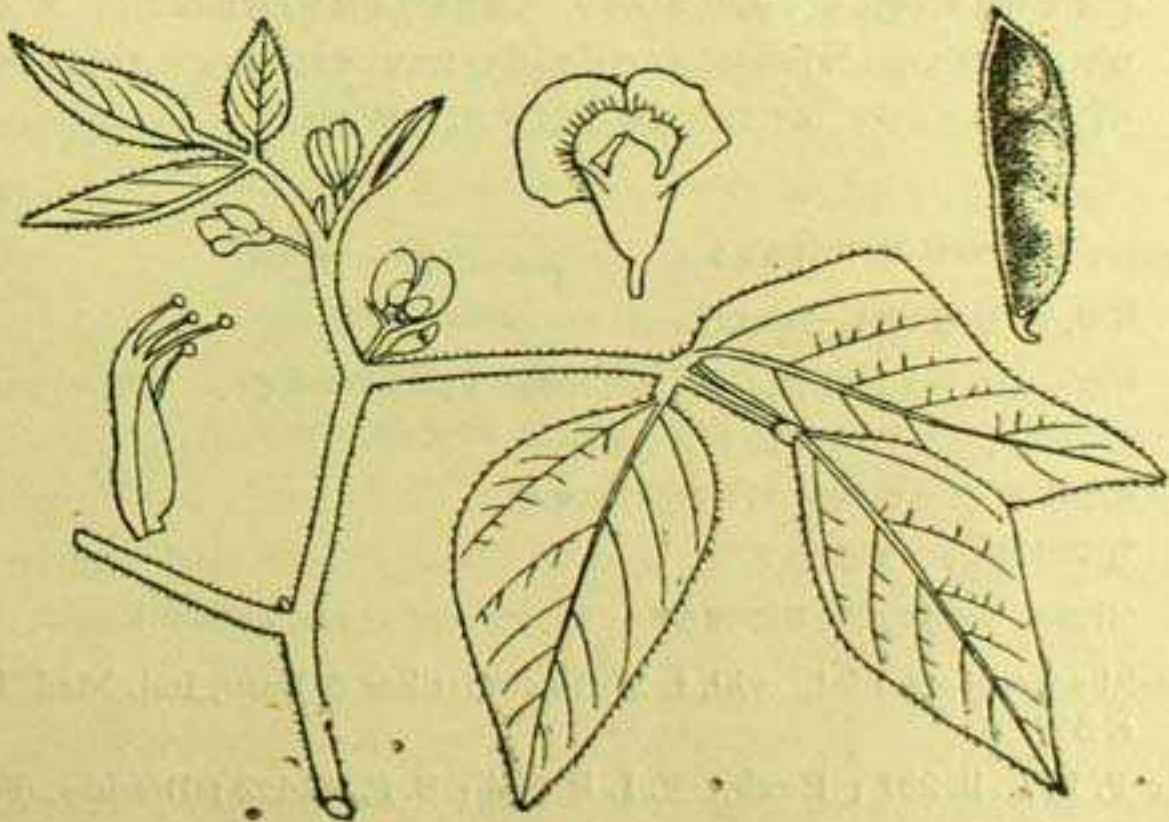
192. Glycine Soja Sieb. & Zucc. (গাড়ীকলাই)

Genus—ENTADA.

193. E. scandens Benth. (গিলাগাছ)

ভাষানুসারী নাম :—গিলা—বাংলা ; গেরেদী—উড়িয়া ; কোস্তবী কমন্—পাঞ্জাব ; গাবদল্—বোম্বে ; কুঙ্গ-নয়েন্—ব্রহ্ম।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, বর্মা, এবং আন্দামান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

বর্ণনা :—কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত লতা। ইহার কাণ্ড মোচড়ান ও বক্রাকৃতি, ধূসরবর্ণ ও খসখসে। শুষ্ক হইলে গাঢ় ধূসরবর্ণ হয়। পত্রদণ্ড লম্বা, ইহার অগ্রভাগ আঁকড়িতে পরিণত হয়। পত্র লম্বা, ডিম্বাকৃতি, মস্তকদেশ মোটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ১/২-১/৪ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটাগুলি ছোট। পাপ্‌ড়ি ৫টি ; পুংকেশর ১০টি। ফলের বোঁটা ১/২ ইঞ্চি লম্বা, এইগুলি পুরাতন পত্রহীন শাখা হইতে বাহির হয়। ফল শক্ত, ১-২ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, বক্রাকৃতি। বীজ চেপ্টা, উজ্জ্বল ও শক্ত, ২ ইঞ্চি চওড়া। ইহার বীজ সিদ্ধ করিয়া খায়। এপ্রিল মাসে ফুল ও মে মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ,—বীজের শাঁস, বল্কল ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজের শাঁস পাহাড়ী লোকেরা জ্বরে ব্যবহার করে। কাষ্ঠের কাথ চর্মরোগে হিতকর। ফিলিপাইন দ্বীপের লোকেরা ইহাকে Gogo (গো গো) বলে। লেপ্‌চা ও অপরাপর পাহাড়ীরা ইহার বীজ সাবানের ন্যায় মস্তক ধুইবার জন্য ব্যবহার করে এবং ফলের শাঁস ভাজিয়া খায় (Dymock)। শাঁসের গুঁড়ার সহিত মসলা মিশ্রিত করিয়া দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রসবের পর কয়েকদিন ধরিয়া শরীরের কষ্ট ও বেদনা নিবারণের জন্য ব্যবহার করে (Watt)।

Glossary—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :**

বীজ, গুঁড়ি ও ছাল—বিষাক্ত।

বীজ—মৎস্য বিষ। রসায়ন বলিয়া বিবেচিত হয়। বমনকারক, রোগ আক্রমণের প্রতিষেধক, এবং ক্রিমিনাশক।

বীজের গুঁড়া—যন্ত্রণাযুক্ত গ্রন্থি ফুলায় উপকারী।

গাছের গুঁড়ি—বমনকারক।

গাছের কাষ্ঠের এবং ছালের রস—'ঘা' এতে বাহ্য প্রয়োগে উপকারী।

Fig—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 32-34 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 369.

Ref—F. B. I., ii. 287 ; Roxb., F. I. ii. 554 ; B. P., i. 452 ; Brandis, For, Fl., 167.
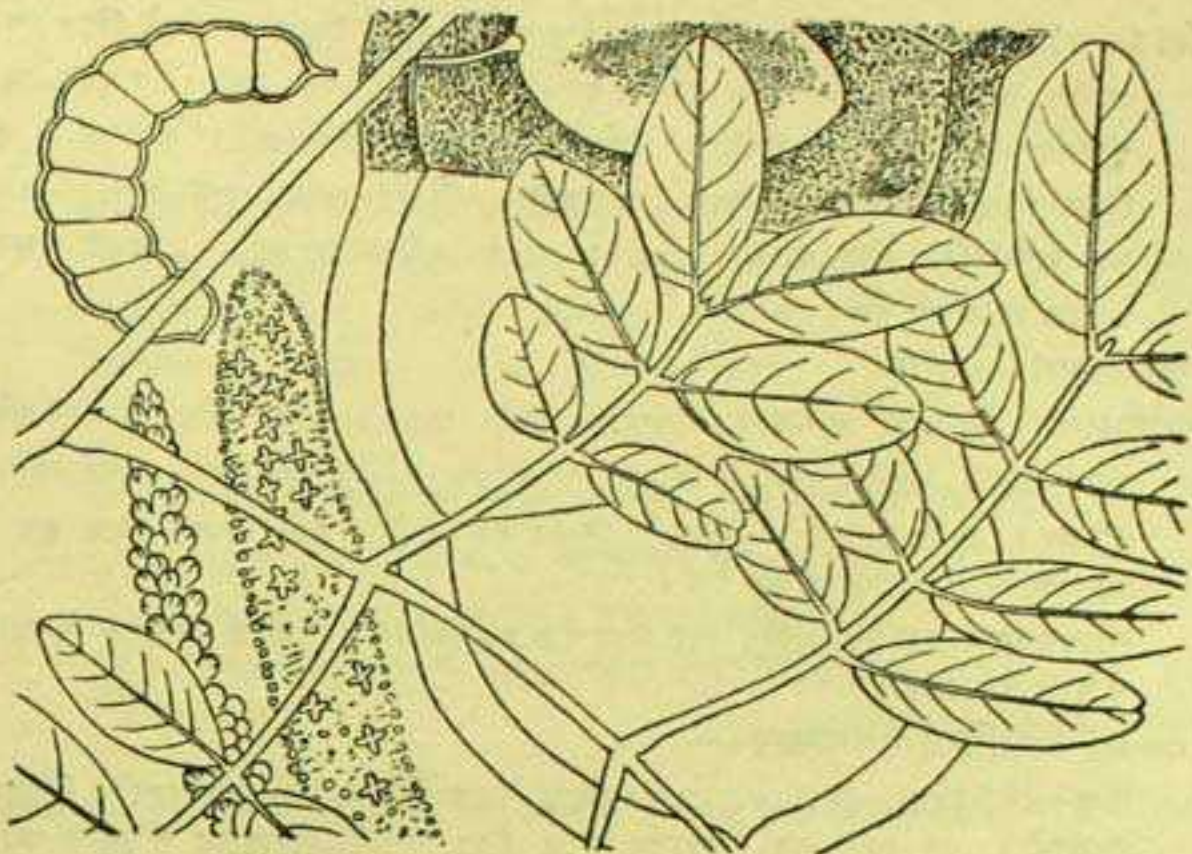
193. Entada scandens Benth. (গিলা গাছ)

Genus—LENS Gren. & Godr.

194. L. esculenta Moench. (মসূরি)

ভাষানুসারী নাম ঃ—মসূর—সংস্কৃত ; মসূরি—বাংলা ; মসূর—হিন্দি ; মিসূর পুরপু—তামিল ; মিসূর পপ্পু—তেলেগু ; চনই—মহারাষ্ট্র ; চণসি—কর্ণাট ; মুসূরী—গৌড়।

মসূরো রাগদালিস্তু মঙ্গল্যঃ পৃথুবীজকঃ।
শূরঃ কল্যাণবীজশ্চ গুরুবীজো মসূরকঃ ॥
মসূরো মধুরঃ শীতঃ সংগ্রাহী কফপিত্তজিৎ।
বাতাময়করশ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রহরো লঘুঃ ॥

রাজনিঘন্টুঃ। শাল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—মসূর, রাগদালি, মঙ্গল্য, পৃথুবীজক, শূর, কল্যাণবীজ, গুরুবীজ, ও মসূরক—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—মসূর—মধুর রস, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, কফ ও পিত্তনাশক, বায়ুবর্দ্ধক, মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ও লঘুপাক।

জন্মস্থান ঃ—ভারতের সর্বত্র জন্মে। শীতকালীন ফসল ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা ও বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা ঃ—নরম গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, শীতকালে চাষ হয়, ১-২ ফুট উচ্চ। পত্র দুই দিকে জোড়া জোড়া জন্মে। পত্রিকা ৪-৬ জোড়া হয়। ইহা সরু এবং নরম। পত্রবৃন্ত ছোট, পুষ্পদণ্ড পত্রের দৈর্ঘ্যের সমান। প্রত্যেক দণ্ডে ২টি ছোট ও শ্বেতবর্ণ ফুল হয়। শুঁটি বিষম চতুর্ভুজের ন্যায় ও মসৃণ, প্রত্যেকটিতে ২টি গোলাকার, চেপ্টা, ধূসরবর্ণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ-বিশিষ্ট বীজ থাকে। প্রত্যেক বীজে ২টি ডাউল হয়। মাঘ মাসে ফুল ও ও চৈত্র মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—কলাই।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মসুরের ঝোল ধারক। চক্ষু উঠিয়া রক্তবর্ণ হইলে মসুর কলাই বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। মসুর অতিশয় পুষ্টিকর। মসুর কলাই অপামার্গের শিকড় সহ বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে দুগ্ধ বন্ধ হয় এবং স্তনের স্ফীতি কমিয়া যায়।

বসন্তের ঘায়ে মসুরের পুলটিস দিলে উহা শীঘ্র সারিয়া যায়। মসুর অতিশয় বলকারক ও শারীরিক দৌর্বল্যনাশক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—পিচ্ছিলবৎ, বিরেচক, কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারী এবং অন্যান্য পেটের পীড়ায় ও উপকারী। দুষ্ট ক্ষত এবং পুরাতন ক্ষতে ইহা বাটিয়া ব্যবহারে পরিষ্কার করণের কার্য্য করে।

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Pl., ii, t. 76.
Ref.—F.B.I., 179 ; Roxb., F. I.,iii. 323 ; B.P., i. 367 ; Prain. H.H., 192 ; Voigt., H. S., 226.
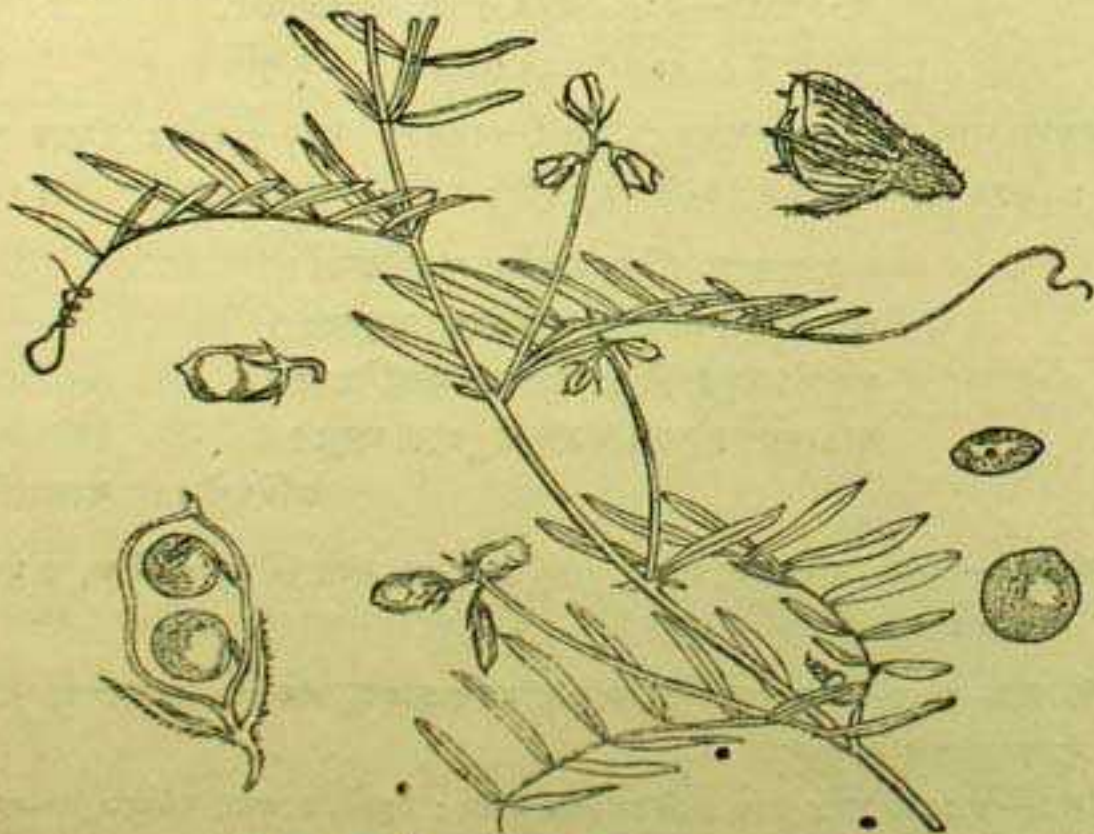
194. Lens esculenta Moench. (মসুরি)

Genus—ERYTHRINA Linn.

195. E. indica Lamk. (পালতেমাদার)

E. Variegata Linn. Var. Orientalis (Linn). Merr.

ভাষানুসারী নাম :—পারিভদ্র, পারিজাত—সংস্কৃত ; পালতেমাদার—বাংলা ; ফরহদ, মান্দার, পনজিরা, পনগ্র—হিন্দি ; ছলদিউয়া—উড়িয়া ; পাঙ্গারা—মহারাষ্ট্র ; হরিবাল—কর্ণাট ; পনর্ভো—গুজরাট ; মুরাক্, কালিয়ান্—তামিল ; মোদুগু, বাবিদেচেট্টু, বারিয়ামু—তেলেগু ; কথিট্—ব্রহ্মদেশ।

অথ ভবতি পারিভদ্রো মন্দারঃ পারিজাতকো নিম্বতরুঃ।
রক্তকুসুমঃ ক্রিমিঘ্নো বহুপুষ্পো রক্তকেসরো বসবঃ ॥
পারিভদ্রঃ কটূষ্ণঃ স্যাৎ কফবাতনিকৃন্তনঃ।
অরোচকহরঃ পথ্যো দীপনশ্চাপি কীর্ত্তিতঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—পারিভদ্র, মন্দার, পারিজাতক, নিম্বতরু, রক্তকুসুম, ক্রিমিঘ্ন, বহুপুষ্প রক্তকেসর ও বসব এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—পারিভদ্র—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও বায়ুনাশক, অরুচিনাশক, পথ্য ও অগ্ন্যুদ্দীপক।

জন্মস্থান :—সুন্দরবন, সমগ্র ভারতবর্ষ ও বর্মা, বঙ্গদেশ, দক্ষিণ ভারত ও অযোধ্যা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। [বেড়ার জন্য রোপন করে]

বর্ণনা :—উচ্চবৃক্ষ ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়, ত্বক্ ধূসরবর্ণ ও পাতলা। গায়ে ছোট ছোট কাঁটা আছে, কাঁটা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। পত্রদণ্ড হইতে দুইদিকে দুইটি ও অগ্রভাগে একটি পত্র হয়। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া দিকে বিষম চতুর্ভুজের ন্যায়, দেখিতে অনেকটা পলাশ পত্রের ন্যায়। পুষ্প দণ্ড ½ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত। ফুলের রং লালবর্ণ। বহির্বাস ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। গোড়ায় ছোট ছোট পাঁচটি দাঁত আছে ; পাপড়ি ২-২½ ইঞ্চি লম্বা, অবনত, ১½ ইঞ্চি চওড়া ; শুঁটি ½-১ ইঞ্চি লম্বা ; বীজ ৩-৮টি থাকে, দেখিতে সীম বীজের ন্যায়, ১ ইঞ্চি লম্বা, ঈষৎ লালবর্ণ। ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে ফুল ও জুন জুলাই মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ত্বক্, রস এবং পত্র। মাত্রা, ত্বক ক্বাথ ৫-১০ তোলা, পত্র রস ১-২ তোলা।

বৈদ্যকে পারিভদ্রের ব্যবহার।

সুশ্রুত :—(১) উদকমেহে পারিভদ্র—যাহার উদকমেহ হইয়াছে তাহাকে পারিভদ্র মূলত্বকের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **পুতনাগ্রহ প্রতিষেধে** পারিভদ্র—শিশু

পূতনাগ্রস্ত হইলে পারিভদ্র মূলের ক্বাথে স্নান করাইবে (উ: ৩২ অ:)। (৩) **ক্রিমিরোগে** পারিভদ্র :—পাল্‌তে মাদারের পাতার রস, মধুর সহিত ক্রিমিরোগীকে পান করাইবে (উ: ৫৪ অ:)।

হারীত :—মাধোগ **অম্লপিত্ত রোগে** বিরেচনার্থ পারিভদ্র পত্র এবং আমলকীর ক্বাথ পান করিবে (চি: ২৫ অ:)।

চক্রদত্ত :—**অববাহুকরোগে** পারিভদ্র—পারিভদ্র মূলত্বকের রস কিম্বা ক্বাথ নাসিকাদ্বারা একমাস পান করিলে, অববাহুক রোগীর বাহু বজ্রের মত দৃঢ় হয় (বাতব্যাধি চি:)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ডাক্তার Rheede বলেন ইহার পাতার রস উপদংশ রোগে হিতকর। Dr. Rumphius বলেন যে, ইহার পাতার রস ক্ষতরোগের প্রক্ষালনে ব্যবহৃত হয়। পাতার রস নারিকেল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ও বাহ্য প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলোকদিগের স্তন্য বাড়িয়া থাকে ও ঋতু আনয়ন করে। ছাল রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর। Dr. Wight বলেন, ইহার ত্বক্ জ্বর ও ক্রিমিনাশক এবং চক্ষু উঠা রোগে হিতকর। ইহার পত্র বাহ্য প্রয়োগ করিলে 'বাগী' বসিয়া যায় এবং যন্ত্রণার লাঘব হয় (Kanai Lal De)।

কঙ্কণ দেশে ইহার ছাল ও কচি পাতার রস ক্ষতরোগের পোকা নষ্ট করিবার জন্য ব্যবহার করে। যে গাছে শ্বেতবর্ণের ফুল হয় উহার শিকড় গুঁড়া করিয়া শীতল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়। ছাল সর্দিনাশক ও জ্বরঘ্ন। পত্র মৃদু বিরেচক এবং মূত্রকর, শিকড় নিদ্রাকর বলিয়া কথিত আছে। ইহার টাট্‌কা রস কর্ণে দিলে কর্ণ বেদনা আরাম হয়, এবং দাঁতের বেদনা নিবারণ করে (Watt)।

Dr. Allamirans বলেন যে, ইহা Nux Vomica এর প্রতিষেধক ঔষধ। ইহা ক্রিমিনাশক, চক্ষুউঠা নিবারক এবং গেঁটে বাতের মহৌষধ (K.L. Dey)। পাল্‌তে পাতা রসায়ন, মূত্রকর, স্তন্য ও আর্ত্তবকারক, এইজন্য যে সকল স্ত্রীলোকের ঋতুনাশ হইয়াছে তাহাদিগকে সেবন করাইলে পুনরায় ঋতু হইয়া থাকে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সঙ্কোচক, জ্বরঘ্ন, যকৃতের যন্ত্রণায়, ক্রিমিরোগে এবং চক্ষুরোগে হিতকর। সর্প বিষের প্রতিষেধক।

পাতা—বিরেচক, প্রস্রাবকারক, ক্রিমিনাশক, স্তন্যদুগ্ধ বর্দ্ধক, ঋতুস্রাবকারক, উপদংশ ক্ষত, "বাগী" তে বাহ্য প্রলেপে উপকার দর্শে। গ্রন্থিবাতে উপকারী।

পাতার রস—ক্রিমিনাশক এবং বিরেচক।

Fig.—Wight, Ic., t, 58 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 7 ; Kirtikar & Basu Ind. Med. Pl., t. 318.

Ref.—F.B.I., ii. 188 ; Roxb., F.I., iii. 249 ; B.P., i. 398 ; Watt. iii. pt. i. 269 ; Prain, H.H., 198 ; Voigt., H.S., 237.
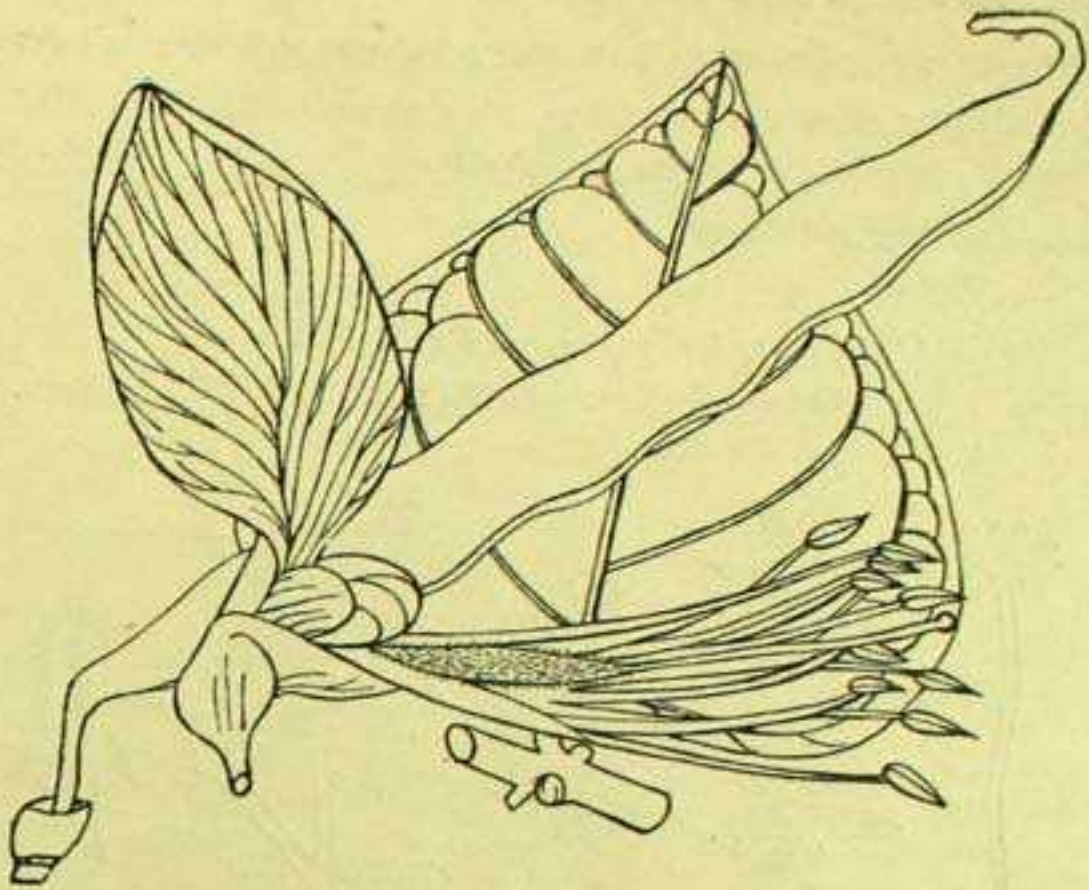
195. **Erythrinia indica Lamk.** (পালতেমাদার)

Genus—INDIGOFERA Linn.

196. I. linifolia Retz. (ভাঙ্গাড়া)

ভাষানুসারী নাম :—ভাঙ্গাড়া—বাংলা ; তবৃকী—হিন্দি ; ভেথারিও—মহারাষ্ট্র ; কালাদ্গি বোম্বে ; বুমিদাপু—তেলেগু ; তৌদিখদিবাহা—সাঁওতাল।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান; রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের পার্শ্বে। ভারতের হিমালয় হইতে সিংহল পর্যন্ত ভূভাগে পাওয়া যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গাছ, দেখিতে শ্বেতবর্ণ ; কাণ্ড নরম ও বহু শাখাবিশিষ্ট, ১/২-১ ফুট লম্বা। পাতার বোঁটা ক্ষুদ্র, ১/২-১ ইঞ্চি লম্বা ও সরু, বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ মোটা, মাথাটি ঠিক টেনিসের ব্যাটের মত। ফুল এক ডাঁটায় ৬-১২টি হয়, খুব ঘন ও উহার বোঁটা ছোট। বহির্বাস ১/১২ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ ও দাঁতযুক্ত। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ, উহা বহির্বাসের ২-৩ গুণ। ফল শক্ত ও শ্বেতবর্ণ, ১/১৬ ইঞ্চি পুরু। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—এই গাছ ফোটক জ্বরের শান্তিকর। সাঁওতালেরা এই গাছ ক্ষতনাশ রোগে শ্বেতকরই (Euphorbia thymifolia) গাছের সহিত মিলিত করিয়া প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell)।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

গাছ ঃ—ফোটকে জ্বরে উপকারী।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 196 ; Wight., I c., t. 313.

Ref.—F. B. I., ii. 92 ; Roxb. F. I., iii, 370 ; B. P., i. 431 ; **Prain, H. H.** 203 ; Voigt, H. S., 211.
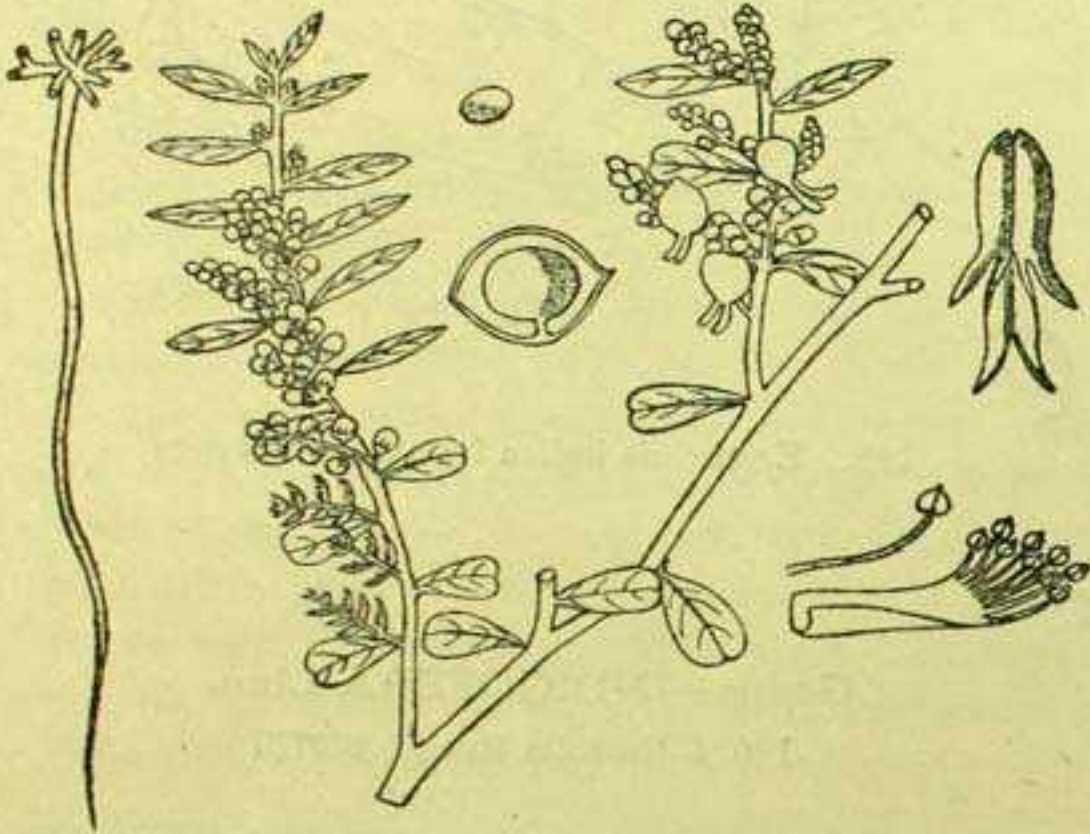
196. Indigofera linifolia Retz. (ভাঙ্গারা)

197. I. tinctorin Linn. (নীল)

ভাষানুসারী নাম ঃ—নীলী—সংস্কৃত ; নীল—বাংলা ; নীল—হিন্দি ; গলি, নীল্—গুজরাট ; মাল—কর্ণাট ; নীল—বোম্বে ; নীলম্, আবেরী—তামিল ; নালীমণ্ডু—তেলেগু।

নীলী ত নীলিনী তুণী কালা দোলা চ নীলিকা।
রঞ্জনী শ্রীফলী তুস্থা গ্রামীণা মধুপর্ণিকা॥
ক্লীতকা কালকেশী চ নীলপুষ্পা চ সা স্মৃতা।
নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা॥

উষ্ণা হন্ত্যুদরপ্লীহ-বাতরক্তকফানিলান্ ।
আমবাতমুদাবর্ত্তং মন্দং চ বিষমুদ্ধতম্ ॥

ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—নীলী, নীলিনী তূণী, কালা, দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী, ও নীলপুষ্পা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—নীলী—রেচক, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, কেশের হিতকর, মেহ, ভ্রম, উদর প্লীহা, বাতরক্ত, কফ, বায়ু, আমবাত, উদাবর্ত্ত, মন্দবিষ ও উদ্ধতবিষ নাশক।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, বিহার, বর্দ্ধমান, হুগলীতে চাষ হয়। দক্ষিণভারতে (কনকান) স্থানে স্থানে জঙ্গলে দেখা যায়।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ৬-৭ ফুট উচ্চ। ছাল শ্বেতবর্ণ, পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা ; পত্রিকা উভয়দিকে বিস্তৃত, পত্র শুষ্ক হইলে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, বহির্বাস ⅟₁₂ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ ; ফুল ⅙-⅕ ইঞ্চি, লালের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। শুঁটি ¾-১ ইঞ্চি লম্বা, ⅟₁₂ ইঞ্চি মোটা ; সূক্ষ্মলোমযুক্ত। বীজ শুঁটিতে ৪-৬টি হয়। বর্ষায় ফুল ও শীতে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও গাছ।

বৈদ্যকে নীলের ব্যবহার।

সুশ্রুত ঃ—মূষিকবিষে নীলিনী—কোকিল নামক মূষিক কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, পুনর্নবা ও নীলির ক্বাথ দ্বারা যথাবিধি পক্ক ঘৃত পান করাইবে (সুঃ ৪ অঃ চি ২৫ শ্লঃ)।

চক্রদত্ত ঃ—দশনক্রিমিরোগে নীলিনী—দন্তগত ক্রিমি বিনষ্ট করিবার জন্য নীলিনীর মূল চর্বণ পূর্বক ক্রিমিভক্ষিত দন্তোপরি স্থাপন করিবে (দন্তরোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দু ও মুসলমান বৈদ্যেরা গাছকে হৃপিং কফনিবারক, বক্ষ ও মূত্রাশয়ের রোগে, বুক ধড়ফড়ানি, প্লীহা, যকৃৎবৃদ্ধি ও শোথরোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। নীল বাটিয়া বালকদিগের নাভির চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে পাকস্থলীর উপর কার্য করে। ইহা মূত্র বৃদ্ধি করে। পাতার পুলটিস্ দিলে চর্মরোগ, ক্ষত, রক্তঅর্শ আরাম হয়। মৌমাছি কামড়াইলে পাতার রস লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।
নীলের অরিষ্ট বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর। শিকড়ের ক্বাথ আসেনিক বিষের প্রতিষেধক (Watt)। নীলের সুরাসার স্নায়বিক রোগ ও কাসি নিবারক। ইহা ক্ষতের মলমরূপে ব্যবহৃত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

গাছের ক্বাথ ঃ—মূর্চ্ছা, স্নায়ুরোগ, কাস, ক্ষত, দুষ্টক্ষত, অর্শে উপকারী।
মূল—যকৃৎ রোগ এবং কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।
পাতার রস—জলাতঙ্করোগে উপকারী।

মন্তব্য :—যে সকল স্ত্রীলোকের অধিক বয়সেও ঋতু হয় না, কিম্বা যাহাদের ঋতু দীর্ঘকাল বন্ধ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে নীল হিতকর। এতদ্দেশীয় লোকে এরণ্ড তৈলের সহিত নীল মিশ্রিত করিয়া কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর নাভিতে এবং মূত্ররোধ রোগে বস্তিদেশে প্রলেপ দেয়। নীল, অগ্নি কিম্বা উষ্ণ তরল বস্তুদ্বারা দগ্ধস্থানের পক্ষে স্নিগ্ধ প্রলেপ। নীলের শাখা ও পত্রের প্রলেপ রক্তার্শের রক্তস্রুতি নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। পত্র শাখা সহিত নীলের রস বিষধর প্রাণী-কর্তৃক দংশন জন্য বিষদোষ প্রতীকারার্থ কিংবা কুকুর দংশন জন্য জলাতঙ্ক প্রশমনার্থ সেবন ও লেপন করা হইয়া থাকে।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i. t. 54 ; Wight, Ic., t. 365 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 297 A.

Ref.—F. B. I., ii. 99 ; Roxb., F. I., iii. 379 ; B. P., i. 432 ; Watt., iv, Pt. ii. 387.
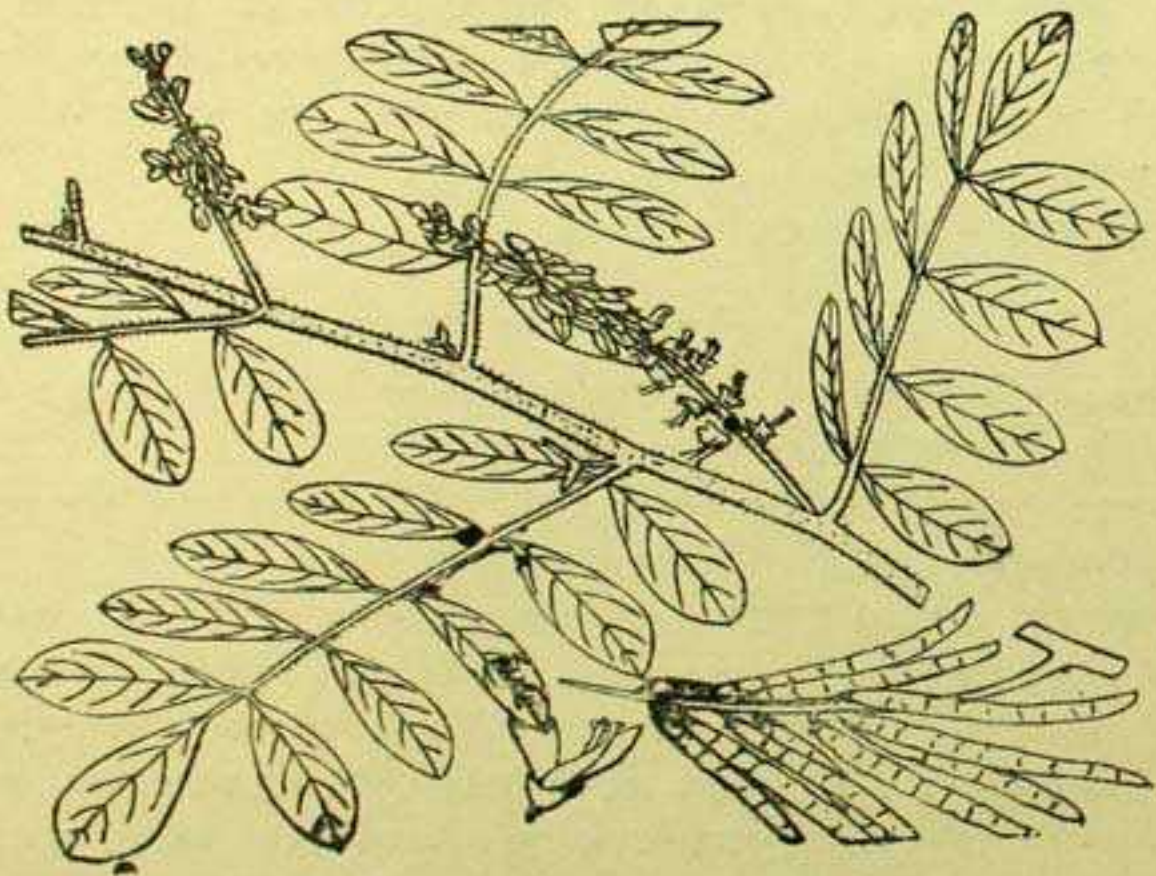
197. Indigofera tinctorin Linn. (নীল)

Genus—LATHYRUS Linn.

198. L. sativus Linn. (খেসারী)

ভাষানুসারী নাম :—ত্রিপুট—সংস্কৃত; খেসারী—বাংলা; খেসারী—হিন্দি; লাগ—মহারাষ্ট্র; লংজ—গুজরাট; কসি্—পাঞ্জাব; মসংগ্—পারস্য।

ত্রিপুটঃ খণ্ডিকোঽপি স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ।
ত্রিপুটো মধুরস্তিক্তস্তুবরো রুক্ষণো ভৃশম্॥
কফপিত্তহরো রুচ্যো গ্রাহকঃ শীতলস্তথা।
কিন্তু খঞ্জত্বপঙ্গুত্ব-কারী বাতাতিকোপনঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ। ধান্যবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—ত্রিপুট ও খণ্ডিক—খেসারীর নাম।

গুণপর্যায়ঃ—ত্রিপুট—মধুর, তিক্ত কষায়-রস, অত্যন্ত রুক্ষ, কফপিত্তনাশক, রুচিকর, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য, কিন্তু খঞ্জত্ব ও পঙ্গুতা কারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক।

জন্মস্থানঃ—ভারতে সকল স্থানেই চাষ হয়। বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বিহার প্রভৃতি স্থানে শীতকালে চাষ হয়। হাজারা, কাশ্মীর এবং কুমায়ুন প্রভৃতি স্থানেও জন্মে।

বর্ণনাঃ—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র পক্ষাকার। গাছের অগ্রভাগে আঁকড়ি আছে। পত্রিকা লম্বাকৃতি; বৃন্ত পক্ষযুক্ত। ফুল এক একটি হয়। বহির্বাস ½-¾ ইঞ্চি, দাঁতযুক্ত। ফুল ½ ইঞ্চি, লাল ও নীলের আভাযুক্ত কিম্বা শ্বেতবর্ণ। শুটি ½ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। প্রত্যেক শুঁটিতে ৪।৫টি বীজ থাকে। মাঘ মাসে ফুল ও ফাল্গুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—বীজ

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—কথিত আছে খেসারী কলাই অধিকদিন ধরিয়া ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত হয়। ইহার কুফল শরীরের পেশীতে ও হাঁটুর নিম্নে প্রকাশ পায়। ঘোড়ায় খেসারী খাইলে পশ্চাৎ দিকের পায়ে পক্ষাঘাত হয়, এমন কি মরিয়া যায়। মানুষের শরীরে ইহা এখনও বিশেষ পরীক্ষা হয় নাই (Irvi Ind. Am. Med. Science., vii, 127).

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

বীজের তৈল—শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক বিরেচক।

Fig. :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 314 A ; Royle, Ill. 200.
Ref.:—F.B.I., ii. 179 ; Watt, vi. pt. ii, 590 ; B.P., i, 368 ; Prain. H.H., 192 ; Voigt, H.S., 227.
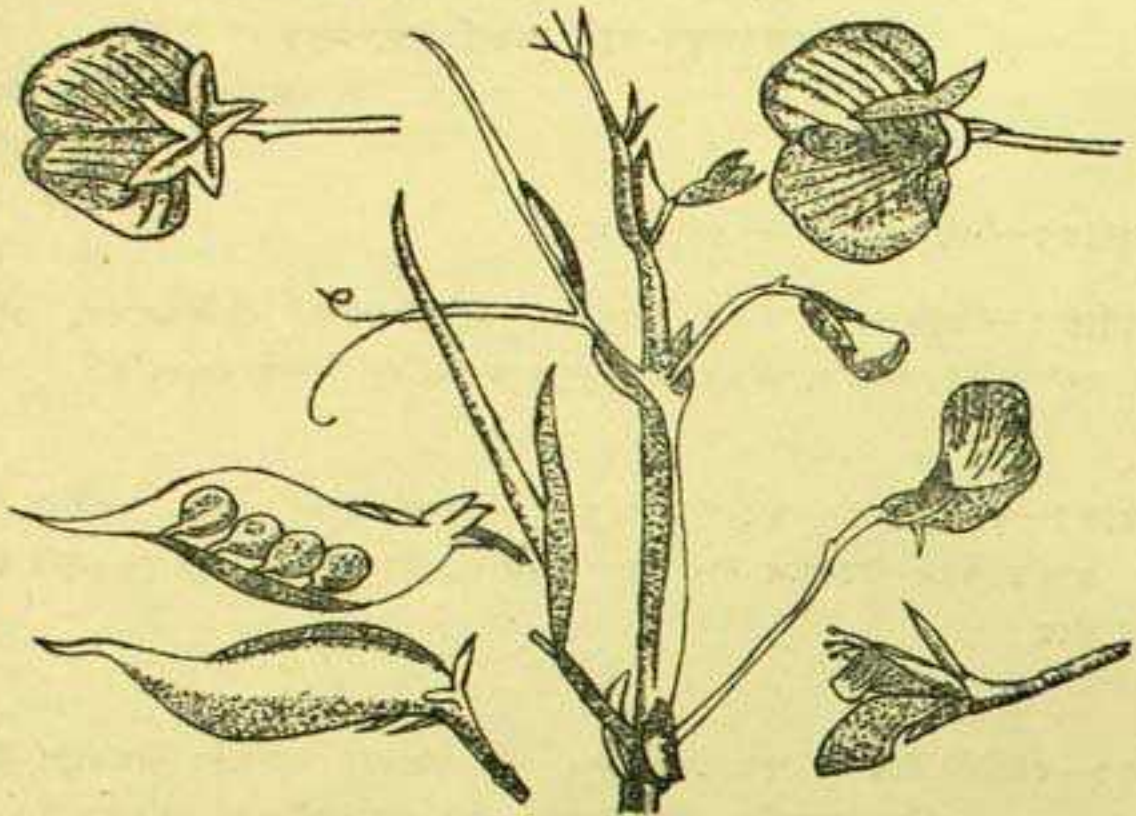
198. Lathyrus sativus Linn. (খেসারী)

Genus—MELILOTUS Linn.

199. M. indica All. (বনমেথি)

ভাষানুসারী নাম :—বনমেথিকা—সংস্কৃত ; বনমেথি—বাংলা ; বনমেথি—হিন্দি ; সিঞ্জি—পাঞ্জাব ; জির—সিন্ধুদেশ।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া। একপ্রকার আগাছা।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী আগাছা ; ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। ডালগুলি শক্ত ; পাতায় ধূসরবর্ণ লোম আছে। পত্র ½-¾ ইঞ্চি ; পত্রিকা ৩টী, দুই পার্শ্বে ২টী ও সম্মুখে ১টী থাকে। পুষ্পদণ্ড ঘন সন্নিবদ্ধ, প্রত্যেক দণ্ডে ৬-১২টী ফুল হয় ; বৃন্ত ছোট, পুষ্প বেগুনের আভাযুক্ত লালবর্ণ। শুঁটি সোজা, ৩-১০টি বীজ হয়। এই প্রকার আর একজাতীয় গাছ আছে যাহা শস্যক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায়—ইহাকে M. alba বলে। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ। ইহাকে শ্বেত বনমেথি বলে। শীতের সময়ে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ পাকস্থলীর রোগে ও ছোট ছেলেদের উদরাময়ে ব্যবহৃত হয় (Murray)। শ্বেতবর্ণ মেথির পত্র গরু-বাছুরে খাইলে পেট ফুলিয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়।—

বীজ—পেটের যন্ত্রণায় এবং বালকদিগের উদরাময়ে উপকারী। মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

গাছ—স্নিগ্ধতাকারক। বাটিয়া ফোড়ায় বাহ্যপ্রলেপে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—মেথি অপেক্ষা বনমেথি স্বল্পগুণান্বিত এবং ঘোড়ার পক্ষে হিতকর।

Fig.—Lamk, Ill., iii, t. 613, fig. 4 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t., 291 B.

Ref.—F. B. I., M. parviflora Desf. ii. 89 ; Roxb., Fl. Ind. iii. 388 ; Trifolium indicum Roxb. ; B. P., i. 413 ; Prain H.H., 201 ; Voigt. H.S., 209.
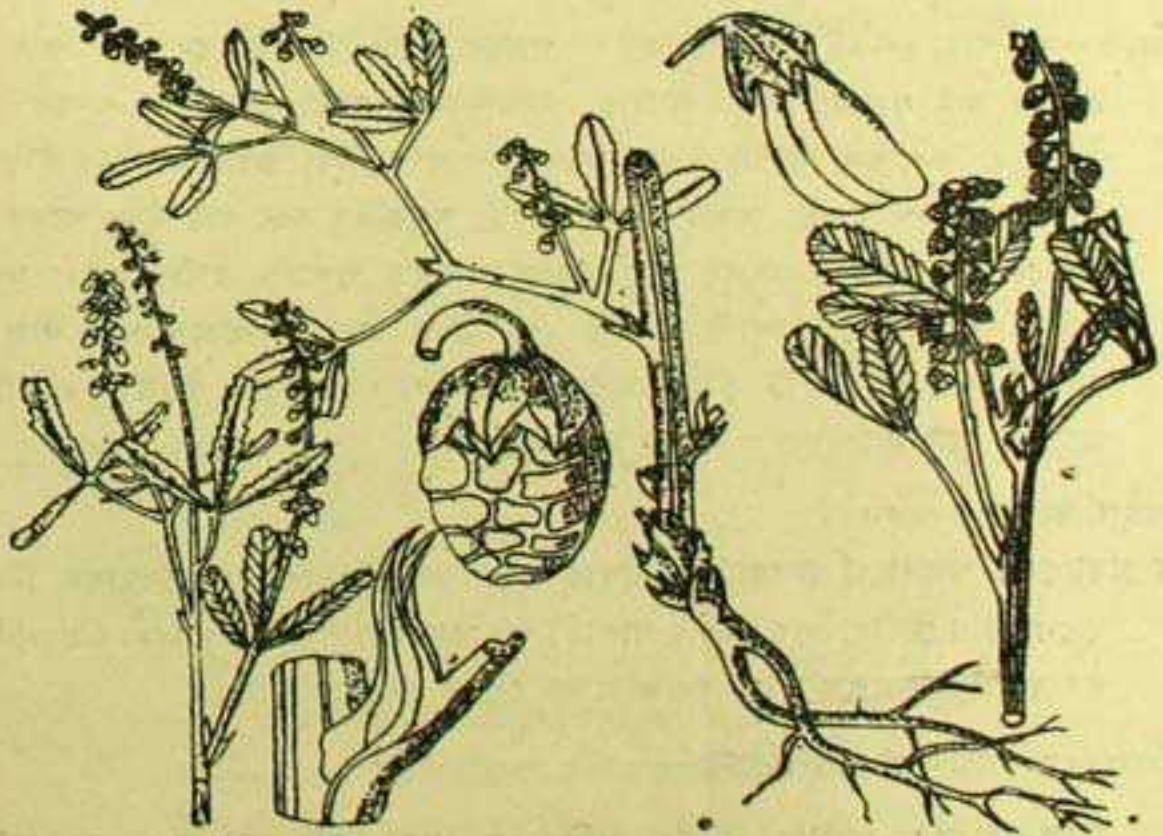
199 Melilotus indica Desf. (বনমেথি)

Genus—OUGEINIA Benth.

200—O. dalbergioides Benth. (তিনিশ)

ভাষানুসারী নাম :—তিনিশ—সংস্কৃত ; তিনিস—বাংলা ; তিরিচ্ছ, স্যন্দন্—হিন্দি ; আন্নুপে—মহারাষ্ট্র ; তিন্‌স—বোম্বে ; মণ্ড—তেলেগু ; করি-মুটল্—কানপুর।

তিনিশঃ স্যন্দনশ্চক্রী শতাঙ্গঃ শকটো রথঃ।
রথিকো ভস্মগর্ভশ্চ মেষী জলধরো দশ ॥
তিনিশস্তু কষায়োষ্ণঃ কফরক্তাতিসারজিৎ।
গ্রাহকো দাহজননো বাতাময়হরঃ পরঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—তিনিশ, স্যন্দন, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ, মেষী, জলধর—এই দশটী নাম।

গুণপর্যায় :—তিনিশ—কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও রক্তাতিসারনাশক, মলসংগ্রাহক, দাহজনক, এবং বায়ুরোগনাশক।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—লম্বা গাছ, ২০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি মোটা। কাষ্ঠ শক্ত। উপরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ কিম্বা লালের আভাযুক্ত। শাখা লোমযুক্ত, ধূসরবর্ণ। পত্র পক্ষাকার, ত্রি-পত্রিকা বিশিষ্ট, পত্রিকা ঈষৎ গোলাকার কিম্বা ডিম্বাকৃতি, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের মস্তকদেশ মোটা, একদিক একটু ছোট, অপরদিক বক্র, প্রায় অশ্বত্থ পত্রের ন্যায়। পুষ্প ছোট। পুরাতন ডালের গাত্র হইতে গুচ্ছবদ্ধ পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুল ঈষৎ লালবর্ণ কিম্বা ফিকে গোলাপী। শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। প্রত্যেক ফলে বীজ ২-৫টি হয় ; বীজ চেপ্টা। শুঁটি চীনেবাদামের মত সরু ও মোটা। ইহাতে ২।৩ টি গাঁইট আছে। মার্চ মাসে ফুল ও এপ্রিল মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক্।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল রক্ত আমাশয় ও উদরাময় নিবারক ; ছালের ক্বাথ ছোটনাগপুর দেশের পাহাড়ী জাতিরা ব্যবহার করে (Rev. Campbell)। ইহার ছাল জ্বরনাশক বলিয়া মধ্যভারতের লোকে ব্যবহার করে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ছাল—জ্বরঘ্ন। কাটিলে যে রস বাহির হয় তাহা মিষ্ট, অম্লাশয় এবং অতিসারে উপকারী। প্রস্রাব যখন অত্যন্ত গাঢ় হয় তখন ইহার রস উপকারী। মৎস্যবিষ।

Fig.— Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 309 ; Wight. Ic., t. 391 ; Beddome. Fl. Sylv, t. 36.

Ref—F. B. I., ii. 161 ; Roxb., F. I., iii. 220 ; B. P., i. 421.
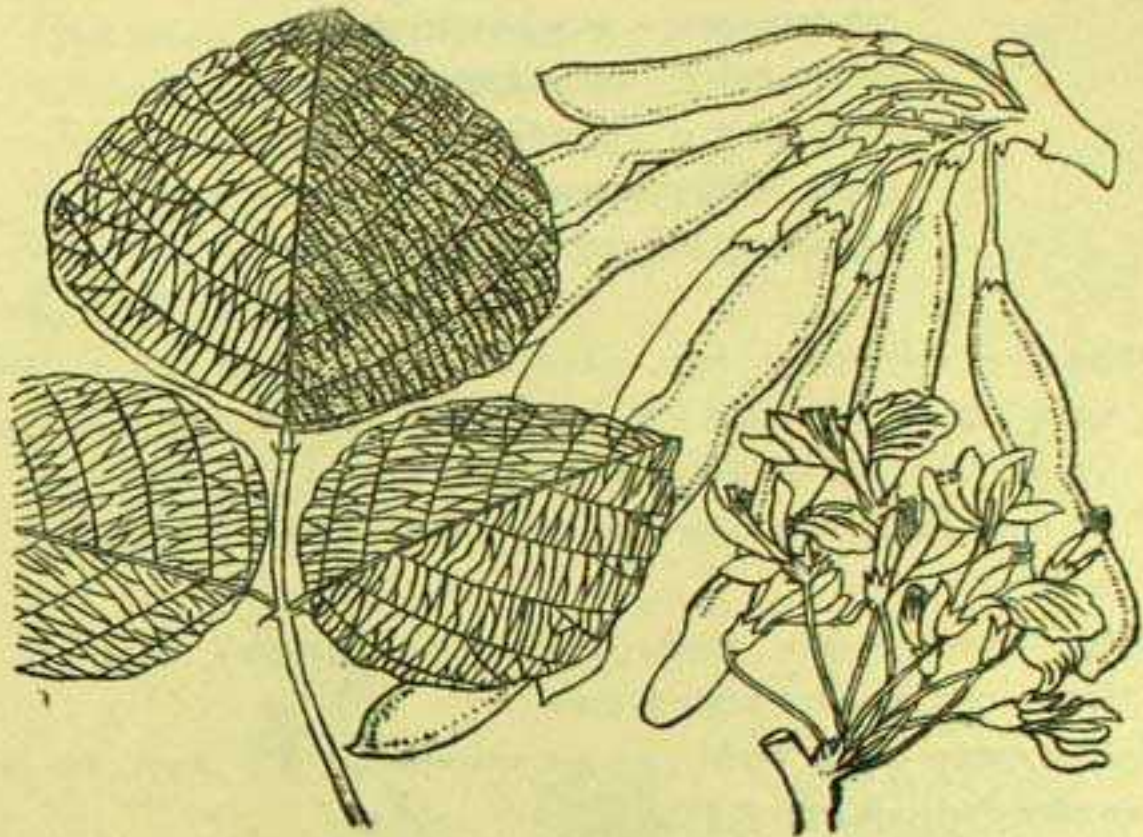
200. Ougeinia dalbergioides Benth. (তিনিশ)

Genus—MIMOSA Linn.

201. M. pudica Linn. (লজ্জাবতী)

ভাষানুসারী নামঃ—লজ্জালু—সংস্কৃত ; লজ্জাবতী, লাজক—বাংলা ; লজ্জাবতী—হিন্দি ; লাজ্‌ওয়াটি—পাঞ্জাব ; লাজালু—মহারাষ্ট্র ; রিসামণি, লাজালু—গুজরাট ; তোতলবাদী, লাজিরো—তামিল ; অট্ট-পট্টি, মুদিদার-মুকটব—তেলেগু ; মুড়ু-গুদ্‌ভরে—কানপুর ; টঙ্গ—ব্রহ্মদেশ।

> রক্তপাদী শমীপত্রা স্পৃক্কা খদিরপত্রিকা।
> সঙ্কোচনী সমঙ্গা চ নমস্কারী প্রসারিণী ॥
> লজ্জালুঃ সপ্তপর্ণী স্যাৎ খদিরী গণ্ডমালিকা।
> লজ্জা চ লজ্জিকা চৈব স্পর্শলজ্জাঽপ্ররোধনী ॥

রক্তমূলা তাম্রমূলা স্বগুপ্তাঽঞ্জলিকারিকা।
নাম্নাং বিংশতিরিত্যুক্তা লজ্জায়াস্তু ভিষগ্বরৈঃ॥
রক্তপাদী কটুঃ শীতা পিত্তাতীসারনাশনী।
শোফদাহশ্রমশ্বাস-ব্রণকুষ্ঠকফাস্রনুৎ॥
লজ্জালু বৈপরীত্যাহ্বা অল্পক্ষুপবৃহদ্দলা।
বৈপরীত্যা তু লজ্জালুস্ত্বভিধানে প্রয়োজয়েৎ।
লজ্জালুর্বৈপরীত্যাহ্বা কটুরুষ্ণা কফামনুৎ।
রসো নিয়ামকোঽত্যন্ত-নানাবিজ্ঞানকারকঃ।।

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পট্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—রক্তপাদী, শমীপত্রা, স্পৃক্কা, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচনী, সমঙ্গা, নমস্কারী, প্রসারিণী লজ্জালু, সপ্তপর্ণী, খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জা, লজ্জিকা, স্পর্শলজ্জা, অস্রবোধনী, রক্তমূলা, তাম্রমূলা, স্বগুপ্তা, অঞ্জলিকারিকা—এই কুড়িটী নাম।

অন্য প্রকার লজ্জালুর নাম—বৈপরীত্য, অল্পক্ষুপ, বৃহদ্দল। বৈপরীত্য—লজ্জালুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

গুণপর্যায়ঃ—রক্তপাদী—কটুরস, শীতবীর্য্য, পিত্ত এবং অতিসার নাশক। শোথ, দাহ, শ্রম, শ্বাস, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ এবং রক্তদোষ নিবারক।

বৈপরীত্য লজ্জালু—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ এবং আমদোষ নিবারক। ইহার রস—অত্যন্ত নিয়ামক ও নানাপ্রকার রোগ নিবারক।

জন্মস্থানঃ—বঙ্গদেশের সকল স্থানে রাস্তার ধারে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর এবং ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে।

বর্ণনাঃ—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, গাছে কাঁটা আছে। ইহার গায়ে হাত দিলে পাতাগুলি গুটাইয়া যায়। লতার গায়ের কাঁটাগুলি নিম্নে অবনত। পত্রের বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। ডাঁটার দুইদিকে পত্র বাহির হয়। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ২০-২৪টী জন্মে। ফুল তুলার ন্যায় নরম, ফিকে লালবর্ণ। ফুলের বোঁটা ২ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়। শুঁটি ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ও ফল বৎসরের সকল সময়েই হয়। সাধারণতঃ জুলাই মাস হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে ফুল ও ফল হয়। প্রত্যেক শুঁটিতে ৩-৪টী বীজ থাকে। ফলে ধূসরবর্ণের ছোট ছোট কাঁটা আছে।

ব্যবহার্য অংশঃ—সমগ্র উদ্ভিদ্ ও মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—রক্তদুষ্টি ও পিত্তদোষে লজ্জাবতী ব্যবহৃত হয় (Mir Mahammad)। ইহার রস বাহ্য প্রয়োগ করিলে ভগন্দর রোগ আরাম হয় (Dymock)।

ইহার শিকড়ের ক্বাথ—পাথুরী রোগে ব্যবহৃত হয়। পত্র এবং শিকড় অর্শ ও ভগন্দর নিবারক। মাত্রা—পাতার গুঁড়া, অল্প দুগ্ধের সহিত ১০৮ গ্রেণ পরিমাণ সেব্য, দিবসে একবার (Ainslie, Mat. Med. Ind. 432)।

কঙ্কন-দেশীয় লোকেরা ইহার পাতার মণ্ড কুরণ্ডে লাগাইয়া উহা আরাম করে (Dymock)। ঘায়ে শোথ হইলে ইহার পাতার রসে তুলা ভিজাইয়া ব্যবহার করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূলের রস—পাথুরীর যন্ত্রণায় উপকারী।

পাতা এবং মূল—অর্শ এবং ভগন্দরে উপকারী।

পাতা—বাটিয়া প্রলেপে অণ্ডবৃদ্ধিতে উপকারী।

পাতা ও গাছ—কাঁকড়াবিছের দংশনে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 373B ; Roxb., Hort. Beng., 41.
Ref.—F. B. I., ii. 291 ; Roxb. Fl. Ind., ii. 565 ; B.P., i. 456 ; Watt., v., Pt. i. 348 ; Prain H. H., 207.
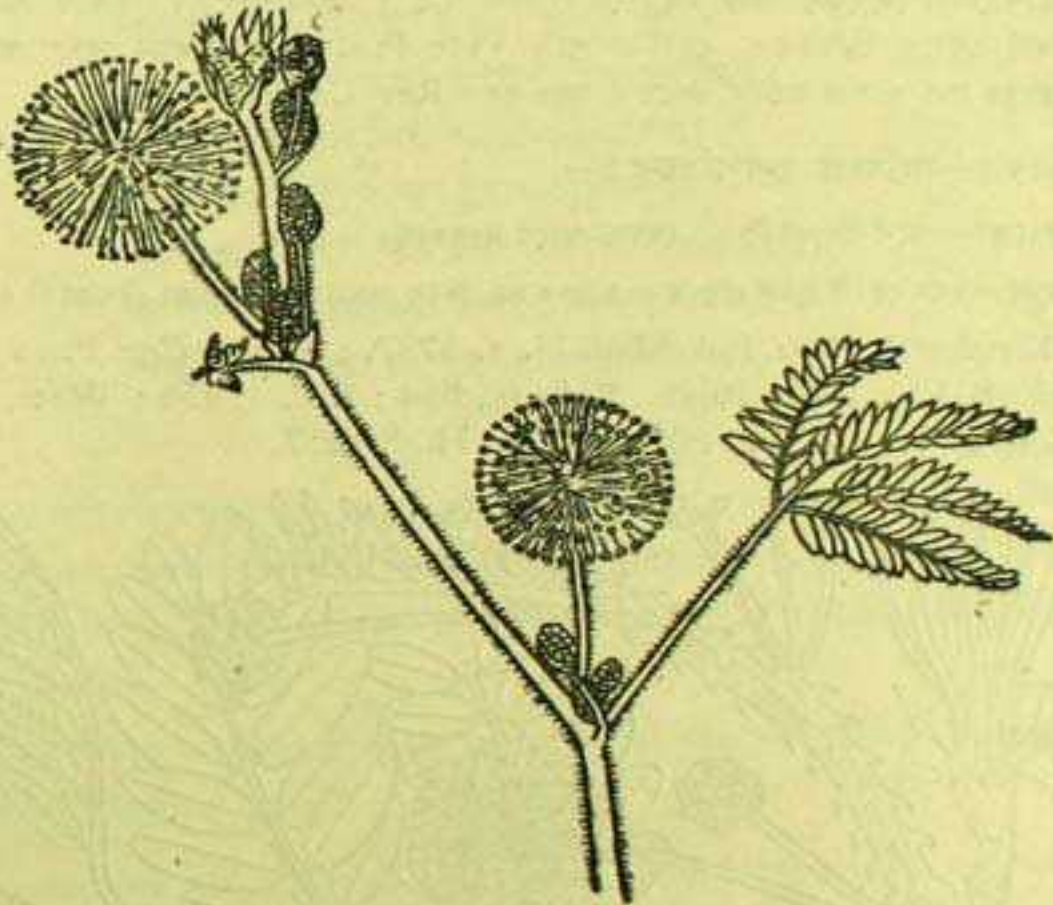
201. Mimosa pudica Linn. (লজ্জাবতী)

202. M. rubicaulis Lam. (কুঁচিকাঁটা)

ভাষানুসারী নাম :—কুঁচিকাঁটা, শাঁইকাঁটা—বাংলা ; শাঁইকাঁটা, কাচিএটা—হিন্দি ; সেগা-জাহুম্—সাঁওতাল ; বাল, রিয়াউল—পাঞ্জাব ; হজিরা—সিন্ধুদেশ ; বিদা, চন্দ্রা—তেলেগু ; আরাদি—নেপাল।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর; কুমায়ুন, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, হুগলী, গোঘাট; হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ছোট কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ, শাখাগুলি ধূসরবর্ণ ও বহু সংখ্যক ছোট কাঁটা দ্বারা আবদ্ধ ; শাখাগুলি অবনত। কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ। শাখায় বক্র, ধারাল ও পীতের আভাযুক্ত ছোট ছোট কাঁটা আছে। পত্রদণ্ড ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ১২-২৪টী, ১/৮-১/৪ ইঞ্চি লম্বা, নিম্নে অবনত। বোঁটা ক্ষুদ্র। ইহার ফল বর্ষাকালে জন্মে। ফুল প্রথমে বেগুনে তৎপরে শ্বেতবর্ণ হয়। পুষ্প ১/১২ ইঞ্চি। পুংকেশর ৮টী। শুঁটি ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১/৩-১/২ ইঞ্চি চওড়া ; প্রত্যেক শুঁটিতে ৫-১০ টী বীজ থাকে। গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও শিকড়।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে ইহার পাতা থেঁতলাইয়া চাম্বাদেশীয় লোকেরা উক্ত দগ্ধস্থানে প্রয়োগ করে (Stewart)। ইহার পাতার রস অর্শ রোগে হিতকর। ছোটনাগপুরে ইহার শিকড়ের গুঁড়া বমন রোগে প্রযুক্ত হয়। ইহার ফল ও পত্র অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Rev Campbell).

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—অর্শে উপকারী। পোড়া ঘায়ে ব্যবহার্য।

মূল—যখন রোগী দুর্বলতার জন্য খাদ্য বমন করে তখন ইহার গুঁড়া উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 373A ; Roxb., Cor. Pl., t. 200.

Ref.—F. B. I., ii. 291 ; Roxb., F. I.. ii., 564 ; B.P., i, 456 ; Watt. v. Pt. I. 248 ; Prain. H. H., 207 ; Voigt., H. S., 257.
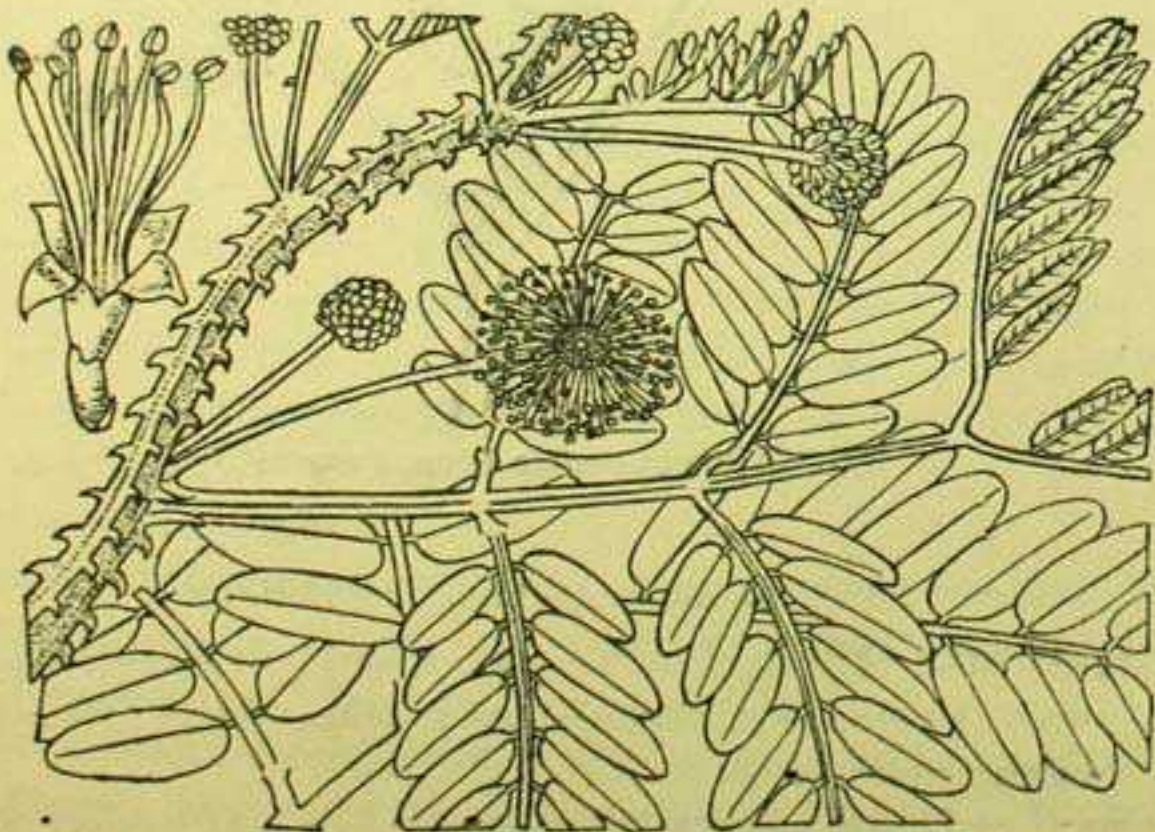
202. Mimosa rubicaulis Lam. (কুঁচিকাঁটা)

Genus—MUCUNA Adans.

203. M. pruriens. Dc (আলকুশী)
M. Prurita Hook.

ভাষানুসারী নাম ঃ—কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা—সংস্কৃত ; আলকুশী—বাংলা ; কৌঞ্চ, গুঞ্চা, কিভানচ্, গোঞ্চ—হিন্দি ; কুহিলি—বোম্বে ; কুহিরী—মহারাষ্ট্র ; কপানকুহরী—কর্ণাট ; কাঞ্চ—গুজরাট ; পুনাইক-কালি—তামিল ; নম্নিক-কোবান, দুলগণ্ডি, পিলি-অড়ুগু—তেলেগু।

কপিকচ্ছুরাত্মগুপ্তা স্বয়ংগুপ্তা মহর্ষভী।
লাঙ্গুলী কুণ্ডলী চণ্ডা মর্কটী দুরভিগ্রহা॥
কপিরোমফলা গুপ্তা দুঃস্পর্শা কচ্ছুরা জয়া।
প্রাবৃষেণ্যা শুকশিম্বী বদরী গুরুরার্ষভী॥
শিম্বী বরাহিকা তীক্ষ্ণা রোমালুর্বনশূকরী।
কীশরোমা রোমবল্লী স্যাৎ ষড়্‌বিংশতিনামকা॥
কপিকচ্ছুঃ স্বাদুরসা বৃষ্যা বাতক্ষয়াপহা।
শীতপিত্তাস্রহন্ত্রী চ বিকৃতা ব্রণনাশিনী॥
রাজনিঘণ্টুঃ। গুডূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, স্বয়ংগুপ্তা, মহর্ষভী, লাঙ্গুলী, কুণ্ডলী, চণ্ডা, মর্কটী, দুরভিগ্রহা, কপিরোমফলা, গুপ্তা, দুঃস্পর্শা, কচ্ছুরা, জয়া, প্রাবৃষেণ্যা, শুকশিম্বী, বদরী, গুরু, আর্ষভী, শিম্বী, বরাহিকা, তীক্ষ্ণা, রোমালু, বনশূকরী, কীশরোমা, রোমবল্লী—এই ছাব্বিশটী নাম।

গুণপর্যায় :—কপিকচ্ছু—স্বাদুরস (মিষ্টরস), বৃষ্য, বায়ু ও ক্ষয়নাশক, শীতপিত্ত ও রক্তদোষ-নাশক, দুষ্টব্রণনাশক।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বনের কিনারায় ও রাস্তার ধারে দেখা যায় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে ; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—সাধারণতঃ বর্ষজীবী লতা। কখন কখন বহুদিন বাঁচিয়া থাকে। ইহার লতা ও পত্র সিমগাছের ন্যায় এবং ছোট ছোট লোমদ্বারা আবৃত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি, পত্রিকাগুলি ত্রিপত্রবিশিষ্ট ও মসৃণ লোমদ্বারা আবৃত। পুষ্পদণ্ড অবনত, ½—১ ফুট লম্বা। ফুল ঈষৎ বেগুনে, ১½—১¾ ইঞ্চি লম্বা। শুঁটি ২—৩ ইঞ্চি লম্বা, একটু বক্র, বীজ শুঁটিতে ৫—৬টি থাকে, ধূসরবর্ণ ; শুঁটি দেখিতে শাঁকআলুর শুঁটির ন্যায় কিন্তু গোলাকার। বীজ চেপ্টা, ঈষৎ পীতবর্ণ, মুখটী কৃষ্ণবর্ণ। ইহার শুঁয়া গায়ে লাগিলে সেইস্থান ফুলিয়া উঠে ও চুলকায়। প্রায় সমস্ত বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

সুশ্রুত ঃ—বলাধান ও বাজীকরণার্থ আলকুশীবীজ :—আলকুশীবীজ ভাঙ্গিয়া মাষকলায়ের সহিত যূষ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বললাভ ও বাজীকরণ নির্ব্বাহ হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

বাগ্ভট ঃ—রক্তপিত্তে আলকুশী বীজ ও শাক :—আলকুশীর বীজ ভাঙ্গিয়া ডালের মত পাক করিয়া কিম্বা আলকুশীর শাক রুচিমত পাক করিয়া রক্তপিত্তীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২ অঃ)।

চক্রদত্ত ঃ—বাতব্যাধিতে (অববাহক) আলকুশীমূল :—আলকুশীর মূলের রস প্রত্যহ পান করিলে, এক মাসের মধ্যে অববাহুক নামক বাতব্যাধি নিবৃত্তি পাইয়া রোগীর বাহু বজ্রসমান দৃঢ় হয় (বাতব্যাধি চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ ঃ—যোনিসঙ্কীর্ণকরণার্থ আলকুশী মূল :—আলকুশীর মূলের ক্বাথে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া যোনিতে ঐ বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিলে যোনি সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—সুশ্রুতের মতে ইহার বীজ রসায়ন ও শিকড় বলকারক। ইহা স্নায়বিক দৌর্বল্যে প্রযুক্ত হয় (Dutt)। ইহার শিকড়ের রসে মধু মিশ্রিত করিয়া কলেরায় প্রদত্ত হয় (Ainslie)। ভারতীয় Pharmacopoea-তে ইহার শুঁটি ক্রিমি-রোগে ব্যবহৃত হয়।

ইহার শিকড়ের ক্বাথ, মূত্রকর ও মূত্রযন্ত্রের রোগ-নিবারক, ইহার মলম শ্লীপদ রোগে ব্যবহৃত হয়। শুঁটির রস শোথে হিতকর (Drury)। শিকড় জ্বরের delirium নিবারণ করে এবং শিকড়ের মণ্ড শোথ-নিবারক ও একখণ্ড শিকড় পায়ের গোড়ালিতে কিম্বা হস্তে বন্ধন করিলে শোথ আরাম হয় (Dymock)।

কোন স্থানে বিছা কামড়াইলে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া লাগাইলে বিষ নষ্ট হয় (Rev. Camp. bell)।

আলকুশীর সুপক্ব বীজ চূর্ণ করিয়া ঘৃত, চিনি ও দুধের সহিত মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া মধু মিশাইয়া সেবন করিলে বেশ বাজীকরণ হয় (চরক)।

ইহার বীজ ঋতুস্রাবকারী এবং বলকারক, প্রদর প্রভৃতি স্ত্রীরোগে ব্যবহৃত হয়। আলকুশী বীজের পায়স বাতব্যাধি ও ক্ষীণ-শুক্র ব্যক্তির পক্ষে হিতকর।

আলকুশী শুঁটির লোমচূর্ণ করিয়া সেবন করিলে অতিবৃহৎ ক্রিমি মরিয়া বাহির হইয়া যায়। লোমের মাত্রা ১—৩ গ্রেন, যদি ভক্ষিত লোম অন্ত্রে থাকিয়া যায়, তবে জোলাপ দ্বারা বিরেচন করা উচিত।

ইহার বীজ মাষকলায়ের তুল্য। যথা—কাকাণ্ডোলাত্মগুপ্তানাং মাষবৎ ফল মাদিশেৎ। (চরক) কাকাণ্ডোলা ও আলকুশী মাষকলায়ের তুল্য গুণবিশিষ্ট। কাকাণ্ডোলা=কোল-

শিম। যুক্তপ্রদেশে চাষ হয়। ইহার লতা ও শুঁটি আলকুশীর মত, কেবল শুঁটিতে লোম নাই।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ ও শিকড়। মাত্রা সরস মূল ১ তোলা।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—বাজীকরণ ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে উপকারী। কাকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

লোম—ক্রিমিনাশক।

মূল—বিরেচক। জ্বরের প্রলাপে উপকারী। শোথে মূলের গুঁড়া প্রলেপহিসাবে গায়ে মাখিলে উপকার হয়। মূলের নির্জ্জল রস মধুর সহিত ব্যবহারে 'কলেরায়' উপকারী।

মন্তব্য : **চরকোক্ত** বল্যবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) শ্বযভী পাঠ করা হইয়াছে। **চক্রপাণি** অর্থ করেন 'শ্বযভী শূকশিম্বা'। **চরকের** চিকিৎসিত স্থানের ২য় অধ্যায়োক্ত বাজীকরণ যোগে আলকুশীবীজের ভূরিপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। **সুশ্রুতোক্ত** রক্তপিত্ত ও বাতব্যাধির চিকিৎসায় আত্মগুপ্তার নামোল্লেখ দেখা যায় না।

Fig.—Bot. Mag., Vol. 82, t. 4945.

Ref.—F. B. I., ii. 187 ; Roxb,, F.I., iii. 83 ; B.P., i. 400 ; Watt. vi. Pt. I. 286 ; Prain H.H, 198 , Voigt H.S., 235.
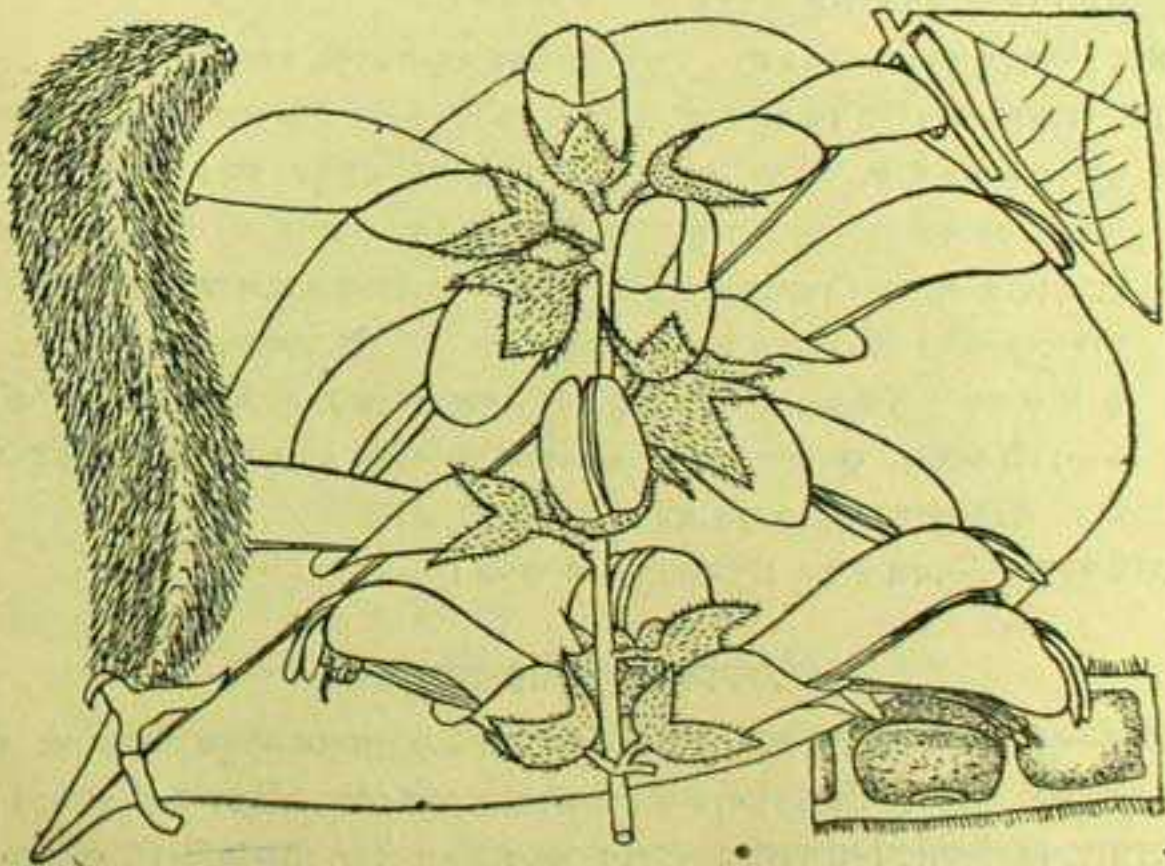
203. Mucuna pruriens DC. (আলকুশী)

Genus—PHASEOLUS Linn.

204. P. trilobus Ait. (মুগানী)

ভাষানুসারী নাম ঃ—মুদ্গপর্ণী—সংস্কৃত ; মুগানী—বাংলা ; রাখাল কলাই, মুগানী, ট্রায়াঙ্গুলী, মাঠমুগানী—হিন্দি ; মুকুয়া—বোম্বে ; রাণমুগ—মহারাষ্ট্র ; পানি-পায়ার, নরি-পায়ির—তামিল ; পিল্লপেসরচেট্টু—তেলেগু।

মুদ্গপর্ণী ক্ষুদ্রসহা শিম্বী মার্জারগন্ধিকা।
বনজা রিঙ্গিনী হ্রস্বা সূর্পপর্ণী কুরঙ্গিকা॥
কোশিলা কাকমুদ্গা চ বনমুদ্গা বনোদ্ভবা।
অরণ্যমুদ্গা বন্যেতি জ্ঞেয়া পঞ্চদশাহ্বয়া॥
মুদ্গপর্ণী হিমা কাস-বাতরক্তক্ষয়াপহা।
পিত্তদাহজ্বরান্ হন্তি চক্ষুষ্যা শুক্রবৃদ্ধিকৃৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—মুদ্গপর্ণী, ক্ষুদ্রসহা, শিম্বী, মার্জারগন্ধিকা, বনজা, রিঙ্গিনী, হ্রস্বা, সূর্পপর্ণী, কুরঙ্গিকা, কোশিলা, কাকমুদ্গা, বনমুদ্গা, বনোদ্ভবা, অরণ্যমুদ্গা, বন্যা—এই পনেরটী নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—মুদ্গপর্ণী—শীতবীর্য, কাস, বাতরক্ত ও ক্ষয়রোগনাশক। পিত্ত, দাহ ও জ্বরনাশক। চক্ষুর পক্ষে হিতকর এবং শুক্রবর্দ্ধক।

জন্মস্থান ঃ—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান।

বর্ণনা ঃ—বর্ষজীবী কিম্বা অধিকদিন স্থায়ী উদ্ভিদ্। ডাঁটা ১—২ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, লোমযুক্ত। পুষ্পবৃন্ত ½—¾ ইঞ্চি, কাণ্ডের প্রত্যেক গাঁইট হইতে বাহির হয়। পত্রিকা ৩ ভাগে বিভক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমযুক্ত, বিষম চতুর্ভুজের ন্যায় কিম্বা ডিম্বাকৃতি। যেগুলি জমিতে চাষ হয় তাহার পত্রের বিভাগগুলি ছোট ; যেগুলি সচরাচর জঙ্গলে আপনা আপনি জন্মে তাহাদের পত্রের বিভাগগুলি বড় এবং মধ্যস্থলের অংশটী চামচের ন্যায় চওড়া। ফুল ½ ইঞ্চি লম্বা ; শুঁটি ১—২ ইঞ্চি লম্বা, একটু বক্র ও চেপ্টা। বীজ প্রত্যেক শুঁটিতে ৬—১২টী জন্মে। ফুল ঈষৎ রক্তবর্ণ ও বেগুনে রং বিশিষ্ট। ফুলের বোঁটা প্রায়ই থাকে না। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—সমগ্র উদ্ভিদ্। মাত্রা ২—৪ আনা।

বৈদ্যকে মুদ্গপর্ণীর ব্যবহার।

সুশ্রুত ঃ—কুলিঙ্গনাম মূষিকবিষে মাষ ও মুদ্গপর্ণী—কুলিঙ্গনাম মূষিক কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে মাষপর্ণী, মদ্গপর্ণী এবং সিন্ধুবার মূলচূর্ণ করিয়া মধুসহ লেহন করিবে (কঃ ৬ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার ক্বাথে তিল তৈল পাক করিয়া উক্ত তৈলে বস্ত্র ভিজাইয়া যোনিদেশে ধারণ করিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয়। পত্র বলকারক এবং ইহার

পুলটিস চক্ষুরোগে হিতকর (O' Shaughnessy)। ইহার কাথ অনিয়মিত জ্বরে ব্যবহৃত হয় (Murray)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—রসায়ন, বিরেচন, চক্ষুর দুর্ব্বলতায় উপকারী।

পাতার কল্ক—অনিয়মিত জ্বরে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক জীবনীয়বর্গে মাষ ও মুদ্গপর্ণী পাঠ করিয়াছেন। পর্ণিনীদ্বয় জীবনীয় গণান্তর্গত হইয়া বিবিধ পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Fig :—Kirtikar & Basu ; Ind. Med. Pl., t. 322 ; Wight, IC. t. 94 ; Burm. Fl. Ind., t. 50. Fig I.

Ref. :—F.B.I., ii, 201 ; Roxb., F.I., iii. 298 ; B.P., i. 387 ; Watt. vi. Pt. I. 194.
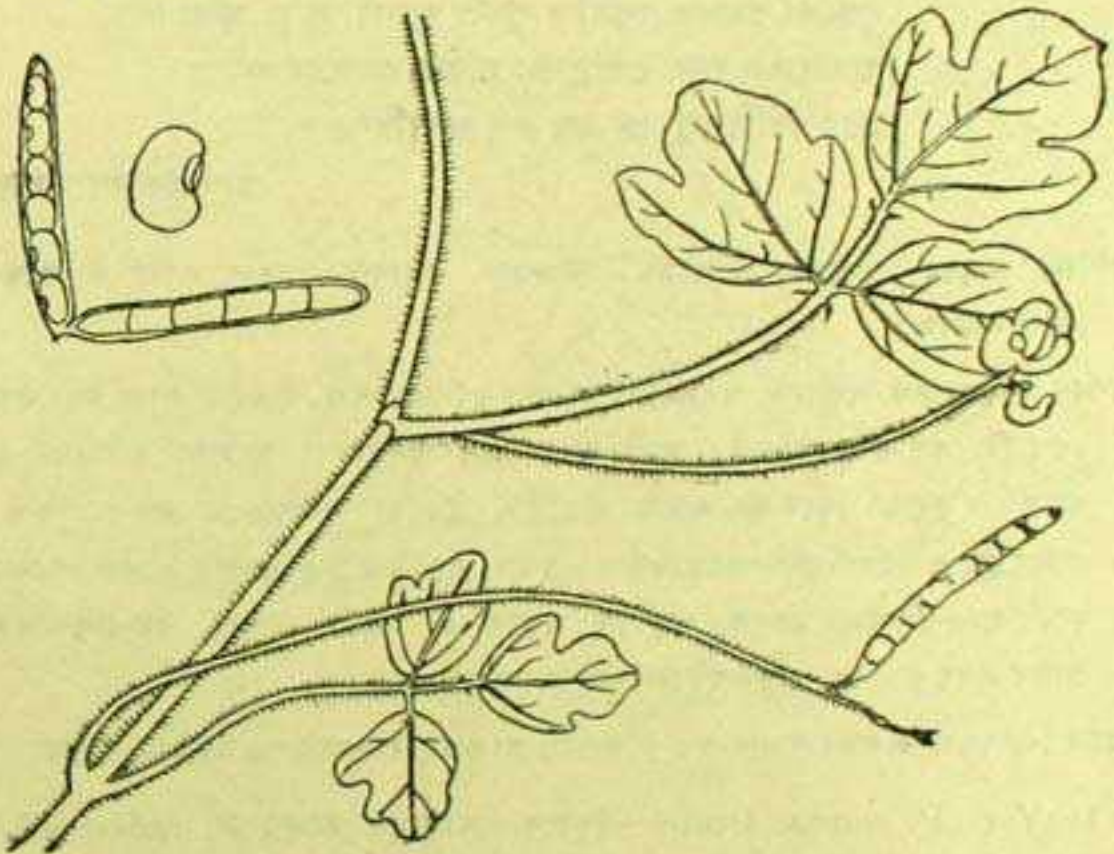
204. Phaseolus trilobus Ai.t (মুগানী)

205. P. mungo Linn (মুগ)

ভাষানুসারীনাম :—মুদ্গ, সুপশ্রেষ্ঠ,—সংস্কৃত ; মুগ—বাংলা ; হারিমু, মুংগ্—হিন্দি ; ধলা-মুগ্, কলা-মুগ্—উড়িষ্যা ; মুঙ্গি—পাঞ্জাব ; মু, মুংগ্—নেপাল ; মুংগ্—রাজস্থান ; মুংগ্—বোম্বে ; মুগ—মহারাষ্ট্র ; মগ্—গুজরাট ; পেসলু, উদুলু—তেলেগু ; সিরু-পয়ারু—তামিল ; পাইনক্—ব্রহ্মদেশ ; মুংগ্—পারস্য ; মজ—আরব।

মুদ্গাস্তু সূপশ্রেষ্ঠঃ স্যাদ্বর্ণার্হশ্চ রসোত্তমঃ।
ভুক্তিপ্রদো হয়ানন্দো সুকলো বাজিভোজনঃ।
পিত্তজ্বরার্ত্তিশমনং লঘু মুদ্গযূষং
সন্তাপহারি তদরোচকনাশনঞ্চ।
রক্তপ্রসাদনমিদং যদি সৈন্ধবেন
যুক্তং তদা ভবতি সর্বরুজাপহারি॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্যাদিবর্গঃ।

মুদ্গো রুক্ষো লঘুর্গ্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ।
স্বাদুরল্পানিলো নেত্র্যো জ্বরঘ্নো বনজস্তথা।
মুদ্গো বহুবিধঃ শ্যামো হরিতঃ পীতকস্তথা।
শ্বেতো রক্তশ্চ তেষান্তু পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো লঘুঃ স্মৃতঃ॥
সুশ্রুতেন পুনঃ প্রোক্তো হরিতঃ প্রবরো গুণৈঃ।
চরকাদিভিরপ্যুক্ত এষ এব গুণাধিকঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ। ধান্যবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—মুদ্গ, সূপশ্রেষ্ঠ, রসোত্তম, ভুক্তিপ্রদ, হয়ানন্দ, সুকল, বর্ণার্হ বাজিভোজন—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—মুদ্গ রুক্ষ, লঘুপাক, মলসংগ্রাহক, কফ ও পিত্তনাশক, শীতবীর্য, স্বাদু, ঈষৎ বায়ুবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও জ্বরনাশক। বনমুগও এইরূপ গুণযুক্ত। শ্যামবর্ণ, হরিতবর্ণ, পীতবর্ণ, শুক্লবর্ণ ও রক্তবর্ণ ভেদে মুগ অনেক প্রকার। ইহারা পূর্বানুক্রমে লঘু। কিন্তু সুশ্রুত বলেন যে, হরিৎবর্ণ মুগই গুণে শ্রেষ্ঠ। চরক প্রভৃতিও উক্ত প্রকার বলিয়া থাকেন। মুগের যূষ—পিত্তজ্বর নাশক, লঘুপাক, সন্তাপ ও অরুচি নাশক, রক্তবৃদ্ধিকারক, যদি সৈন্ধব লবণ যুক্ত হয় তাহা হইলে সর্বরোগ নাশক হয়।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া।

বর্ণনা :—Var. P. aurea, Prain—ইহাকে সোনামুগ বলে ; P. radiatus Linn—ইহাকে হালিমুগ বলে ; P. Sublobatus Roxb.—ইহাকে ঘোড়ামুগ বলে ; এবং P. grandis—ইহাকে কালমুগ বলে। বাঙ্গলার বহুস্থানে ইহার চাষ হয়। সুতরাং ইহার গাছের বর্ণনা আর বিশেষ করিয়া দিবার আবশ্যক নাই। সোনামুগের রং দেখিতে সোনার ন্যায়। ইহা মুগের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। হালিমুগ—একটু সবুজের আভাযুক্ত স্বর্ণবর্ণ ; ঘোড়ামুগ আকৃতিতে একটু বড়, সোনামুগ অপেক্ষা ফিকে রংবিশিষ্ট ; কৃষ্ণমুগ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, সোনামুগ অপেক্ষা বড়। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ ও কলাই।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সোনামুগের ডাল ও ঝোল জ্বরে পথ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহা স্নিগ্ধকর, ধারক ও চক্ষের শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Watt)।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়**—

বীজ—স্নিগ্ধ, সংকোচক, জ্বরে পথ্য হিসাবে প্রযুজ্য হয়। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 323.

Ref.—F. B. I., ii. 203 ; Roxb., F. I., iii. 292 ; B.P. i., 387 ; Prain, H. H., 195.
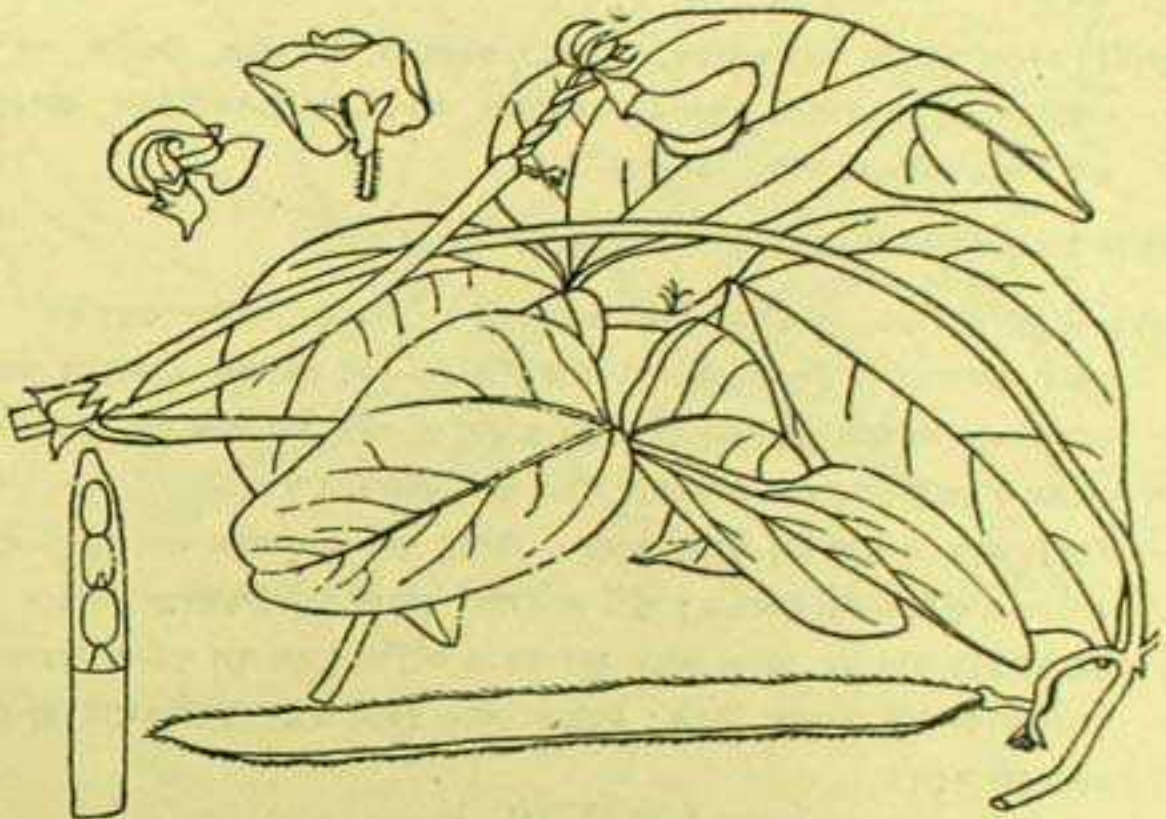
205. Phaseolus mungo Linn. (মুগ)

206. Phaseolus mungo Linn.

Var. Roxburghii author. (মাষকলাই)

ভাষানুসারীনাম :—মাষ—সংস্কৃত ; মাসকলাই—বাংলা ; উরদ, উরিদ—হিন্দি ; উড়িদ—মহারাষ্ট্র ; উড়ু—কর্ণাট ; অড়দ—গুজরাট ; পুন্নি ক্কারাক—তামিল ; মিন্ত-উলু—তেলেগু ; মাষ—আরব ; বেণু-মাষ—পারস্য।

মাষস্তু কুরুবিন্দঃ স্যাৎধান্যবরো বৃষাকরঃ।
মাংসলশ্চ বলাঢ্যশ্চ পিত্র্যশ্চ পিতৃভোজনঃ॥

মাষ স্নিগ্ধো বহুমলকরঃ শোষণঃ শ্লেষ্মকারী
বীর্য্যেণোষ্ণো ঝটিতি কুরুতে রক্তপিত্তপ্রকোপম্।
হন্ত্যাত্বাতং গুরুবলকরো রোচনো ভক্ষ্যমাণঃ
স্বাদুর্নিত্যং শ্রমসুখবতাং সেবনীয়ো নরাণাম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ শাল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—মাষ, কুরুবিন্দ, ধান্যধার, বৃষাকর, মাংসল, বলাঢ্য, পিত্র্য, পিতৃভোত্তম—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—মাষ—স্নিগ্ধ, বহুমলকারক, শোষণ, শ্লেষ্মকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য, খুব শীঘ্রই রক্তপিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, গুরুপাক, বলকারক, রুচিকর, খাইলে মিষ্টরস, শ্রমনাশক, এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে নিত্য সেবনীয়।

জন্মস্থান ঃ—হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার বহুস্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা ঃ—ইহা বাঙ্গলার বহুস্থানে চাষ হয় বলিয়া ইহার আর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইল না। ফিকে সবুজবর্ণ গাছগুলি ১-২ ফুট লম্বা হয়। গাছের কাণ্ডে ও পাতায় লোম আছে। পাতা খসখসে। ফুল হরিদ্রাবর্ণ; শুঁটি ১-২ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার। কার্ত্তিক মাসে ফুল হয় এবং পৌষ-মাঘ মাসে শুঁটি পাকিয়া যায়।

ইহার আর এক প্রকার জাতি আছে। উহার গাছ ৩-৪ হাত লম্বা হয়। পাতায় ডাঁটায় ও শুঁটিতে লোম আছে; শুঁটি ও কলাই কৃষ্ণবর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে আষাঢ় মাসে উচ্চ জমিতে চাষ হয়, শ্রাবণ মাসে ফুল হয় ও আশ্বিন মাসে ফল পাকিয়া যায়। এই কলাই মাষকলাই অপেক্ষা নিকৃষ্ট; ইহাকে কোন কোন স্থানে কালীকলাই বা ঘেসো মাষকলাই বলে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—সমগ্র গাছ ও কলাই।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—কলাই বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। ইহা জ্বরে বলকারক, অর্শ, সর্দ্দি ও যকৃৎদোষে হিতকর। উহার শিকড় সাঁওতালেরা হাড়ের বেদনায় ব্যবহার করে (Campbell)।

মাষকলাই, বেড়ি, আলকুশী ও বেড়েলার শিকড় প্রত্যেক ½ তোলা পরিমাণ লইয়া যে কাথ প্রস্তুত হয়, সেই কাথে সৈন্ধব লবণ ও হিং মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বাত পক্ষাঘাত ও স্নায়বিক দৌর্বল্য রোগ আরাম হয়। যথা—

মাষাত্মগুপ্তৈরণ্ড বাট্যালক শিফং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং পক্ষাঘাত নিবারণম্॥ চক্রদত্ত—

সরিষার তৈলে মাষকলাই ভাজিয়া সেই তৈল বক্ষে মালিশ করিলে সর্দ্দি আরাম হয়।
মাষকলাই অর্শ, বাত ও যকৃৎ রোগে বিশেষ হিতকর।

Fig.— Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 324.

Ref.—F. B. I., ii, 203 ; Roxb., F. I., iii, 29 ; B. P., i,, 387 ; Prain. H.H., 196 ; Voigt. H. S., 221.
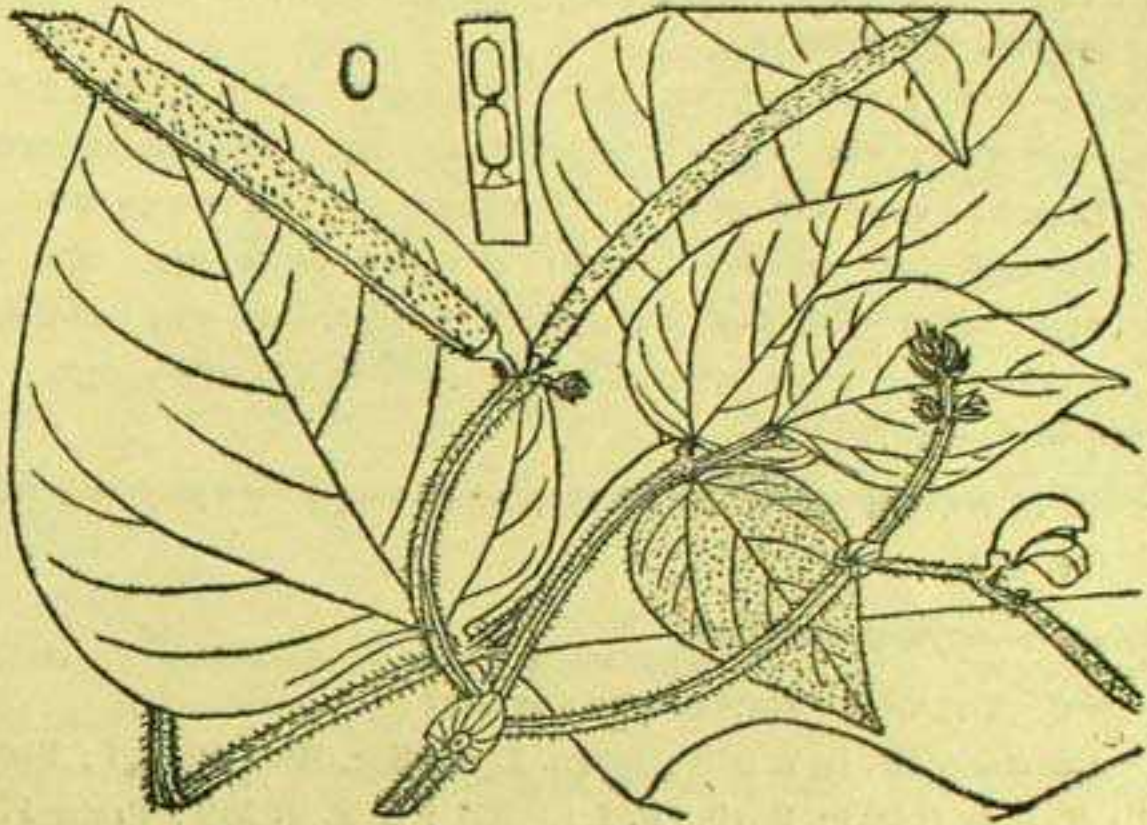
206. Phaseolus mungo Linn. Var. Roxburghii (মাষকলাই)

Genus—PISUM Linn.

207. P. sativum Linn. (কাবুলি মটর)

ভাষানুসারী নাম :—সতীন, কলায়—সংস্কৃত ; কাবুলীমটর, বড় মটর—বাংলা ; গোল মটর, বুটানি—হিন্দি ; মটর, থান্দু—পাঞ্জাব ; লার-কানা—সিন্ধুদেশ ; ভাটান্, ওটন্—বোম্বে ; ভাটানি—মহারাষ্ট্র ; ভটান্, পটন্—গুজরাট ; ভেল্ল, পটনি—তামিল ; পট্‌নলু, গুন্দু সনি-ঘেলু—তেলেগু ; বটগল্লি—কানপুর ; পই—ব্রহ্মদেশ ; হুমুস—আরব।

কলায়ো মুণ্ডচণকো হরেণুশ্চ সতীনকঃ।
ত্রাসনো নালকঃ কণ্টী সতীনশ্চ হরেণুকঃ॥
কলায়ঃ কুরুতে বাতং পিত্তদাহকফাপহঃ।
রুচিপুষ্টিপ্রদঃ শীতঃ কষায়শ্চাম্লদোষকৃৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্যাদিবর্গঃ

নামপর্যায় :—কলায় মুণ্ডচণক, হরেণু, সতীনক, ত্রাসন, নালক, কণ্ঠী, সতীন, হরেণুক—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—কলায় বায়ুকারক, পিত্ত, দাহ ও কফনাশক, রুচিকর, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য, কষায়রস, আমদোষকারক।

জন্মস্থান :—হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় শীতকালে চাষ হয়।

বর্ণনা :—দুই জাতীয় মটর আছে—কাবুলী মটর এবং ছোট মটর (Pisum arvense Linn)। কাবুলী মটর শ্বেতবর্ণ; ছোট মটর বা দেশী মটর আকারে ক্ষুদ্র। ইহার দানা ছোট এবং পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। কেহ কেহ ইহাকে পায়রা মটর বলে। কাবুলী মটরের পত্রিকা ৪-৬টি এবং ছোট মটরের পত্রিকা ২-৪টি হয়। এইগুলি প্রকৃত এ দেশীয় মটর। কার্ত্তিক মাসে ফুল হয় এবং পৌষমাসে শুঁটি পাকিয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—কলাই।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মটরের ছাল রুক্ষ, ইহা অধিক ব্যবহার করিলে পেটের পীড়া হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ—কাঁচা খাইলে "আমাশয়" রোগ হওয়া সম্ভব।

Fig.—Lamarck, III, iii t, 633 ; Journ. Linn. Soc. Bot., xii, t. I ; Fig 10

Ref.—F. B. I., ii 203 ; Roxb., F. I. iii, 321 ; B. P., i. 369 ; Prain H. H., 192 ; Voigt, H. S., 226.
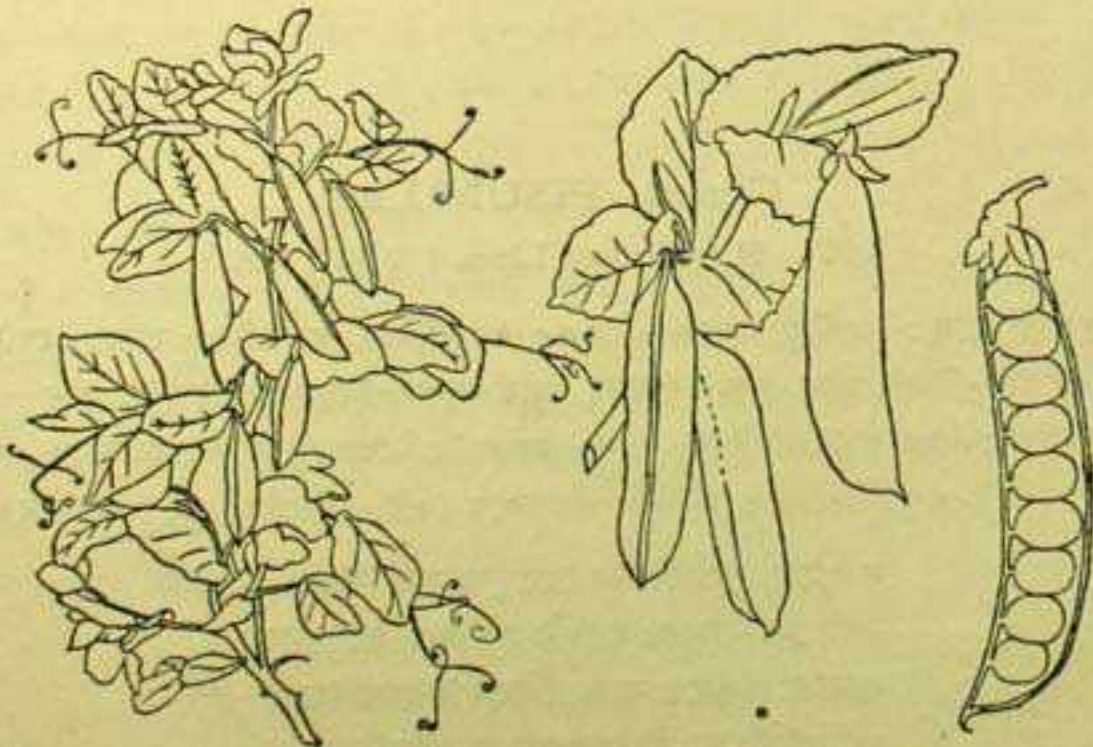
207. Pisum sativum Linn. (কাবুলি মটর)

Genus—PONGAMIA Vent.

208. P. glabra Vent. (ডহর করঞ্জা)

ভাষানুসারী নাম :—নক্তমাল, চিরবিল্ব—সংস্কৃত ; ডহর করঞ্জা—বাংলা ; করঞ্জ, করোদা, করঞ্জি—হিন্দি ; কোরাঞ্জ—উড়িয়া ; করঞ্জ—পাঞ্জাব ; কিরমাল—বোম্বে ; সিরমু, করঞ্জ—মহারাষ্ট্র ; কন্‌জি—গুজরাট ; পোঙ্গা—তামিল ; কাম্বুগাচেট্টু—তেলেগু ; পোঙ্গা—কানপুর ; পোঙ্গম্—মালয় ; খিন্-উইন—ব্রহ্মদেশ ; উন্না মারাম—মালাবার।

> করঞ্জো নক্তমালশ্চ পূতিকশ্চিরবিল্বকঃ।
> পূতিপর্ণো বৃক্ষফলো রোচনশ্চ প্রকীর্য্যকঃ॥
> করঞ্জঃ কটুরুষ্ণশ্চ চক্ষুষ্যো বাতনাশনঃ।
> তস্য স্নেহোঽতিস্নিগ্ধশ্চ বাতঘ্নঃ স্থিরদীপ্তিদঃ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—করঞ্জ, নক্তমাল, পূতিক, চিরবিল্বক, পূতিপর্ণ, বৃক্ষফল, রোচন, প্রকীর্য্যক—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—করঞ্জ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুরপক্ষে হিতকর, বায়ুনাশক। ইহার স্নেহ অতিশয় স্নিগ্ধ, বাতনাশক, দীপ্তিকারক।

জন্মস্থান :—মধ্য এবং পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত স্থানে, কঙ্কনদেশে প্রচুর দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ, সুন্দরবন এবং গঙ্গানদীর উভয় তীরে বিস্তর গাছ আছে ; বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, ছোটনাগপুর জেলার জঙ্গলের ধারে ও নদীর ধারে জন্মে।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ, প্রায় বৎসরের সকল সময়ে পত্র থাকে। পত্র উজ্জল লোমযুক্ত, মসৃণ, পাকুড়ের পাতার ন্যায়, সবুজবর্ণ, পক্ষাকার। পত্রিকা ৫-৭টি। পত্রদণ্ডের উভয়দিকে থাকে, ২-৫ ইঞ্চি লম্বা ; পত্রের শিরা উভয়দিকে সমান্তরাল। পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ডের সমান, শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, এক একটি দণ্ডে বিস্তর ফুল থাকে। পুষ্প শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ এবং বেগুনে রংয়ের, ½ ইঞ্চি লম্বা, পশ্চাৎদিক রেশমের ন্যায়। পুংকেশর ১০টি, দশম কেশরটি ফুলের ঠিক মধ্যভাগে থাকে। ফুল শক্ত ও চিক্কণ লোমযুক্ত। ফুলের পশ্চাৎদিকে নাক আছে ; বোঁটা একটু বক্র। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ও চেপ্টা, ডিম্বাকৃতি, অতিশয় শক্ত, ফলের পশ্চাৎভাগ ঈষৎ বক্র। বীজ ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, তৈলে পরিপূর্ণ। করঞ্জার পুষ্পদণ্ড গুচ্ছাকারে সজ্জিত। চৈত্র-বৈশাখে ফুল হয়। প্রত্যেক ফলে একটি বীজ থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূলত্বক্, পত্র, বীজের শাঁস, কাণ্ডত্বক্।

বৈদ্যকে করঞ্জার ব্যবহার।

চরক—(১) **কুষ্ঠে** ডহরকরঞ্জার ফল :—ইন্দ্রযব ও ডহরকরঞ্জার ফলের লেপ প্রসিদ্ধ কুষ্ঠাপহ (চিঃ

৭ অ:)। (২) **অর্শরোগে** ডহরকরঞ্জার পত্র :—অর্শোরোগী অন্নভোজনের পূর্বে, তিলতৈল ও গব্যঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ডহরকরঞ্জার পত্র ভাজিয়া শক্তুর সহিত সেবন করিবে। ইহা বায়ু ও মলের অনুলোমক (চি: ৯ অ:)। (৩) **বিসর্পে** ডহরকরঞ্জার ত্বক্—পিষ্ট ঈষদুষ্ণ ডহরকরঞ্জার ছাল বিসর্পরোগীর গাত্রে লেপন করিবে (চি: ১১ অ:)।

সুশ্রুত :—(১) **কচ্ছুপামাবিচর্চ্চিকায়** ডহরকরঞ্জা তৈল—ডহরকরঞ্জা তৈল কচ্ছ্বাদি চর্মরোগে হিতকর (চি: ২০ অ:)। (২) **বাতজশূলে** ডহরকরঞ্জাঙ্কুর—ডহরকরঞ্জার কোমল পত্র তিল তৈলে ভাজিয়া বাতশূলরোগী সেবন করিবে (উ: ৪২ অ:)। (৩) **রক্তপিত্তে** ডহরকরঞ্জাবীজ—ডহরকরঞ্জাবীজ মধু ও ঘৃত যোগে সেবন করিবে। ইহা রক্ত পিত্তনাশক (উ: ৪৫ অ:)। (৪) **বমনে** ডহরকরঞ্জা পত্র—ডহরকরঞ্জা পত্র দ্বারা সিদ্ধ যবাগূ বমন নিবারণার্থ সেব্য (উ: ৫০ অ:)। (৫) **উরুস্তম্ভে** ডহরকরঞ্জাবীজ—ডহরকরঞ্জা বীজ ও সর্ষপ, গোমূত্রে পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিবে। ইহা উরুস্তম্ভে হিতকর (চি: ৫ অ:)। (৬) **কুষ্ঠে** করঞ্জাতৈল—কুষ্ঠের ক্ষতে ডহরকরঞ্জা বীজের তৈল কিম্বা সর্ষপ তৈল সেচন করিবে (চি: ৯ অ:)।

বাগ্‌ভট—গ্রন্থিবিসর্পে ডহরকরঞ্জাত্বক—ডহরকরঞ্জাত্বকের প্রলেপ শিলা পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে—গ্রন্থিবিসর্প যে বিলীনতা প্রাপ্ত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ? (চি: ১৮ অ:)।

চক্রদত্ত ঃ—(১) **পক্কশোথপ্রভেদনে** ডহরকঞ্জা মূল—ডহরকরঞ্জার মূলত্বক্ প্রলেপ দিলে পক্ক স্ফোটক বিদীর্ণ হয় (ব্রণশোথ চি:)। (২) **নেত্ররোগে করঞ্জাবীজ**—ডহরকরঞ্জার বীজশস্য পলাশফুলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি উত্তম মধুসহ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিলে, কুসুম নামক নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় (নেত্ররোগ চি:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—আয়ুর্বেদ মতে ইহার তৈল চর্মরোগে হিতকর ও বাতে বিশেষ ফলপ্রদ। ক্ষতস্থানে পোকা হইলে, ইহার পাতার পুল্‌টিস্ দিলে পোকা মরিয়া যায় (Dutt)। ছালের রস গাণেরিয়া নিবারক। করঞ্জার পাতার ক্বাথ বাতে সেঁক দিলে ও ধোয়াইলে উহা আরাম হয়। শিকড়ের রস সাধারণ ক্ষত ও অর্শের ক্ষত আরাম করে (Ainslie)। করঞ্জার তৈল চর্মরোগে হিতকর (Pharna. Ind.79)। ডাক্তার Gibson বলেন, ইহার তৈল পাঁচড়া, নানাবিধ চর্মরোগের মহৌষধ। ইহার তৈলে চুণ ও লেবুর রস সমভাগে মিশাইয়া যখন পীতবর্ণ হয় তখন ক্ষতে লাগাইতে হয়। ক্ষত যদি পুরাতন হয় তবে উহাতে চাউলমুগরার তৈল, কর্পূর ও গন্ধকযোগে প্রস্তুত করিতে হইবে। ঘায়ের পোকা নষ্ট করিবার জন্য করঞ্জার রস, নিম এবং নিশিন্দা (vitex negundo) ব্যবহার করিতে হয়। করঞ্জার পত্র, চিতা ও গোলমরিচ গুঁড়া করিয়া দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠে লাগাইলে কুষ্ঠ আরাম হয় (Dymock)।

করঞ্জা হুপিং কাসি ও পুরাতন সর্দ্দিজনিত ফুসফুস প্রদাহে হিতকর (Surg. B. Eers).। পেটের ক্রিমিতে করঞ্জার মূলের রস পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। হামের প্রাবল্যের সময়

ইহার মূলের ত্বক্ জলে পেষণ করিয়া পান করিলে হাম আক্রমণ করিতে পারে না। ইহার বীজের শাঁস কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে জলোদর নিবৃত্তি পায়। অম্লপিত্ত রোগীকে ভোজনের পূর্বে করঞ্জা পত্রের মুকুল গব্য ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করাইবার পরে অল্প গরম জল পান করাইয়া বমন করাইলে অম্লপিত্ত আরাম হয়। করঞ্জার পত্র ও সরস মূল, আমলকীর রস, মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে, শোথ, কফ ও পিত্তজনিত হাম বিনষ্ট হয়। পত্রের রস সরিষার তৈলে প্রক্ষেপ পূর্বক পান করিলে শ্লীপদ (গোদ) রোগ আরাম হয়। করঞ্জার পাতা, পেটফাঁপা, অজীর্ণ ও উদরাময়ে হিতকর। ইহার ফুল বহুমূত্র রোগনাশক এবং ইহার ফল সুতায় বাঁধিয়া গলদেশে ধারণ করিলে ঘুংড়িকাশি আরাম হয় (Ind. Med. Gaz., 1888)। করঞ্জা পাতার ক্বাথে স্নান করিলে বাতের বেদনা আরাম হয় (Rheede)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—চর্মরোগে বাহ্য প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বীজের তৈল—যে কোন চর্মরোগ, হারপিস্ এবং বাতে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক ডহরকরঞ্জকে লেখনীয়, ভেদনীয়, এবং কণ্ডুঘ্ন বর্গে পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** আরগ্বধাদি, সালসারাদি, অর্কাদি, ও শ্যামাদিগণে করঞ্জদ্বয় পাঠ করিয়াছেন। তেল-যোনিফলবর্গে **চরক** (সূ: ১৩ অ:) করঞ্জ এবং **সুশ্রুত** (চি: ৩১ অ:) করঞ্জ ও পূতিক পাঠ করিয়াছেন **সুশ্রুত** করঞ্জ ও পূতিকতৈলকে দুষ্টব্রণের হিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 341 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 3 ; Bedd., Fl. Sylv., t. 177.

Ref.—F.B.I., ii. 240 ; Roxb., Fl. Ind. iii. 239 ; B.P., i, 407 ; Prain, H H., 200 ; Voigt. H. S., 239.
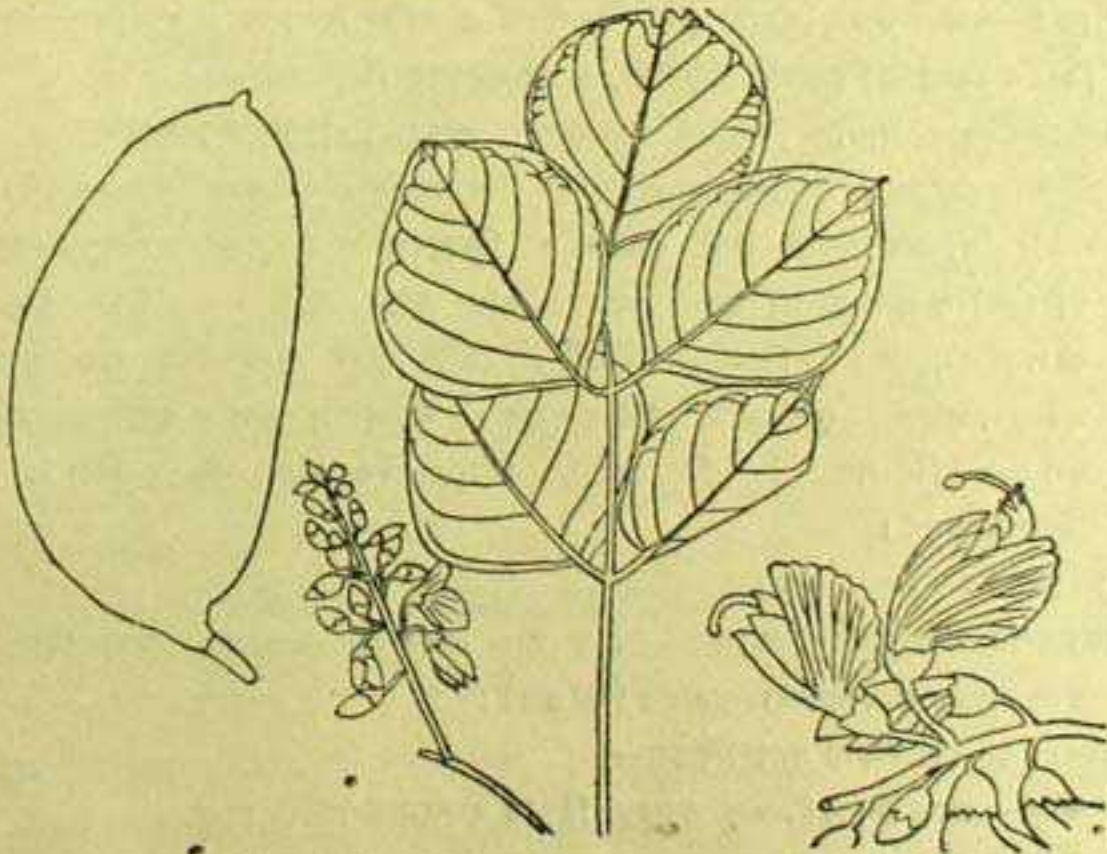
208. Pongamia glabra Vent. (ডহর করঞ্জা)

Genus—PROSOPIS Linn.

209. P. specigera Linn. (শমী)

ভাষানুসারী নাম :—শমী—সংস্কৃত ; শমী—বাংলা ; ছিকুর, ঝান্—হিন্দি ; কান্দি, শমী—সিন্ধুদেশ ; সেমরু—গুজরাট ; শমী—মহারাষ্ট্র ; সভন্দল্—উড়িষ্যা ; সৌন্দর্, শের্, শমী—বোম্বে ; পেরুম্বি, জাম্ব্—তামিল ; চানি, শমী—তেলেগু ; ছৌী—কানপুর।

> শমী শান্তা তুঙ্গা কচরিপুফলা কেশমথনী।
> শিবেশা নৌর্লক্ষ্মীস্তপনতনুনষ্টা শুভকরী॥
> হবির্গন্ধা মেধ্যা দুরিতশমনী শঙ্কুফলিকা।
> সুভদ্রা মঙ্গল্যা সুরভিরথ শাপাপশমনী॥
> ভদ্রাঽথ শঙ্করী জ্ঞেয়া কেশহন্ত্রী শিবাফলা।
> সুপত্রা সুখদা চৈব পঞ্চবিংশাভিধা মতা॥
> শমী রুক্ষা কষায়া চ রক্তপিত্তাতিসারজিৎ।
> তৎ ফলং তু গুরু স্বাদু তিক্তোষ্ণং কেশনাশনম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শমী, শান্তা, তুঙ্গা, কচরিপুফলা, কেশমথনী, শিবেশা, নৌ, লক্ষ্মী, তপন, তনুনষ্টা, শুভকরী, হবির্গন্ধা, মেধ্যা, দুরিতশমনী, শঙ্কুফলিকা, সুভদ্রা, মঙ্গল্যা, সুরভিরথ, শাপাপশমনী, ভদ্রা, শঙ্করী, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, সুপত্রা, সুখদা।—এই পঁচিশটী নাম।

গুণপর্যায় :—শমী—রুক্ষ, কষায় রস, রক্তপিত্ত ও অতিসারনাশক। শমীফল—গুরুপাক, মিষ্টরস, বিপাকে তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, ও কেশনাশক।

জন্মস্থান :—বিহার, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, রাজপুতনা, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, বঙ্গদেশ।

বর্ণনা :—কাঁটাযুক্ত মাঝারি আকারের উদ্ভিদ্; শাখাপ্রশাখা অবনত ও ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত। বাহিরের কাষ্ঠ ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। ভিতরের কাষ্ঠ পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাঁটা অধিক বা অল্প পরিমাণ; আবার স্থানে স্থানে থাকে না। কাঁটা ⅛-⅜ ইঞ্চি, সরল ও ধূসরবর্ণ। পত্রিকা ১৬-২৪টী। বোঁটা ছোট, ⅛-⅜ ইঞ্চি লম্বা, ধূসরবর্ণ ও মসৃণ লোমযুক্ত। ফুল ছোট, বোঁটায় থাকে। শীতকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়। ফল ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ⅜ ইঞ্চি মোটা, বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। বীজ ১০-১৫টী, ফিকে ধূসরবর্ণ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও ত্বক্।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ ধারক (Stewart)। মধ্যভারতে ইহার ছাল বাতের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Watt)।

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ছাল—বাতে উপকারী এবং কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

বীজের খোলা—সঙ্কোচক।

মূল—গুঁড়া করিয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা গর্ভপাত প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করেন।

ছাই—চামড়ার উপরে ঘষিলে লোম উঠিয়া যায়।

Fig : Kritikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 371 ; Roxb., Cor. Pl., i. t. 63 ; Bedd., Fl. Sylv., t. 56.

Ref : F. B. I., ii, 288 ; B. P., i. 452 Watt, vi, Pt. IB. 340 ; Roxb., F. I, ii. 371.
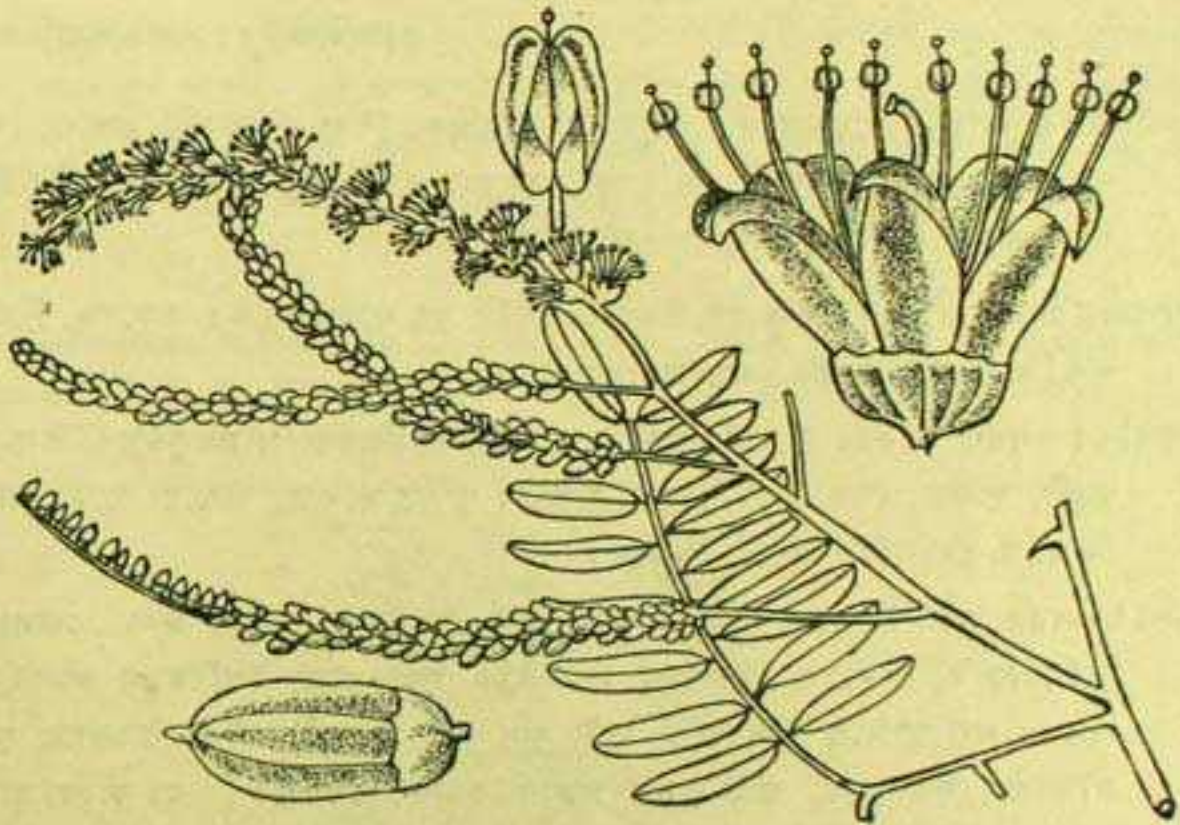
209. Prosopis specigera Linn. (শমী)

Geuus—PSORALEA Linn.

210. P. Corylifolia Linn. (হাকুচ) (বুচ্‌কি)

ভাষানুসারী নাম :—বাকুচী, সোমরাজী, সোমবল্লী—সংস্কৃত ; বুচ্‌কি হাকুচ—বাংলা ; বুকচী, বাবচী—হিন্দি ; বাউচী—মহারাষ্ট্র ; বাকচি—উড়িষ্যা ; বাউচিগে—কর্ণাট ; কর্পকরিশি—তেলেগু ; বগিবিট্টুলু—তামিল ; বাবচী—বোম্বে।

বাকুচী সোমরাজী চ সোমবল্লী সুবল্লিকা।
সিতা সিতাবরী চন্দ্র-লেখা চান্দ্রী চ সুপ্রভা॥
কুষ্ঠহন্ত্রী চ কাম্বোজী প্রতিগন্ধা চ বল্গুজা।
স্মৃতা চন্দ্রাভিধা রাজী কান্মারী চ তথৈন্দবী॥
কুষ্ঠদোষাপহা চৈব কান্তিদাঽ বল্গুজা তথা।
চন্দ্রাভিধা প্রভাযুক্তা বিংশতিঃ স্যাত্তু নামতঃ॥
বাকুচী কটুতিক্তোষ্ণা ক্রিমিকুষ্ঠকফাপহা।
ত্বক্ দোষ বিষকণ্ডূতি-খর্জুপ্রশমনী চ সা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—বাকুচী, সোমরাজী, সোমবল্লী, সুবল্লিকা, সিতা, সিতাবরী, চন্দ্রলেখা, চান্দ্রী, সুপ্রভা, কুষ্ঠহন্ত্রী, কাম্বোজী, প্রতিগন্ধা, বল্গুজা, চন্দ্রাভিধা, রাজী, কান্মারী, ইন্দবী, কুষ্ঠদোষাপহা, কান্তিদা, অবল্গুজা—এই কুড়িটী নাম।

গুণপর্যায়ঃ—বাকুচী—কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কফনাশক। ত্বক্‌দোষ, বিষদোষ, কণ্ডূতি, খর্জু (চুলকানি) প্রভৃতি রোগ নাশক।

জন্মস্থানঃ—সমগ্র ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়ার পতিত জমিতে, রাস্তার ধারে, জঙ্গলের কিনারায়, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—সবল বর্ষজীবী গুল্ম, গাছ ১-৩ ফুট উচ্চ; শাখা দৃঢ়। পত্র ঈষৎ গোলাকার, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারায় খাঁজযুক্ত, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে। লম্বা পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ ১-৩০টী ফুল হয়, ফুল পীতবর্ণ। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়। শুঁটি ছোট, কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ লোমযুক্ত। যত্ন করিয়া রাখিলে গাছ ৫-৭ বৎসর জীবিত থাকে।

ব্যবহার্য অংশঃ—বীজ। মাত্রা—বীজচূর্ণ ১-২ আনা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—দেশীয় বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বীজ মৃদুবিরেচক এবং রসায়ন, বলিয়া উক্ত আছে। কুষ্ঠ ও চর্মরোগে ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। ইহা ক্রিমিনাশক (Dymock)। কঙ্কন দেশে ইহার বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার বীজের তৈল কুষ্ঠে প্রয়োগ হয়, ইহাতে শ্বেতবর্ণ দাগগুলি অন্তর্হিত হয়। ইহার বীজ মৃদুবিরেচক, উত্তেজক, কামোত্তেজক ও ক্রিমিনাশক। ইহার বীজ পাকস্থলীর সংশোধক ও কুষ্ঠনাশক (K. L. Dey)।

Glossary:—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজঃ—অগ্ন্যুদ্দীপক, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বর্দ্ধক, ক্রিমিনাশক প্রস্রাবকারক, ঘর্মকারক। কুষ্ঠ, শ্বেতী বা অন্যান্য চর্মরোগে উপকারী। কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—আত্রেয় সংহিতার মতে "হাকুচ, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক। ইহার প্রলেপে ছুলি ও শ্বেতি বিনষ্ট হয়।" ইহা রসায়ন, নার্ভের বলপ্রদ, রেচক, বৃষ্য ও উষ্ণ। ইহা কুষ্ঠ ও অন্যান্য চর্মবিকারে সেবন ও লেপনার্থ ব্যবহার করা হয়। (R. N. Khori, 2nd part, page 225)। Dr. Bhaoaji of Bombay এবং অন্যান্য ডাক্তারেরা ক'এক বৎসর পূর্বে বহু কুষ্ঠরোগীকে ইহা সেবন করাইয়া ফল লাভ করিয়াছিলেন। Dr. K. L. Dey এর মতে ইহার বীজের "অলিও রেজিনাশ্ এক্‌ট্রাক্ট" মাখমের সহিত প্রলেপ দিলে ক'এক দিনের মধ্যে শ্বেত কুষ্ঠাক্রান্ত অঙ্গ লাল হইয়া যায়। কচিৎ কিঞ্চিৎ বেদনাও অনুভূত হয়। কখনও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা বা ফুসকুড়ি উঠিয়া থাকে। কিন্তু উহাদিগকে না ছিঁড়িলে, না টিপিলে, অতি সত্বর আপনা হইতেই শুষ্ক হয় এবং সেইস্থানে একটী কাল দাগ পড়ে। এই কালদাগটী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শ্বেতবর্ণ স্থানটুকুকে গাত্রসবর্ণতা দান করে—কখন বা প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে শ্বেতকুষ্ঠ আরাম হইলে আর নূতন আবির্ভাব হইতে পারে না।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 300A ; Burm. Fl. Ind., t. 49.
Ref.– F. B. I., ii, 103 ; Roxb., F. I., iii. 387 ; B. P., i. 429 ; Prain, H.H. 203 ; Voigt, H.S., 211.
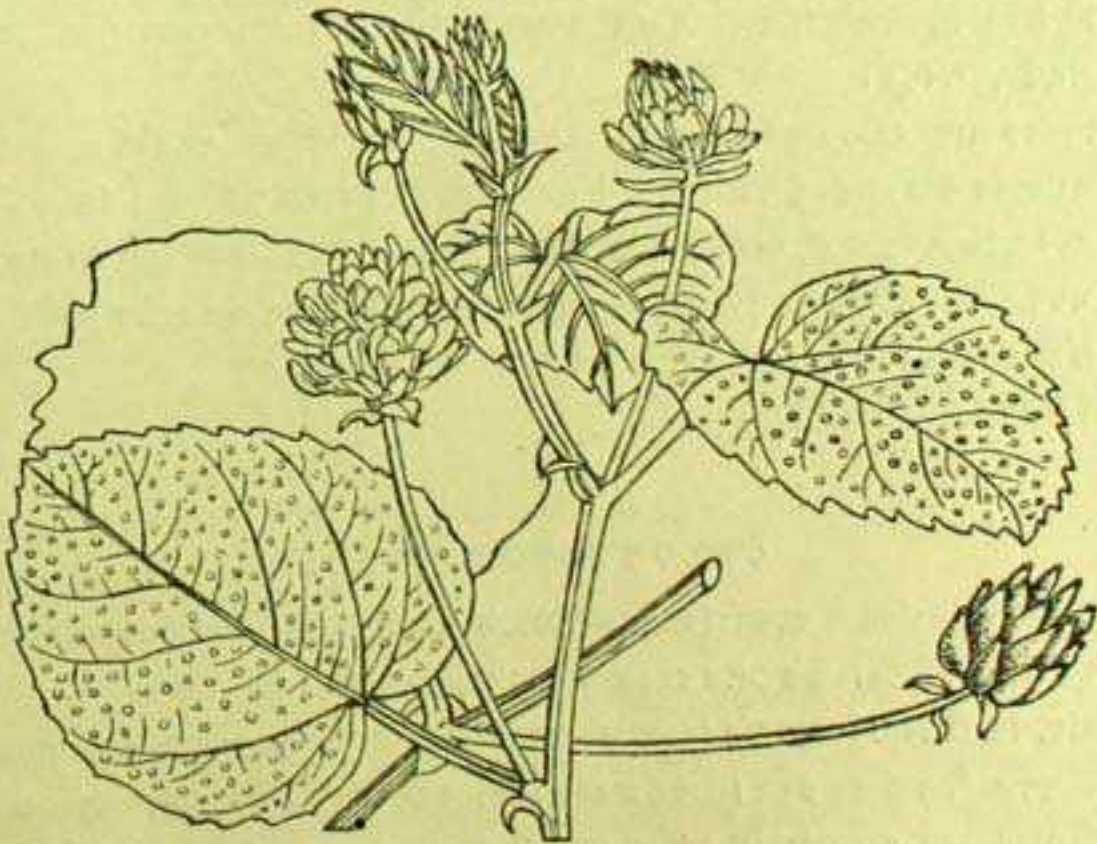
210. Psoralea corylifolia Linn. (হাকুচ)

Genus—PTEROCARPUS Linn.

211. P. santalinus Linn. (রক্তচন্দন)

ভাষানুসারী নাম ঃ—রক্তচন্দন—সংস্কৃত ; রক্তচন্দন—বাংলা ; লালচন্দন, রক্তচন্দন—হিন্দী ; রক্তচন্দন—মহারাষ্ট্র ; রতাঞ্জলি—বোম্বে ; রতাঞ্জলি—গুজরাট ; সেন্‌শাণ্ডনম্, রক্তচন্দন—তামিল ; এরর্‌গন্ধপুচেক, গেরাচন্দন, কুচন্দন—তেলেগু ; অগুরু—কানপুর ; রক্তচন্দনম্—মালয় ; শন্দকু—ব্রহ্মদেশ ; উন্‌দাম্—আরব ; বুকুম—পারস্ত।

> **রক্তচন্দনমিদঞ্চ লোহিতং শোণিতঞ্চ হরিচন্দনং হিমম্।**
> **রক্তসারমথ তাম্রসারকং ক্ষুদ্রচন্দনমথার্কচন্দনম্॥**
> **রক্তচন্দনমতীব শীতলং তিক্তমীক্ষণগদাস্রদোষনুৎ।**
> **ভূতপিত্তকফকাসসজ্বরভ্রান্তিজন্তুবমিজিৎতৃষাপহম্॥**
> **রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদিবর্গঃ।**

নামপর্যায় ঃ—রক্তচন্দন, লোহিত, শোণিত, হরিচন্দন, হিম, রক্তসার, তাম্রসার, ক্ষুদ্রচন্দন, অর্কচন্দন—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—রক্তচন্দন—অতিশীতবীর্য, তিক্তরস, চক্ষুর দীপ্তিবর্দ্ধক হিতকর ও রক্তদোষ-নাশক। ভূতদোষ, পিত্তদোষ, কফ, কাস, জ্বর, ভ্রান্তিদোষ ও ক্রিমিনাশক, এবং বমি ও তৃষ্ণা নিবারক।

জন্মস্থান ঃ—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে এবং উত্তর আর্কট নামক স্থানে দেখা যায়, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—বড় গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। বল্কল কৃষ্ণবর্ণের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ রক্তবর্ণ। পত্রিকার মস্তক ভাগ কিঞ্চিৎ চাপা। ৩-৫ ইঞ্চি পর্যন্ত জন্মে, চামড়ার ন্যায় শক্ত, পত্রিকার উভয় দিকই গোলাকার ; নিম্নে মসৃণ অস্পষ্ট লোম আছে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, উহার চতুর্দিকে ফুল হয়। পুংকেশর ২-৩টী। শুঁটি পশমময়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বৈদ্যকে রক্তচন্দনের ব্যবহার।

বাগ্‌ভট ঃ—পিত্তোৎক্লিষ্ট ও রক্তোৎক্লিষ্ট **নেত্ররোগে** লোহিতচন্দন—লোহিতচন্দনযোগে কথিত দুগ্ধ রক্ত বা পিত্তোৎক্লিষ্ট নেত্রে সেচন করিবে (উঃ ৯ অঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকগণের মতে তিন প্রকার চন্দন গাছ আছে—শ্বেত, পীত ও রক্তচন্দন। রক্তচন্দন ধারক, বলকারক। ইহা মাথাধরা ও প্রদাহ নিবারণ করে এবং চর্মরোগ, জ্বর ও ফোড়ার শান্তিকর এবং চক্ষুর দীপ্তিবর্দ্ধক। মাথা ধরিলে কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Beadon Powell)।

চন্দনের কাষ্ঠ জলে ঘষিয়া লিঙ্গ ধৌত করিলে উহার ফুলা কমিয়া যায় (Surgeon, Gray)। চন্দন কাষ্ঠের ক্বাথ ধারক এবং পুরাতন রক্তআমাশয় নিবারণ করে (Dutt)। মাত্রা কাষ্ঠ ½-১ তোলা। তৈল ৫-১৫ ফোঁটা।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়**—

কাষ্ঠ—সঙ্কোচক, রসায়ন, পোড়াঘায়ে বাহ্য প্রলেপে স্নিগ্ধকারক, মাথাধরা, রক্তের প্রদাহ চর্মরোগ, জ্বর ও ফোড়ায় উপকারী। দৃষ্টিশক্তি বৰ্দ্ধক, ও ঘর্মকারক। কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

Fig.—Bedd. Fl. Sylv., t. 22 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 339.
Ref.—F.B.I., ii, 239 ; Roxb., F.I. iii. 234 ; Watt. VI., Pt., IB. 357.
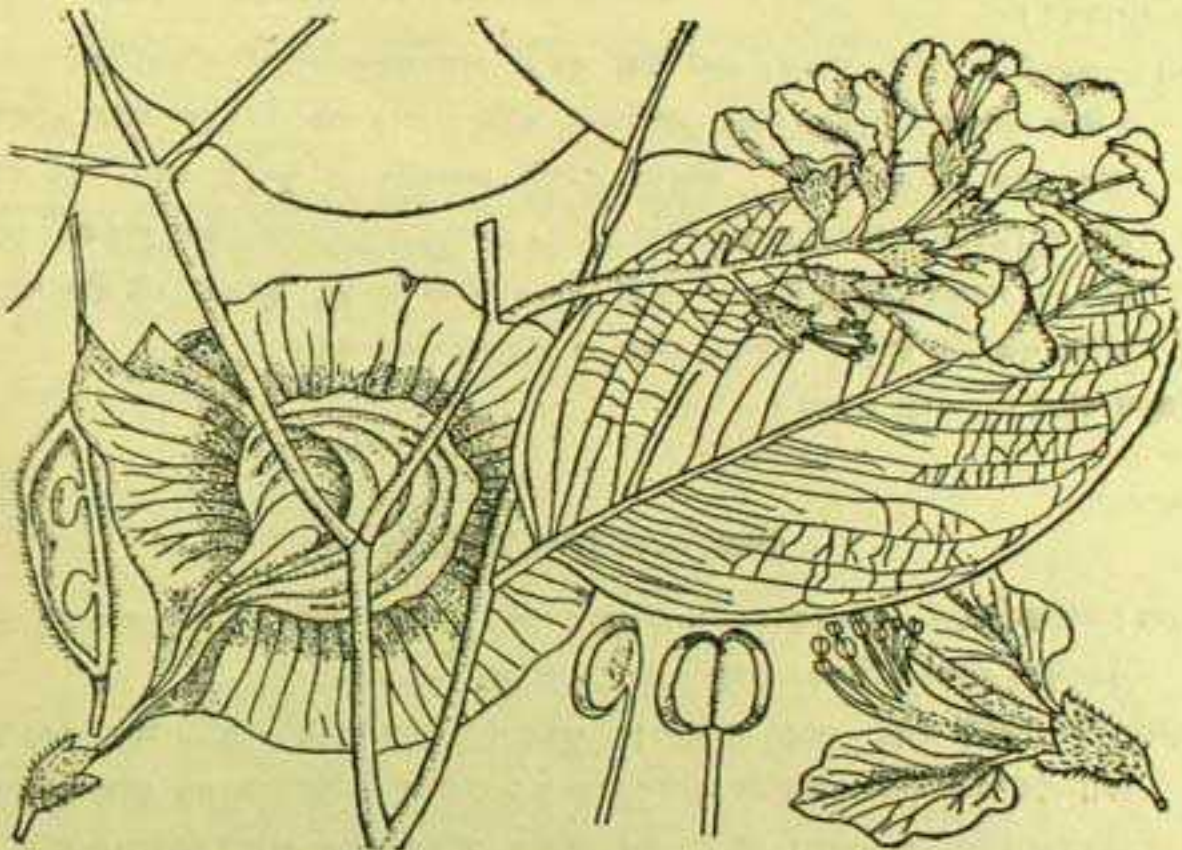
211. Pterocarpus Santalinus Linn. (রক্তচন্দন)

212. P. marsupium; Roxb. (**পীতশাল**)

ভাষানুসারী নাম:—অসন—সংস্কৃত ; পীতশাল—বাংলা ; বীজ, অসনা, বীজসার—হিন্দি ; পিয়াশাল, বীজশা—উড়িষ্যা ; অসন, পিয়াসাল, বীজ—বোম্বে ; অসন, হুলি—মহারাষ্ট্র ; বিয়া—গুজরাট ; ভেঙ্গাই—তামিল ; পিদিগ, ভিপি—তেলেগু ; বিবলা—কানপুর ; বাল্পু—কর্ণাট ; কারিম্বগব—মালয়।

অসনস্তু মহাসর্জঃ সৌরির্বন্ধুকপুষ্পকঃ।
প্রিয়কো বীজবৃক্ষশ্চ নীলকঃ প্রিয়শালকঃ॥
অসনঃ কটুরুষ্ণশ্চ তিক্তো বাতার্ত্তিদোষনুৎ।
সারকো গলদোষঘ্নো রক্তমণ্ডলনাশনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—অসন, মহাসর্জ, সৌরি, বন্ধুকপুষ্পক, প্রিয়ক, বীজবৃক্ষ, নীলক ও প্রিয়শালক—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—অসন—কটুরস, উষ্ণবীর্য, বিপাকে তিক্তরস, বায়ুরোগনাশক, বিরেচক, গলদোষ নাশক এবং রক্তমণ্ডল নাশক।

জন্মস্থান ঃ—মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, মান্দ্রাজ, রাজমহলের পাহাড়, বিহার; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—বৃহৎকায় বৃক্ষ। ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায়। ত্বক্ ১ ইঞ্চি, ধূসরবর্ণ, গাছের গাত্রে লম্বাদিকে কাটা; কাষ্ঠ শক্ত। ইহার আঠা লালবর্ণ। পত্রে নরম লোম আছে। পত্রিকা ৪-৭টী, লম্বাকৃতি ও স্থূলাগ্র, পাতা বড় হইলে মসৃণ লোমদ্বারা আবৃত। পত্রের শিরা ১৫-২০ জোড়া, ফুল পীতবর্ণ কিম্বা শ্বেতবর্ণ। ফুলের পাপ্ড়ি সবুজবর্ণ, ⅙-⅛ ইঞ্চি। শুঁটি ১½-২ ইঞ্চি চওড়া, ইহাতে ২টি বীজ থাকে; শুঁটির পক্ষ ½-¾ ইঞ্চি। বর্ষাকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—আঠা ও ত্বক্।

বৈদ্যকে অসনের ব্যবহার।

চরক ঃ—রক্তপিত্তে—অসনক্ষার—অসনবৃক্ষের ত্বক্ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ঘৃত ও মধু যোগে রক্তপিত্তী সেবন করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। মাত্রা, ২-৪ আনা।

সুশ্রুত ঃ—(১)**কুষ্ঠে** অসন—অসন সর্বপ্রকার কুষ্ঠনাশ করিতে পারে। (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **চক্ষুঃ কামিলে** অসনসার—অসনের সারবান কাষ্ঠ ৮ তোলা, গণিয়ারী মূলের ছাল ৮ তোলা উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া আট সের জলের সহিত কাথ প্রস্তুত করিবে—চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া উহাতে দুই সের পরিপুষ্ট মাষকলাই সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইবার কালে উহাতে চিতার মূলচূর্ণ ২ তোলা এবং আধসের কাঁচা আমলকীর রস প্রদান করিবে। মাষকলাই বেশ সিদ্ধ হইলে, নামাইয়া শীতল হইলে মধু ও ঘৃত সহ, বলানুসারে ভোজন করিতে দিবে। লবণ পরিত্যাগ করিবে। মাষকলাই জীর্ণ হইলে, মুগ ও আমলকীর যূষ প্রস্তুত করিয়া, এই যূষের সহিত ঘৃত মিশ্রিত অন্ন বিনা লবণে ভোজন করিতে দিবে (চিঃ ২৭ অঃ)

বঙ্গসেন ঃ—(১)**উপদংশে** অসন সার—খাদির কাষ্ঠ ও অসনসারের কাথ, শোধিত গুগ্‌গুলু কিম্বা ত্রিফলাচূর্ণসহ সেবন করিবে। ইহা উপদংশে হিতকর (উপদংশাধিকার)।

(২) পশ্চাত্তকে নাম বালরোগে অসনপুষ্প—অসনপুষ্পের অতি সূক্ষ্মচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া তণ্ডুলবারি(আমানি)দ্বারা বটী প্রস্তুত করিয়া পশ্চাত্তিকরোগগ্রস্ত বালককে সেবন করাইবে।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—হিন্দু ও মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার আঠা দাঁতের বেদনা নিবারক বলিয়া নির্দ্দেশ দেন (Ainslie).

গোয়া দেশে ইহার ছাল ধারক বলিয়া ব্যবহার করে (Dymock)। ইহার আঠা উদরাময়, অম্ল ও দম্‌কা ভেদ নিবারণ করে ; ছোট ছোট বালকদের এবং রুগ্ন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর (Pharm. Ind.)। Dr. Rumphius বলেন যে ইহার আঠা উদরাময় নিবারণ করে এবং পাতা ছেঁচিয়া বাহ্যিক প্রলেপ দিলে ফোড়া, সকল প্রকার ক্ষত এবং চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

আঠা—উত্তম সঙ্কোচক, উদরাময় ও দম্‌কা ভেদ নিবারক। দাঁতের যন্ত্রণায় উপকারী।

পাতা—ছেঁচিয়া বাহ্যিক প্রলেপ দিলে ফোড়া, সকল প্রকার ক্ষত ও চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়।

ছাল—সঙ্কোচক।

মন্তব্যঃ—**চরক** উদর্দপ্রশমনবর্গে এবং **সুশ্রুত** সালসারাদিবর্গে অসন পাঠ করিয়াছে। **সুশ্রুত** রক্তপিত্ত চিকিৎসায় অসন পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন।

Fig.—Bedd., Fl, Syl. t. 21 ; Roxb., Cor. Pl., t. 116 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 340.
Ref.—F.B.I., ii, 239 ; Roxb.. Fl. I., iii. 234 ; B.P., 412.
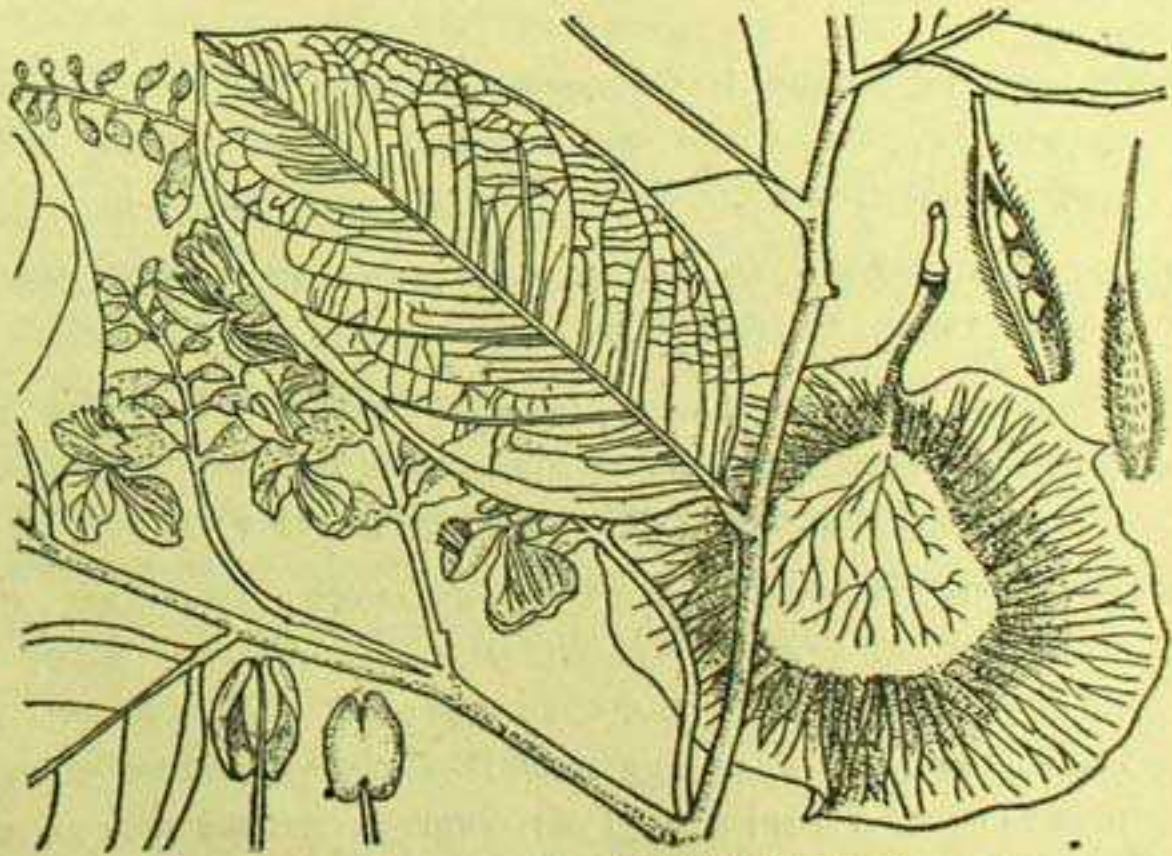
212. P. marsupium Roxb. (পীতশাল)

Genus—SARACA Linn.

213. S. indica Linn. (অশোক)

ভাষানুসারীনাম :—অশোক—সংস্কৃত ; অশোক—বাংলা ; অশোক—হিন্দি ; অশোক—উড়িয়া ; অশোক—বোম্বে ; অশোকা—মহারাষ্ট্র ; অশোপালভ্—গুজরাট ; কনকিলি, অশোক—তেলেগু ; অশোক—কানপুর ; থগাবো—ব্রহ্মদেশ ; আস্থনকার—কঙ্কন।

অশোকঃ শোকনাশঃ স্যাদ্বিশোকো বঞ্জুলদ্রুমঃ।
মধুপুষ্পোঽপশোকশ্চ কঙ্কেলিঃ কেলিকস্তথা॥
রক্তপল্লবকশ্চিত্রো বিচিত্রঃ কর্ণপূরকঃ।
সুভগঃ স্মরাধিবাসো দোষহারী প্রপল্লবঃ॥
রাগী তরুর্হেমপুষ্পো রামাবামাঙ্ঘ্রিঘাতকঃ।
পিণ্ডীপুষ্পো নটশ্চৈব পল্লবদ্রুর্দ্বিবিংশতিঃ॥
অশোকঃ শিশিরো হৃদ্যঃ পিত্তদাহশ্রমাপহঃ।
গুল্মশূলোদরাধ্মান-নাশনঃ ক্রিমিকারকঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—অশোক, শোকনাশ, বিশোক, বঞ্জুলদ্রুম, মধুপুষ্প, অপশোক, কঙ্কেলি, কেলিক, রক্তপল্লবক, চিত্র, বিচিত্র, কর্ণপূরক সুভগ, স্মরাধিবাস, দোষহারী, প্রপল্লব, রাগীতরু হেমপুষ্প, রামাবামাঙ্ঘ্রিঘাতক, পিণ্ডীপুষ্প, নট, পল্লবদ্রুপ এই বাইশটি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—অশোক—শীতবীর্য, হৃদ্য, পিত্ত, দাহ ও শ্রম নাশক। গুল্ম, শূল, উদরী, ও আধ্মান (পেটফাঁপা) নাশক, কিন্তু ক্রিমিকারক।

জন্মস্থান ঃ—পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণভারত, আরাকান, টেনাসরিম, বঙ্গদেশের বাগানে বসান হয়। চট্টগ্রামে বহু পরিমাণে দেখা যায় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় অনেক বাগানে যত্নে বসাইয়া থাকে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে।

বর্ণনা ঃ—শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। পত্রবৃন্ত ছোট ; পত্রিকা লম্বা। পত্রের অগ্রভাগ সরু। পত্র ৩-৯ ইঞ্চি লম্বা, ঘন সন্নিবদ্ধ। ফুল লাল, গুচ্ছবদ্ধ হয়, পাপ্‌ড়ি ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেশর পাপ্‌ড়ির ৩ গুণ ; শুঁটি ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা, এবং ১½-২ ইঞ্চি চওড়া। বীজ ৪-৮টি হয়, লম্বাকৃতি ও চেপ্টা। ফুলের গন্ধ রাত্রিকালে বাহির হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসে ফুল এবং আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়। ফুল ফুটিলে গাছের অতিশয় বাহার হয়। এই গাছ দেখিতে কতকটা Amherstia

nobilis এবং আমেরিকা দেশীয় Brownea গাছের তুল্য। বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এই গাছ বাগানে বসান যাইতে পারে। ভাবপ্রকাশের মতে অশোককে অঙ্গনা-প্রিয় বলা হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক্ ও বীজ।

বৈদ্যকে অশোকের ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—(১) **রক্তপ্রদরে** অশোক ছাল—কুট্টিত অশোকছাল ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ আধপোয়া, জল দেড় পোয়া, দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। শীতল হইলে পান করিতে দিবে (অসৃগ্দর চিঃ)। (২) **মূত্রাঘাতে** অশোকবীজ—অশোকবীজ একটি, শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইবে। ইহা মূত্রাঘাত (প্রস্রাবরোধ) ও অশ্মরীনাশক।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দু কবিরাজগণ ইহার ত্বক্‌কে স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় ঋতুকালীন পীড়ায়, বিশেষতঃ রক্তপ্রদর রোগে অতি মূল্যবান ঔষধ বলিয়া নির্দেশ করেন। ইহা বাধকরোগের পক্ষেও বিশেষ ফলপ্রদ। কিন্তু প্রদর রোগে অনেক সময় রক্তস্রাব কম হইলে ফল ভাল হয় না, এবং রোগীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। সে কারণ অশোক প্রদরে বিশেষ কার্যকর বলিয়া মনে হয় না। অশোকের কাথ দুগ্ধের সহিত পান করিলে জরায়ু সম্বন্ধীয় রোগে বিশেষ উপকার হয়। ফুলের গুঁড়া জলের সহিত পান করিলে রক্তামাশয় আরাম হয়। চৈত্রমাসে অশোক ষষ্ঠী ও অষ্টমী তিথিতে স্ত্রীলোকেরা ফুলের কুঁড়ি ভিজাইয়া পান করে। কথিত আছে যে, এইগাছে লুকায়িত মদনকে মহাদেব ভস্ম করিয়াছিলেন।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়**—

ছাল—সঙ্কোচক, জরায়ু প্রদাহ এবং রক্তপ্রদরে উপকারী। কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

মন্তব্য :—**চরকের** চিকিৎস্থিতস্থানের ৩০ অধ্যায়ে এবং **সুশ্রুতের** শারীর স্থানের ২য় অধ্যায়ে প্রদরেরচিকিৎসা লিখিত আছে; কিন্তু অশোকের নামোল্লেখ নাই। **রাজনিঘণ্ট তেও** অশোকের প্রদরনাশক গুণ স্বীকৃত হয় নাই। **চরক** অশোককে বেদনাস্থাপন ও সংজ্ঞাস্থাপন বর্গমধ্যে পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ)। রক্তপ্রদরে **কবিরাজেরা** রক্তরোধক বলিয়াই অশোক ব্যবহার করেন, 'বেদনাস্থাপন' বলিয়া ব্যবহার করেন না।

Fig :—Rheede, Hort, Mal, v. t. 59 ; Wight, I c., t. 206 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 360.

Ref.—F. B. I., ii 271 ; Roxb., F. I., ii, 280 ; B. P., i, 444 ; Prain, H. H., 206 ; Voigt. H, S., 246.
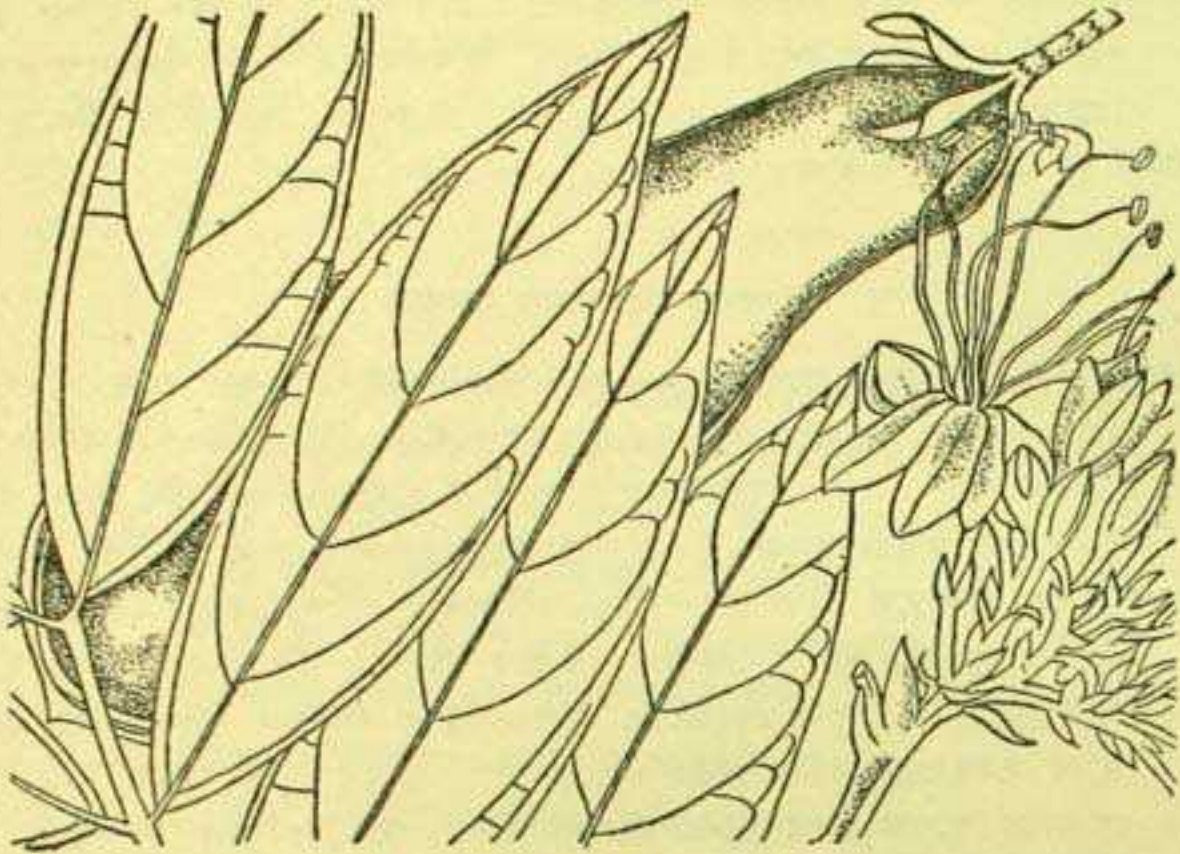
213. Saraca indica Linn. (অশোক)

Genus—SESBANIA. Scop.

214. S. aegyptiaca Pers. (জয়ন্তী)

ভাষানুসারী নাম ঃ—জয়ন্তী—সংস্কৃত ; জয়ন্তী—বাংলা ; জন্তী—হিন্দী ; জন্‌জন্—বোম্বে ; তৈতীমূল—উড়িয়া ; সোরেরি—মহারাষ্ট্র ; তোগরসে—কর্ণাট ; চম্পাই—তামিল ; সোমান্তি—তেলেগু ; হর-এল্-ফকূদ—আরব।

জয়ন্তী তু বলামোটা হরিতা চ জয়া তথা।
বিজয়া সূক্ষ্মমূলা চ বিক্রান্তা চাপরাজিতা॥
জ্ঞেয়া জয়ন্তী গলগণ্ডহারী তিক্তা কটূষ্ণাহ নিলনাশনী চ।
ভূতাপহা কণ্ঠবিশোধনী চ কৃষ্ণা তু সা তত্র রসায়নী স্যাৎ॥

রাজনিঘণ্টু ঃ। শতাহ্বাদিবর্গ ঃ।

নামপর্যায় ঃ—জয়ন্তী, বলামোটা, হরিতা, জয়া, বিজয়া, সূক্ষ্মমূলা, বিক্রান্তা ও অপরাজিতা —এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—জয়ন্তী—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য বিপাকে কটুরস, বায়ুনাশক, গলগণ্ডরোগ নাশক ভূতগ্রহ নাশক, কণ্ঠরোগে উপকারী, কৃষ্ণবর্ণের পুষ্প জয়ন্তী রসায়ন।

জন্মস্থান :—ইহা আফ্রিকাদেশীয় গাছ। বঙ্গদেশে বাগানে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া। হিমালয় প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে এবং শ্যামদেশে জন্মে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—এই গাছ ৬-১০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র দেখিতে তেঁতুল পত্রের ন্যায়। ৩-৬ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা ২১-২৪টী, মসৃণ লোমযুক্ত। ফুল ½-⅔ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। এই গাছ আরও দুই জাতীয় আছে—Sesbania picta Pers এবং S. bi-color. W. & A. (Bot. Reg. t. 873)। ইহাদের ফুলে গাঢ় লালবর্ণ টিপ্‌ টিপ্‌ দাগ আছে। প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ৩-১২টী ফুল থাকে। শুঁটি ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা ও সরু। শুঁটির ভিতর দুইটি বীজের মধ্যস্থল সঙ্কুচিত। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, ফুল, মূল ও বীজ।

বৈদ্যকে জয়ন্তীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত : (১) **জ্বরে** জয়ন্তীমূল—জয়ন্তীর মূল মস্তকে ধারণ করিলে জ্বর নিবৃত্তি পায় (জ্বর চিঃ)। (২) **ইক্ষুমেহে** জয়ন্তীমূল—জয়ন্তীমূলের কাথ মধুযোগে পান করিলে ইক্ষুমেহ প্রশমিত হয় (প্রমেহ চিঃ)। (৩) **মেঢ্রপাকে** জয়ন্তীপত্র—জয়ন্তীপত্রের কাথে মেঢ্র ধৌত করিলে মেঢ্রপাক বিনাশ পায় (উপদংশ চিঃ)। (৪) **মসূরিকার প্রথমাবির্ভাব-কালে** জয়ন্তীবীজ—গবাম্বুত সহ পিষ্ট ২৪টী জয়ন্তীবীজ বাসি জলের সহিত বসন্ত বাহির হইবার সময়ে পান করিবে (মসূরিকা চিঃ)। (৫) **শ্বিত্রে** শ্বেতজয়ন্তী মূল—রবিবারে শ্বেত জয়ন্তীমূল গবাম্বুতে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (৬) **প্রতিশ্যায়ে** জয়ন্তীপত্র—জয়ন্তীপত্র পেষণ পূর্ব্বক কলার পাতায় আল্গা করিয়া বাঁধিয়া অঙ্গারের উপরি স্থাপন করিবে। বেষ্টিত কদলীপত্র অর্দ্ধদগ্ধ হইলে তুলিয়া, সৈন্ধবলবণ ও সার্ষপতৈলযোগে ভক্ষণ করিলে প্রতিশ্যায় অর্থাৎ নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মাস্রাব নিবৃত্তি পায়।

ভাবপ্রকাশ :—**গর্ভধারণবারণার্থ** জয়ন্তীকুসুম—ঋতুকালে তিনদিন পুরাণগুড়যোগে পিষ্ট জয়ন্তীপুষ্প সেবন করিলে নারী বন্ধ্যা হয় (বন্ধ্যা চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—যে সকল লোকের সকল ঋতুতেই সর্দ্দি হয় এবং প্রচুর স্রাব নির্গত হয়, জয়ন্তীপাতা ভাজিয়া খাইলে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। জয়ন্তীপাতা পিষ্ট করিয়া ময়দার সহিত রুটি প্রস্তত করিয়া খাইলে মধুমেহ আরাম হয়, প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যায়, মূত্রে শর্করা থাকে না।

জয়ন্তীর পাতা ব্যবহার করিলে প্লীহা কমিয়া যায় (Dymock)। কোনস্থানে উদ্ভেদ হইলে, ইহার বীজের তৈল প্রয়োগ করিলে এবং ইহার ছালের রস পান করিলে, উদ্ভেদ কমিয়া যায় (Watt)। পাতার পুল্‌টিস্ দিলে বাতের ফুলা এবং অণ্ডকোষ বৃদ্ধি কমিয়া

যায় এবং ফোড়া বসিয়া যায়। ইহার শিকড় ছেঁচিয়া বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারিত হয় (Watt)। জয়ন্তীবীজ উত্তেজক ও ঋতুকর।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সঙ্কোচক।

বীজ—উদরাময়ে উপকারী, অত্যধিক রক্তস্রাবে উপকারী। ময়দার সহিত বীজের গুঁড়া ব্যবহারে—গায়ের চামড়ার চুলকানি কমিয়া যায়।

পাতার রস—ক্রিমিনাশক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 303.
Ref.—F.B.i., ii, 114 ; B. P., I. 403 ; Watt. vi. Pt. 2, 543 ; Prain H. H., 199 ; Voigt. H. S., 216.
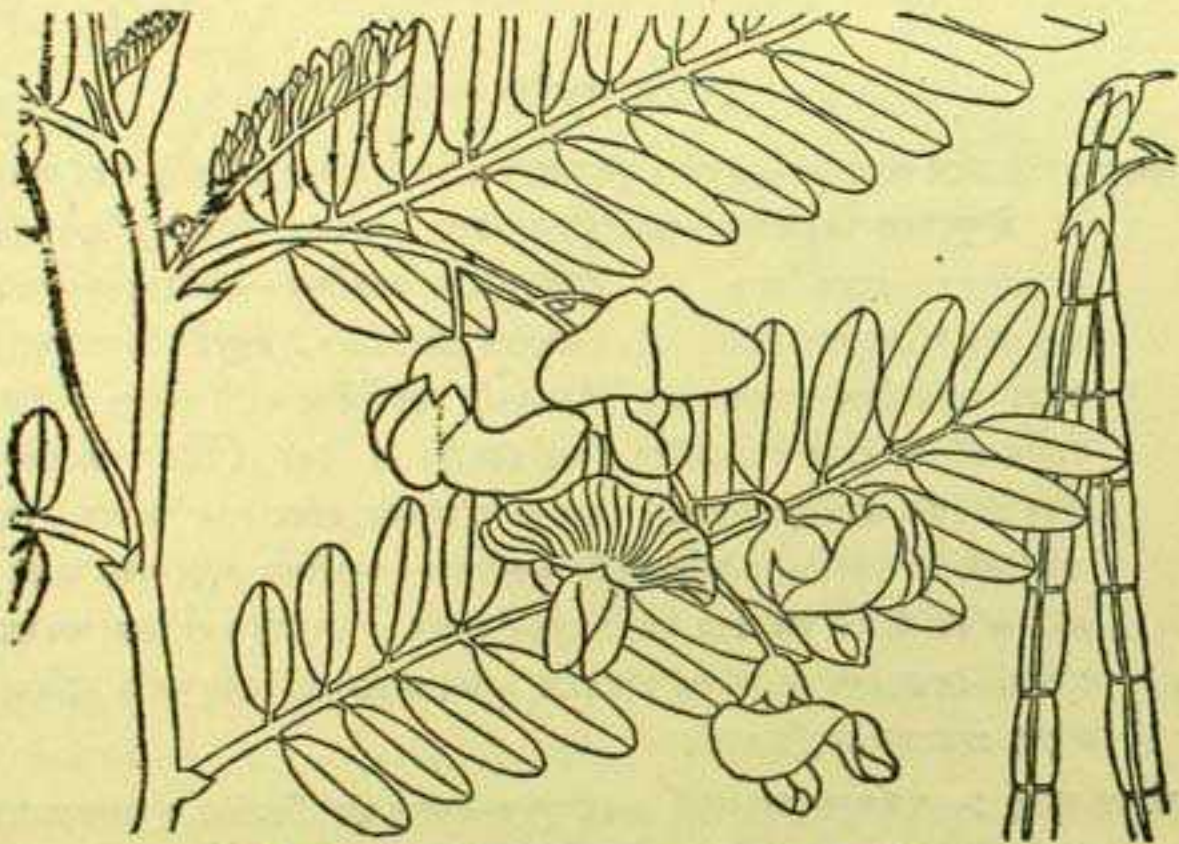
214. Sesbania aegyptiaca Pers. (জয়ন্তী)

215. S. grandiflora Pers (বাসনা, বক)

ভাষানুসারী নাম :—অগস্তি—সংস্কৃত ; বক, বাসনা ফুল—বাংলা ; অগুস্ত, বক—হিন্দি ; হেতুস্ত, অগাস্ত—বোম্বে ; অগাস্তা, সিভরি—মহারাষ্ট্র ; অগথিও—গুজরাট ; অগতি, হেতিয়া—তামিল ; অবিষি—তেলেগু। অগসি—কানপুর ; পৌক্‌পল্—ব্রহ্মদেশ।

অগস্ত্যঃ শীঘ্রপুষ্পঃ স্যাৎ অগস্তিস্তু মুনিদ্রুমঃ।
ব্রণারির্দীর্ঘফলকো বক্রপুষ্পঃ সুরপ্রিয়ঃ॥
সিতপীতনীললোহিতকুসুমবিশেষাশ্চতুর্বিধোঽগস্তিঃ।
মধুর শিশিরস্ত্রিদোষশ্রমকাসবিনাশনশ্চ ভূতঘ্নঃ॥
অগস্ত্যং শিশিরং গৌল্যং ত্রিদোষঘ্নং শ্রমাপহম্।
বলাসকাসবৈবর্ণ্য-ভূতঘ্নঞ্চ বলাপহম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—অগস্ত্য, শীঘ্রপুষ্প, অগস্তি, মুনিদ্রুম, ব্রণারি, দীর্ঘফলক, বক্রপুষ্প সুরপ্রিয়—এইগুলি নাম। সিত; পীত, নীল ও লোহিত পুষ্পভেদে অগস্তি চারি প্রকার।

গুণপর্যায়ঃ—অগস্তি—মধুররস, শীতবীর্য, ত্রিদোষনাশক, শ্রম ও কাসনিবারক ও ভূতগ্রহ-নাশক।

অগস্তি ফুল—শীতবীর্য, গৌল্য ত্রিদোষনাশক ও শ্রমহর। বলাস, কাস, (কণ্ঠগত শ্লেষ্ম-রোগ) বিবর্ণতা এবং ভূতগ্রহনাশক ও বলনাশক।

জন্মস্থানঃ—দক্ষিণভারত, বর্মা, গঙ্গার তীরবর্তী ভূভাগ, বঙ্গদেশে বাগানে ফুলের জন্য রোপণ করে। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। মালয় দেশীয় গাছ।

বর্ণনাঃ—২০-৩০ ফুট উচ্চ উদ্ভিদ্। শাখা ফাঁক ফাঁক হয়। পত্র ½-১ ফুট। পত্রিকা ৪১-৬১টী, লম্বাকৃতি, ফিকে সবুজবর্ণ। ফুল ২-৪ ইঞ্চি। ছোট বোঁটায় থাকে, শ্বেত ও রক্তবর্ণ। ফুলের অগ্রভাগ বক্র। পাপ্ড়ি ৬টী। সবগুলি সমান নহে। কোনটী বেশী চওড়া কোনটী কম চওড়া। শুঁটি ১ ফুট লম্বা, ঈষৎ বক্র, গোলাকার ও লম্বা। ফুল ও শুঁটি মানুষে খায়। প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া ফুল থাকে এবং শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, ত্বক্, ফুল ও শিকড়।

বৈদ্যকে অগস্তির ব্যবহার।

সুশ্রুতঃ—অগস্তির পুষ্প নাতিশীতোষ্ণ। ইহা নক্তান্ধদিগের (রাতকানাদিগের) পক্ষে হিতকর (সুঃ ৪৬ অঃ পুষ্পবর্গ)।

বাগ্ভট—নক্তান্ধ্যে অগস্তি পত্র—অগস্তিপত্র শিলায় পেষণ-পূর্বক, গব্যঘৃতসহ পাক করিয়া, সেই ঘৃত নক্তান্ধদিগকে পান করিতে দিবে (উঃ ১৩ অঃ)। **পাক করিবার প্রণালী**—গব্যঘৃত একসের, শিলাপিষ্ট অগস্তিপত্র ১ পোয়া, নীরস না হওয়া পর্যন্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে পরে বস্ত্রপূত করিয়া এই ঘৃত পান করিবে। মাত্রা ¼ হইতে ½ তোলা।

হারীত :—(১) **শিশুর অপস্মারে** অগস্তিপত্র—মরিচচূর্ণসহ অগস্তিপত্রের রসের নস্য দিবে। রসে তুলা ভিজাইয়া শিশুর নাসারন্ধ্রের নিকট স্থাপন করাই ভাল। (২) **অপস্মারে** অগস্তিপত্র বহু, মরিচচূর্ণ অল্প, গোমূত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, নস্যার্থ অপস্মার রোগীকে প্রয়োগ করিবে (চি: ১৯ অ:)।

চক্রদত্ত :—**চাতুর্থকজ্বরে** অগস্তিপত্র : —যাহার ২ দিন ছাড়া জ্বর হয়—তাহাকে অগস্তিপত্রের রসে নস্য প্রয়োগ করিবে (জ্বর চি:)। জ্বরাগমন দিবসে নস্য লইতে হইবে। প্লীহা-যকৃৎবিবর্জিত চাতুর্থক জ্বরে প্রযোজ্য।

ভাবপ্রকাশ :—**বাতরক্তে** অগস্তিপুষ্প—বকফুল চূর্ণ করিয়া, মহিষ দুগ্ধে মিশ্রিত করিবে। এই দুগ্ধের দধি হইতে ননী তুলিয়া মাখিলে, বাতরক্ত জন্য পা ফাটা ভাল হয় (ম: খ: ২য় ভা:)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বক ফুলের পাতার রস, সর্দি, মাথা ধরা আরাম করে এবং নাক দিয়া সর্দি নির্গত করাইয়া দেয়। লাল বকফুলের শিকড় জলে বাটিয়া বাতে লাগাইলে বাত আরাম হয়। ইহার শিকড়ের রস ১ কিংবা ২ তোলা পরিমাণ মধু-মিশ্রিত করিয়া খাইলে সর্দিস্রাব নির্গত হয়।

ধুতুরার মূল ও ইহার মূল বাটিয়া সমপরিমাণ লইয়া ফুলায় লাগাইলে ফুলা আরাম হয় (Dymock)। কোন স্থান মোচড়াইয়া গেলে পাতার পুল্‌টিস দিলে ভাল হয় এবং ফুলের রস বাহির করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুর তিমির দৃষ্টি আরাম হয় (Murray)।

ইহার ছাল সঙ্কোচক এবং বলকারক। ছালের কাঁচা রস বসন্তরোগে হিতকর এবং শুঁটি অতিশয় রেচক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ছাল—সঙ্কোচক, রসায়ন।
ছালের কাথ—বসন্তরোগে ব্যবহৃত হয়।
পাতা ও ফুলের রস—প্রতিশ্যায় (নাক দিয়া জল পড়া) এবং মাথা ধরায় উপকারী।

মন্তব্য :—**চরকের** পুষ্পবর্গে অগস্তির উল্লেখ নাই। অথবা কোন পুষ্পবর্গে কেন, সমগ্র **চরক** অনুসন্ধান করিয়াও অগস্তির নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। **ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার** অগস্তির গুণ বিবৃত করেন নাই। **রাজবল্লভে** অগস্তিপুষ্পের গুণ বর্ণিত হইয়াছে, পত্রও শিম্বির গুণ লিখিত হয় নাই। **বৃহন্নিঘণ্টুকারের** মতে অগস্তির শিম্বি (সরা) অর্থাৎ রেচক।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., i. t. 51 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 305.
Ref.—F. B. I., ii, 115 ; Roxb., F. I., iii. 331 ; B.P., i. 404 ; Watt. vi. Pt. 2, 544 ; Prain., H.H., 200 ; Voigt. H.S., 216.
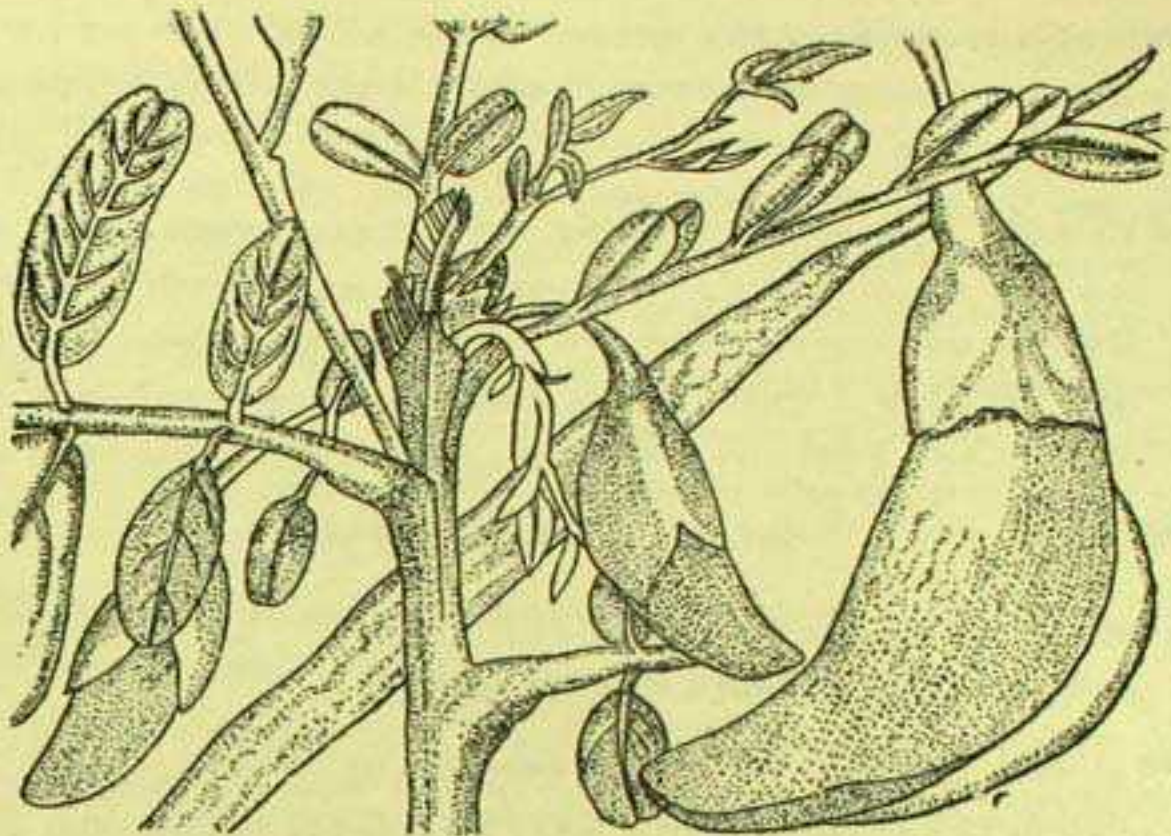
215. S. grandiflora Pers (বাশনা, বক)

Genus—TEPHROSIA Pers.

216. T. purpurea. Linn Pers. (বননীল)

ভাষানুসারী নাম—শরপুঙ্খা, রক্তশরপুঙ্খা—সংস্কৃত ; বননীল—বাংলা ; শরপুঙ্খা—হিন্দি ; কুলথি—বোম্বে ; কোলুক—কি—ভিলাই—তামিল ; টেলা-ভেম্পালি—তেলেগু।

শরপুঙ্খা কাণ্ডপুঙ্খা বাণপুঙ্খেষুপুঙ্খিকা।
জ্ঞেয়া সায়কপুঙ্খা চ ইষুপুঙ্খা চ ষড়্ বিধা॥
শরপুঙ্খা কটূষ্ণা চ ক্রিমিবাতরুজাপহা।
অন্যা তু কণ্ঠপুঙ্খা স্যাৎ কণ্ঠালুঃ কণ্ঠপুঙ্খিকা।
কণ্ঠপুঙ্খা কটূষ্ণা চ ক্রিমিশূলবিনাশনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—শরপুঙ্খা, কাণ্ডপুঙ্খ, বাণপুঙ্খা, ইষুপুঙ্খিকা, সায়কপুঙ্খা, ও ইষুপুঙ্খা—এই ছয়টি নাম। কণ্ঠপুঙ্খার নাম-কণ্ঠালু ও কণ্ঠপুঙ্খিল এবং কণ্ঠপুঙ্খা।

গুণপর্য্যায় :—শরপুঙ্খা—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমিরোগ, ও বায়ুরোগ নাশক। কণ্ঠপুঙ্খা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং ক্রিমি ও শূলনাশক।'

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র, রাস্তার ধারে ও পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন ও উহার নিকটবর্তী স্থানে বহু জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী বহুশাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পাতার বোঁটা ছোট। ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। পত্রিকা ১৩-২১টি থাকে, সরু, অগ্রভাগ মোটা ও সবুজবর্ণ। উপরিভাগ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, অধোদেশ পশমের মত লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, নিম্নে ফুল হয়। পুষ্পবৃন্ত ১/৮-১/৪ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ১/৮-১ ইঞ্চি, লালবর্ণ। শুঁটি ১১/২-২ ইঞ্চি, ঈষৎ বক্র ; ইহাতে ৬-১০ টি বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, শিকড়ের ছাল, ফুল, পাতা ও বীজ।

বৈদ্যকে শরপুঙ্খার ব্যবহার।

সুশ্রুত :—উন্মত্ত **কুক্কুরবিষে** রক্তশরপুঙ্খা—রক্তশরপুঙ্খার মূল ২ তোলা, ধুতুরার মূল ১ তোলা, তণ্ডুল ২৪ তোলা, চেলোনীর সহিত পিষিয়া ৭টি ধুতরার পাতার দ্বারা বেষ্টন পূর্বক অঙ্গারের তাপে পিঠা প্রস্তুত করিবে। উন্মত্ত কুকুর কর্তৃক দষ্টব্যক্তিকে এই পিষ্টক সেবন করাইবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে দষ্ট ব্যক্তির অন্যান্য বিকার জন্মিবে। ইহার প্রতিকারার্থ রোগীকে বারিবিবর্জিত শীতল গৃহে বাস করাইবে। অতঃপর বিকার শান্ত হইলে পরদিন রোগীকে স্নান করাইয়া শালি বা ষষ্টিক ধান্যের অন্ন উষ্ণ গব্য দুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে। অতঃপর তিন অথবা পাঁচ দিন পরে উপরিউক্ত পিঠা অর্দ্ধমাত্রায় পুনঃ সেবন করাইবে। ইহাতে উন্মত্ত কুকুর দংশন জন্য বিষ নষ্ট হইবে। এ মাত্রা অধুনা প্রযোজ্য নহে। শরপুঙ্খ ও ধুতুরার মাত্রা অধিক বলিয়া ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। এই ঔষধ সেবনে রোগী পাগল হইবে, প্রলাপ বকিবে। তখন তাহাকে ডাবের জল, পান্তাভাত, তেঁতুল গোলা খাইতে দিবে। ২।৩ দিনেই উন্মত্তের ভাব কাটিয়া যাইবে। এই উন্মত্তের ভাব বেশী হইলে রোগী নির্দ্দোষরূপে আরাম হইবে বুঝিতে হইবে পরে অর্দ্ধমাত্রায় পুনরায় ঔষধ সেবনের উপদেশ আছে, অধুনা প্রায় তাহা প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। (কল্প-৬ অঃ)

চক্রদত্ত :—(১) **প্লীহায় শরপুঙ্খা**—রক্তশরপুঙ্খার মূল ত্বক্ ঘোলের সহিত পেষণ পূর্বক পান করিলে প্লীহার বৃদ্ধি জয় করা যায় (প্লীহা চিঃ)। (২) **ব্রণে শরপুঙ্খা**—শরপুঙ্খার মূলত্বক্ চূর্ণ করিয়া মধুসহ মিশ্রিত করিবে। এতদ্বারা ক্ষত লেপন করিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে (ব্রণ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—**গুল্মে** রক্তশরপুঙ্খালবণ—সমূলপত্রশাখ রক্তশরপুঙ্খার ক্ষুপ উত্তোলন পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া রৌদ্রশুষ্ক করিবে। এইগুলি একটি নূতন হাঁড়িতে রাখিয়া সরা দিয়া

মুখ আঁটিয়া দিবে—পরে জ্বাল দিতে হইবে। ইহাতে শরপুঙ্খা ভস্ম হইবে। হাঁড়ি ঠাণ্ডা হইলে খুলিবে। এই অন্তর্ধূমে ভস্ম শরপুঙ্খা চূর্ণ করিয়া চূর্ণের ৬ গুণ জলের সহিত তাহা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, এই জল মোটা কাপড়ে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ইহা হইতে যে বস্তু সঞ্চিত হইবে, উপরের জল আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া তাহা লইবে। ইহাই শরপুঙ্খা লবণ। এই লবণ যত, হরীতকী চূর্ণ তত লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১-২ আনা মাত্রায় অবস্থা বুঝিয়া গুল্ম রোগীকে দিবসে দুইবার সেবন করাইবে।

বাগ্‌ভট : (১) **অপচীবিষ ও ক্রিমিতে রক্তশরপুঙ্খা**—রক্তশরপুঙ্খার মূল চেলোনী জলে পেষণ পূর্বক নস্য লইলে বা প্রলেপ দিলে অপচীবিষ ও ক্রিমি জয় করা যায় (উঃ ৩০ অঃ)।

(২) **ইন্দুরের বিষে শরপুঙ্খাবীজ**—রক্তশরপুঙ্খার বীজ চূর্ণ করিয়া ঘোলের সহিত সেব্য। ইহা সর্বপ্রকার ইন্দুরবিষ প্রশমক (উঃ ৩৮ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহাকে মূত্রকর, সর্দি নিবারক ও পৈত্তিকজ্বর নাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বক্ষে সর্দ্দি বসিয়া যাইলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহা যকৃৎ, প্লীহা ও মূত্রযন্ত্রের উপর কাজ করে। ইহার রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে এবং ফোড়া ও চুলকানি নাশক। পাতার রস ২ ভাগ, সিদ্ধ পাতার রস ১ ভাগ, রক্ত-অর্শ নিবারক বলিয়া কথিত আছে। ইহার সহিত গোলমরিচ দিলে মূত্রকর, বিশেষতঃ গণোরিয়া নিবারক (Dymock)। ইহার শিকড় পুরাতন গনোরিয়া নিবারক (O' Shaughnessy)।

বননীলের রস পান করিলে রক্ত পরিষ্কার হয় এবং বীজের কাথ স্নিগ্ধকর (Dr. Stewart)। এই গাছ বলকারক ও ধারক। টাট্‌কা শিকড়ের ছাল হইতে বটিকা প্রস্তুত করিয়া গোলমরিচ যোগে সেবন করিলে পেটের দারুণ বেদনা আরাম হয় (Watt)।

Glossary—**সংক্ষিপ্তগুণ পরিচয় :**—

গাছ—রসায়ন, বিরেচক, বালকদিগের ক্রিমিতে উপকারী। আভ্যন্তর প্রয়োগে রক্ত পরিষ্কারক ও হৃদ্য।

মূল—তিক্ত, পেট ফাঁপা, অগ্নিমান্দ্য এবং পুরাতন উদরাময়ে উপকারী। মৎস্য বিষ।

মূলের টাট্‌কা ছাল—মাড়িয়া গোলমরিচের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগে শূলের যন্ত্রণায় উপকারী।

মন্তব্য :—চরকে শরপুঙ্খার উল্লেখ নাই। **ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতেও** শরপুঙ্খার গুণ বর্ণিত হয় নাই। **সুশ্রুত সংহিতাতে** উন্মত্ত শৃগাল কুক্কুরাদির বিষচিকিৎসায় শরপুঙ্খা ব্যবহৃত হইয়াছে।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i. t. 55; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 302 B.

Ref.—F. B. I., ii 112; Roxb. F. I. iii 386; B. P. i. 405; Prain H. H., 200; Voigt. H. S., 215.
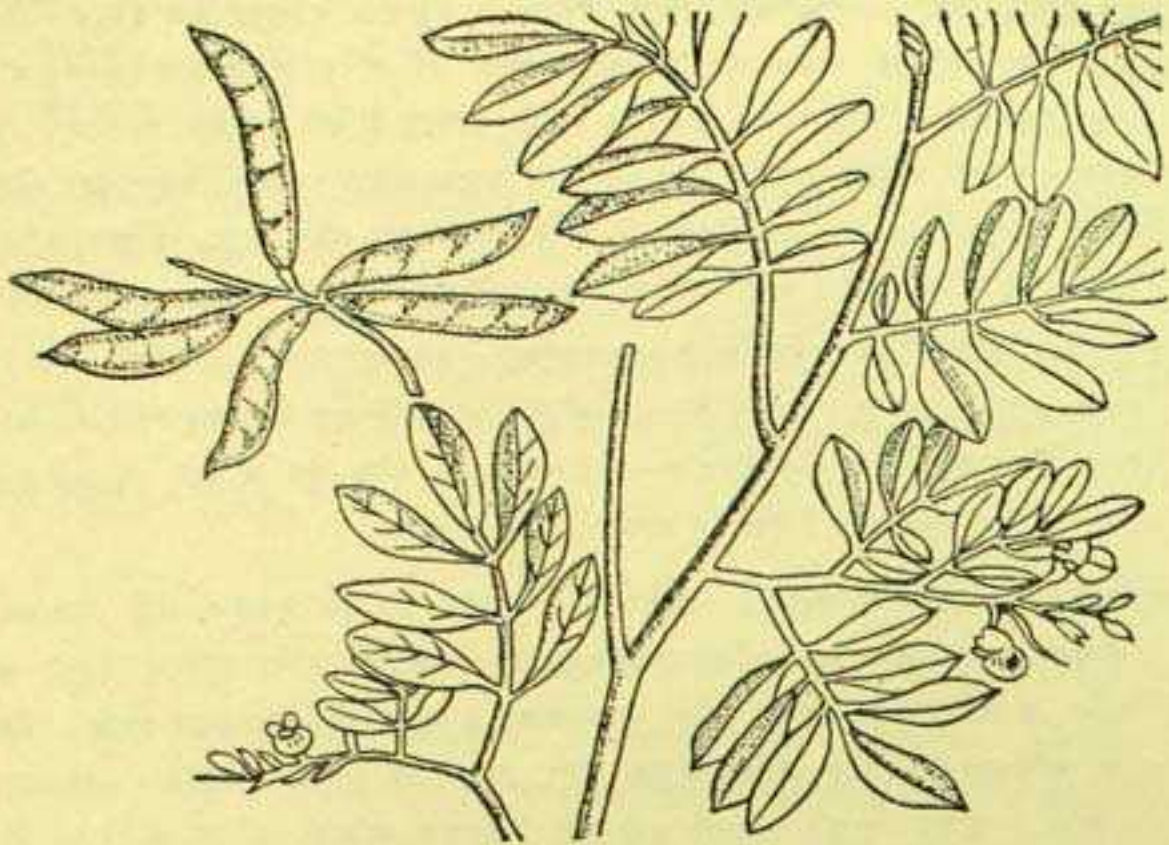
216. Tephrosia purpurea Pers. (বননীল)

217. T. villosa Pers. (শ্বেতবননীল)

ভাষানুসারী নাম ঃ—শ্বেত শরপুঙ্খা—সংস্কৃত ; শ্বেতবননীল—বাংলা ; পুনাঙ্কই-ভেটলাই—তামিল ; তুণ্ডভেম্পলি—তেলেগু ; ব্রোটোকোলোথিয়া-উড়িষ্যা।

শরাভিধা চ পুঙ্খা স্যাৎশ্বেতাঢ্যা সিতসায়কা।
সিতপুঙ্খা শ্বেতপুঙ্খা শুভ্রপুঙ্খা চ পঞ্চধা।
শ্বেতা স্বেষা গুণাঢ্যা স্যাৎ প্রশস্তা চ রসায়নে।
রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—শ্বেতাঢ্যা, সিতসায়কা, সিতপুঙ্খা, শ্বেতপুঙ্খা ও শুভ্রপুঙ্খা—এই পাঁচটী শরাভিধাপুঙ্খার নাম।

গুণপর্যায় ঃ—শ্বেত শরপুঙ্খা—রক্তশরপুঙ্খার তুলনায় অধিক গুণসম্পন্ন এবং রসায়নে বিশেষভাবে প্রশস্ত।

জন্মস্থান ঃ—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, হুগলীজেলার বহুস্থানে রাস্তার ধারে জন্মে ; বোটানিক-গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—ইহা শরপুঙ্খা গাছের মত, তবে ডাঁটা একটু শক্ত এবং শ্বেতবর্ণ লোমদ্বারা আবৃত।

পত্রদণ্ড ক্ষুদ্র, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত। পত্রিকা ১৩-২০টী, ধূসরবর্ণ, সবুজ; পাতার নিম্নদিক রেশমের ন্যায়। ফুল অবনত, ফিকে লালবর্ণ, পুং ও স্ত্রী কেশর দণ্ড লোমযুক্ত। শুঁটি ১-$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{1}{6}$-$\frac{1}{5}$ ইঞ্চি চওড়া। সারা বৎসর ধরিয়া ফুল ও ফল থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পাতার রস।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাদুকোটা নামক স্থানে ইহার পাতার রস শোথ রোগে ব্যবহৃত হয়। (Pharm. Ind.)।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., **t.** 302.
Ref :—F. B. I., ii. 113 ; B. P., i 405 ; Roxb., F. I. iii. 385.
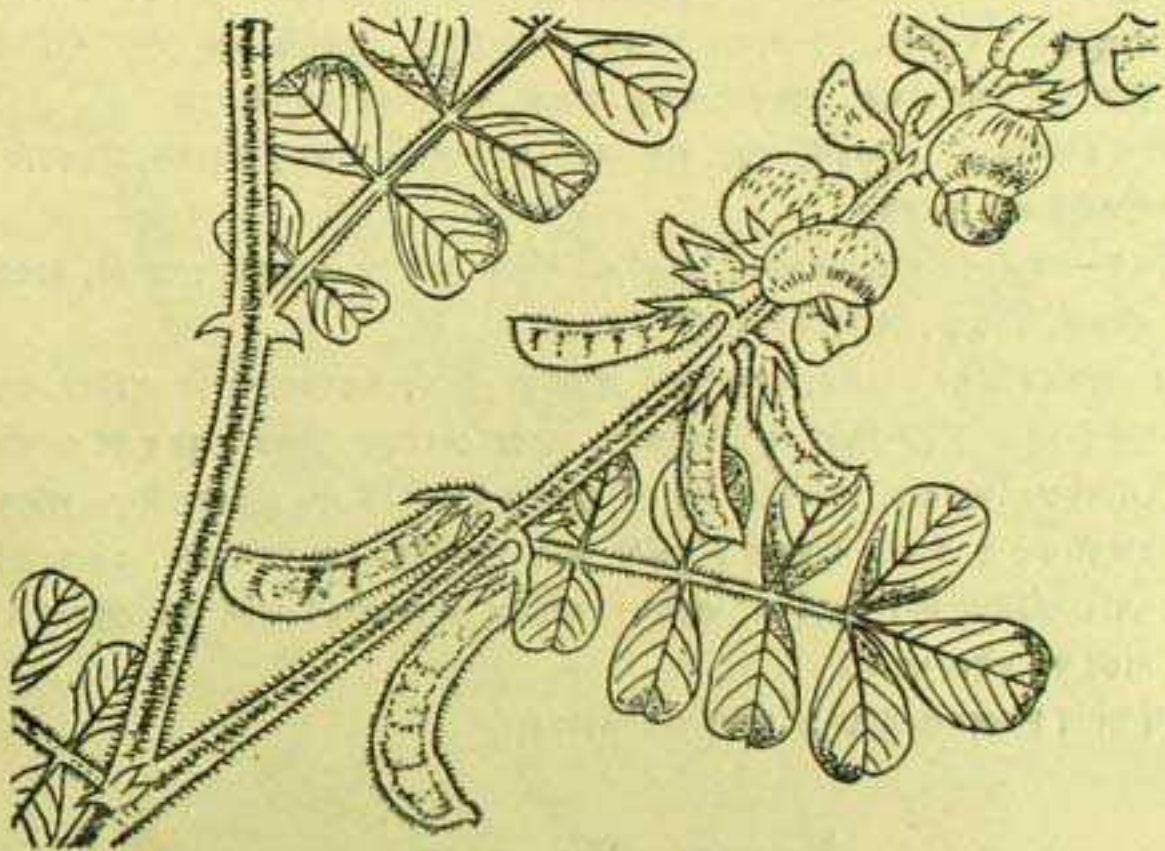
217. T. villosa Pers. (শ্বেতবননীল)

Genus—TERAMNU S Sw.

218. T. labialis. Spr. (মাষাণী)

ভাষানুসারী নাম :—মাষপর্ণী, হরপুচ্ছা—সংস্কৃত ; মাষাণী বনকলাই—বাংলা ; মাষপর্ণী, মাষোনি—হিন্দি ; ভলিয়োতোলা—গুজরাট ; কাট্‌্‌নও—মালয় ; রাণ উড়ী—মহারাষ্ট্র ; কাউট্রু—কর্ণাট।

৫২

মাষপর্ণী তু কাম্বোজী কৃষ্ণবৃন্তা মহাসহা।
আর্দ্রমাষা মাংসমাষা মঙ্গল্যা হয়পুচ্ছিকা॥
হংসমাষাশ্বপুচ্ছা চ পাণ্ডুরা মাষপত্রিকা।
কল্যাণী বজ্রমূলী চ শালিপর্ণী বিসারিণী।
আম্নোদ্ভবা বহুফলা স্বয়ম্ভূঃ সুলভা ঘনা।
ইত্যেষা মাষপর্ণী স্যাৎ একবিংশতি নামকা॥
মাষপর্ণী রসে তিক্তা বৃষ্যা দাহজ্বরাপহা।
শুক্রবৃদ্ধিকরী বল্যা শীতলা পুষ্টিবর্দ্ধিনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—মাষপর্ণী, কাম্বোজী, কৃষ্ণবৃন্তা, মহাসহা, আর্দ্রমাষা, মাংসমাষা, মঙ্গল্যা হয়পুচ্ছিকা, হংসমাষা, অশ্বপুচ্ছা, পাণ্ডুরা, মাষপত্রিকা, কল্যাণী, বজ্রমূলী, শালিপর্ণী বিসারিণী, আম্নোদ্ভবা, বহুফলা, স্বয়ম্ভূ, সুলভা, ঘনা—এই একুশটি নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—মাষপর্ণী তিক্তরস, বৃষ্য, দাহ এবং জ্বরনাশক। শুক্রবৃদ্ধিকারক, বলকারক, শীতবীর্য এবং পুষ্টিবর্দ্ধক।

জন্মস্থানঃ—বঙ্গদেশের সর্বত্র জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—লতানে উদ্ভিদ্। লতা অপর গাছে জড়াইয়া উঠে; শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়। পত্র ½-১½ ইঞ্চি; পত্রিকা ৩টি, সবুজবর্ণ, উপরে লোমযুক্ত, নিম্নভাগ ধূসর বর্ণ ও অধিক লোমযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প ঈষৎ লালবর্ণ, বহির্ব্বাস ⅙-⅙ ইঞ্চি, দাঁতযুক্ত। শুঁটি লম্বা, লোমযুক্ত এবং ঈষৎ বক্র, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা; শুঁটিতে ৮-১০টি বীজ থাকে। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ফুল, পৌষ ও মাঘ মাসে ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশঃ—সমগ্র উদ্ভিদ্; মাত্রা ২-৪ আনা।

বৈদ্যকে মাষপর্ণীর ব্যবহার।

চরকঃ—**বাজীকরণার্থ** মাষপর্ণী—মাষপর্ণীভোজী সমানবর্ণবৎসা ও জীববৎসা ধেনুর দুগ্ধ শৃত বা অশৃত, চিনি, ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে বাজীকরণ নির্বাহ হয় (চিঃ ২ অঃ)।

সুশ্রুতঃ—**কুলিঙ্গনাম মূষিক বিষে** মাষ ও মুদ্গপর্ণী—কুলিঙ্গনাম মূষিক কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে মাষপর্ণী, মুদ্গপর্ণী ও সিন্ধুবার মূল চূর্ণ করিয়া মধুসহ লেহন করিবে (কঃ ৬অঃ)।

বঙ্গসেন—**বাতজ রক্তপ্রদরে** মাষপর্ণী—মাষপর্ণীর ক্বাথ যোগে পক্ব তিলতৈলে বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া যোনিতে ধারণ করিলে রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায়। অপিচ ইহা মার্দ্দবকর ও সুখদ (অসৃগ্দর চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—নিঘণ্টুকারের মতে ইহা স্নিগ্ধকর, মিষ্ট ও ধারক।

শুক্রবর্দ্ধক ও শারীরিক বল বৃদ্ধিকর। মাষাণী ক্ষয়কাস, জ্বর এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের দোষ নিবারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—সঙ্কোচক, হৃদ্য, জ্বরনাশক, স্নায়ুগত রোগে, পক্ষাঘাতে ও বাতে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক জীবনীয়বর্গে মাষ ও মুদ্গপর্ণী পাঠ করিয়াছেন। পর্ণিদ্বয় জীবনীয় গণান্তর্গত হইয়া বিবিধ পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 315.
Ref.—F.B.I., ii 184 ; Roxb., F. I., iii, 318 ; B. P., i. 393 ; Prain H. H. 197 ; Voigt. H. S., 214.
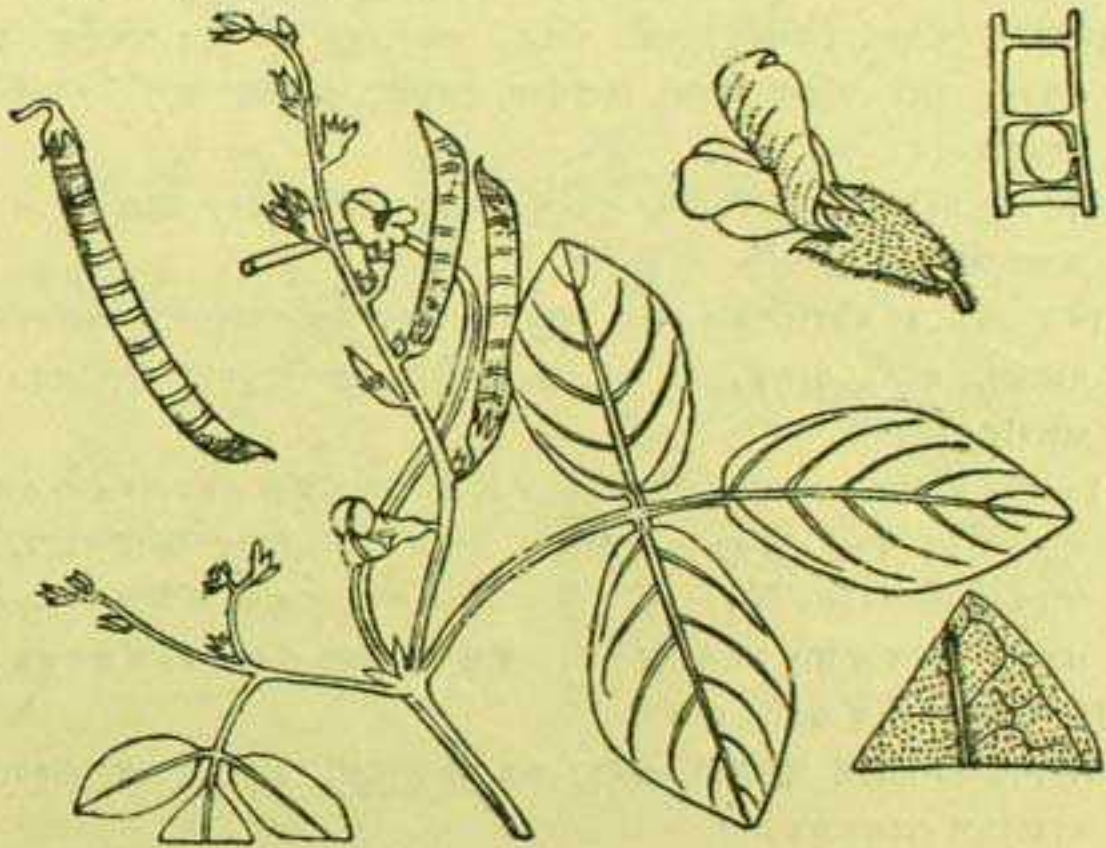
218. Teramnus labialis. Spreng. (মাষানী)

Genus—TRIGONELLA. Linn.

219. T. foenum graecum Linn. (বড় মেথি)

ভাষানুসারী নাম :—মেথী, মেথিকা—সংস্কৃত ; মেথি, বড় মেথি—বাংলা ; মেথী—হিন্দি ; মেথি, মেথিনী, ভজি—গুজরাট ; মেথী—মহারাষ্ট্র ; মেথয়—কর্ণাট ; মেন্তুলু,

মেন্তিকুরা—তেলেগু ; বেন্তয়ম্, ভেন্টায়াম—তামিল ; মেন্টি—কানপুর ; ভেন্থিয়াম—মামর, পি-নন্-ট্-জি—ব্রহ্মদেশ ; হুবা—আরব ; সাম্লিজ্, সাম্লিট—পারস্য।

মেথিকা মেথিনী মেথী দীপনী বহুপত্রিকা।
বেধনী গন্ধবীজা চ জ্যোতির্গন্ধফলা তথা॥
বল্লরী চন্দ্রিকা মেথা মিশ্রপুষ্পা চ কৈরবী।
কুঞ্চিকা বহুপর্ণী চ পীতবীজা মুনীন্দুধা॥
মেথিকা কটুরুষ্ণা চ রক্তপিত্তপ্রকোপণী।
আরোচকহরা দীপ্তি-করা বাতঘ্ন দীপনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—মেথিকা, মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বেধনী ; গন্ধবীজা, জ্যোতি, গন্ধফলা, বল্লরী চন্দ্রিকা, মেথা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা এই সতেরটি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—মেথী কটুরস, উষ্ণবীর্য, রক্তপিত্ত বর্দ্ধক, অরুচিনাশক, দীপ্তিকর, বাতনাশক ও অগ্নুদ্দীপক।

জন্মস্থানঃ—ভারতের বহুস্থানে চাষ হয়। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের অরণ্যে আপনা আপনি জন্মে। বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় অল্প পরিমাণে চাষ হয়। আদি জন্মস্থান দক্ষিণ ইউরোপ।

বর্ণনাঃ—বর্ষজীবী গাছ। লম্বা ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্রিকা ১ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ কাটা কাটা ও ৩ অংশে বিভক্ত। ফুল ১ কিম্বা ২টা একত্রে হয়। ইহার বোঁটা ছোট, পাতার গোড়া হইতে বাহির হয়। শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, প্রত্যক শুঁটিতে ১০-২০টি বীজ থাকে। পৌষ ও মাঘ মাসে চাষ হয়। মাঘ মাসে ফুল ও চৈত্র মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশঃ—বীজ ও গাছ।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—ইহা অম্ল, ক্ষুধাহীনতা, প্রসূতিদিগের উদরাময় ও বাতরোগে ব্যবহৃত হয়।

হাকিমেরা ইহার গাছ ও বীজকে মূত্রকর, শোথ নিবারক বলেন। পুরাতন সর্দ্দি এবং বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎরোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার পাতার পুলটিস্ দিলে ফুলা ও অগ্নিদাহ জনিত ক্ষত আরাম হয়। ইহাতে কেশপতন আরাম হয়। মেথি ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া সেবন করিলে রক্তামাশয় রোগের নিবৃত্তি হয়। মেথি গাছ ভাজিয়া খাইতে বেশ মিষ্ট। ইহার দ্বারা প্রকুপিত পিত্ত দমন হয়। বীজের গুঁড়া পশুদিগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

বীজ—উদরাময়নাশক, রসায়ন, কামোদ্দীপক। জলে ভিজাইয়া বসন্ত রোগীকে

ঠাণ্ডা পানীয় হিসাবে ব্যবহার করান হয়। ভাজিয়া পরে গুঁড়াইয়া আমাশয়ে ব্যবহৃত হয়।

পাতা—বাহ্য ও আভ্যন্তরীন্ প্রয়োগে স্নিগ্ধকারক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 290B,

Ref.—F. B. I., ii. 87 ; Roxb., F. I. iii. 389 ; B.P., i. 414 ; Prain. H. H., 201 ; Voigt. H. S., 209.
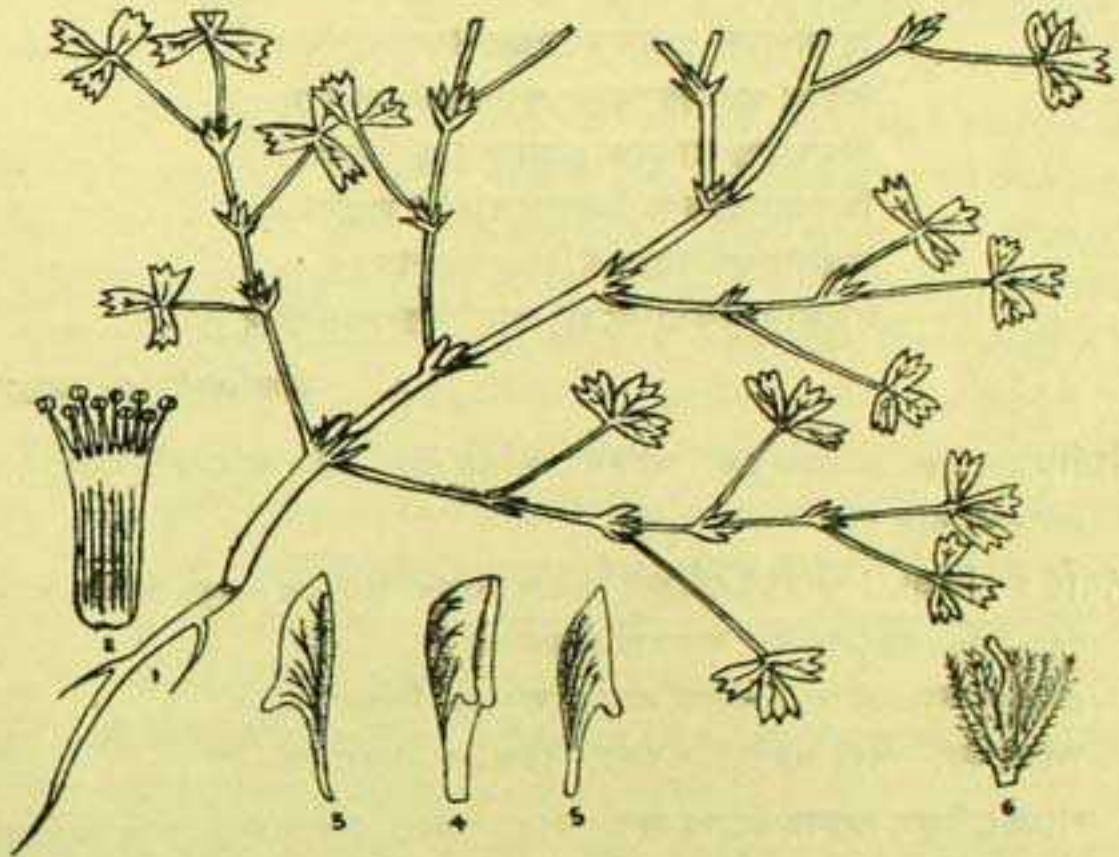
219. Trigonella foenum graecum Linn. (বড় মেথি)

Genus—TAMARINDUS, Linn.

220. T. indicas Linn. (তেঁতুল)

ভাষানুসারী নাম :—তিন্তিড়ী, চুক্রিকা, চিঞ্চা—সংস্কৃত ; তেঁতুল—বাংলা ; অম্লি, অম্লিকা—হিন্দি ; চিঞ্চা—মহারাষ্ট্র ; হুণিসে—কর্ণাট ; তেঁন্তুলি, অশোক—উড়িষ্যা ; টিন্‌টিজ, চিকো—বোম্বে ; অম্লি—গুজরাট ; পুলি—তামিল ; চিন্তা, কিন্ট, অশোক—তেলেগু ; মগি—ব্রহ্মদেশ।

চিঞ্চা তু চুক্রিকা চুক্রা সাম্লিকা শাকচুক্রিকা।
অম্লী সুতিন্তিড়ী চাম্লা চুক্রিকা চ নবভিধা॥
চিঞ্চাঽত্যম্লা ভবেদামা পকা তু মধুরাম্লিকা।
বাতঘ্নী পিত্তদাহাস্র-কফদোষপ্রকোপণী॥
অম্লিকায়াঃ ফলং স্বামমত্যম্লং লঘু পিত্তকৃৎ।
পকন্তু মধুরাম্লং স্যাৎভেদি বিষ্টম্ভবাতজিৎ॥
পকাচিঞ্চাফলরসো মধুরাম্লো রুচিপ্রদঃ।
শোকপাককরো লেপাদ্‌ব্রণদোষ বিনাশনঃ॥
চিঞ্চাপত্রঞ্চ শোফঘ্নং রক্তদোষব্যথাপহম্‌।
তস্যাঃ শুষ্কত্বচাক্ষারং শূলমন্দাগ্নিনাশনম্‌॥
অম্লসারস্তু শাকাম্লং চুক্রাম্লং চাম্লচুক্রিকা।
চিঞ্চাম্লমম্লচূড়শ্চ চিঞ্চারসোঽপি সপ্তধা॥
অম্লসারস্তুতীব্রাম্লো বাতঘ্নঃ কফদাহকৃৎ।
সাম্যেন শর্করামিশ্রো দাহপিত্তকফার্ত্তিনুৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ

নামপর্যায়ঃ—চিঞ্চা, চুক্রিকা, চুক্রা, আম্লিকা, শাকচুক্রিকা, অম্লী, সুতিন্তিড়ী আম্লা, চুক্রিকা—এই নয়টী নাম।

গুণপর্যায়ঃ—চিঞ্চা, (কাঁচা) তেঁতুল, অত্যন্ত অম্লরস, পাকিলে—মধুর অম্লরস, বাতনাশক, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ এবং কফদোষ বৃদ্ধিকারক।

তেঁতুল ফল—কাঁচা—অত্যন্ত অম্লরস, লঘুপাক, পিত্তকারক,

পাকা ফল—মধুর অম্লরস, বিরেচক, বিষ্টম্ভ এবং বায়ুনাশক।

পাকা তেঁতুল ফলের রসের গুণ—মধুর, অম্লরস, রুচিকারক, শোথ এবং পরিপাক-ক্রিয়া বর্দ্ধক। এবং ইহার প্রলেপ ব্রণদোষ নিবারক।

তেঁতুল গাছের পত্র এবং ছালের গুণঃ—তেঁতুল পাতা—শোথ নাশক ও রক্তদোষ এবং ব্যথানাশক। শুষ্ক তেঁতুল ছালের ক্ষার—শূল ও মন্দাগ্নি নাশক।

তেঁতুলপাতার রসের নামঃ—অম্লসার, শাকাম্ল, চক্রাম্ল, অম্লচুক্রিকা, চিঞ্চাম্ল, অম্লচূড় ও চিঞ্চারস—এই ৭টী নাম।

গুণ—ইহার রস—তীব্র অম্লরস, বাতনাশক, কফ এবং দাহ কারক। ঠাণ্ডারস, চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে—দাহ, পিত্ত ও কফ নাশক।

জন্মস্থানঃ—সমগ্র ভারতে, বার্ম্মা প্রভৃতি স্থানে জন্মে; বঙ্গদেশে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, যশোহর প্রভৃতি জেলায় বহুপরিমাণে রোপিত হয়। বোটানিক্‌ গার্ডেন, শিবপুর ও উহার নিকটবর্তী অনেক স্থানে দেখা যায়।

বর্ণনাঃ—পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ২০-২৫ ফুট উচ্চ হয়। পত্র পক্ষাকার। পত্রিকা ২০-৪০টী হয়।

অগ্রভাগ গোলাকার ঈষৎ মোটা। ফুল একস্থানে অনেকগুলি জন্মে। ফুলের পাপ্ড়ি নৌকার ন্যায় ফুলটিকে ঘেরিয়া থাকে; নীচের পাপ্ড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ, লাল দাগবিশিষ্ট। শুঁটি ৩-৬ ফুট লম্বা এক ইঞ্চি কিম্বা অধিক, গোলাকার। প্রত্যেক শুঁটিতে ৩-১০টী বীজ থাকে। তেঁতুল গাছের নীচে কোন গাছ জন্মে না। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ফুল এবং পৌষ ও মাঘ মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ:—ফুল, বীজ, শাঁস ও পত্র।

বৈদ্যকে তিন্তিড়ীর ব্যবহার।

হারীত:—**শোথে** তিন্তিড়ীপত্র—তিন্তিড়ীপত্র সিদ্ধ অত্যুষ্ণ জলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া কিম্বা পিষ্ট তিন্তিড়ীপত্রের উষ্ণ পিণ্ডদ্বারা শোথে স্বেদ দিলে শোথ আরাম হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

চক্রদত্ত:—(১) **অরোচকে** তেঁতুল = পাকা তেঁতুলের সরবৎ গুড় যোগে, মধু ও দারুচিনি, এলাচ ও মরিচচূর্ণ দ্বারা সুগন্ধি করিয়া মুখে ধারণ করিলে, অভক্তচ্ছন্দ নামক অরোচক প্রশমিত হয়, (অরোচক চিঃ)। (২) **মসূরিকায়** তিন্তিড়ীপত্র—হরিদ্রা ও তেঁতুলপাতা শীতল জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে। ইহা বসন্তের পক্ষে হিতকর (মসূরিকা চিঃ)। (৩) **নবপ্রতিশ্যায়ে** তিন্তিড়ীপত্র—নূতন কফরোগে তেঁতুলপাতার যূষদান প্রশস্ত। পরে কফ পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইলে নস্যদ্বারা শীর্ষবিরেচন করাইবে। (নাসারোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ:—(১) **গুল্মে** চিঞ্চাক্ষার—তিন্তিড়ীবৃক্ষের কাণ্ডের স্বয়ং শুষ্ক ত্বক্ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া যোগ্যমাত্রায় সেবন করিবে, ইহা গুল্মে ও অজীর্ণে প্রশস্ত (গুল্ম চিঃ)। (২) **অস্থিভঙ্গে** বা **অভিহতে** চিঞ্চাফল—কাঁচা তেঁতুল কাঁজি ও তিলতৈলযোগে পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। আঘাত পাইয়া কোন অঙ্গে বেদনা হইলে কিম্বা সন্ধির অস্থিচ্যুতি ঘটিলে, এই প্রলেপ বিশেষ উপকারী (ভগ্ন চিঃ)।

বঙ্গসেন:—**বাতব্যাধিতে** তিন্তিড়ীপত্র—মাটির পাত্রে তেঁতুলপাতা সিদ্ধ করিয়া পেষণ করিবে, ইহার ঈষদুষ্ণ প্রলেপ বাতরোগ নাশক (বাতব্যাধি চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—পাকা তেঁতুল হজমিকারক, ক্রিমিনাশক ও ধারক। পিত্তপ্রকোপে হাত পা জ্বালা করিলে তেঁতুল খাইলে উপশম হয়। তেঁতুলের শাঁস খাইলে, ধুত্‌রা, সিদ্ধি, মদ্য প্রভৃতির মাদকতা শক্তি নষ্ট করে। তেঁতুল গোলার জন্য অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। হাকিমদের মতে তেঁতুলের শাঁস ধারক এবং দারুণ পৈত্তিকবমনে ও পিত্তপ্রকোপে ব্যবহার হয়।

তেঁতুলের বীজ ধারক, ইহা সিদ্ধ করিয়া ফোড়ায় পুল্‌টিস্ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। তেঁতুলের বীজ গুঁড়া করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া কপালে লাগাইলে সর্দ্দিজনিত মাথাধরা আরাম হয়। তেঁতুলের পাতা ছেঁচিয়া জলের সহিত খাইলে পৈত্তিক জ্বর ও মূত্রত্যাগের জ্বালা কমিয়া যায়। তেঁতুল পাতা রক্ত-অর্শ নিবারক। ছাল ধারক ও জ্বরনাশক (Dymock)।

পুরাতন তেঁতুল বীজের শাঁস সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা আরাম হয়। তেঁতুলপাতা সিদ্ধজল গলার ঘায়ে হিতকর এবং ছাল সঙ্কোচক ও বলকারক। তেঁতুলের হাওয়া

অস্বাস্থ্যকর বলিয়া হিন্দুরা নির্দেশ দেন। কোন কোন স্থানে তেঁতুল তামাকের সহিত ভেজাল দিয়া থাকে ;

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ফল—উত্তাপজনক, হজ্‌মিকারক, উদরাধ্মান (পেট ফাঁপা) নাশক, বিরেচক, পিত্তবিকার জনিত রোগে উপকারী।

ফলের স্বরস—বালকদিগের পীড়ায় পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—পাকা তেঁতুলের শাঁস 'স্কার্ভি' রোগের প্রতিষেধক। ইহা শ্রমহর ও মূত্রবিরেচক। স্বয়ংশুষ্ক তেঁতুল ছালের ক্ষার মূত্রের কটুত্ব এবং 'গণোরিয়া' রোগে উপকারী (R. N. Khory, 2nd part 231 page)। তেঁতুলপাতা সিদ্ধ জলে বহুদিনের পুরাতন ক্ষত ধুইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। তেঁতুল পাতার রস গরম করিয়া তাহাতে লোহাছেঁকা দিয়া ব্যবহারে আমাশয় সারিয়া যায়। এক বৎসর বয়স্ক তেঁতুলগাছের শিকড় ও গোল মরিচ, ঘোলে বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া উহা প্রত্যহ ৩ বার ব্যবহারে খুব অল্প সময়ে আমাশয় রোগ নিরাময় হয় (Surgeon-General, W. R. Cornish P. H. C. S. C. I. E.).। পুরাতন গাছের রস, আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে অন্ত্রদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয় (Civil Surgeon J. H. Thornton).

Fig :—Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 361.
Ref :—F. B. I. ii, 273 : Roxb., F. I. ii 215 ; B. P. i, 444 ; Watt., vi Pt. 3B. 404 ; Prain, H. H., 206 ; Voigt., H. S., 247.
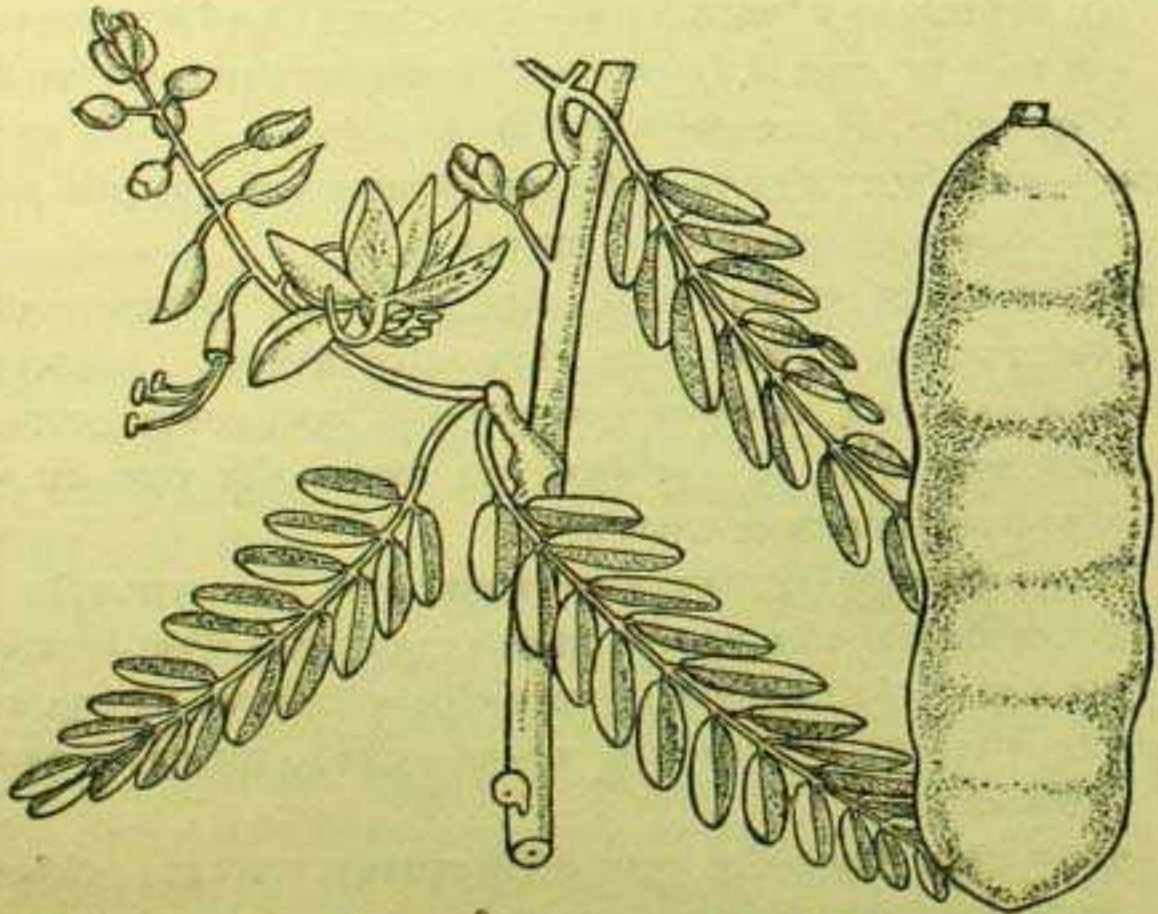
220. Tamarindus indicus Linn. (তেঁতুল)

Genus—GLYCYRRHIZA Tourn. ex Linn.

221. G. glabra Linn. (যষ্টিমধু)

ভাষানুসারীনাম ঃ ক্লীতনক, যষ্টিমধু—সংস্কৃত ; যষ্টিমধু—বাংলা ; জেঠীমধু, মুলহটী—হিন্দি ; যষ্টিমধু—মহারাষ্ট্র ; অতিমতরম্, যষ্টিমধুকম্—তামিল ; অতিমধুরম্—তেলেগু ; আসলুস্-ইসা—আরব।

যষ্টিমধু র্মধুযষ্টি মধুবল্লী মধুস্রবা।
মধুকং মধুকা যষ্টিঃ যষ্ট্যাহ্বং বসু সম্মিতম্ ॥
মধুরং যষ্টিমধুকং কিঞ্চিত্তিক্তং চ শীতলম্।
চক্ষুষ্যং পিত্তহৃদ্রুচ্যং শোষতৃষ্ণাব্রণাপহম্ ॥
অন্য ক্লীতনমুক্তং ক্লীতনকং ক্লীতনীয়কং মধুকম্।
মধুবল্লী চ মধুলী মধুরলতা মধুরসাহতিরসা ॥
শোষাপহা চ সৌম্যা স্থলজা জলজা চ সা দ্বিধাভূতা।
সামান্যেন মতেয়মেকাদশসংজ্ঞা বহুজ্ঞদিয়া ॥
ক্লীতনং মধুরং রুচ্যং বল্যং বৃষ্যং ব্রণাপহম্
শীতলং গুরু চক্ষুষ্যমস্রপিত্তাপহং পরম্ ॥

রাজনিঘণ্টু। পিপ্পল্যাদি বর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—যষ্টিমধু, মধুযষ্টি, মধুবল্লী, মধুস্রবা, মধুক, মধুকা, যষ্টি, যষ্ট্যাহব—এই আটটি নাম। অন্যপ্রকার যষ্টিমধু—তাহার ১১টী নাম—ক্লীতনম, ক্লীতনক, ক্লীতনীয়ক, মধুক, মধুবল্লী, মধুলী, মধুরলতা, মধুরসা, অতিরসা, শোষাপহা ও সৌম্যা। ইহা স্থলে ও জলে জন্মে। ইহার সামান্য অংশও বহু গুণকারক।

গুণপর্যায় ঃ—যষ্টিমধু—মধুররস, বিপাকে অল্প তিক্তরস, শীতবীর্য, চক্ষুরপক্ষে হিতকর, পিত্ত-নাশক, রুচিকারক, শোথ, তৃষ্ণা ও ব্রণনাশক। ক্লীতনম—মধুররস, রুচিকারক বলকারক, রসায়ন, ব্রণনাশক, শীতবীর্য, গুরুপাক, চক্ষুরপক্ষে হিতকর, রক্তদোষ এবং পিত্তদোষনাশক।

জন্মস্থান ঃ—উত্তর আফ্রিকা, গ্রীস, সিরিয়া, এশিয়ামাইনর, পারস্য, আফগানিস্থান, দক্ষিণ রাশিয়া, চীন, তুরস্ক। এক্ষণে পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ এবং পেশোয়ারে চাষ হয়।

বর্ণনা ঃ বহুবর্ষজীবী গুল্ম ; মূল মোটা, গোলাকার ও লম্বাভাবে মাটীতে প্রবেশ করে। মূলে বহু শাখা-প্রশাখা হয়। ইহার মূল লম্বা, লাল অথবা লেবু রঙবিশিষ্ট ; মূলের অভ্যন্তর ফিকে পীত বা হরিদ্রাবর্ণ। কাণ্ড ২-৪ ফুট উচ্চ হয়। বহু শাখাবিশিষ্ট, সরল ও নরম। পত্র পত্রদণ্ডের উভয়দিকে সমান্তরালভাবে জন্মে। পত্রিকা পক্ষকার ৪-৭ জোড়া এবং অগ্রভাগে একটি পত্রিকা হয়। পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র, পত্র দেখিতে ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সোজা, মসৃণ, পত্রের উভয় দিক গাঢ় সবুজবর্ণ। পুষ্পবৃন্ত ক্ষুদ্র, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প পুষ্পদণ্ডের উভয়পার্শ্বে জন্মে। পাপড়ি ফিকে গোলাপী রঙবিশিষ্ট। গুটি

১ ইঞ্চি লম্বা ও চেপ্টা। বীজদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থান সঙ্কুচিত, ফিকে ধূসরবর্ণ। শুঁটিতে ২-৫টি বীজ থাকে, দেখিতে ঈষৎ গোলাকার, চেপ্টা, চতুষ্কোণ, ⅙ ইঞ্চি, গাঢ় ধূসরবর্ণ। মার্চ মাসে ফুল ও আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ইহার অনেকগুলি উপজাতি আছে, তন্মধ্যে G. echinata Linn নামক যষ্টিমধু দক্ষিণ রাশিয়া ও এসিয়া মাইনরে জন্মে (Hayne., vi. t. 41.)। গাছের মৃত্তিকা অভ্যন্তরস্থ মূল শিকড় ও সরু সরু শিকড়গুলি তুলিয়া জলে ধৌত করে,তৎপরে উহা লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া টাটকা অথবা শুষ্ক অবস্থায় বাজারে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে যে যষ্টিমধু বিক্রয় হয় উহা জার্মানী, রাশিয়া, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হয়।

যষ্টিমধুর সাধারণ সংস্কৃত নাম ক্লীতনক। সাধারণতঃ ক্লীতনক দুই প্রকার—মরুদেশ জাত ক্লীতনককে স্থলজ ক্লীতনক এবং জলবহুল দেশজাত যষ্টিমধুকে আনূপ ক্লীতনক বলে। মুসলমান বৈদ্যেরা তিন প্রকার যষ্টিমধুর উল্লেখ করিয়াছেন—মিশরীয়, আরবীয় ও তুরস্কীয়। ইহার মধ্যে মিশর দেশজাত যষ্টিমধু শ্রেষ্ঠ, আরব দেশজাত মধ্যম ও তুরস্ক দেশজাত অধম। মিশর ও আরব দেশজাত যষ্টিমধু মিষ্ট। আজকাল বাজারে যে যষ্টিমধু পাওয়া যায়, উহা পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ জাত। উহা উৎকৃষ্ট নহে।

ব্যবহার্য অংশ:—মূল, মাত্রাচূর্ণ ২-৪ আনা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—উৎকৃষ্ট যষ্টিমধু দুগ্ধের সহিত পান করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে। যষ্টিমধু ও কিসমিস্ দুগ্ধ সহ পান করিলে মূত্ররোধ আরাম হয়। শ্বেতচন্দন ও যষ্টিমধু দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্তি হয়। মধুর সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ আরাম হয়। ইহা চিনি ও জলের সহিত পান করিলে হৃদ্‌রোগ আরাম হয়। ক্ষীণকায় ও ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি দুগ্ধ ও শুণ্ঠীযোগে ইহা একমাস পান করিলে বলবান হয় এবং শরীরের পুষ্টিলাভ হয়। ইহা স্নিগ্ধকর, কফনাশক ও উত্তেজক। যষ্টিমধুর গুঁড়া সেবন করিলে কাস, স্বরভঙ্গ ও শ্বাস আরাম হয়।

যষ্টিমধু চূর্ণ নেবুর রসের সহিত পান করিলে সর্দ্দি আরাম হয়। যষ্টিমধুর কাথ, পিষ্টরস এবং অরিষ্ট শ্বাসযন্ত্র, মূত্রযন্ত্র ও পাকস্থলীর রোগে বিশেষ হিতকর। ইহা হাঁপানি, স্বরভঙ্গ ও মূত্র রোগ নাশক ও মূত্রের সংশোধক। যষ্টিমধুর অরিষ্ট এবং রসে ঘৃত, লজেন্স্ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। যষ্টিমধু, ধনে, মুথা, এবং গুলঞ্চের কাথ সেবন করিলে পিত্তজ্বর আরাম হয়।

৮ তোলা যষ্টিমধু, ৪৮ তোলা শুষ্ক আঙ্গুর, ৩২ তোলা চিনি, ২ তোলা হরীতকী, ২ তোলা বহেড়া, ২ তোলা লবঙ্গ, ২ তোলা জায়ফল, ২ তোলা হরিদ্রা, ২ তোলা দারুচিনি, ২ তোলা আমলকী লইতে হইবে। প্রথমে যষ্টিমধুর কাথ প্রস্তুত করিয়া, অপরগুলি চূর্ণ করিতে হইবে। ইহাতে চিনি ও উপরোক্ত শুষ্ক আঙ্গুর দিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা ½-১ তোলা দিবসে ২ বার সেবন করিলে, সর্দ্দি, কাসি, ম্যালেরিয়া জ্বর এবং বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

মূল – রসায়ন, বিরেচক, বেদনানাশক, স্নিগ্ধতা কারক, মূত্র বিকৃতি, কাসি, গলক্ষত এবং কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

Fig—Bentley, Trim., Med., Pl., ii. t. 74 ; Wood-ville., Med. Bot., iii. t. 152 (1832) ; Lamarck, Ill., iii. t. 625, Fig. 2 (1797) ; Baillon, Dict. Bot., ii. t. 712.

Ref—Lindley. Med. & Oecon. Bot., 171 (1849) ; Pflanzenfam, iii, III, 300 (1894) ; Pammel, Man. Poison. Pl., 528 (1911).
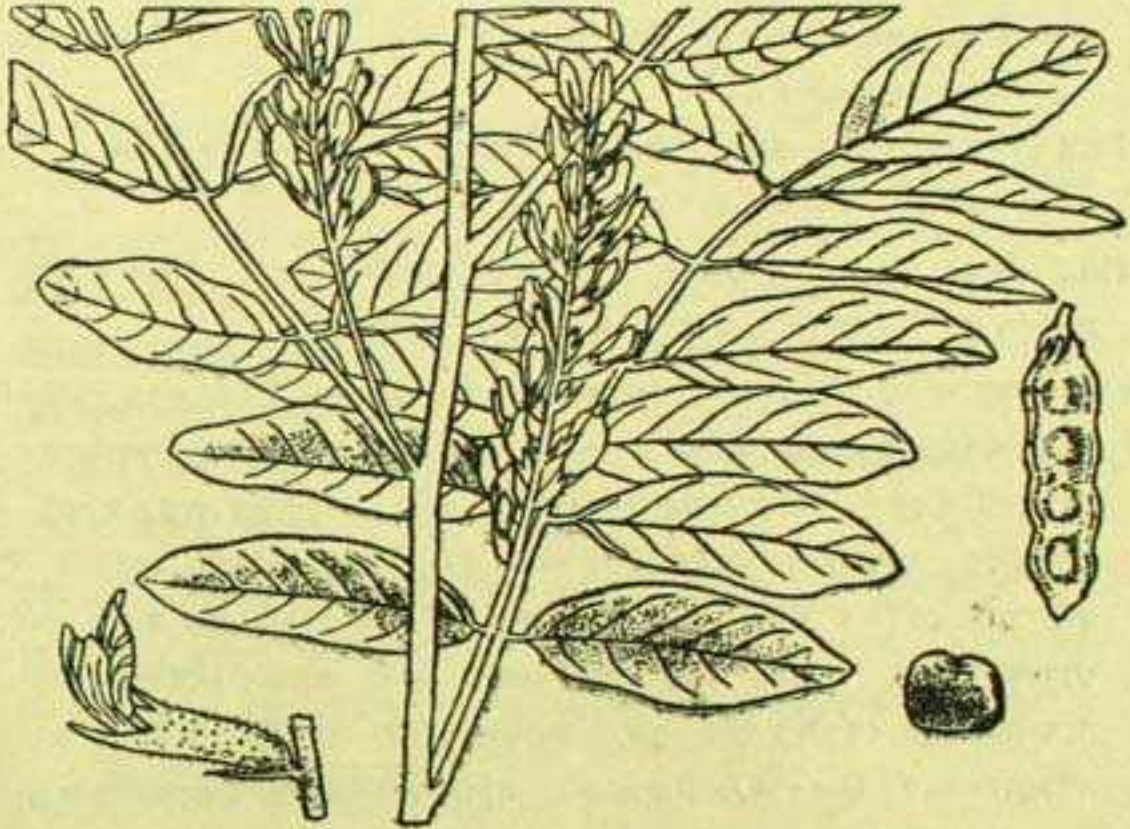
221. Glycyrrhiza glabra Linn. (যষ্টিমধু)

Genus—CAESALPINIA Linn.

222. C. bonducella Flem. (নাটা)

C. crispa Linn.

ভাষানুসারী নাম:—পূতিকরঞ্জা—সংস্কৃত ; নাটা, নাটাকরঞ্জা, কাঁটাকরঞ্জা—বাংলা কাটকরঞ্জা—হিন্দি ; সাগরগোটা—বোম্বে ; গজগ—মহারাষ্ট্র ; বারব—কর্ণাট ; পেক্কাককথ, গাচ্-চাক্কাই, কাঝিচিকে—তামিল ; গাচ-চাককয়া, হলিগিলু—তেলেগু ; কজক্কিক্-কুরু—মালয়।

প্রকীর্য্যো রজনীপুষ্পঃ সুমনাঃ পুতিকর্ণিকঃ।
পুতিকরঞ্জঃ কৈড়র্য্যঃ কলিমালশ্চ সপ্তধা ॥

অন্যো গুচ্ছকরঞ্জঃ স্নিগ্ধদলো গুচ্ছপুচ্ছকো নন্দী।
গুচ্ছী চ মাতৃনন্দী সানন্দো দন্তধাবনো বসবঃ ॥
করঞ্জঃ কটুতিক্তোষ্ণো বিষবাতার্ত্তিকৃন্তনঃ।
কণ্ডূবিচর্চিকাকুষ্ঠ-স্পর্শত্বগ্দোষনাশনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—প্রকীর্য্য, রজনীপুষ্প, সুমনা, পূতিকর্ণিক, পূতিকরঞ্জ কৈড়র্য্য, কলিমাল—এই সাতটি নাম।

অন্যপ্রকার করঞ্জ—গুচ্ছকরঞ্জ, স্নিগ্ধদল, গুচ্ছপুচ্ছক, নন্দী, গুচ্ছী, মাতৃনন্দী, সানন্দ, দন্তধাবন, বসব—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—করঞ্জ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য, বিষদোষ ও বায়ু নাশক। কণ্ডূ, বিচর্চিকা, কুষ্ঠ ও স্পর্শ এবং ত্বগ্‌দোষ নাশক।

জন্মস্থান ঃ—উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর, সুন্দরবন, বম্বা, দক্ষিণ ভারত, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—বিস্তৃত লতানে উদ্ভিদ্। শাখাগুলি ধূসরবর্ণ ও অবনত ; ইহার কাণ্ড ছোট, পীতবর্ণ, নিম্নে অবনত কাঁটা দ্বারা আবৃত। পত্র ১ ইঞ্চি কিম্বা অধিক লম্বা, পক্ষাকার। পত্রিকা ১২-১৬টি থাকে। দেখিতে লম্বা ও অগ্রভাগ মোটা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, মাথায় ঘন ঘন পুষ্প থাকে ; ফুল নিম্নে অবনত। বহির্বাস ⅓-⅓ ইঞ্চি ; পাপ্‌ড়ি লম্বাকৃতি, পীতবর্ণ। ফল ছোট বোঁটায় থাকে, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ১-২টি বড় বড় ও লম্বা, সীসার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট। ফলের গায়ে বিস্তর ধারাল কাঁটা আছে ; ফলের অগ্রভাগ সরু ও সামান্য বক্র। বোঁটার দিক সরু, মধ্যস্থল মোটা ও ঈষৎ চেপ্টা। ফল দেখিতে লটকনের ন্যায় (Bixa Orellana)। সাধারণতঃ ইহার বীজকে "কুন্‌লে বীজ" বলে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—বীজ, শিকড় ও পত্র।

বৈদ্যকে নাটাকরঞ্জার ব্যবহার।

সুশ্রুত ঃ—(১) **ক্রিমিতে** নাটাকরঞ্জ—উদরস্থ ক্রিমি বিনাশার্থ মধুসহ নাটাকরঞ্জ পাতার বা মূলের রস পান করিবে (উঃ ৫৪ অঃ)। (২) **শ্লীপদে** নাটাকরঞ্জ—শ্লীপদ রোগী সার্ষপতৈল প্রক্ষেপপূর্ব্বক যথাবল নাটাকরঞ্জার পত্রের রস পান করবে (চিঃ ১৯ অঃ)।

চক্রদত্ত ঃ—**মসূরিকার** প্রথমাবির্ভাব কালে পূতিকরঞ্জ—মসূরিকা প্রথম দৃষ্ট হইলে নাটাকরঞ্জের মূলত্বক্ জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে (মসূরিকা চিঃ)।

বঙ্গসেন ঃ—(১) **জলোদরে** পূতিকরঞ্জ বীজ—নাটাকরঞ্জারবীজশস্য কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে জলোদর নিবৃত্তি পায় (উদর চিঃ)। (২) **অম্লপিত্তে** পূতিকরঞ্জ গুঞ্জ—অম্লপিত্ত রোগীকে অন্ন ভোজনের পূর্বে গব্যঘৃতভৃষ্ট নাটাকরঞ্জার পত্রমুকুল সেবন

করাইয়া পরে, ঈষদুষ্ণ জল পান করাইয়া বমি করাইবে (অম্লপিত্ত চিঃ)। (৩) **কফ-পৈত্তিক মসূরিকায়** নাটাকরঞ্জ—নাটাকরঞ্জার পত্র বা মূলস্বরস এবং আমলকীর রস, চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে, কফপৈত্তিক মসূরিকা ও শোথ বিনষ্ট হয় (মসূরিকা চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—নাটার বীজ ক্রিমি নিবারক। পত্র, শিকড় ও বীজ জ্বরনাশক। বীজ ফুলা নিবারক, অর্শয় ও অনেক সংক্রামক রোগ নিবারক। আধখানা বীজ লবঙ্গের সহিত বাটিয়া খাইলে পেট বেদনা আরাম হয় এবং পিপুলের সহিত খাইলে ম্যালেরিয়া জ্বর নাশ হয়। ইহার বীজ ভাজিয়া খাইলে এবং রেড়ির পাতার সহিত প্রলেপ দিলে একাশিরা ও Hydrocele রোগ আরাম হয়। নাটা কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক। বীজের তৈল লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয়। লাল রেশমের সূতায় নাটার বীজের মালা গাঁথিয়া ধারণ করিলে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের গর্ভপাত নিবারণ হয় এবং ঐ মালা গাছে ঝুলাইয়া দিলে গাছ হইতে ফল পতিত হয় না।

নাটার ৪ তোলা রস পান করিলে পালাজ্বর আরাম হয়। ইহার বীজ গুড়ের সহিত খাইলে হিষ্টিরিয়া আরাম হয় (Ainslie)। ইহা একটী বলকারক ঔষধ ও পালাজ্বর নিবারক (Pharm India)।

নাটার বীজের তৈল কানের পুঁজ নিবারণ করে এবং ভাজা বীজের কাথ ক্ষয়কাস ও হাঁপানি নিবারণ করে।

ইহার কচিপাতা যকৃত দোষে হিতকর ও ফলপ্রদ (T. N. Mukherjee)।

ইহার পত্র হইতে নিষ্কাশিত তৈল বাত ও পক্ষাঘাত নিবারক। ইহার বীজ কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক। ইহা কুইনাইনের কাজ করে। ইহাকে দেশীয় কুইনাইন বলে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—রোগ আক্রমণ নিবারক। রসায়ন, জ্বরঘ্ন, হাঁপানি ও সর্পবিষে উপকারী।

কচি পাতা—যকৃতদোষে উপকারী।

পাতা ও বীজ—প্রদাহজনিত ফুলায় পুল্‌টিস হিসাবে ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

পাতা ও ছাল—ঋতুস্রাবকারী, জ্বরঘ্ন ও ক্রিমিনাশক।

মন্তব্যঃ—সুশ্রুত আরগ্বধাদি, সালসারাদি, অর্কাদি ও শ্যামাদিগণে করঞ্জদ্বয় পাঠ করিয়াছেন। তৈলযোনিফলবর্গে **চরক** (সূঃ ১৩ অঃ) করঞ্জ এবং **সুশ্রুত** (চিঃ ৩১ অঃ) করঞ্জ ও পূতিক পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** করঞ্জ ও পূতিকতৈলকে দুষ্টব্রণের হিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 343 ; Bentl & Trim., Med. Pl. t. 85.

Ref.—F.B.I., ii, 254 ; Roxb., F. I., ii. 357 ; B. P., i. 449 ; Watt., ii ; Pt. i. 3 ; আধুনিক নামকরণ নিয়মানুসারে ইহার নাম C. Crispa Linn বলা বিধেয়।
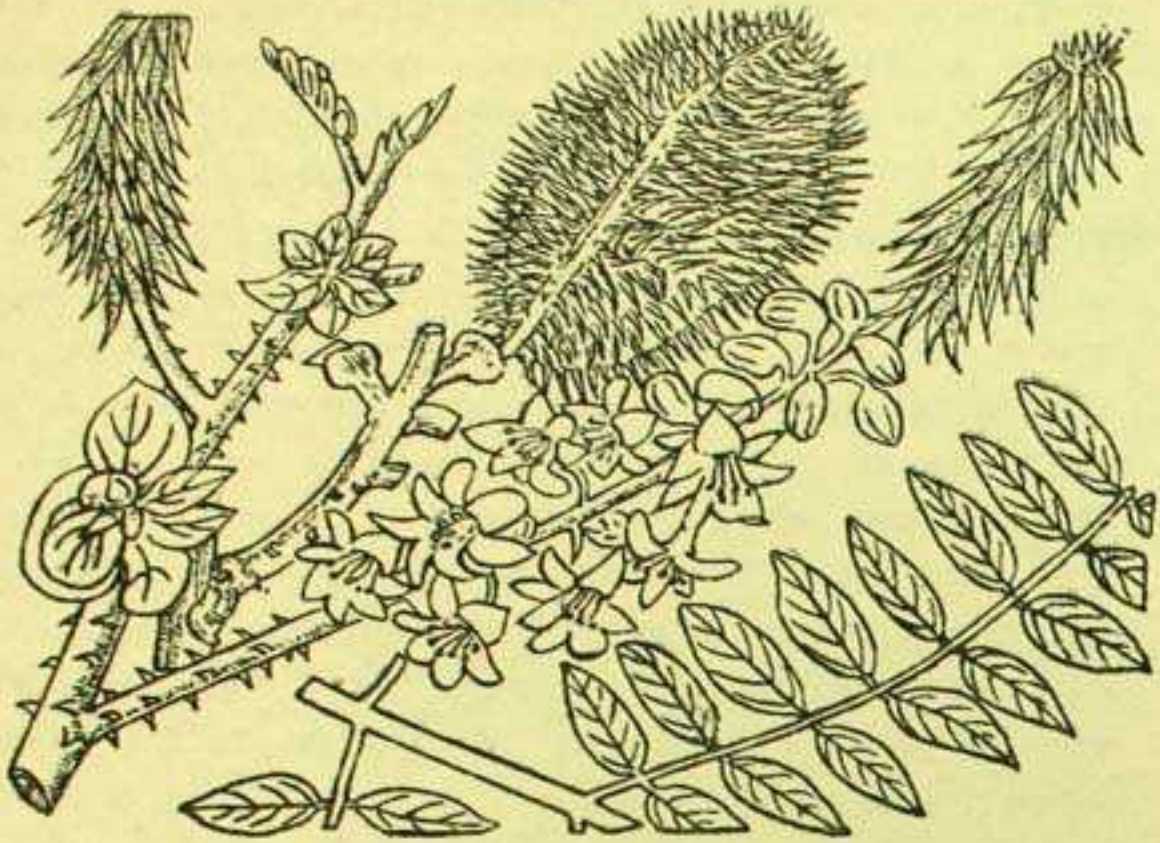
222. Caesalpinia bonducella Fleming. (নাটা)

223. C. Sappan Linn. (বকম্)

ভাষানুসারী নাম ঃ—পত্তঙ্গ—সংস্কৃত ; বকম্—বাংলা ; বকম, পত্তঙ্গ—হিন্দি ; বোক্‌মো—উড়িয়া ; পতঙ্গ—স্থ-লাকড়ো—গুজরাট ; পতং—মহারাষ্ট্র ; পতং, ভট্টাক্ষি, বারতঙ্গী—তামিল ; বকমু, ওকাম্বু-কাট্টি—তেলেগু ; সপ্পাঙ্গ—কাণপুর ; চপ্পাঙ্গম্—মালয় ; বক্কম্—আরব ; বকম্—পারস্য ; টইহ্নিয়া—ব্রহ্মদেশ।

পত্তঙ্গশ্চৈব পত্রাঙ্গং রক্তকাষ্ঠং সুরঙ্গদম্ ।
পত্রাঢ্যং পট্টরাগঞ্চ ভার্য্যারক্তশ্চ রক্তকঃ ॥
লোহিতং রঙ্গকাষ্ঠঞ্চ রাগকাষ্ঠং কুচন্দনম্ ।
পট্টরঞ্জনকশ্চৈব সুরঙ্গঞ্চ চতুর্দ্দশ ॥
পত্রাঙ্গং কটুকং রুক্ষমম্লং শীতং চ গৌল্যকম্ ।
বাতপিত্তজ্বরঘ্নঞ্চ বিস্ফোটোন্মাদভূতহৃৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । চন্দনাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—পত্রঙ্গ, পত্রাঙ্গ, রক্তকাষ্ঠ, সুরঞ্জন, পত্রাঢ্য, পট্টরাগ, তার্ষ্যারুক্ষ, রক্তক, লোহিত, রঙ্গকাষ্ঠ, রাগকাষ্ঠ, কুচন্দন, পট্টরঞ্জনক, সুরঙ্গ—এই চোদ্দটীনাম

গুণপর্যায় :—পত্রাঙ্গ—কটু রস, রুক্ষ এবং বিপাকে অম্লরস, শীতবীর্য্য, গৌল্য, বাতপিত্তজ্বর-নাশক, বিস্ফোট, উন্মাদ, ও ভূতগ্রহ নিবারক।

জন্মস্থান :—দক্ষিণ ভারত, বঙ্গদেশ, বর্মা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়া।

বর্ণনা :—অল্প কাঁটাযুক্ত ছোট বৃক্ষ। বকমের কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত ; বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। ভিতরের কাষ্ঠ নেবু রং বিশিষ্ট ও পীতবর্ণ (Gamble)। কাঁটাগুলি ছোট, ফাঁক ফাঁক। পত্রদণ্ড ১/২–১ ফুট লম্বা। পত্রিকার বোঁটা ছোট। ফুল হরিদ্রাবর্ণ। পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ডের সমান লম্বা। বহির্বাস ১/৪ ইঞ্চি। পুংকেশর নরম। গর্ভাশয় ধূসরবর্ণ ও নরম। ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১ ১/২ ইঞ্চি চওড়া, ঈষৎ চেপ্টা। ফলের বোঁটা অল্প বক্র, প্রান্তদেশ বক্র। ফলের গায়ে কাঁটা আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—কাষ্ঠ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—অল্প কাঁটাযুক্ত ইহার ফল ও অভ্যন্তরের কাষ্ঠ রেশম রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বকমের ক্বাথ চর্মরোগে হিতকর এবং ধারক ও উদরাময় নিবারক (Watt).। বকম লাল রং করিবার জন্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। দোলের সময় যে আবীর প্রস্তুত হয় তাহা এই বৃক্ষের রংএ তৈয়ারী করে। এই কাষ্ঠের গুঁড়া জলে মিশাইলে জল লালবর্ণ হয়, সেই জলে এরারুট অথবা টিকুর (curcuma angustifolia) অথবা মাটি মিশাইয়া পায়ে থেৎলাইতে হয়, তৎপরে ইহাতে ফটকিরি মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই আবীর প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ ইহাতে carbonate of soda মিশাইয়া থাকে। Indian Pharmacopoeia মতে ইহা Logwood এর স্থানে ব্যবহৃত হইতে পারে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

কাঠের কল্ক—ঋতুস্রাব কারক, উদরাময় এবং আমাশয়ে উপকারী। কয়েকটি চর্মরোগে—আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে উপকারী।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 17, t. 16 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 344B.

Ref.—F.B.I., ii., 255 ; Roxb., F. I, ii. 357 ; B.P., i, 449 ; Prain H. H., 207 ; Voigt., H. S., 241.
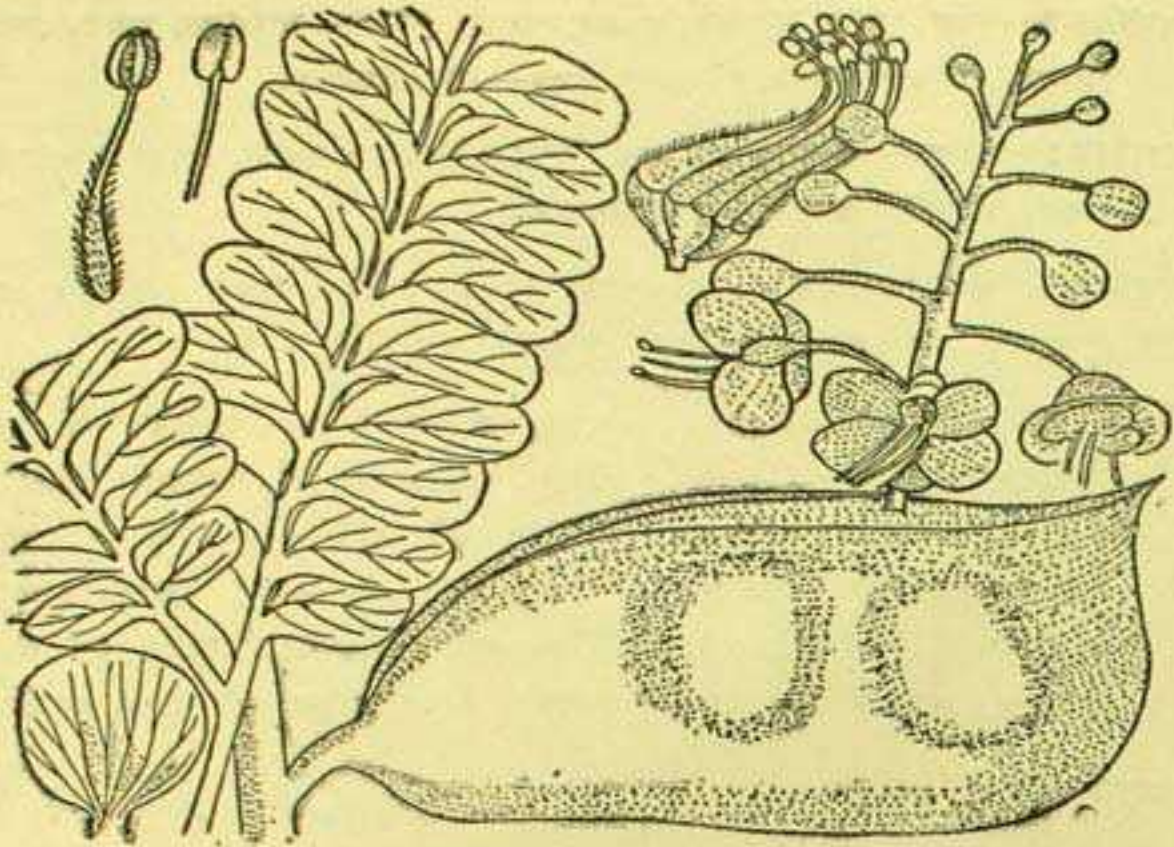
223. C. Sappan Linn. (বকম্)

224. C. pulcherrima Swartz. (কৃষ্ণচূড়া)

ভাষানুসারী নাম :—রত্নগণ্ডী সিদ্ধেশ্বর—সংস্কৃত ; কৃষ্ণচূড়া—বাংলা ; গুলেটুর—হিন্দী। রত্নগণ্ডী—তেলেগু ; মযুরম্—তামিল ; সন্ধেশরী—গুজরাট ; সেট্টিমণ্ড—মালয় ও কোমরী—কর্ণাট ; হোয়াফঙ্গ্—কোচিন চায়না ; মেনোরামল—শিলং ; তিসিত্তিমন্দারু—মালাবার।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে বাগানে রোপণ করে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—Ainslie বলেন যে ইহা শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আনীত হয়। এই গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, ১২-১৪ ফুট উচ্চ হয়। ডালে পাত্লা কাঁটা আছে। ত্বক্ ধূসর বর্ণ। পত্রিকা ১২-১৮ জোড়া হয়, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের পাপ্ড়ি গোলাকার, মস্তিষ্ক কোঁকড়ান, লালের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ। ফুলের গন্ধ মনোহর। শুঁটি সোজা, প্রায় ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, সরু ও পাতলা। আশ্বিন মাস হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ফুল হয় এবং চৈত্র মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, ফুল ও বীজ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছের সকল অংশই জোলাপের কাজে লাগে। ইহার পত্র, ফুল ও বীজ বহু পরিমাণে দেশীয় ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

পাতা—উত্তেজক, বিরেচক, স্নিগ্ধকারক।

ছাল—স্নিগ্ধকারক, গর্ভপাতকারক।

ফুলের রস—জ্বরঘ্ন, উদরোগনাশক, হাঁপানি, কাসি ও ম্যালেরিয়া জ্বরে উপকারী।

Fig.—Bot. Mag., t. 995 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 346 ; Rheede, Hort. Mal. vi. t. I.

Ref.—F.B.I., ii, 255 ; Roxb., F. I. ii, 364 ; B. P., i, 449 ; Watt, Pt. I, 10 ; Prain H. H., 206.
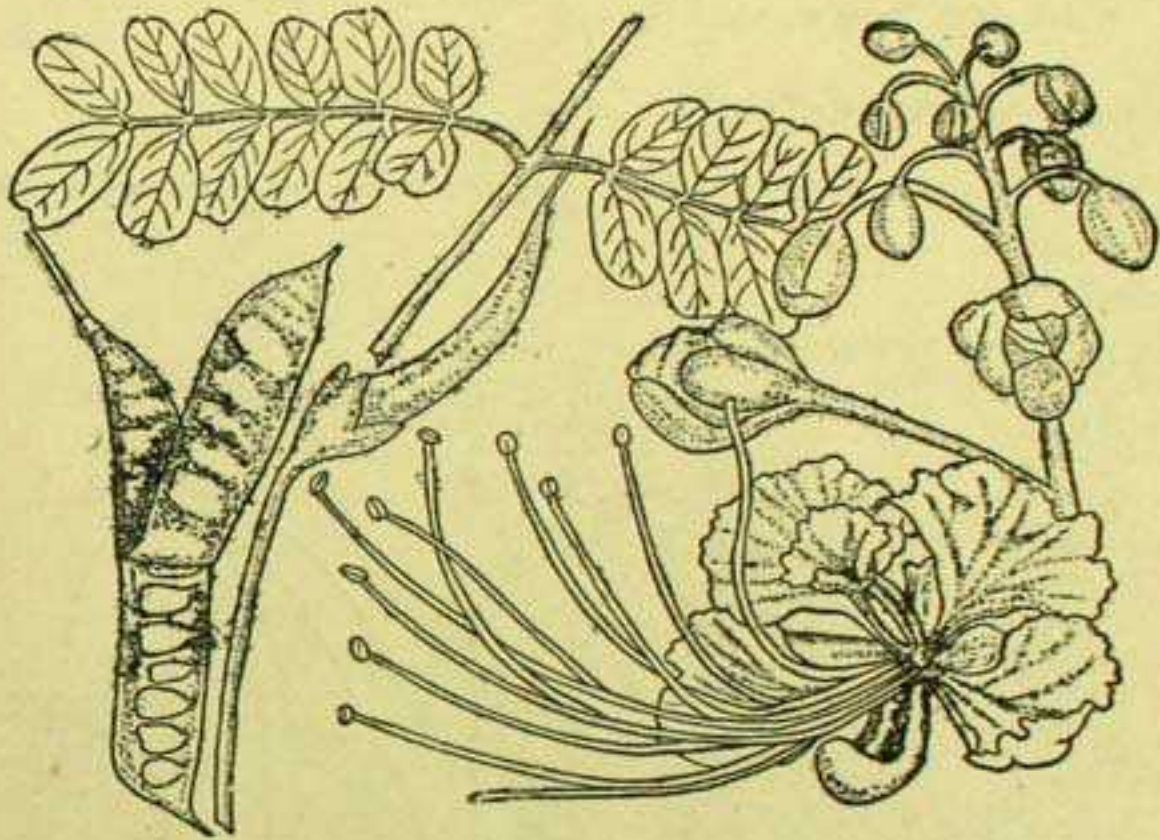
224. C. pulcherrima Swartz. (কৃষ্ণচূড়া)

225. C. digyna Rottl. (অমলকুঁচি)

ভাষানুসারী নাম :—অমলকুঁচি—বাংলা ; ভাকোরিমূল—হিন্দি ; গুনি-গটচ্—তেলেগু ; ভাকেরিমূল—বোম্বে ; সুলুলোথি—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, বিহার, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—কাঁটাযুক্ত গুল্ম ; শাখা মসৃণ লোমযুক্ত, বেগুনে ও ধূসরবর্ণ কণ্টকাবৃত। পত্র

সরু, পত্রদণ্ড ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, প্রত্যেক দণ্ডে ৯-১২ জোড়া পত্রিকা থাকে; বোঁটা ছোট; ফুল ১ ইঞ্চি, পীতবর্ণ; পুষ্পদণ্ড ৬-৮ ইঞ্চি; বহির্বাস লোমযুক্ত; ৫ ভাগে বিভক্ত; ফুলের পাপ্‌ড়ি গোলাকার, পীতবর্ণ, উপরের পাপ্‌ড়ি লালবর্ণ (Brandis)। পুংকেশর ঘনসন্নিবদ্ধ; শুঁটি লম্বাকৃতি, লোমযুক্ত, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা; বীজ প্রত্যেক শুঁটিতে ২-৪টি থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ:—শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ইহার শিকড় ধারক; ৩ মাষা পরিমাণ দুগ্ধ, ঘৃত, জীরা এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে ক্ষয়কাস নিবারণ হয়। মূলের মোটা স্ফীত অংশগুলি ঔষধে ব্যবহৃত হয়। শিকড়ের গুঁড়া জলের সহিত সেবন করিলে জ্বর আরাম হয়। ইহার মাদকতা শক্তি আছে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

মূল—সঙ্কোচক। ক্ষয়রোগে আভ্যন্তরীণ্ প্রয়োগে উপকার হয়। গলগণ্ড ও বহুমূত্রে উপকারী।

Fig:—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 384.
Ref·—F. B. I. ii, 256 ; Roxb. F. I., ii, 256 ; B. P., i, 449 ; Watt. ii., Pt. I. 9.
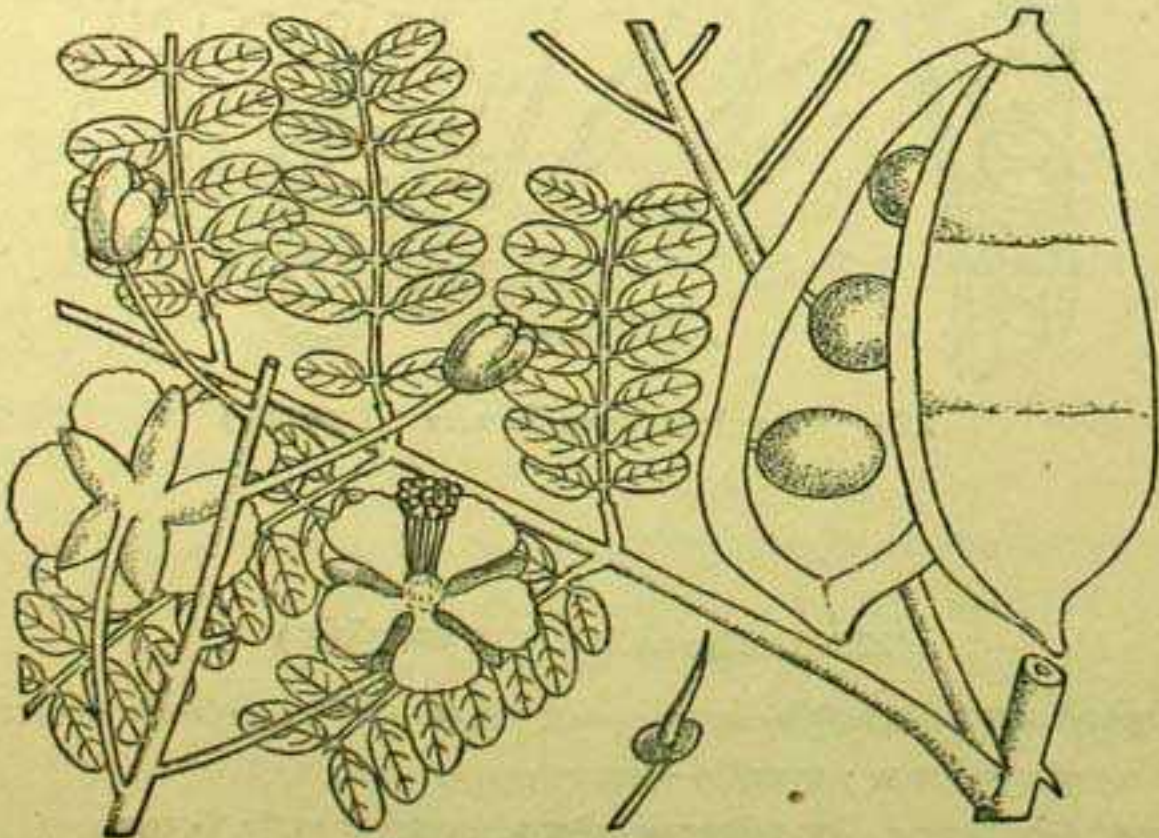
225. C. digyna Rottl. (অমলকুঁচি)

226. C. Coriaria Willd. (চৌরী)

ভাষানুসারী নাম :—চৌরী—বাংলা ; টিভিদিভি তামিল ; দিভিদিভি তেলেগু ; স্থমায়্ আম্রিকোয়া—আরব ; স্থমায়্-আম্রিকোয়া—পারস্ত ; দিবি-দিবি—বোম্বে ; ভিলাস্তি-এ্যাল্‌ভিকরি—কানপুর। দিবিদিবি—আমেরিকা।

জন্মস্থান :—দক্ষিণ আমেরিকায়, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বাগানে রোপিত হইয়াছে ; ছোটনাগপুর, নেপাল, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে চাষ করা হয়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ; এই বাগান হইতে Dr. Roxburgh সাহেব বহুপরিমাণ বীজ মাদ্রাজ খান্দেশ, ও কানপুর প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বর্ণনা :—এই গাছের বীজ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ১৮০৫ খৃঃ বোটানিক্ গার্ডেনে রোপিত হয় ; ১৮৪৫ খৃঃ উক্তস্থান হইতে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। গাছ ২৫।৩০ ফুট উচ্চ, পত্র বাবলার পত্রের ন্যায়, গাছে কাঁটা নাই। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফলগুলি ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু সোজা নহে, বক্র ও গুটান ; ফলের বিস্তার ½ ¾ ইঞ্চি ; ফল এক একটী অথবা একসঙ্গে ৩-৪টী হয়। আশ্বিন হইতে পৌষ মাসে ফুল এবং চৈত্র মাসে ফল হয়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শুঁটি চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। চৌরী হইতে উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত হয়। ফল অতিশয় সঙ্কোচক। ফলের গুঁড়া ফিকে পীতবর্ণ। ইহা অবিরাম জ্বর নাশক ; Dr. Cornish ৯৪টী রোগীকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ রোগীর জ্বর আরাম হইয়াছিল। মাত্রা ৪০-৬০ গ্রেণ পরিমাণ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের শুক্‌না ছালের গুঁড়া—সঙ্কোচক, রসায়ন,
গাছের কল্ক—অর্শের রক্তে উপকারী।
ছাল—পুরাতন জ্বরে উপকারী।

Fig—Rock, For Trees Howaii, t. 47 (1917), Berg. Charakt, t. 71 Fig. 577.

Ref—Rock. For. Trees Howaii t. 47 (1917). Berg. Charakt. t. 71, Fig. 577.

226. C. Coriaria Willd. (টৌরী)

Genss—URAIA. Desv.

227. U. lagopoides DC. (চাকুলিয়া)

ভাষানুসারী নাম—পৃশ্নিপর্ণী—সংস্কৃত ; চাকুলিয়া, চাকুলে, গোরক্ষ-চাকুলে—বাংলা ; পীতবন্, পীঠবন—হিন্দি ; সেবরা, দভল—মহারাষ্ট্র ; দোয়ল—বোম্বে ; কৃষ্টপর্ণী—উড়িষ্যা ; কোলাকুপুন্না—তেলেগু ; পৃষ্টিপরণী—গুজরাট ; তোরে মোড়—কর্ণাট।

স্যাৎ পৃশ্নিপর্ণীকলসী মহাগুহা
শৃগালবিন্না ধমনী চ মেখলা।
লাঙ্গলিকা ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা গুহা
শৃগালিকা সৈব চ সিংহ পুচ্ছিকা॥
পৃথক্‌পর্ণী দীর্ঘপর্ণী দীর্ঘা ক্রোষ্টুকমেখলা।
চিত্রপর্ণ্যপাচিত্রা চ শ্বপুচ্ছাঽষ্টাদশাহ্বয়া॥
পৃশ্নিপর্ণী কটূষ্ণাম্লা তিক্তাঽতীসারকাসজিৎ।
বাতরোগজ্বরোন্মাদ ব্রণদাহবিনাশনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ

নামপর্যায় :—পৃশ্নিপর্ণী, কলসী, মহাগুহা, শৃগালবিন্না, ধমনী, মেখলা, লাঙ্গলিকা, ক্রোষ্টুক-পুচ্ছিকা, গুহা, শৃগালিকা, সিংহপুচ্ছিকা, পৃথকপর্ণী, দীর্ঘপর্ণী, দীর্ঘা, ক্রোষ্টুকমেখলা, চিত্রপর্ণী, অপচিত্রা, শ্বপুচ্ছা—এই ১৮টী নাম।

গুণপর্য্যায় :—পৃশ্নিপর্ণী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে অম্ল তিক্তরস, অতিসার এবং কাস নাশক। বাতরোগ, জ্বর, উন্মাদ, ব্রণ ও দাহনাশক।

জন্মস্থান—নেপাল, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, হুগলী, হাওড়া ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, প্রভৃতি স্থানে তৃণময় বাগানে অথবা মাঠের কিনারায় প্রচুর দেখা যায়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—নরম লোমযুক্ত গুল্ম, ৩—৫ ফুট উচ্চ। ½—১ ইঞ্চি, পত্রিকার মস্তক মোটা, বোঁটার দিকে গোলাকার। ত্রিপত্র বিশিষ্ট, দুইদিকে দুইটী এবং মধ্যে একটি বড় পত্রিকা থাকে। পত্রিকার শিরাগুলি উভয়দিকে সমান্তরাল। ফুলের মাথা ছোট, ঘন সন্নিবদ্ধ, ১—৩ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি পুরু। পুষ্পদণ্ড শৃগালের লেজের ন্যায়। এই গাছ বর্ষাকালে জন্মে ও শীতকালে বর্দ্ধিত হয়। গাছগুলি একটু উচ্চ ভূমিতে জন্মে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্ ও শিকড়। মাত্রা ক্বাথ ; ৫-১০ তোলা। মূলচূর্ণ—২-৪ আনা।

বৈদ্যকে পৃশ্নিপর্ণীর ব্যবহার

চরক : (১) যত ধারক, বাতহর, দীপনীয়, ও বৃষ্য বস্তু আছে, তন্মধ্যে পৃশ্নিপর্ণী শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **রক্তার্শোরোগে** পৃশ্নিপর্ণী—বেড়েলা ও চাকুলের ক্বাথ দ্বারা প্রস্তুত লাজপেয়া রক্তার্শ নাশ করে (চিঃ ৮ম অঃ)। (৩) কফজমদাত্যয়ের **তৃষ্ণায়** পৃশ্নিপর্ণী—পিপাসু কফমদাত্যয় রোগীকে ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত পৃশ্নিপর্ণীর পানীয় পানার্থ প্রদান করিবে। (চিঃ ১২ অঃ)।

সুশ্রুত :—বাতাধিক **বাতরক্তে** পৃশ্নিপর্ণী—পৃশ্নিপর্ণী ২ তোলা, জল দেড়পোয়া, ছাগদুগ্ধ আধপোয়া, তিলতৈল ১ ছটাক, একত্র ক্ষীর পরিভাষানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক, বাতপ্রবল বাতরক্তরোগী পান করিবে। ইহা অতিক্রূরকোষ্ঠ রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) ঐকাহিক **জ্বরে** পৃশ্নিপর্ণী—ঐকাহিক জ্বরে রোগী পুষ্যোদ্ধৃত পৃশ্নিপর্ণী মূল রক্তসূত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্বক মস্তকে ধারণ করিবে (জ্বরচিঃ)। (২) **রক্তাতিসারে** পৃশ্নিপর্ণী—অর্দ্ধজলমিশ্রিত ছাগদুগ্ধ এবং পৃশ্নিপর্ণীর ক্বাথ একত্র করিয়া, তদ্দ্বারা অভীষ্ট বস্তুর পেয়া প্রস্তুত করিয়া, রক্তাতিসারীকে সেবন করাইবে (অতিসার চিঃ)। (৩) **নেত্ররোগে** পিল্লনাম—পৃশ্নিপর্ণী মূলের সূক্ষ্মচূর্ণ কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও মরিচচূর্ণ যোগে, কাঞ্জির সহিত তাম্রপাত্রে, প্রত্যহ কিছুক্ষণ করিয়া সাতদিন মর্দ্দন করিবে। ইহা অঞ্জন করিলে পিল্লনাম নেত্ররোগ প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চি :)

ভাবপ্রকাশ :—**অস্থিভঙ্গে** পৃশ্নিপর্ণী মূল—পৃশ্নিপর্ণীর মূলচূর্ণ ছাগমাংসযূষের সহিত তিন সপ্তাহ সেবন করিলে, ভগ্ন অস্থির সন্ধান হয় (ভগ্ন চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গুল্মটি দশমূল পাচনের একটী মশলা। চাকুলে সর্দ্দিনাশক ও বলকারক (Dutt)। ইহা দুধের সহিত স্ত্রীলোকদিগকে ৭ মাসে খাওয়াইলে গর্ভস্রাব নিবারিত হয় (সুশ্রুত)।

Glossary :—সংক্ষিপ্তগুণ পরিচয় :—

গাছ—বলবৃদ্ধিকারক, রসায়ন, গর্ভিনী স্ত্রীলোকের সপ্তম মাসে দুগ্ধসহ প্রয়োগে গর্ভপাত নিবারণ করে।

মন্তব্য :—চরক "দশেমানিতে" সন্ধান, শোথহর ও অঙ্গমর্দ্দপ্রশমন বর্গে এবং **'সুশ্রুত'** বিদারিগন্ধাদি ও হরিদ্রাদিগণে পৃশ্নিপর্ণীর উল্লেখ করিয়াছেন। সর্পবিশেষের বিষ প্রতীকারার্থ পৃশ্নিপর্ণীর ব্যবহার হইয়া থাকে।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 308 B ; Burm, Fl. Ind., 68, t, 53., Fig 2.

Ref—F. B. I., ii, 156 ; Roxb.,F. I., iii, 366 ; B. P., i. 420 ; Prain, H. H., 202 ; Voigt, H. S., 220.
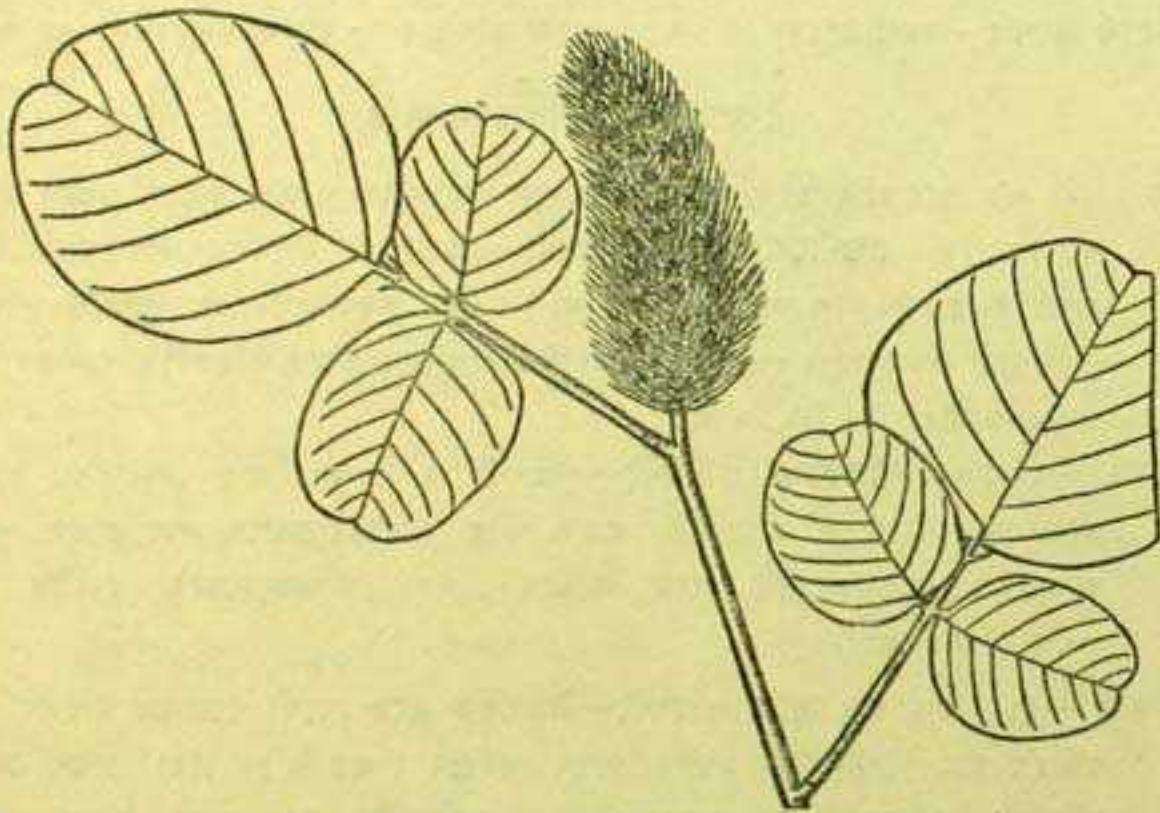
227. Uraria lagopoides Desv. (চাকুলিয়া)

228. U. picta Jacq. Desv. (**শঙ্করজটা**)

ভাষানুসারীনাম :—শঙ্করজটা—বাংলা ; দাব্‌রা—হিন্দি ; পৃশ্নিপর্ণী—মহারাষ্ট্র ; পীতভন্—গুজরাট ; পৃশ্নিপর্ণী—বোম্বে।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ, হিমালয় প্রদেশের ৬০০০ ফুট উচ্চ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভূভাগে ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের সাধারণ তৃণময় স্থানে নদীর কিনারায় দেখা যায়।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী, সোজা শাখাযুক্ত, ৩-৬ ফুটউচ্চ গুল্ম। শাখা নিম্নে অবনত। পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ১-৬ টা, কখন কখন ২-৯টি হয়। পত্রিকা ১-৮ ইঞ্চি লম্বা, ¼-১ ইঞ্চি চওড়া বর্শাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল ঘনসন্নিবদ্ধ, ½-১ ফুট, পুষ্পদণ্ডে অবস্থিত। পুষ্পবৃন্ত ¼-½ ইঞ্চি, কিঞ্চিৎ বক্র। ফুল অনেক, বেগুনে রং বিশিষ্ট অথবা লালবর্ণ হয়; অল্প বিস্তৃত। গ্রন্থিগুলি চিক্কণ লোমযুক্ত, মসৃণ ও শ্বেতবর্ণ। ফল ধরিবার সময় বোঁটা বক্র হইয়া যায়। বীজ মূত্রাশয়াকৃতি, ১-১২টি হয়, ফিকে পীতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ ও ফল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বোম্বাই প্রদেশে এই গাছ সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার ফল বালকদিগের মুখের ক্ষতে ব্যবহৃত হয় (Stewart)

Glorsary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ফল—বালকদিগের মুখক্ষতে ব্যবহৃত হয়।

গাছ—সর্পবিষের প্রতিষেধক।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. MId. Pl., t. 308A ; Jacq. I. C., t. 567
Ref—F. B. I., ii, 155 ; Roxb., F. I., iii, 368 ; B. P., I., 420 ; Prain. H. H., 202 ; Voigt ; H. S., 220 ; Dymock, i, 427.
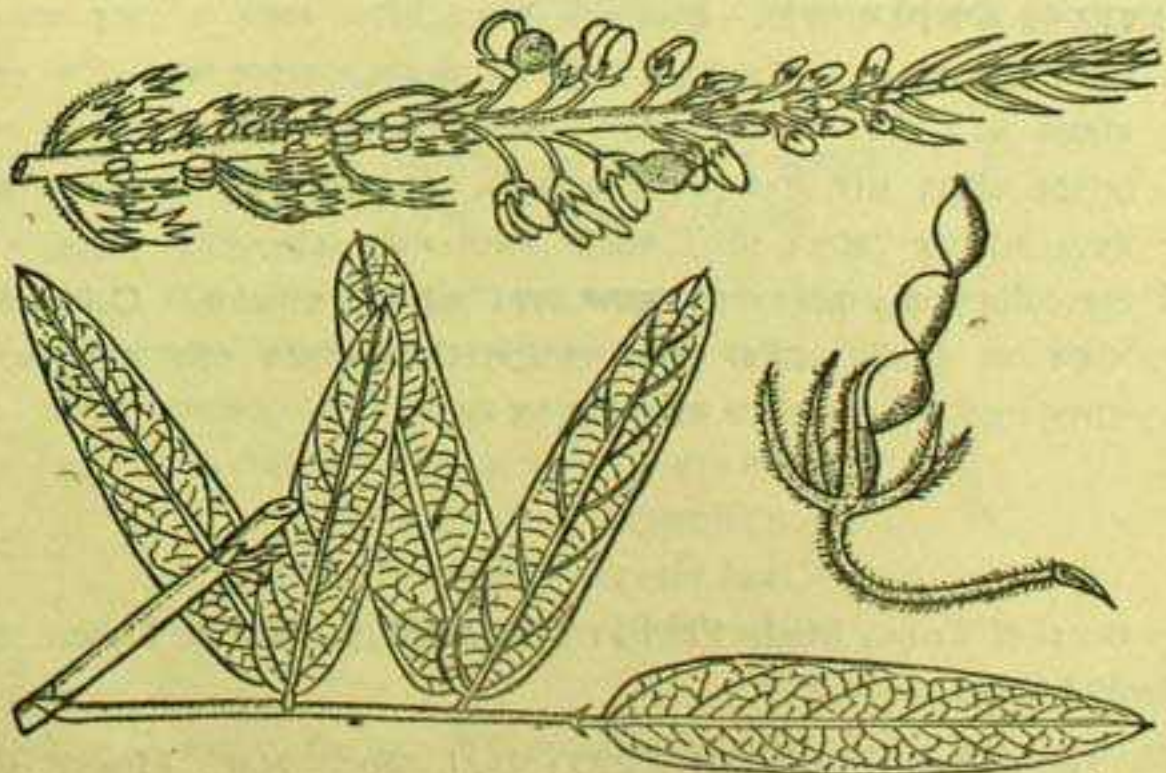
228. U. picta jacq Desv. (শঙ্করজটা)

Genus—ASTRAGALUS, Tourn ex-Linn.

229. A. gummifer Labill (কটিলা)

ভাষানুসারী নাম :—কটিলা—বাংলা ; আনগিরা—হিন্দি।

জন্মস্থান :—এশিয়ামাইনর, আর্ম্মিনিয়া, পারস্য, কুর্দ্দিস্থান, সিরিয়া, এবং হিমালয় প্রদেশ।

বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয়, ২ ফুট উচ্চ, বহু শাখাযুক্ত গাছ। শাখায় লম্বা লম্বা সরু কাঁটা আছে। ছাল লালের আভাযুক্ত ধূসর বর্ণ, ইহাতে গোলাকার দাগ আছে। ছোট শাখাগুলি শ্বেতবর্ণ, পশমে আবৃত। পত্র পক্ষাকার, ১½ ইঞ্চি লম্বা ও চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত, পীতবর্ণ, অগ্রভাগ অতিশয় সরু ও ধারাল। পত্রিকা ৪-৬ জোড়া হয়, ইহার বৃন্ত ক্ষুদ্র। ফুল ক্ষুদ্র, এক একটী অথবা ২-৩টী একত্র হয়, ফিকে পীতবর্ণ। বীজকোষ ছোট, গোলাকার এবং একটু লম্বা, শ্বেতবর্ণ ঘন লোমে আবৃত। ফলে একটি বীজ থাকে, বীজ ফিকে ধূসর বর্ণ ও মসৃণ। A verus oliver এবং এই গণভুক্ত অপরাপর গাছের আঠা হইতে Tragacanth পাওয়া যায়। জুলাই-আগষ্ট মাসে লোকে গাছের ছাল লম্বাভাবে চিরিয়া দেয় এবং যথাসময়ে আঠা বাহির হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—আঠা।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থ ব্যবহার :—ইহার আঠা ঔষধের বটিকা প্রস্তুত করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূত্রযন্ত্র সম্বন্ধীয় রোগে এবং অপরাপর আমাশয়িক রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রধানতঃ ঔষধের অনুপান রূপেই ব্যবহার হয়। এই আঠা দেখিতে মটরের ন্যায়, ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও পীতাভ, প্রায় গোলাকার। ইংলণ্ডের বাজারে ইহার আঠাকে "বসোরা-গাম্" বলে। সময়ে সময়ে এই গাছের আঠার সহিত Sterculia urens গাছের আঠা ভেজাল দেয়। এই আঠা শান্তিকর। Calomel-এর সহিত এই আঠা মিশাইয়া সেবন করাইলে Calomel-এর শক্তি বাড়ে, বিশেষত বালকদিগকে উহা খাওয়াইতে কষ্ট পাইতে হয় না।

Fig—Bentl & Trim., Med. Pl. ii, t. 73 ; Lindley, Med & Oecon. Bot, 173 (1849).

Ref—Pflanzenfamil. iii, III, 295 ; Bull. Soc. Nat. Mosc., xxvi. No 4. (1853) ; Plenck., Ic, Pl. Med., vi 563.
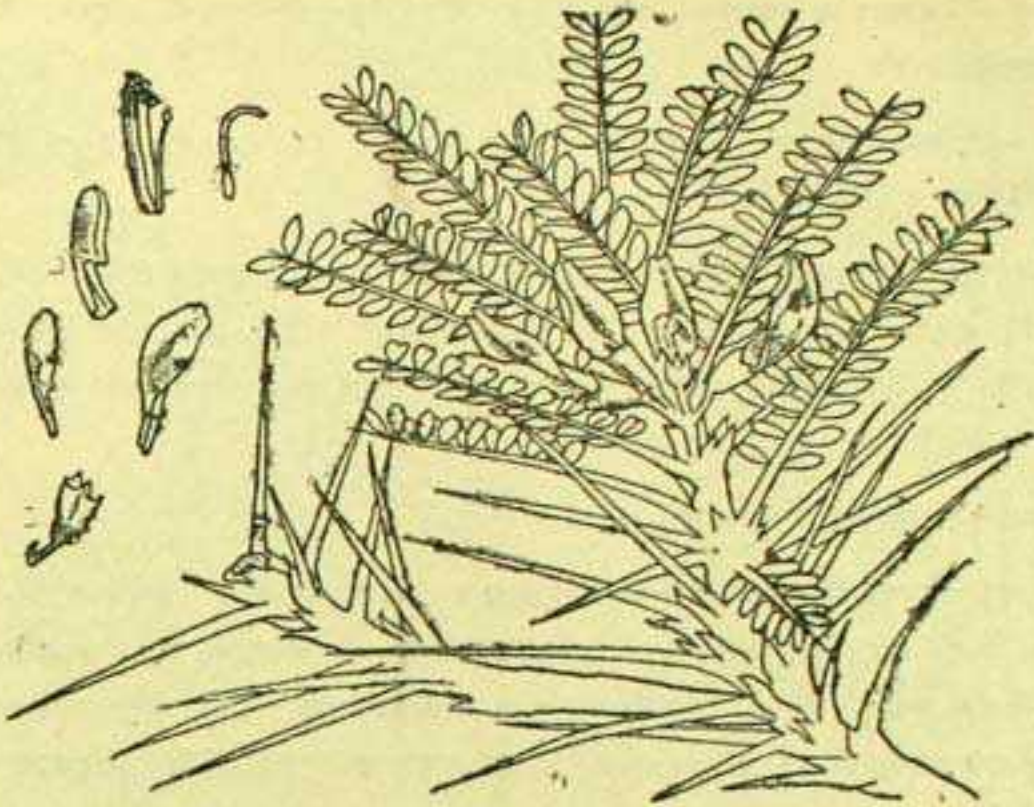
229. Astragalus gummifer Labill (কটিলা)

XL. ROSACEAE.

Genus—PRUNUS Linn.

230. P. Communis Huds. (আলুবোখ্রা)
Var. insititia Hookf.

ভাষানুসারী নাম:— আরুক—সংস্কৃত। আলুবোখ্রা—বাংলা; আলুবোখ্রা—হিন্দি; আলুবোখ্রা—বোম্বে; আলুবোখ্রা—পারস্ত; অল্লাগাদা-পাক্সাম্—তামিল; অল্লগাদা-পান্দুনু—তেলেগু; অল্লগদ-পক্সাম—মালয়।

আরুকং বীরসেনঞ্চ বীরং বীরারুকং তথা।
তচ্চ বিজ্ঞাচ্চতুর্জাতিঃ পত্রপুষ্পাদিভেদতঃ॥
আরুকানি চ সর্ব্বাণি মধুরাণি হিমানি চ।
অর্শঃপ্রমেহগুল্মাস্র-দোষবিধ্বংসনানি চ।

রাজনিঘণ্ট:। আম্রাদিবর্গ:॥

নামপর্য্যায়:—আরুক, বীরসেন, বীর এবং বীরারুক—পত্র পুষ্পাদি ভেদে চারি প্রকার, জানিবে।

গুণপর্য্যায় :—সর্বপ্রকার আরুক—মধুর রস, শীতবীর্য্য, ইহা অর্শ, প্রমেহ, গুল্ম এবং রক্তদোষ নাশক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, গারোয়াল হইতে কাশ্মীর, ৪০০০ হইতে ৭০০০ ফুট উচ্চে। বোটানিক্ গার্ডেন, দার্জ্জিলিং।

বর্ণনা :—ইহাকে বাগ্‌বাকুল বলে : গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ; গাছে কখনও কাঁটা থাকে, কখনও কাঁটা থাকে না। পত্র ডিম্বাকৃতি, কিনারা কাটা কাটা ; ফল গোলাকার, একস্থানে একটি, কখনও জোড়া জোড়া ফল থাকে। পৌষ মাসে ফুল এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, পত্র ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আলুবোখ্‌রা বাজারে শুষ্ক অবস্থায় বিক্রয় হয়, ইহা অম্ল অম্ল হজ্‌মিকারক। শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ অবস্থায় খাইলে বেশ প্রীতিপ্রদ হয়। ইহার শিকড় ধারক ও সঙ্কোচক এবং গাছের আঠা বাব্‌লার গঁদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। আলুবোখ্‌রা অল্প চিনি সংযোগে খাইলে শরীরের অবসাদ দূর করে।

কাঁচা আলুবোখ্‌রা, মেহ, গুল্ম ও অর্শ নাশক। পত্র ধাতুবর্দ্ধক (নিঘণ্টুরত্নাকর)

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ফল—বিরেচক, উত্তাপনাশক।

মন্তব্য :—মদনপাল নৃপকৃত মদনবিনোদ নামকনিঘণ্টুতে যে পত্রপুষ্পাদিভেদে চতুর্ব্বিধ আরুকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাও আলুবোখ্‌রা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নহে। **'প্লীনি'** এবং **ইউনানী** গ্রন্থকারগণ বহুপ্রকার আলুবোখ্‌রার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা পারস্য এবং তদাসন্নদেশে জন্মিয়া থাকে।

শূন্যোদরে সেবন করিলে, আলুবোখ্‌রা, অম্ল, শীত, অভিষ্যন্দি, পাচক ও মূত্ররেচক। শরীর অত্যন্ত রুক্ষ কিম্বা পিত্তাধিক্য হইলে আলুবোখ্‌রা হিতকর।

Fig :—Kirtikar & Basu ; Ind. Med. Pl., t. 391 B ; Hogg & Johnson, Wild Pl., Gr. Britain, vii, t. 566.

Ref :—F. B. I., ii. 315
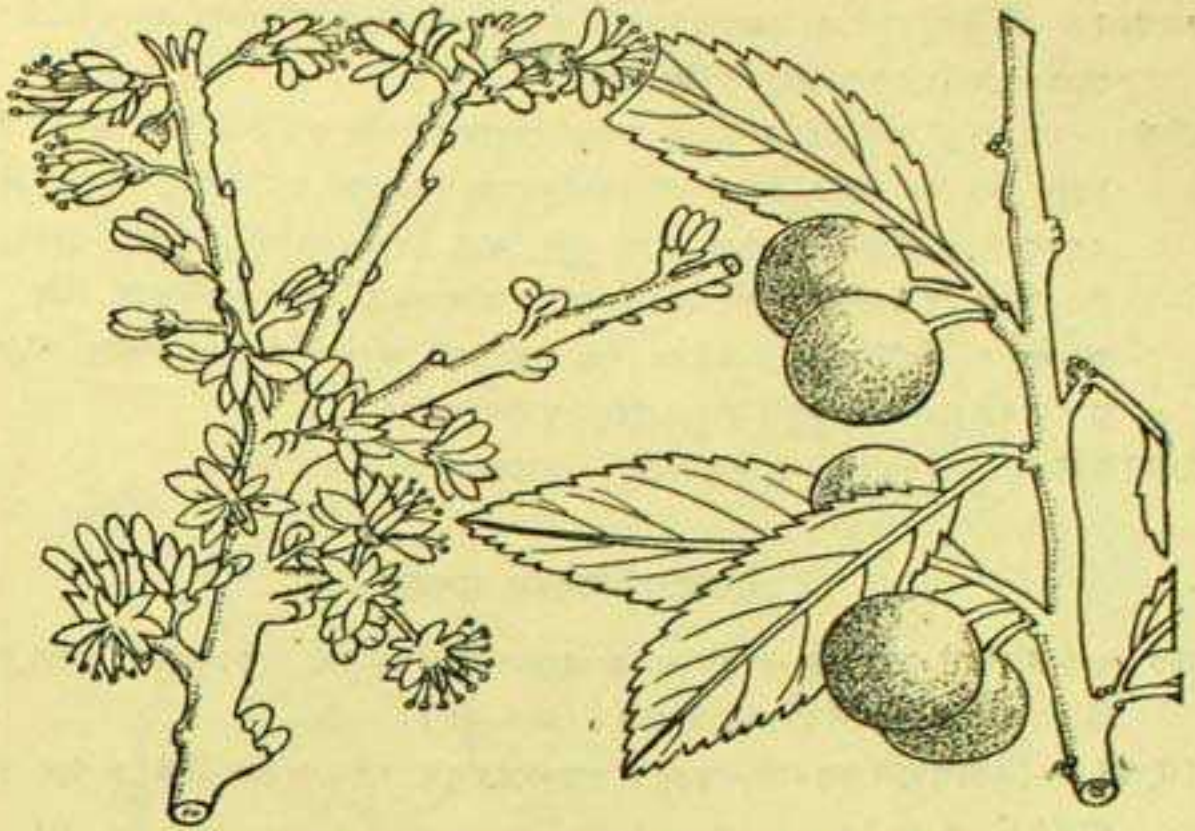
230. Prunus communis huds. (আলুবোখ্রা)

231. P. Puddum Roxb. (পদ্মক)

ভাষানুসারী নাম :—পদ্মক—সংস্কৃত; পদ্মক, পদ্মকাষ্ঠ—বাংলা; পদ্ম—হিন্দি; পদ্মক—মহারাষ্ট্র; পদ্মগুসহদেবি—তেলেগু।

পদ্মকং পীতকং পীতং মালয়ং শীতলং হিমম্।
শুভ্রং কেদারজং রক্তং পাটলাপুষ্পসন্নিভম্।
পদ্মকাষ্ঠং পদ্মবৃক্ষং প্রোক্তং দ্বাদশাহ্বয়ম্॥
পদ্মকং শীতলং তিক্তং রক্তপিত্তবিনাশনম্।
মোহদাহজ্বরভ্রান্তি-কুষ্ঠবিস্ফোটশান্তিকৃৎ॥

রাজনিঘণ্টু। চন্দনাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—পদ্মক, পীতক, পীত, মালয়, শীতল, হিম, শুভ্র, কেদারজ, রক্ত, পাটলাপুষ্পসন্নিভ, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মবৃক্ষ এই বারটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—পদ্মক—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, রক্তপিত্তনাশক, মোহ, দাহ, জ্বর, ভ্রান্তি, কুষ্ঠ এবং বিস্ফোটের শান্তিকারক।

জন্মস্থান :—সিকিম, ভুটান এবং বর্মাদেশে ইহার চাষ হয়। হিমালয় এবং কেদার পর্ব্বতে জন্মে; বোটানিক্ গার্ডেন, দার্জ্জিলিং।

বর্ণনা :—বড় গাছ, ফুল হইলে অতি সুন্দর দেখায়। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, কখনও কখনও ইহার বড় বা ছোট হয়। পত্রের কিনারা দাঁতযুক্ত ও চিক্কণ লোমদ্বারা আবৃত। পত্রবৃন্ত ½-¾ ইঞ্চি; পুষ্পবৃন্ত লম্বা, ফুল লাল কিম্বা শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার, ½-১ ইঞ্চি পরিমাণ; ফলের শাঁস অংশ অতি অল্প, দেখিতে পীতবর্ণ কিম্বা ঈষৎ লালবর্ণ। আঁটি শক্ত। কাষ্ঠের গন্ধ পদ্মফুলের ন্যায়। ইহার কাষ্ঠের বর্ণ পারুল ফুলের মত। পৌষ মাসে ফুল ও ফাল্গুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজের শাঁস, ত্বক্, কাষ্ঠ। কাষ্ঠের মাত্রা ½-২½ আনা।

বৈদ্যকে পদ্মকের ব্যবহার।

চরক :—**রক্তপিত্তে** পদ্মকাষ্ঠ—পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন সমভাগে, তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক, চিনির সহিত, রক্তপিত্তী পান করিবে (চিঃ ৪ অঃ)।

বাগ্ভট :—**হিকাশ্বাসে** পদ্মকাষ্ঠ—ঘৃতযুক্ত পদ্মকাষ্ঠের ধূম গ্রহণ করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৪ অঃ)।

মূলগ্রন্থাদির ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শাঁস পাথুরী রোগে হিতকর এবং ছাল ও ছোট ছোট শাখাগুলি বাজারে বিক্রয় হয়। ইহা Hydrocyanic acid-এর কাজ করে। কথিত আছে, যে সকল নারীর সচরাচর গর্ভস্রাব হয়, তাহাদিগকে পদ্মকাষ্ঠ জলে পেষণ করিয়া পান করাইলে গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কা থাকে না।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজের শাঁস —পাথুরীরোগে হিতকর।

মন্তব্য : **চরক** বেদনাস্থাপন বর্গে এবং **সুশ্রুত** গুড়ূচ্যাদিবর্গে পদ্মক পাঠ করিয়াছেন। নিঘণ্টুকারগণ পদ্মককে গর্ভস্থৈর্য্যকৃৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** শারীর স্থানের দশম অধ্যায়ে, অস্থিরগর্ভা নারীর মাসানুমাসিক পেয় ক্বাথের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু পদ্মকের উল্লেখ নাই। সিদ্ধযোগ রচয়িতা **বৃন্দ**, অন্যান্য দ্রব্যের সহিত, গর্ভস্রাব নিবারণার্থ পদ্মক ব্যবহার করিয়াছেন।

পদ্মকের ত্বক্ তিক্ত, বলকারক এবং অবসাদকর। কোন অচিরজাত ব্যাধির অবসানে যে দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে তৎপ্রতীকারার্থ এবং অস্বাভাবিক হৃৎকম্পন নিবারণার্থ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Fig—Wall, Pl. As. Rar., ii. 37, t. 143 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 389 A

Ref—F. B. I., ii, 314 ; Brandis, For. Fl., 194 ; Roxb. F. I., ii, 501.
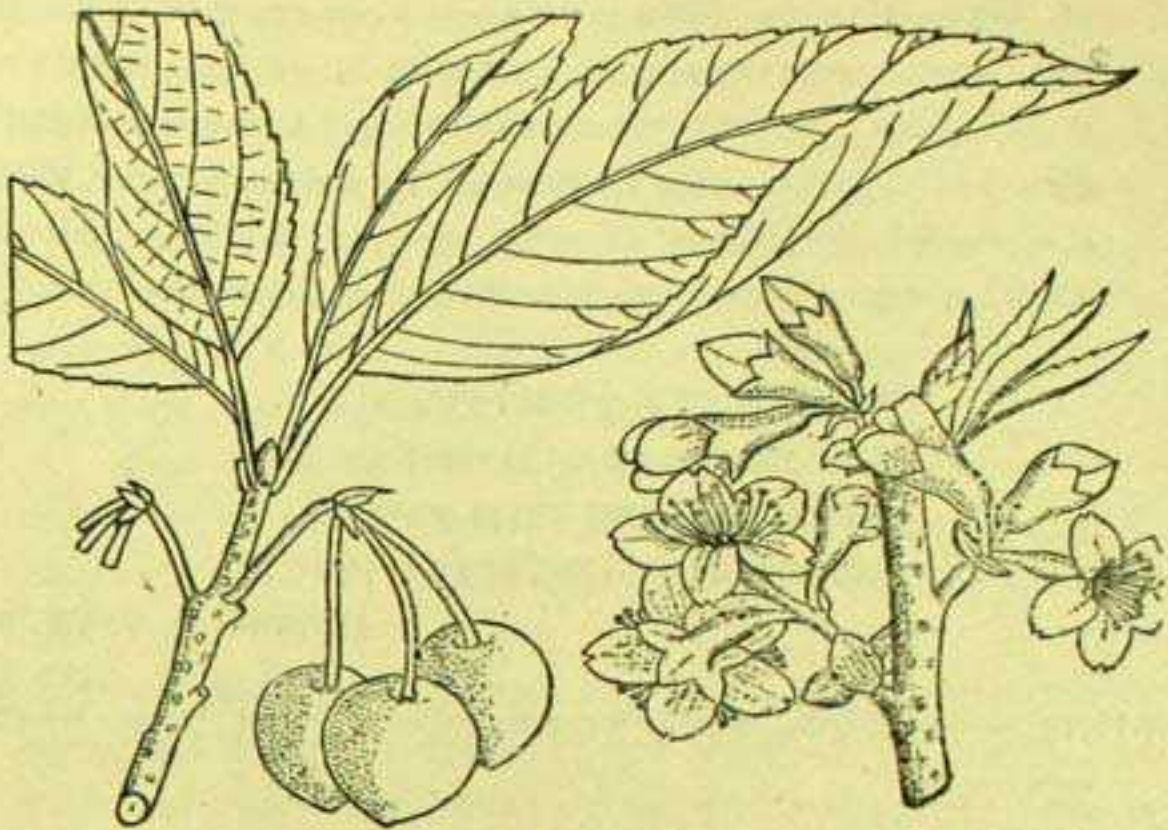
231. P. puddum Roxb. (পদ্মক)

Genus—ROSA Linn.

232. R. damascena Mill (গোলাপ)

ভাষানুসারী নাম :—শতপত্রী—সংস্কৃত ; গোলাপ—বাংলা ; গোলাব—হিন্দি ; সেবতী—মহারাষ্ট্র ; সেবতিগে—কর্ণাট ; চেমন্তিচেট্টু—তেলেগু ; রোজ—তামিল ; গুলাবি—কানপুর ; পানি-নীর—মালয় ; ভর্দ—আরব ; গুল্—পারস্য।

গোলাপ বহুজাতীয়। অধিকাংশ গোলাপই বিদেশ হইতে আনিয়া এদেশে চাষ করা হইয়াছে।

এখনও ধনী, রাজা, মহারাজারা বহু অর্থব্যয় করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে তোলা চারা আনয়ন করিয়া নিজ-নিজ বাগানে চাষ করিয়া থাকেন। ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে সাঁওতাল পরগণায় এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে (প্রায় ৩০০০ ফুট উচ্চে) উৎকৃষ্ট ও প্রচুর গোলাপের চাষ হয়। আধুনিক গোলাপের চাষের বিশেষ পরিপাটির প্রয়োজন। বাংলায়, বিশেষতঃ দক্ষিণবাংলায়, ভাল গোলাপ হয় না। বিদেশীয় গোলাপ আনিয়া বসাইলে ১।২ বৎসর পরে খারাপ হইয়া যায়। মাত্র ১২ জাতীয় গোলাপের আদি জন্মস্থান ভারতের বিভিন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশে বলিয়া অনুমিত হয়। জঙ্গলী গোলাপ

বহু বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট লতা বা গুল্ম বিশেষ এবং প্রায়ই ইহাদের ফুল সাদা হয়। সচরাচর যেসব গোলাপের চাষ হয় তাহা R. alba Linn (ককেশাস পর্ব্বত), R. centifolia Linn (ককেশাস ও আসিরিয়া), R. damescena Mill (পশ্চিম এশিয়া), R. gallica Linn (ইউরোপ), R. indica Linn (চীন), R. rubiginosa Linn (ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া), R. Sinica Ait (চীন ও জাপান) জাতীয় গোলাপের বিভিন্ন উপজাতি বিশেষ বা রূপান্তর মাত্র।

শতপত্রী তু সুমনা সুশীতা শিববল্লভা।
সৌম্যগন্ধা শতদলা সুবৃত্তা শতপত্রিকা॥
শতপত্রী হিমা তিক্তা কষায়া কুষ্ঠনাশনী।
মুখস্ফোটহরা রুচ্যা সুরভিঃ পিত্তদাহনুৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ॥

নামপর্য্যায় :—শতপত্রী, সুমনা, সুশীতা, শিববল্লভা, সৌম্যগন্ধা, শতদলা, সুবৃত্তা, শতপত্রিকা—এইগুলি নাম।

গুণপার্য্যায় :—শতপত্রী—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বিপাকে কষায় রস। কুষ্ঠনাশক, মুখের ব্রণ নাশক, রুচিকারক, সুগন্ধি এবং পিত্ত ও দাহনাশক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়।

বর্ণনা :—ঘন ডালবিশিষ্ট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, ডালে কাঁটা আছে। পত্র পক্ষাকার : পত্রিকাগুলি দাঁতযুক্ত। ফুল এক একটি জন্মে। ফুলের বোঁটা ছোট। ফুল, শ্বেত, পীত, লাল ও হরিদ্রা প্রভৃতি রং বিশিষ্ট। পাপ্‌ড়ি ৫টী, বড় ; পুংকেশর অনেক আছে। ফল কতকটা টোপা কুলের মত। গোলাপ সকলেই বাগানে চাষ করে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গোলাপ ফুলের পাপ্‌ড়ি সরিষার তৈল অথবা নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে দিলে বা অগ্নিতে গরম করিলে যে তৈল হয় তাহা উগ্র ও মৃদু বিরেচক।

সমপরিমাণ গোলাপ ফুলের পাপ্‌ড়ি চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সুন্দরভাবে পেষণ করিলে যে গুলখন্দ (gulkand) প্রস্তুত হয়, উহা বলকারক ও শরীরের পুষ্টিকারক। ইহা স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে হিতকর। Dr. Ibn. Sina বলেন যে, তিনি, ক্ষয়কাসগ্রস্ত একটি যুবতী স্ত্রীলোককে ইহা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। গোলাপের পাপ্‌ড়ির সহিত চিনি কিম্বা মধু মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয় (Dymock)। গোলাপের পাপ্‌ড়ি জ্বরনাশক।

গোলাপ জল :—এই জল প্রস্তত করিতে হইলে এক মণ কিম্বা দেড় মণ জল ধরে এমন একটি তামা কিম্বা লোহার পাত্র আবশ্যক। পাত্রটির গলার ব্যাস ৮ ইঞ্চি হইবে। উক্ত পাত্রে প্রথমে গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়া ভরিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দিবে। তাহার পর একটী নলযুক্ত ঢাক্‌নি দ্বারা পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া নলটি অপর আর একটি পাত্রের সহিত যোগ করিয়া দিতে হইবে ; এই পাত্রটী শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিলে ভাল হয়। অথবা যখন জাল দেওয়া পাত্রের বাষ্প উক্ত পাত্রে আসিয়া পড়িবে তখন উহাতে শীতল জলের ছিটা দিতে হইবে। এরূপ করিলে পাত্রের অভ্যন্তরস্থ বাষ্প জলীয় আকার ধারণ করিবে। এই জলীয় দ্রব্যই উৎকৃষ্ট গোলাপ জল।

চোলাই করিবার যন্ত্রে যেরূপে মদ চোলাই হইয়া থাকে, এই প্রক্রিয়াও ঠিক সেই প্রকার। ১০০০ গোলাপ ফুল হইতে প্রায় দেড় সের গোলাপ জল প্রস্তত হয়, ৮০০০ গোলাপ ফুলে ১০-১২ সের জল দিতে হইবে। ইহাতে ৮ সের গোলাপ জল প্রস্তত হইবে।

আরক প্রস্তত প্রণালী :—গোলাপ জল প্রস্তত হইলে উহা একটী পাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে, যেন উহাতে কোনরূপ ধূলা প্রভৃতি পতিত না হয়। পাত্রটী ২ ফুট মাটীর নীচে পুঁতিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিলে প্রাতঃকালে গোলাপ জলের উপর আতর ভাসিবে। উহা পালকে করিয়া উঠাইয়া একটী শিশিতে তুলিতে হইবে। এইরূপে ২।৩ দিন তুলিবার পর উহাকে কিছু সময়ের জন্য রৌদ্রে দিতে হইবে। এইরূপে তোলা হইলে আতর একটী শিশিতে রাখিতে হইবে। এই আতর ৩।৪ দিন দেখিতে ফিকে সবুজ বর্ণ তৎপরে ফিকে পীতবর্ণ হয়।

এক লক্ষ গোলাপ ফুল হইতে ১ তোলা আতর প্রস্তত হয়। খাঁটি আতরের মূল্য ৮০ টাকা তোলা। বাজারে যে আতর বিক্রয় হয় উহাতে চন্দন তৈল অথবা অপর কোন তৈল মিশ্রিত করে। গোলাপ জল ও আতর তৈয়ারীর জন্য সাধারণতঃ R. damascena এর ফুল ব্যবহৃত হয়।

Gloosry—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাপ্‌ড়ি—বাহ্য প্রয়োগে সঙ্কোচক। সমপরিমাণ সাদাচিনির সহিত আসব (গুল্‌খন্দ) প্রস্তত করিলে উহা রসায়নের কাজ করে এবং দেহ পুষ্ট করে।

কুঁড়ি—সঙ্কোচক, কোষ্ঠ শুদ্ধিকারক, হৃদ্য, মস্তিষ্কের রসায়ন। পিত্ত নিঃসারক এবং কফ নিঃসারক।

Fig—Kirtikar, Basu. Ind. Med. Pl. t. 317 ; Hayer. Hub. Pharm., t. 192.

Ref—E. B. I., ii, 364 ; B. F., i, 466.
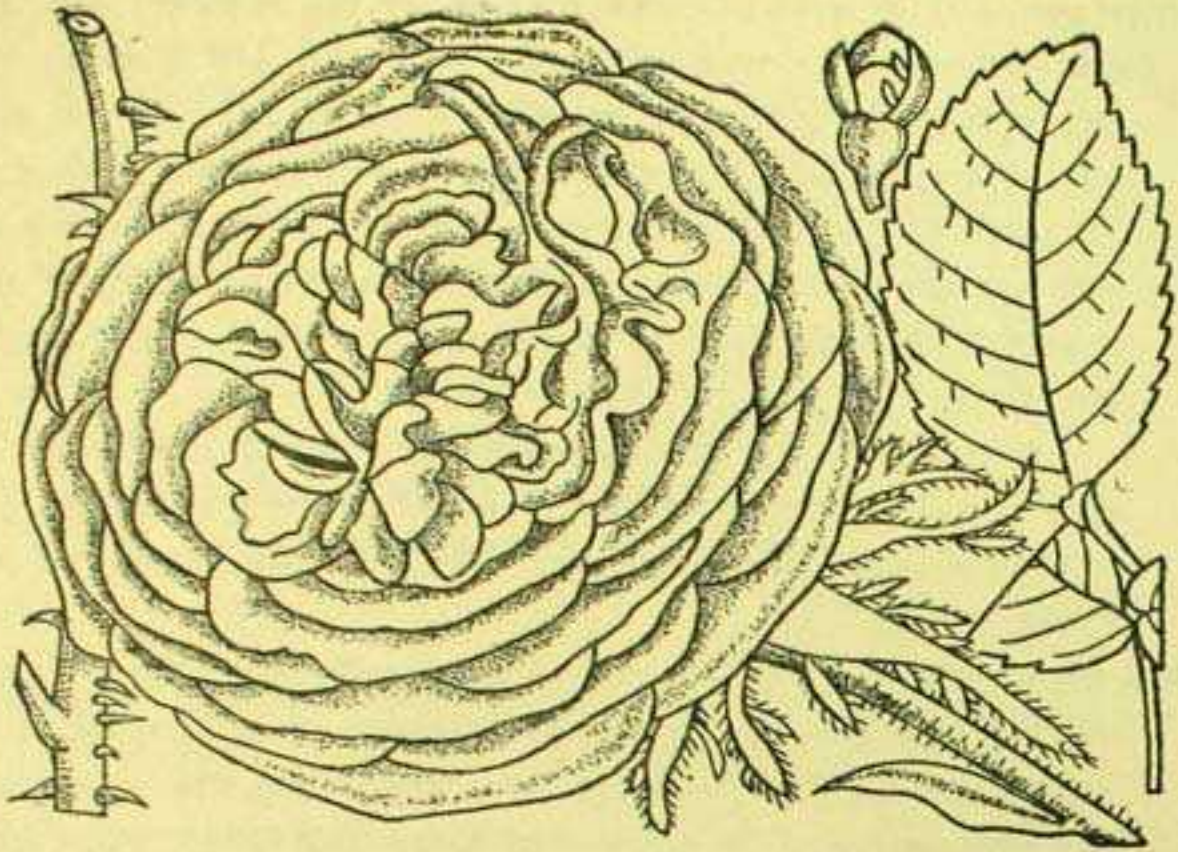
232. Rosa·damascena Mill. (গোলাপ)

Genus—CYDONIA Town.

233. C. vulgaris Pers. (বিহিদানা)

ভাষানুসারীনাম :—বিহিদানা—বাংলা ; বিহিদানা—হিন্দি ; বামহতু—কাশ্মীর ; সিমাইমা মাদলা-ভিরাইজ—তামিল ; সিমা-ডালিম-ভিট্‌লু—তেলেগু ; সফরজল্—আরব ; বিহিদানা—কানপুর।

জন্মস্থান :—আদি জন্মস্থান ইউরোপ, দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকায় বহু পরিমাণে বাগানে চাষ করে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশের ৫৫০০ ফুট উচ্চে চাষ হয়।

বর্ণনা : বড় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ ; বহু বক্রাকৃতি শাখাপ্রশাখা হয়। সেগুলি প্রায় পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। গাছের ছাল কৃষ্ণবর্ণ। কিনারাগুলি অসমান কিন্তু কর্ত্তিত নহে, বৃন্ত ক্ষুদ্র। ফুল শ্বেতবর্ণ, ২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট, বুহির্ব্বাস কপাতের ন্যায় কর্ত্তিত। ফল বৃহৎ, দেখিতে আপেলের মত এবং উহার গায়ে শক্ত লোঁম আছে। ফলের অভ্যন্তরে ৫টি বিভাগ আছে। ফলে অনেক বীজ হয়। গাছে মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে

ফুল হয়। এই গাছ ছাটিয়া না দিলে ভাল ফল হয় না। ফল খাইতে মিষ্ট ও ঈষৎ অম্ল।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ। মাত্রা ১-৪ আনা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল শান্তিকর। শিরঃপীড়ানাশক ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবর্দ্ধক। অনেক বলকারক ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে আরব ও পারস্য দেশীয় লোকেরা ইহা ব্যবহৃত করে। ইহার পত্র, ফুলের কুঁড়ি ও ত্বক্ ধারক বলিয়া অনেক গার্হস্থ্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার বীজ শান্তিকর এবং মৃত্-ধারক। বীজের আঠাংশ সর্দ্দি ও পেটবেদনায় ব্যবহার হয়। দগ্ধস্থানে ইহা বেলেস্তারায় প্রলেপ-স্বরূপ ব্যবহার হয় (Dymock)

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা, ছাল কুঁড়ি—সঙ্কোচক।

ফল—সঙ্কোচক, জ্বর প্রশমক, শরীর উত্তাপ নিবারক এবং হৃদরোগে উপকারী।

বীজ—স্নিগ্ধ, উদরাময়, পেটবেদনা, আমাশয়, গলঃক্ষত ও জ্বরে উপকারী।

মন্তব্য :—এই দ্রব্যটী হেকিমী চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন। পারস্য সাগরের বন্দর হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। গলঃক্ষত, আমাশয় এবং জ্বরে ইহার ব্যবহার বেশী। ইহার বীজ পূর্ণপাত্রে জলে ভিজাইয়া পরের দিন কাপড়ে ছাঁকিয়া মিছরি কিম্বা চিনি সহ ব্যবহারে উদরাময় বিশেষতঃ অতিসারে বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অতি সত্বর ফলপ্রদায়ক (Surgeon G. F. Poynder)। মূত্রাশয়ের পীড়া এবং শুক্রতারল্যে ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে (Surgeon Major Robb.—Ahmedabad)। উত্তর পারস্যে, ককেসাস্ অঞ্চলে ইহা পাওয়া যায়। মখ্‌জান রচয়িতার মতে বিহিদানা তিন প্রকার—স্বাদু, অম্ল ও কিঞ্চিৎ অম্ল। স্বাদু ও কিঞ্চিৎ অম্ল বিহিদানা আরব ও পারস্য দেশের লোকে ভক্ষণ করে। তাহাদের মতে ইহা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের হিতকর ও বল্য। ইহা চিনির সহিত কাস, আম ও রক্তাতিসার, কফজন্য গলরোগ ও উরোগত শ্লেষ্মারোগে ব্যবহৃত হয়। মূত্রস্রোত সম্বন্ধীয় পীড়া ও গণোরিয়ায় পিচকারী দিবার জন্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়—বিহিদানা তাহাদের অন্যতম। বিহিদানা ভিজাইয়া অগ্নিদগ্ধ ও অত্যুষ্ণ তরল বস্তু দ্বারা দগ্ধঅঙ্গে প্রলেপ দেওয়া হয় (R. N. Khorny)

Fig—Bailey, Stand, Encyclo. Hort., p 2892 ; Wagner, Pharm. Med. Bot., i. t 81 (1828) ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 339.

Ref—F. B. I., ii, 369 ; Roxb., F. I, ii, 511 ; Brandis, For. Fl., 205 ;
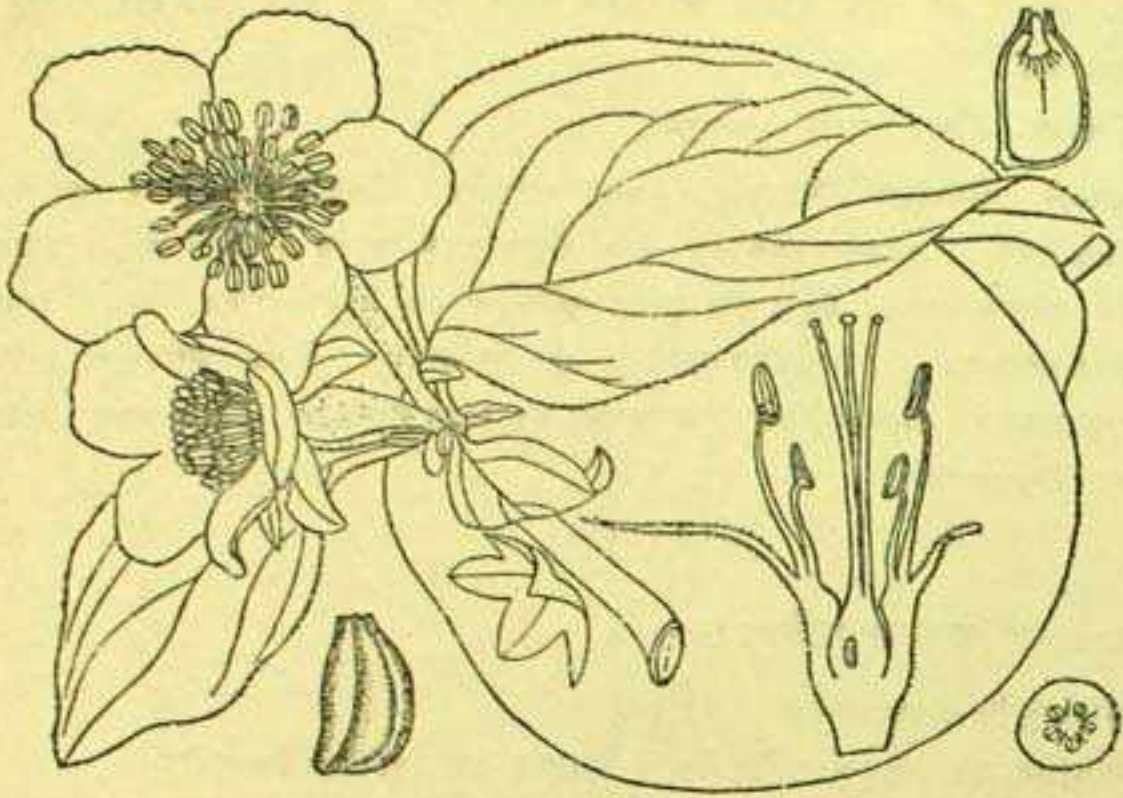
233. Cydonia vulgaris Pers. (বিহিদানা)

XLI. CRASULACEAE.

Genus—BRYOPHYLLUM Salisb.

234. B. calycinum Salisb. (পাথরকুঁচি)

B. Pinnatum (Lamk) OKEN

ভাষানুসারী নাম—পাষাণভেদ—সংস্কৃত ; পাথরকুঁচি—বাংলা ; জাখম্‌-হৈয়ৎ, পাথরচুর—হিন্দি ; সিমাজামুদা—তেলেগু ; রুণাকল্লি—তামিল ।

পাষাণভেদকোঽশ্মঘ্নঃ শিলাভেদোঽশ্মভেদকঃ ।
শ্বেতা চোপলভেদী চ নগজিচ্ছিলিগর্ভজা ॥
পাষাণভেদো মধুরস্তিক্তো মেহবিনাশনঃ ।
তৃট্‌ দাহমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নঃ শীতলশ্চাশ্মরীহরঃ ॥
রাজনিঘণ্টুঃ । পর্পটাদিবর্গঃ ।

নাম পর্য্যায় :—পাষাণভেদ, অশ্মঘ্ন, শিলাভেদ, অশ্মভেদক, শ্বেতা, উপলভেদী, নাগজিৎ। শিলিগর্ভজা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—পাষাণভেদ—মধুর তিক্তরস, মেহনাশক, তৃষ্ণা, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং অশ্মরীনাশক এবং শীতবীর্য্য।

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানে, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ পতিত জমিতে দেখা যায়, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা—চিক্কণ লোমযুক্ত গুল্ম, কাণ্ড ১-৪ ফুট উচ্চ। পত্রিকা ৩টি, মাংসল, ডিম্বাকৃতি, পত্রিকার কিনারা অসমান, খাঁজ কাটা কাটা, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ঝুলিয়া থাকে, ২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পাধার বাটির ন্যায়, সবুজ, লাল ও শ্বেতবর্ণের দাগ বিশিষ্ট ; কিনারায় দাঁত আছে। পাপ্ড়ি লাল, পুষ্পাধারের ২ গুণ, পুংকেশর ৮টি, দুই সারিতে ফুলের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। শুঁটি ৪ ভাগে বিভক্ত, একটি ফলে অনেক বীজ থাকে। ইহার পাতা মাটীতে পড়িয়া থাকিলে উহার কিনারা হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়। শীতকালে ফুল, গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—শরীরের কোন স্থান ভাঙ্গিয়া কিম্বা কাটিয়া গেলে এবং ক্ষতস্থানে, ইহার পাতা অগ্নিতে ঝলসাইয়া উক্ত স্থানে দিলে উপকার হয়।

কঙ্কনদেশে ইহার পাতার রস ½-১ তোলা, ২ গুণ ঘৃতের সহিত মিশাইয়া রক্ত আমাশয় রোগে সেবন করে। ইহার রস বিষাক্ত পোকার কামড়ে ব্যবহারে উপকার হয়। ক্ষতে, ফুলায় এবং হাড় সরিয়া যাওয়ায় এই গাছের কর্ত্তিত ছাল ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা—তিক্ত, ঈষদুষ্ণ করিয়া থেৎলান ব্যথায়, ফোড়ায় এবং বিষাক্ত কীট দংশনে উপকারী।

Fig.—Bot. Mag., t. 1409 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t 404.

Ref.—F. B. I., ii, 403 ; Roxb., F. I., ii, 456 ; B. P., i, 470 ; Prain. H. H., 210 ; Voigt., H. S., 268.
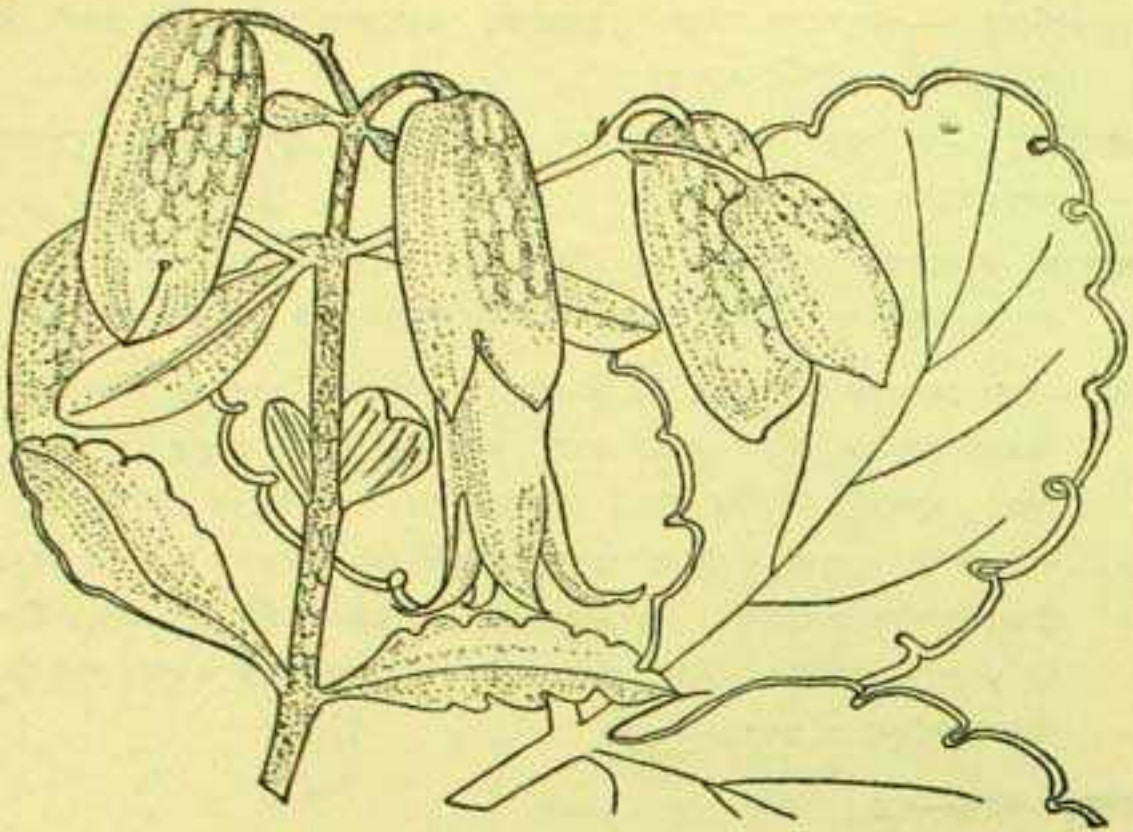
234. Bryophyllum calycinum Salisb. (পাথরকুঁচি)

Genus—KALANCHOE Adones.

235. K. laciniata DC (হিমসাগর)

ভাষানুসারী নাম—বটপত্রী—সংস্কৃত ; হিমসাগর—বাংলা, হিমসাগর, পাথরচুর—হিন্দি; মালাকুল্লি—তামিল ; পিণ্ডিচেট্টু—তেলেগু ; আরান্—সারাম্-মহারাষ্ট্র।

অন্যা তু বটপত্রী স্যাদন্যা চৈরাবতী চ সা।
গোধাবতীরাবতী চ শ্যামা খণ্ড্রাঙ্গনামিকা ॥
বটপত্রী হিমা গৌল্যা মেহকৃচ্ছ্র বিনাশিনী।
বলদা ব্রণহন্ত্রী চ কিঞ্চিদ্দীপনকারিণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়—বটপত্রী, ইরাবতী, গোধাবতী, রাবতী, শ্যামা, খণ্ড্রাঙ্গনামিকা এইগুলি নাম।

গুণ পর্য্যায়—বটপত্রী—শীতবীর্য্য, মাংসল, মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক, বলদায়ক, ব্রণনাশক, অল্প অগ্নুদ্দীপক।

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, বঙ্গদেশ, পাটনা, ঢাকা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, প্রভৃতি

জেলায় সাধারণ পতিত জমিতে দেখা যায় ; হুগলী জেলার স্থানে স্থানে দেখা যায় বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মাংসল উদ্ভিদ, পত্রগুলি কাণ্ডের দুইদিকে পক্ষাকারে থাকে। পত্র পুরু ও করাতের ন্যায় দাঁতবিশিষ্ট ; ফুল পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধভাবে থাকে, ফুল ফুটিলে গাছ ফুলে ঢাকিয়া পড়ে ও সুন্দর দেখায়। ফুলের বহির্ব্বাস ৪টী, পাপ্‌ড়ি ৪টী, পাপ্‌ড়ির গোড়াটি নলের ন্যায়। যেমন কলমী শাকের ফুলের দেখা যায়। পুংকেশরগুলি প্রায় সমান। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া ব্যথা হইলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কন প্রদেশে ইহার পাতার রস পৈত্তিক উদরাময়ে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ক্ষত পরিষ্কার করিতে ও প্রদাহ দমন করিতে ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ (Ainslie)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতার রস—সঙ্কোচক, নূতন কাটা, থেৎলানো ব্যথা, আঘাতজনিত ব্যথা, পোড়া এবং ক্ষতে বাহ্য প্রয়োগে উপকারী। যকৃৎজনিত উদরাময় এবং পাথুরীতে আভ্যন্তর প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়।

রস যুক্ত ট্‌টিকা পত্র—ব্যথা এবং ক্ষতে বিশেষ উপকারী। যে কোন প্রদাহে এবং ক্ষতে বাহ্য প্রয়োগে উপকারী।

মন্তব্য—ইহা আগাছা রূপে সর্ব্বত্র জন্মে। এই মাংসল উদ্ভিদ্—অস্থিভক্ষ এবং পর্ণবীজ নামে পরিচিত। কারণ ইহাদের পত্র ভিজা জমির উপর পড়িলে তাহা হইতে নূতন গাছ জন্মে। Watt মহোদয় এই বনৌষধির দুইটি শ্রেণীভেদ করিয়াছেন। K. laciniata এবং B. Calycimum। তন্মধ্যে শেষোক্ত জাতীয় বনৌষধিটির পর্ণবীজ নামকরণের সার্থকতা আছে। পর্ণবীজ সম্বন্ধে Ainslie মহোদয় লিখিয়াছেন—ইহা ক্ষত পরিষ্কার করিতে এবং প্রদাহ নাশ করিতে সবিশেষ ফলদায়ক। বিশেষতঃ যকৃৎ নালের ক্ষতে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ইহা ফুলা ও বিবর্ণতা অতি দ্রুত নষ্ট করে। ½—১ তোলা মাত্রায় পাতার রস মাখনের সহিত, অতিসার, আমাশয় এবং কলেরায় ব্যবহৃত হয়।

ইহার রস সদ্যক্ষতে, মচ্‌কানো ব্যথায় এবং থ্যাৎলানো ব্যথাতে বাহ্য প্রয়োগ করা হয়। রাজনিঘণ্টু পাষাণভেদ ও হিমসাগর ছাড়া আরও দুই শ্রেণীর পাষাণভেদের উল্লেখ করিয়াছেন—(ক) শ্বেতশিলা। (খ) ক্ষুদ্রপাষাণভেদ। এই দুই জাতীয় বনৌষধি পর্ব্বতের উপরে জন্মায়। শিলাবল্কা, শৈলজা প্রভৃতি নাম হইতে এবং অপর প্রকারের গিরিজা, নগজা প্রভৃতি নাম হইতে পর্ব্বতজাত পাষাণভেদীকে বুঝান হইয়াছে। তাঁহাদের পত্র ও

মূত্রাকার হয়। সকলগুলিরই গুণগত সাদৃশ্য আছে। বিশেষতঃ মূত্রাশয়ে পীড়া ও ব্রণজাতীয় পীড়াতে ইহাদের বিশেষ উপকারিতার কথা রাজনিঘন্টুকার উল্লেখ করিয়াছেন।

Fig.—Wight. Ic. t. 1158 , Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 406.

Ref.—F. B. I. ii, 45 ; Roxb., F. I., ii, 456 ; B. P., i. 471 ; Prain H. H., 210 ; Voigt., H. S., 268.
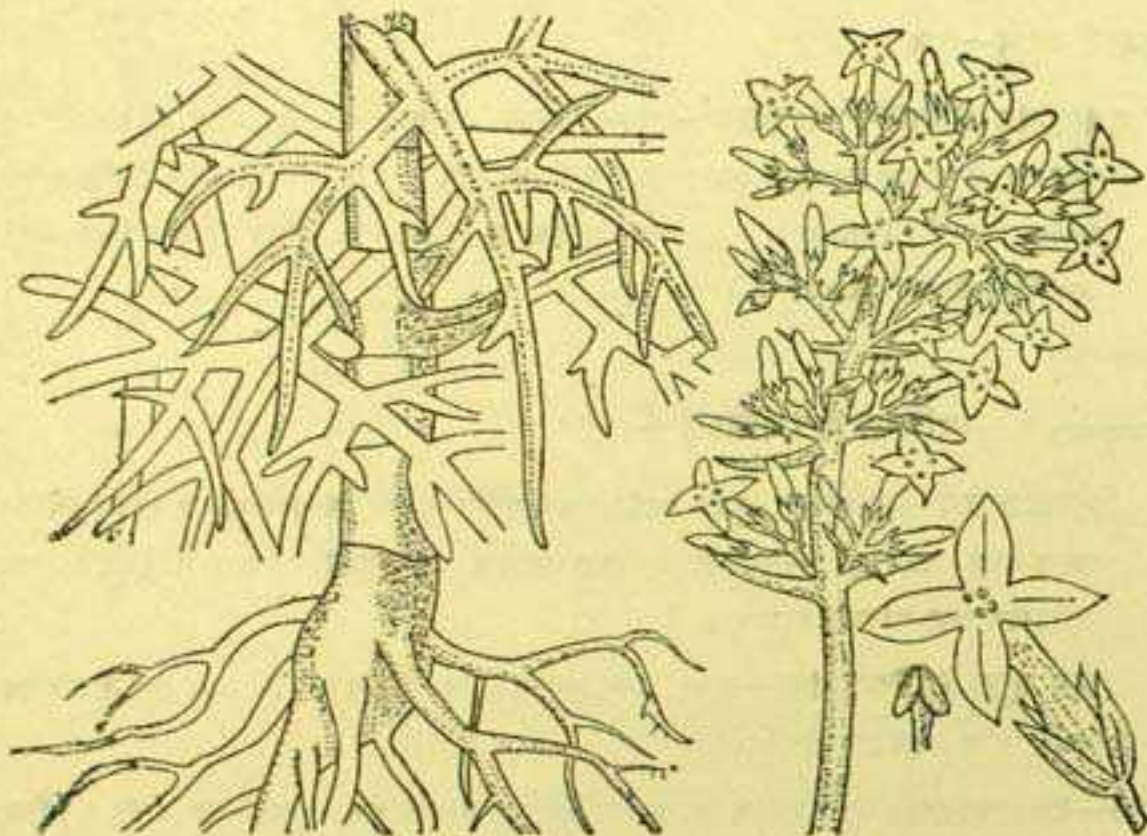
235. Kalanchoe laciniata Dc. (হিমসাগর)

XLII. DROSERACEAE.

Genus—DROSER Linn.

236. D. burmanni Vahl. (মুখজালি)

ভাষানুসারিনাম—মুখজালি—বাংলা ; মুখজালি—হিন্দি ; চিত্রা—পাঞ্জাব।

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষে, কুমায়ুন, নীলগিরি, হাওড়া, বর্দ্ধমান, গোঘাট (হুগলী) ও ছোটনাগপুরের বালুকা বা প্রস্তরময় জমিতে ও ধান্যক্ষেত্রে শরৎ ও শীতকালে জন্মে। ছোটনাগপুরের সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ওষধি। কাণ্ড সোজা, ৩—১২ ইঞ্চি উচ্চ। পত্র চামচের মত, গাছের গোড়ায় বৃত্তাকারে জন্মে। পত্রের ধারে মাছি ধরিবার শুঁয়া আছে। পত্রের গোড়া হইতে একটির পর আর একটি পুষ্পদণ্ড জন্মে। বৃন্ত লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, বহির্ব্বাস ৫ ভাগে বিভক্ত। পাপ্‌ড়ি ৫টি, পুংকেশর ৩টি। বীজ প্রায় ডিম্বাকৃতি। এই পর্য্যায়ভুক্ত গাছ অনেক আছে। উহারা সমস্তই মক্ষিকাভুক। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। Line এই পর্য্যায়ভুক্ত Aldrovonda vesiculosa Linn. নামক আর এক জাতীয় জলজ ভাসমান পতঙ্গভুক গাছ পূর্ব্ববঙ্গের জলায় ও জলাশয়ে দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—কুমায়ুনের লোকেরা কোন স্থানে ফোস্কা তুলিবার জন্য, এই গাছের পাতা ছেঁচিয়া নির্দিষ্ট স্থানে দেয়। Drosera পর্য্যায়ভুক্ত সমস্ত গাছই তিক্ত কটু ও দাহকর। ইহার রস দুগ্ধে দিলে ছানা কাটিয়া যায়।

Glorsary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গাছ—চর্মের উপর ফোস্কা তুলিতে বিশেষ শক্তিশালী।

Fig.—Kritikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 407 ; Wight, 111, i. t. 20.
Ref.—F. B. I., ii, 424 ; B. P., i, 472 ; Prain, H. H., 210 ; Voigt, 79.
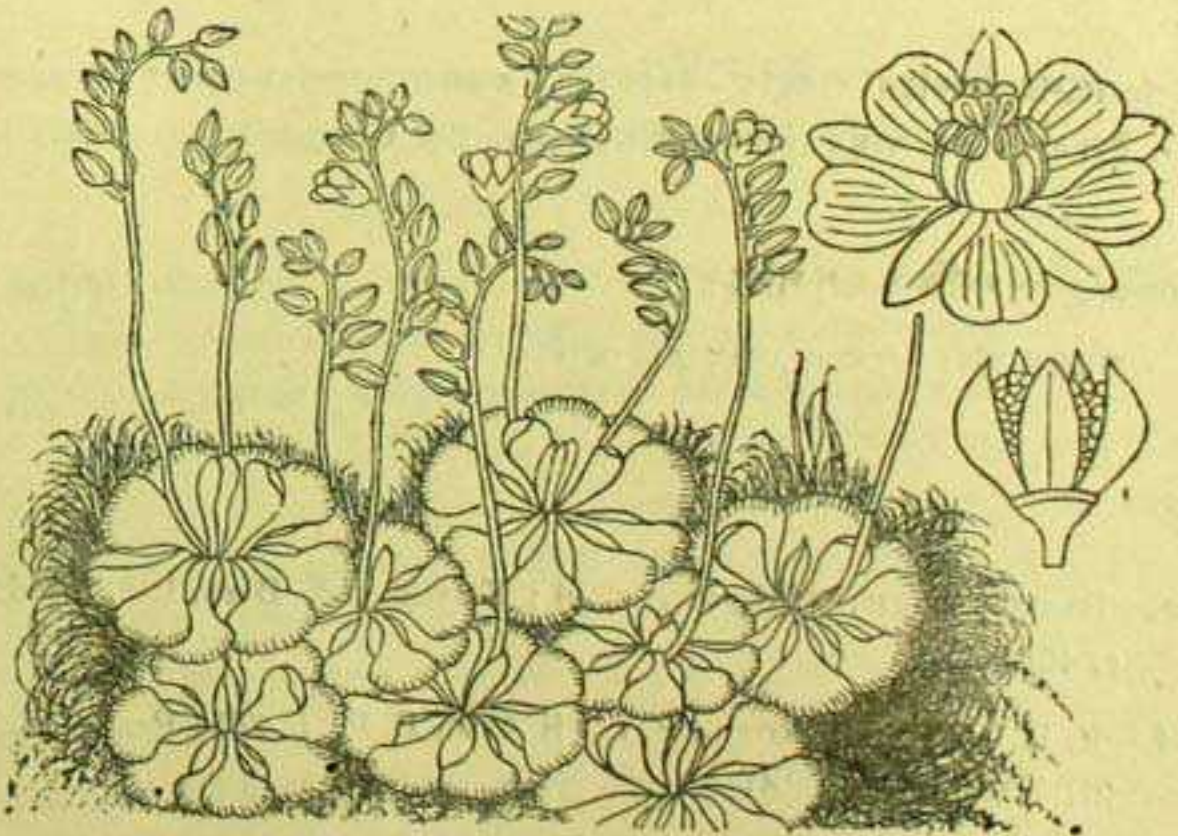
236. Drosera burmanni Vahl. (মুখজালি)

XLIII. RHIZOPHORACEAE.

Genus—RHIZOPHORA.

237. R. mucronata Lamk (খামো)

ভাষানুসারীনাম—ভোরার, খামো—বাংলা ; কণ্ডালি—কানপুর ; পিকানটল্—মালয় ; কাসো—সিন্ধু ; কাণ্ডাল—তামিল ; উপুপোন্না ; আদইর পউনা—তেলেগু।

জন্মস্থান—সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে ; এই গাছ প্রায়ই সমগ্র ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরে জন্মে।

বর্ণনা—মাঝারি গাছ ; কাঠ শক্ত, গাঢ় লাল। পত্র ৩—৭ ইঞ্চি লম্বা, ১½—৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের গোড়ার দিক সরু, কতকটা রবার গাছের পাতার ন্যায়। ফুল অধিক বা অল্প পরিমাণে অবনত। বহির্ব্বাস ৪ ভাগে বিভক্ত। পাপ্‌ড়ি ৪টি, পুংকেশর ৮টি। ফল ১½—২ ইঞ্চি লম্বা, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। ইহার বীজ গাছের উপরেই অঙ্কুরিত হয়, সেই চারা কর্দ্দমের উপর পড়িলে ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। মানুষের দ্বারা আর রোপণের আবশ্যক হয় না। এই প্রকার বীজকে Vivipary বলা হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় রক্তকাস ও রক্তবমন রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা ধারক এবং বহুমূত্র রোগ নিবারক (Journ. Soc Chemic Indus., 188)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়—

গাছের ছাল—সঙ্কোচক, বহুমূত্রে উপকারী।

Fig.—Rhecde, Hort, Mal., vi., t. 34 ; Kirtikar & Basn, Ind. Med. Pl. t. 408.

Ref.—F. B. I., ii. 435 ; Roxb., F. I., ii 459 ; B. P., i. 475 ; Prain, H. H., 210 ; Voigt. H. S., 41.
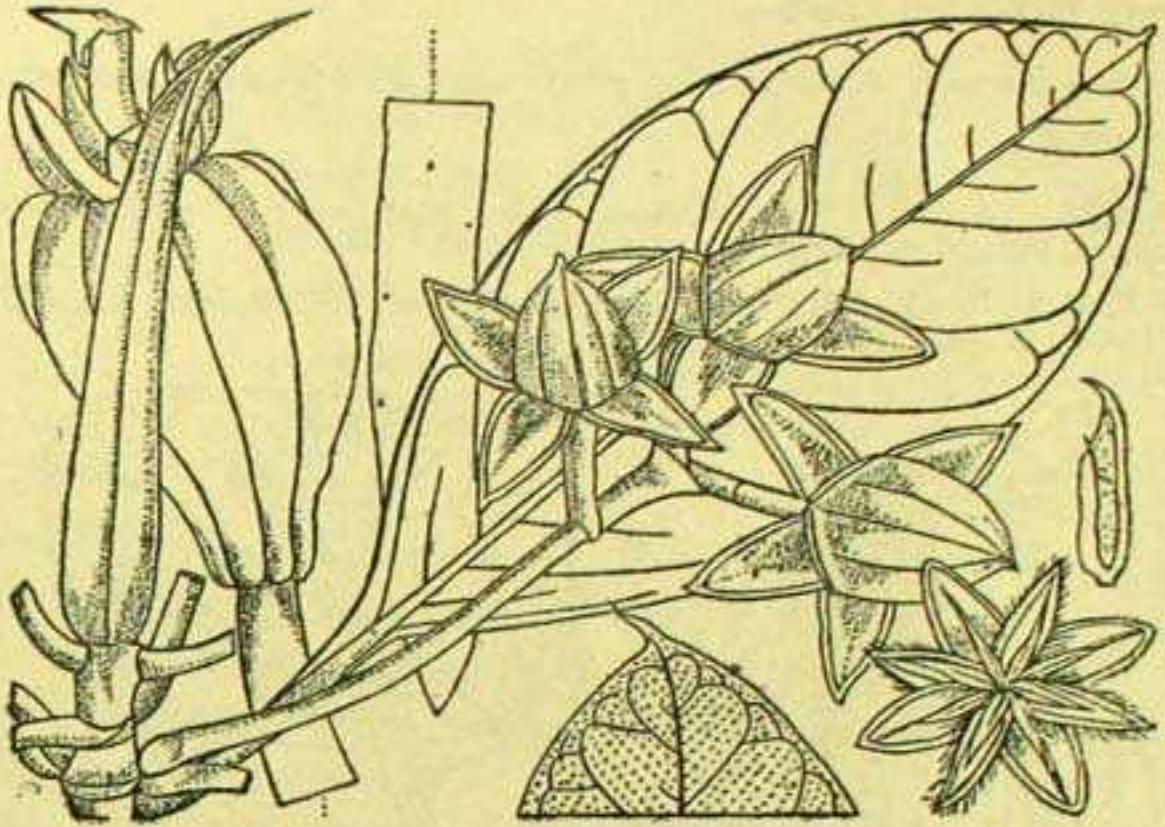
237. Rhizophora mucronata lamk. (খামো)

Genus—KANDELIA

238. K. rheedii W. & A. (গোরিয়া)

K. candel (Linn) Druce

ভাষানুসারী নাম—গোরিয়া—বাংলা ; গুরিয়া—বোম্বে ; রস্থনিয়া—উড়িষ্যা ; কণ্ডাল—তামিল ; কণ্ডিগালা—তেলেগু ; কণ্ডেলি—কানপুর ; কন্টাল—মালয়।

জন্মস্থান—পশ্চিম সুন্দরবন ; ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরে প্রায় সকল স্থানেই জন্ম।

বর্ণনা—চির সবুজ পত্রযুক্ত ছোট উদ্ভিদ্। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, লাল, কাষ্ঠ অতিশয় নরম। পত্র ২—৪ ইঞ্চি লম্বা, ১½—২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, মাথা মোটা, গোড়ার দিক্ সরু। উপরিভাগ গাঢ় সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ লালের আভাযুক্ত ধূসর বর্ণ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি, সোজা, দুই শাখাবিশিষ্ট। ফুল বিস্তৃত, বহু পুংকেশর আছে। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা। ফলের বোঁটা লম্বা। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক্।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল, শুঁঠ, পিপুল ও গোলাপ জলের সহিত খাইলে বহুমূত্র রোগ আরাম হয় (Rheede)

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়—

ছাল—শুঁঠ অথবা কাল মরিচের এবং গোলাপ জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে বহুমূত্রে উপকারী।

Fig.—Hook, lc, Pl., t. 362 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 35 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 410.

Ref.—F. B. I., ii, 437 , B. P., i, 476 ; Kurz., For. Fl. Burma, i., 449 : Prain, H. H., 211 ; Voigt., H. S., 41.
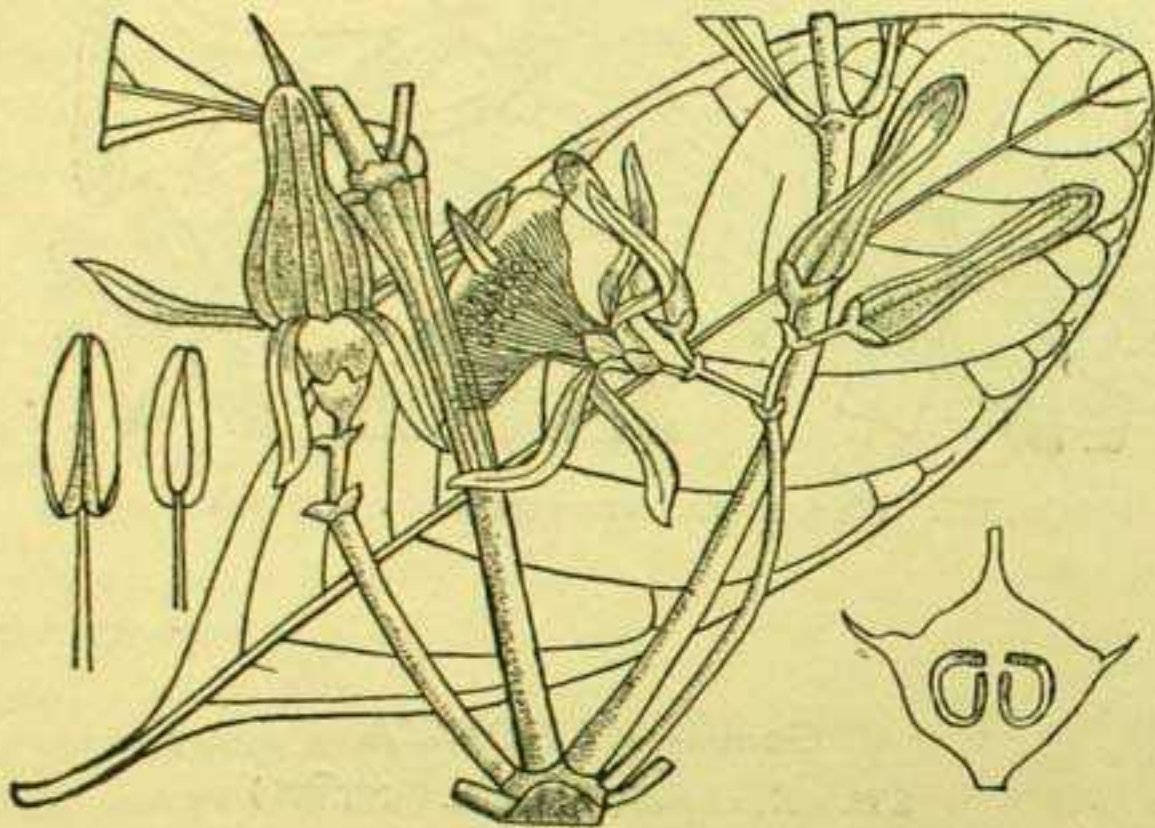
238. K. rheedi W. d A. (গোবিয়া)

XLIV. COMBRETACEAE
Genus—TERMINALIA

239. T. arjuna Bedd (অর্জ্জুন)

ভাষানুসারী নাম—অর্জ্জুন, পার্থ, ককুভ—সংস্কৃত ; অর্জ্জুন—বাংলা ; অর্জ্জুন, অর্জন অঞ্জন—হিন্দি ; সারঢোল—কর্ণাট : অর্জ্জুন সাদড়া—মহারাষ্ট্র : ভেল্লাই মারুদ মারুদ, তারেমত্তি—তামিল ; মল্লিচেট্টু, আরমাবৃদি, তেরমাদ্—তেলেগু ; অর্জ্জুন—উর্দু ; অর্জ্জুন, শঙ্খ স্নাহজ—উড়িষ্যা।

অর্জ্জুনঃ শম্বরঃ পার্থশ্চিত্রযোধী ধনঞ্জয়ঃ।
বৈরান্তকঃ কিরীটী চ গাণ্ডীবী শিবমল্লকঃ॥
সব্যসাচী নদীসর্জঃ কর্ণারিঃ কুরুবীরকঃ।
কৌন্তেয় ইন্দ্রসূনুশ্চ বীরদ্রুঃ কৃষ্ণসারথিঃ।
পৃথাজঃ ফাল্গুনো ধন্বী ককুভশ্চৈকবিংশতিঃ॥

অর্জ্জুনস্তু কষায়োষ্ণঃ কফঘ্নো ব্রণনাশনঃ।
পিত্তশ্রমতৃষার্ত্তিঘ্নো মারুতাময়কোপনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়—অর্জ্জুন, শম্বর, পার্থ, চিত্রযোধী, ধনঞ্জয়, বৈরান্তক, কিরীটী, গাণ্ডীবী, শিবমল্লক, সব্যসাচী, নদীসর্জ, কর্ণারি, কুরুবীরক, কৌন্তেয়, ইন্দ্রসূনু, বীরদ্রু, কৃষ্ণসারথি, পৃথাজ, ফাল্গুন, ধন্বী, ককুভ—এই একুশটি নাম।

গুণপর্য্যায়—অর্জ্জুন—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক, ও ব্রণনাশক, পিত্ত, শ্রম, ও তৃষ্ণা নাশক। বায়ুরোগ বৰ্দ্ধক।

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বিহার, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা—বৃহদাকার গাছ ৬০-৮০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিক ও অগ্রভাগ সরু, স্থূলকোণী, কতকটা বর্ষাফলকের ন্যায়। বৃন্ত প্রায় ½ ইঞ্চি। বহির্বাস ৫টি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ, পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিকে থাকে। পুংকেশর ১০টি। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় ৫।৭ টি সরু পক্ষযুক্ত। দেখিতে কামরাঙ্গার ন্যায়, কিন্তু আকৃতিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র; গ্রীষ্মকালে ফুল হয়। শীতকালে ফল পাকে। Dr. Brandis বলেন, ইহা বঙ্গদেশের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে। ইহার পত্র মানুষের জিহ্বার ন্যায়, পৃষ্ঠে বোঁটার দিকে ২টি অর্ব্বুদ আছে।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক্, ফল, পত্র; মাত্রা, ত্বক্‌চূর্ণ ২-৮ আনা।

বৈদ্যকে অর্জ্জুনের ব্যবহার।

চরক—(১) **রক্তপিত্তে** অর্জ্জুন—অর্জ্জুনছাল রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই জল, অর্জ্জুন ছালের রস বা অর্জ্জুন ছাল জলে বাটিয়া, কিম্বা অর্জ্জুন ছালের কাথ পান করিলে রক্তপিত্তের উপশম হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **ব্রণাচ্ছাদনার্থ** অর্জ্জুন পত্র—অর্জ্জুনপত্র দ্বারা ক্ষত আচ্ছাদিত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)।

সুশ্রুত—**শুক্রমেহে** অর্জ্জুনত্বক্—যাহার শুক্রমেহ হইয়াছে তাহাকে অর্জ্জুন ছাল ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১অঃ)।

বাগভট—**মূত্রাঘাতে** অর্জ্জুন ত্বক্—মূত্ররোধ হইলে অর্জ্জুন ছালের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১

অঃ)। (২) ব্যঙ্গে অর্জুনত্বক্—ব্যঙ্গ (মেচেতা) নামক রোগের প্রতীকারার্থ অর্জুন ত্বক মধুসহ পেষণ পূর্ব্বক লেপ দিবে (উঃ ৩২ অঃ)।

চক্রদত্ত—(১) **রক্তাতিসারে** অর্জুনত্বক্—অর্জুন ছাল ছাগদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক ছাগ দুগ্ধসহ পান করিবে। ইহাতে অতিসারের রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ) (২) **হৃদ্রোগে** অর্জুনত্বক্—কুট্টিত অর্জুন ছাল ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ আধপোয়া, জল দেড় পোয়া। কাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিবে। এই কাথ হৃদ্রোগে সেব্য (হৃদ্রোগ চিঃ) (৩) **বললাভার্থ** অর্জুন ত্বক্—অর্জুনছাল দুগ্ধসহ পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধযোগে পান করিলে, বললাভ হয় (হৃদ্রোগ চিঃ)। (৪) **অস্থিভগ্নে** অর্জুন ত্বক্—সন্ধিযুক্ত অস্থিভগ্নে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত অর্জুনত্বক চূর্ণ পান করিতে দিবে (ভগ্ন চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ (১) **ক্ষয়কাসে** অর্জুনত্বক—অর্জুনছাল গুঁড়া করিয়া বাসকের পাতার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া, (কাথে বা রসে কোন দ্রব্য ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহাকে ভাবনা দেওয়া বলে) মিছরি, মধু ও গব্যঘৃতের সহিত লেহন করিবে। ইহা সরক্তক্ষয়কাসহর (মঃ খঃ ২য় ভাঃ) (২) **মূত্ররোধজ উদাবর্ত্তে** অর্জুনত্বক্—মূত্র রোধ জন্য উদাবর্ত্তে অর্জুন ছালের কাথ পান করাইবে (মঃ খঃ ৩য় ভাঃ)।

হারীত—**পূয়মেহে** অর্জুনত্বক্—পূয়মেহীকে ধব ও অর্জুনত্বকের কাথ পান করাইবে (চিঃ ২৮ অঃ)।

বঙ্গসেন—**গ্রহণীতে** অর্জুনক্ষার—কেশরাজ ও অর্জুন-ছালের অন্তর্দ্ধূমদগ্ধক্ষার, মস্তর সহিত পান করিবে। ইহা বেদনাবহুল আমগ্রহণীতে হিতকর (গ্রহণী চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা ইহার ছাল বলকারক উগ্র ও স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বক্ষ প্রদাহে হিতকর। ছালের গুঁড়া দুগ্ধের সহিত ব্যবহারে আঘাত জনিত বেদনা আরাম হয় (Dutt)। কাঙ্গড়া জেলায় ছাল ঘা ধোয়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Stewart)। ইহার ছাল ধারক, জ্বরনাশক এবং ফল বলকারক। টাট্‌কা পাতার রস কানের বেদনায় প্রযুক্ত হয়।

অর্জুনের ছাল ১ ভাগ ও জল ১০ ভাগ মিশাইয়া যে কাথ প্রস্তুত হয় উহার ½ বা ১ আউন্স ব্যবহার করিলে রক্তার্শ, উদরাময় ও রক্ত আমাশয় আরাম হয়। ইহা পিত্তের প্রকোপ নিবারণ করে ও বিষের প্রতিষেধক (Baden powell)। ছাল বিশেষরূপে পেষণ করিয়া, চিনি ও গোদুগ্ধের সহিত প্রত্যহ প্রাতে একবৎসর ব্যবহার করিলে যাবতীয় হৃদ্রোগ একেবারে আরাম হয়। 'হারীত' বলেন—অর্জুনছালের কাথ গণোরিয়ানাশক।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়—

ছাল—রসায়ন, সঙ্কোচক, জ্বরঘ্ন, হৃদ্রোগে রসায়ন, যকৃতের যন্ত্রণায় উপকারী, ক্ষতে উপকারী ও বিষের প্রতিষেধক।

ফল—রসায়ন

টাট্‌কা পাতার রস—কানের যন্ত্রণায় উপকারী।

মন্তব্য—ইহার ছাল রক্তরোধক, জ্বরনাশক। ইহার ফল রসায়ন এবং শরীরের অভ্যন্তরের স্রোতগুলির স্বাভাবিক অবস্থা আনয়ন করে এবং পাতার টাট্‌কা রস কর্ণপ্রদাহ নাশক (Kirtikar & Basu)।

ইহা জ্বরনাশক এবং ইহার চূর্ণ তেলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপে মেচেতা নাশ করে (Ainslie)। পিয়াশাল বৃক্ষের ছালচূর্ণ তৈলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে মেচেতা নষ্ট হয় (Dymock)

চরকে—উর্দ্ধ প্রশমনবর্গে অর্জ্জুনের উল্লেখ আছে (সূঃ ৪ অঃ) **'চক্রদত্তের'** হৃদ্রোগ চিকিৎসা পাঠ করিলে মনে হয়—অর্জ্জুন হৃদ্রোগ হর দ্রব্যের রাজা কিন্তু **চরক সুশ্রুতোক্ত** হৃদ্রোগ চিকিৎসায় অর্জ্জুনের নাম পর্য্যন্ত নাই। নব্য মতের গবেষণায় 'অসন বা পিয়াশাল আয়ুর্ব্বেদোক্ত হৃদ্রোগে ব্যবহার্য্য—'অর্জ্জুন' নহে।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind, Med, Pl., t. 414.

Ref.—F. B. I., ii 447 ; Roxb., F. I., Pentaptera Arjuna Roxb., ii 438 ; B. P., i, 481 ; Dymock. ii., 11.
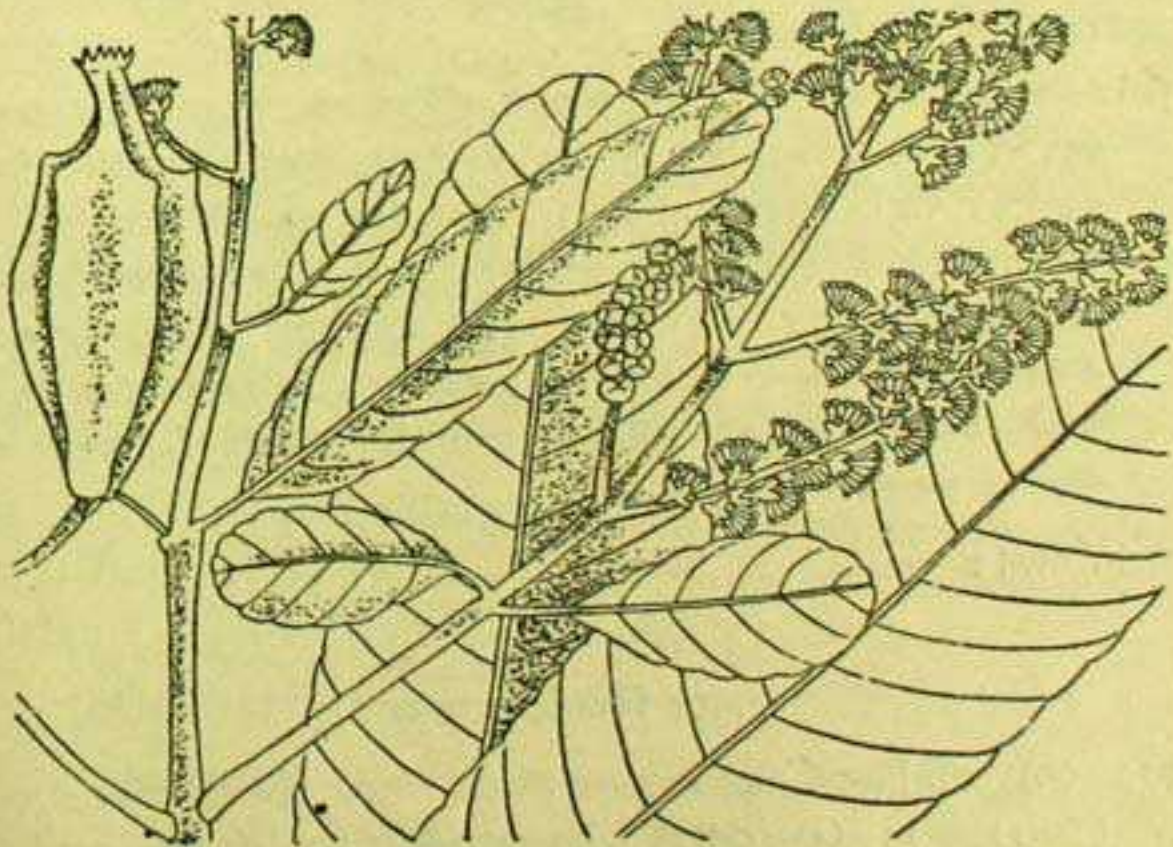
239. T. arjuna Bedd. (অর্জ্জুন)

240. T. belerica Retz. (বহেড়া)

ভাষানুসারীনাম :—বিভীতক—সংস্কৃত ; বহেড়া—বাংলা ; বহেড়া—হিন্দি ; বহেড়া—পাঞ্জাব ; বেহাড়া, তান্দি—মহারাষ্ট্র ; তুসম্—মালয় ; তোড়ে—কর্ণাট ; তন্দ্রা, তাণ্ডে-চেট্টু—তেলেগু ; অকম্, তনি-তণ্ডি, তোঅণ্ডি—তামিল ; হুর্‌ক—আসাম।

বিভীতকস্তৈলফলো ভূতবাসঃ কলিদ্রুমঃ।
সংবর্ত্তকস্তু বাসন্তঃ কক্ষিবৃক্ষোঃ বহেড়ক ঃ ॥
হার্য্যঃ কর্ষফলঃ কক্ষির্ধর্ম্মঘোঽক্ষোঽ নিলয়কঃ।
বহুবীর্য্যশ্চ কাসঘ্নঃ স প্রোক্তঃ ষোড়শাহ্বয়ঃ ॥
বিভীতকঃ কটুস্তিক্তঃ কষায়োষ্ণঃ কফাপহঃ।
চক্ষুষ্যঃ পলিতঘ্নশ্চঃ বিপাকে মধুরো লঘুঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—বিভীতক, তৈলফল, ভূতাবাস, কলিদ্রুম, সংবর্ত্তক, বাসন্ত, কক্ষিবৃক্ষ, বহেড়ক, হার্য্য, কর্ষফল, কক্ষি, ধর্ম্মঘ্ন, অক্ষ, অনিলঘ্নক, বহুবীর্য এবং কাসঘ্ন—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—বিভীতক—কটুতিক্ত, কষায় রস, উষ্ণবীর্য, কফনাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, বার্দ্ধক্যনাশক, বিপাকে মধুর রস এবং লঘুপাক।

জন্মস্থান ঃ—ছোটনাগপুর, বিহার, চট্টগ্রাম, বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মানভূম ; বর্মা, হিমালয় প্রদেশ, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—৬০-১০০ ফুট লম্বা গাছ। গাছের গুঁড়ি অতিশয় লম্বা, ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসর বর্ণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ কিম্বা ঈষৎ পীতবর্ণ ও শক্ত। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, শীতকালে পত্র পড়িয়া যায়। পত্রবৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড উন্নত, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ফুল ছোট ; গর্ভকেশরের মস্তক উজ্জ্বল পীতবর্ণ ; পুংকেশর ১০টী। ইহার মধ্যে ৫টী বড় ও ৫টী ছোট, একটীর পর আর একটী সজ্জিত। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার ও ধূসরবর্ণ। একটী ফলে একটী বীজ থাকে। শাঁস অল্প, আঁটী শক্ত। ভারতবর্ষে বহেড়া দুই প্রকার আছে—একটীর ফলের ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি। অপরটীর ফল বড়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ফল।

বৈদ্যকে বিভীতকের ব্যবহার।

চরক ঃ—(৩) **গ্রন্থিবিসর্পে** বিভীতক :—গ্রন্থিবিসর্গে ঈষদুষ্ণ বিভীতক কল্কের প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **শোথে** বিভীতকমজ্জা—বহেড়ার শাঁস পেষণপূর্বক প্রলেপ দিলে ত্রিদোষজ শোথের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয় (চিঃ ১৭ অঃ)।

সুশ্রুত :—অশ্মরীতে বিভীতকমজ্জা—আয়ুর্বেদোক্ত কোন প্রকার মন্ত্রের সহিত বহেড়ার শাঁস পেষণ পূর্বক পান করিলে, মূত্র বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় এবং অশ্মরী প্রশমিত হয় (উঃ ৫৮ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—শ্বাসকাসে বিভীতক—শ্বাসকাসে বিভীতক সেবন হিতকর (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **শুক্রনাম অক্ষিরোগে** বিভীতক মজ্জা—বহেড়ার শাঁস মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে, শুক্র নাম নেত্ররোগ বিনাশ পায় (উঃ ১১ অঃ)।

চক্রদত্ত : (১) **কাসে** বিভীতক—বিভীতকে গবাঘৃত মাখাইয়া, গোবরের ঠুলির ভিতর রাখিয়া ঘুটের আগুনের উপর স্থাপন করিবে। কিছু পরে উদ্ধৃত করিয়া ঐ বহেড়ার ছাল মুখে ধারণ করিবে। ইহা উৎকাসির উত্তম ঔষধ (কাস চিঃ)। (২) **শ্বাস ও উৎকাসিতে** বিভীতক—কিঞ্চিৎমাত্রায় বিভীতকচূর্ণ মধুর দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া পান করিলে প্রবল উৎকাসি এবং শ্বাস অচিরাৎ প্রশমিত হয় (শ্বাস চিঃ)।

বঙ্গসেন :—অতিসারে বিভীতক—দগ্ধ বিভীতক, সৈন্ধব যোগে সেবন করিলে প্রবল অতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) **হৃদয়গত বায়ুরোগে** বিভীতক—অশ্বগন্ধাচূর্ণ বিভীতকচূর্ণ, পুরাণ ইক্ষুগুড়যোগে, ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে অস্বাভাবিক হৃদয়স্পন্দন প্রশমিত হয় (বাতব্যাধি চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকগণ বহেড়াকে উগ্র, মৃদুবিরেচক, সর্দ্দি ও স্বরভঙ্গ নিবারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বহেড়ার বীজ ধারক, এবং ইহার প্রলেপ দিলে প্রদাহ নিবারণ হয় (Dutt)।

পাঞ্জাবে বহেড়া ফুলা, অর্শ, উদরাময় এবং কুষ্ঠরোগে ব্যবহৃত হয়। বহেড়ার জ্বরনাশক শক্তি আছে। অর্দ্ধপক্ব ফল বিরেচক। পক্ব ফল ধারক এবং মধু সহ মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুপ্রদাহ (চক্ষু উঠা) আরাম হয়। ইহার আঠা শান্তিকর ও বিরেচক (Watt)। বহেড়ার বীজে মাদকতা শক্তি আছে।

মুসলমান হাকিমেরা বহেড়াকে ধারক, বলকারক, শান্তিকর, অজীর্ণ নিবারক এবং পিত্তজনিত মাথাধরার হিতকর বলিয়া বর্ণনা করেন এবং ফলের শাঁস ঔষধার্থ ব্যবহার করেন (Dymock)।

Flora of British India নামক পুস্তকে বহেড়ার তিনটী জাতি আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—Var typica, Var. beleria Roxb এবং Var. laurinoides Miq

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ফল :—তিক্ত, সঙ্কোচক, রসায়ন, বিরেচক, রোগআক্রমণ নিবারক, অর্শ, শোথ, উদরাময়,কুষ্ঠ, যকৃৎ দোষ, অগ্নিমান্দ্য এবং মাথা ধরায় উপকারী। অর্দ্ধপক্ব ফল—বিরেচক। পক্ব ফল—সঙ্কোচক।

মন্তব্য : **চরক**—বিরেচনোপগবর্গে বিভীতক পাঠ করিয়াছেন। **চরক ও সুশ্রুত** তৈল যোনিফলবর্গে বিভীতক পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** বলিয়াছেন—বিভীতক তৈল কৃষ্ণীকরণ—অতএব ইহা শ্বিত্র এবং অগ্ন্যাদিদগ্ধ অঙ্গের অসবর্ণত্ব দূরীকরণার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে।

সৈন্ধব লবণ এবং পিপ্পলীযোগে বহেড়া চূর্ণ লেহন করিলে কফরোগ, স্বরভেদ, গলক্ষত এবং গ্রহণীরোগের পক্ষে হিতকর। গলক্ষত রোগী ঘৃত ভর্জিত বহেড়া "মুখে রাখিয়া" খাইবে। বহেড়া অতিসার, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ এবং প্লীহা বৃদ্ধি রোগে সেব্য। (Khorry—2nd vol. 259 Page).

Fig—Kirtikar & Basu ; Ind. Med. Pl., t, 412 B ; Rheede, Hort. Mal., iv, t. 10 ; Bedd., Fl, syl., t, 19.

Ref—F. B. I., ii 445 ; Roxb. F. I., iii, 432 ; B. P., i, 481 ; Dymock, ii, 5.
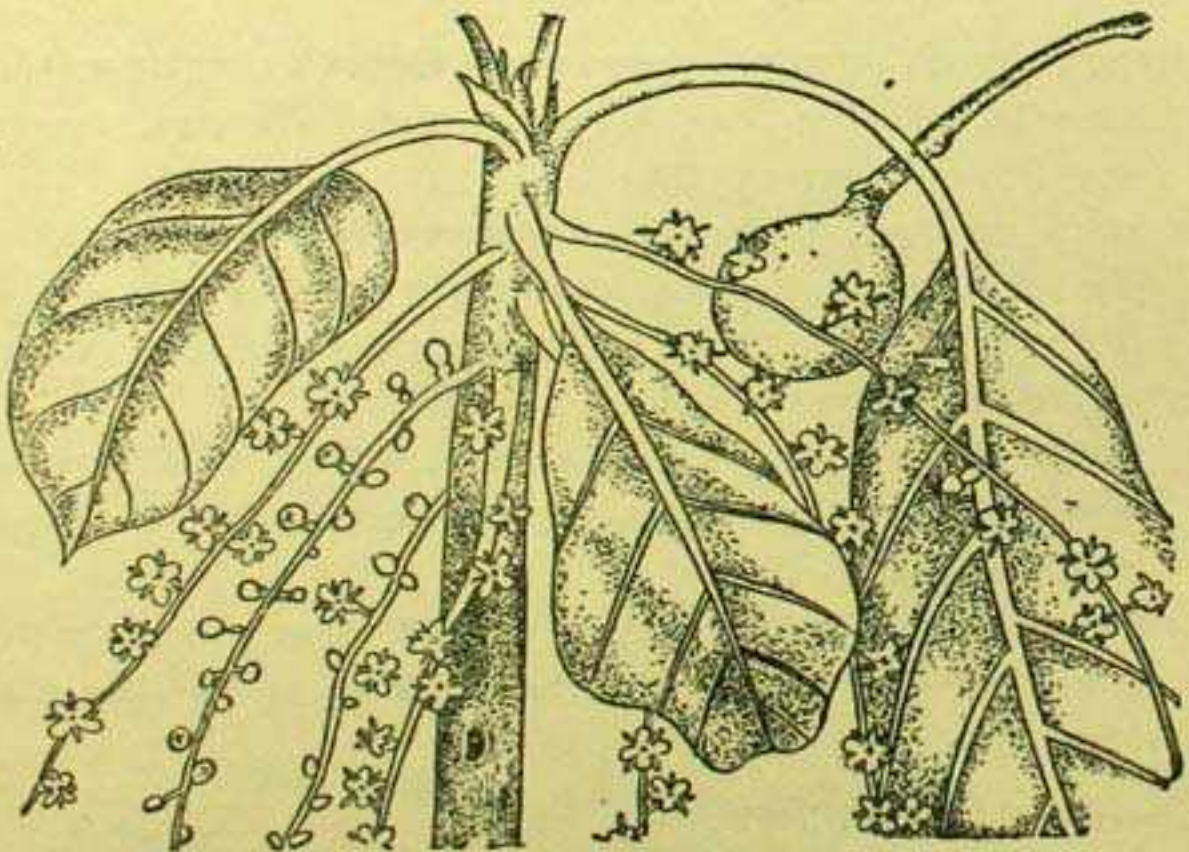
240. T. belerica Retz. (বহেড়া)

241. T. Catappa Linn. (বাদাম)

ভাষানুসারী নাম :—বাতাদ—সংস্কৃত ; বাদাম—বাংলা ; জঙ্গলী বাদাম—হিন্দি ; নট্‌-ভু-হুমাই, নাত্‌বা-ডুম্‌—তামিল ; নটুবাদাম্‌, বেদাম—তেলেগু ; নট্‌বাদাম্‌—মালয়।

বাতাদো বাতবৈরী স্যান্নেত্রোপমফলস্তথা।
বাতাদ উষ্ণঃ সুস্নিগ্ধো বাতঘ্নঃ শুক্রকৃদ্‌ গুরুঃ ॥

বাতাদমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফকৃন্নেষ্টো রক্তপিত্তবিকারিণাম্‌ ॥

ভাবপ্রকাশঃ। আম্রাদিবর্গঃ

নামপর্য্যায়—বাতাদ, বাতবৈরী ও নেত্রোপমফল—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—বাদাম—উষ্ণবীর্য, সুস্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, শুক্রকারক এবং গুরুপাক। বাদামের মজ্জা (শাঁস)—মধুর রস, বলকারক, পিত্ত ও বায়ু নাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও কফ কারক। ইহা রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর নহে।

জন্মস্থান :—ভারতের ও বর্ম্মার সকল স্থানে দেখা যায় ; ইহা মালয় ও জাভা হইতে এদেশে আসিয়াছে। বঙ্গদেশ, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলী জেলার রাস্তার ধারে রোপিত আছে। শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে অনেক আছে।

বর্ণনা :—৭০।৮০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। শাখা চারিদিকে বিস্তৃত, যেন গাছটি চারিদিকে হাত ছড়াইয়া আছে। পত্র ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ২-৬ ইঞ্চি চাওড়া, গোড়ার দিক সরু, মাথা বিস্তৃত, গোলাকার। শীতকালে পাতা পড়িয়া যায়। পাতা পড়িবার আগে পাতাগুলি পাকিয়া লালবর্ণ ধারণ করিয়া গাছের শোভা বর্দ্ধন করে। গাছে যখন পাতাগুলি নূতন হয় তখন উহাতে নরম লোম থাকে। বড় হইলে সূক্ষ্ম লোমাবৃত হয়। পত্রের বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু, বৃন্ত ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পবৃন্ত ধূসরবর্ণ। ফলে শাঁস ও ছোবড়া আছে। ফল ডিম্বাকৃতি, শক্ত, পুরু, চেপ্টা, মসৃণ, কিনারাগুলি কিঞ্চিৎ উচ্চ। ফল পাকিলে উজ্জ্বল বেগুনে রং ধারণ করে। বীজ ফলের অর্দ্ধেক। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল ধারক ; কাথ গণোরিয়া এবং প্রদর রোগে শান্তিকর। ইহার আঠা বসোরা (Bassora Gum) গঁদের তুল্য।

কচিপাতার রসে দক্ষিণ-ভারতে, কুষ্ঠ ও পাচড়ার মলম তৈয়ারী হয়। পাতার রস খাইলে মাথাধরা ও পেট বেদনা আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—সংকোচক, অল্প প্রস্রাবকারক, উৎকৃষ্ট শক্তিশালী জ্বর-রসায়ন।

কচিপাতার রস—কুষ্ঠ, চুলকানি এবং অন্যান্য চর্ম্ম রোগে বাহ্যপ্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শূলবেদনা এবং মাথার যন্ত্রণার জন্য আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের বিধি আছে।

বাদামের বীজের তৈল—almond oil এর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

Fig. :—Rheede, Hort, Mal., iv, t. 384 ; Bot. Mag., t. 3004.
Ref. :—F. B. I., ii, 444. ; Roxb., F. I., ii, 430 ; B. P., i. 481 ; Watt., ii. Pt. 4, 22.
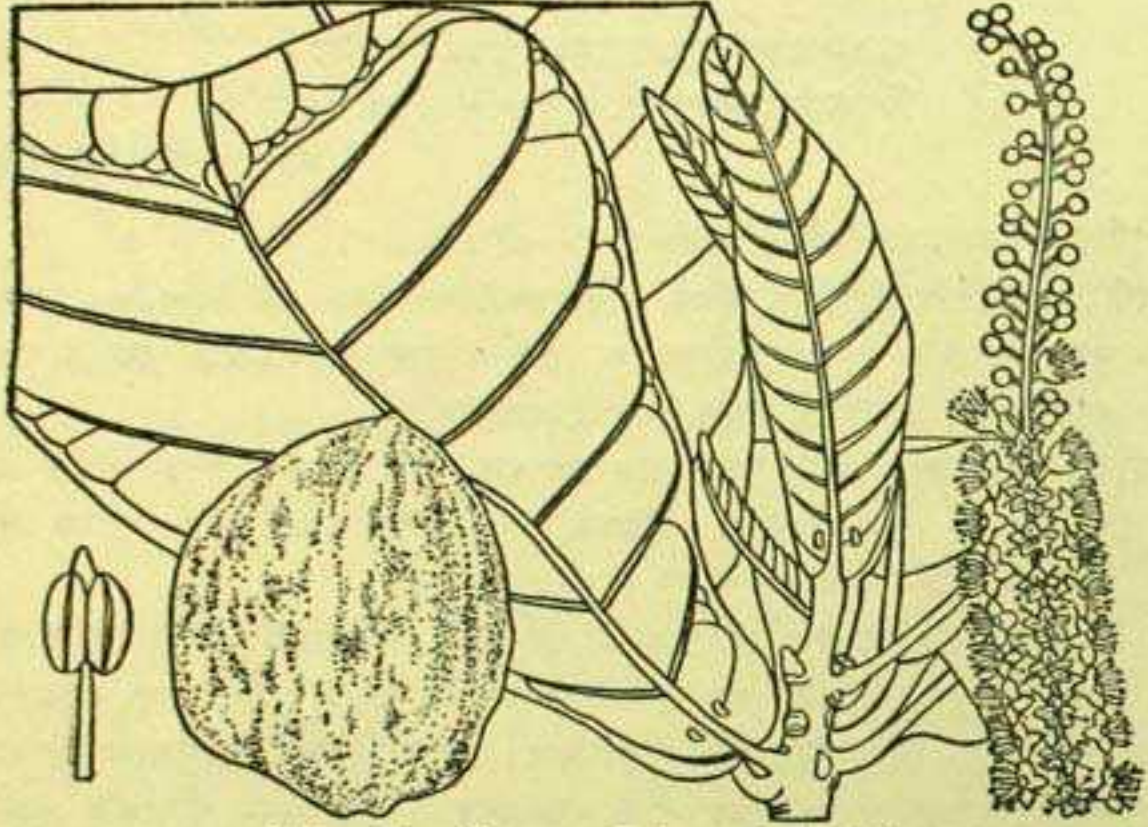
241. T. Catappa Linn. (বাদাম)

242. T. Chebula Refz. (হরীতকী)

ভাষানুসারীনাম :—অভয়া, হরীতকী—সংস্কৃত ; হরীতকী—বাংলা ; হরড়া—হিন্দি ; কাবেবী—উড়িয়া ; হিরড়া—মহারাষ্ট্র ; অণিলেয়—কর্ণাট ; কদ্রা—দাক্ষিণাত্য ; কান্দাকাই, কড়ুকাই—তামিল ; করিতানি, কান্দুকার, করকচেট্টু—তেলেগু ; কটুক্ক—মালয় ; হিলিক্ষ—আসাম, এহ্লীলজ আরব—

হরীতকী হৈমবতী জয়াঽভয়া
শিবাঽব্যথা চেতনিকা চ রোহিণী।
পথ্যা প্রপথ্যাঽপি চ পূতনাঽমৃতা
জীবপ্রিয়া জীবনিকা ভিষগ্বরা॥

জীবন্তী প্রাণদা জীব্যা কায়স্থা শ্রেয়সী চ সা।
দেবী দিব্যা চ বিজয়া বহ্নিনেত্র মিতাভিধা ॥

হরীতকী পঞ্চরসা চ রেচন-কোষ্ঠাময়ঘ্নী লবণেন বর্জ্জিতা।
রসায়না নেত্ররুজাপহারিণী ত্বগাময়ঘ্নী কিল যোগবাহিনী ॥

বীজাস্থি তিক্তা মধুরা তদন্তস্ত্বগ্ভাগতঃ যা কটুরুক্ষবীর্য্যা।
মাংসাংশতশ্চাম্লকষায়যুক্তা হরীতকী পাকরসা স্মৃতেয়ম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—হরীতকী, হৈমবতী, জয়া, অভয়া, শিবা, অব্যথা, চেতনিকা, রোহিণী, পথ্যা, প্রপথ্যা, পূতনা, অমৃতা, জীবপ্রিয়া, জীবনিকা, ভিষগ্বরা, জীবন্তী, প্রাণদা, জীব্যা, কায়স্থা শ্রেয়সী, দেবী, দিব্যা, বিজয়া,—এই ২৩টা নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—হরীতকী পঞ্চরসযুক্ত, বিরেচন, লবণ বর্জ্জন করিয়া ব্যবহারে যাবতীয় পেটের রোগ নাশক। রসায়ন, নেত্ররোগ নাশক, চর্ম্মরোগ নাশক, এবং অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলে, নানা রোগ নাশ করে। হরীতকীবীজ—তিক্ত ও মধুর রস এবং বীজের শাঁস—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য। হরীতকীর বীজের ছাল (উপরের আবরণ) অম্ল ও কষায় রস—এই প্রকারে হরীতকী পঞ্চ রসাত্মক।

জন্মস্থান ঃ—ছোটনাগপুর, কুমায়ুন, দাক্ষিণাত্য, বঙ্গদেশ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার বাগানে রোপণ করে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। উত্তর ভারতে হরীতকী গাছ বেশী বড় হয় না। দক্ষিণ ভারতে নর্ম্মদা নদীর তীরস্থ গাছগুলি লম্বা লম্বা দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ—গাছ ৮০—১০০ ফুট উচ্চ হয়। কাষ্ঠ শক্ত, ধূসরবর্ণ এবং সবুজের আভাযুক্ত; পীতবর্ণের দাগ আছে। পত্র ৩—৮ ইঞ্চি লম্বা, ২—৪ ইঞ্চি চওড়া। শীতকালে পত্র পড়িয়া যায়। বোঁটা ১ ইঞ্চি; পত্র দূরে দূরে জন্মে, পত্রের মস্তক বসা ও ডিম্বাকৃতি। পত্রের শিরা ৬—৮ জোড়া। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। ফুলের বোঁটা ⅙ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ কিম্বা পীতবর্ণ, উগ্রগন্ধবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড অধিক লম্বা নহে। ফলে ৫টী উন্নত শিরা আছে; উহা ১—১½ ইঞ্চি লম্বা। ফলের আকৃতি সমস্তগুলি সমান নহে; কোনটা একটু লম্বা, কোনটা একটু খর্ব্ব। ফলে একটীমাত্র বীজ থাকে। সংস্কৃত লেখকেরা ৭ প্রকার হরীতকীর কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু এখন মাত্র ২ প্রকার হরীতকী দেখিতে পাওয়া যায়: ইহার বড় পক্ক ফলকে হরীতকী ও অপক্ক শুষ্ক ফলকে জাঙ্গি হরীতকী বলে। যে হরীতকী জলে ডুবিয়া যায় উহা ঔষধ প্রস্তুতের পক্ষে ভাল। ৪ তোলা ও তাহার অধিক ওজনের হরীতকী ঔষধের জন্য ব্যবহার করা উচিত অন্যথা খারাপ বলিয়া জানিবে। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ৭ প্রকার হরীতকীর নাম উল্লেখ আছে, যথা—বিজয়া (লাউয়ের ন্যায় গোল),

রোহিণী (গোলাকার), পূতনা (পাত্‌লা ছাল বিশিষ্ট), অমৃতা (শাঁস অধিক ও মাংসল), অভয়া (পঞ্চরেখাবিশিষ্ট), জীবন্তী (স্বর্ণবর্ণ), চেতকী (ত্রিরেখাযুক্ত)। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, বীজ, ফলচূর্ণ ৪—১৬ আনা।

বৈদ্যকে হরীতকীর ব্যবহার।

চরক :—(১) **রক্তার্শে** হরীতকী—রক্তার্শঃ রোগীকে ভোজনের পূর্বে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **উদররোগে** হরীতকী—রসায়ন বিধি অনুসারে উদর রোগীকে ক্রমশঃ সহস্র হরীতকী সেবন করাইবে (চিঃ ১৮ অঃ)। (৩) **পাকাতিসারে** আমপাচনার্থ হরীতকী—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে আমদোষ বিনষ্ট হয় (চিঃ ৯ অঃ)। (৪) কফজ **পাণ্ডুরোগে** হরীতকী—হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া গোমূত্রে পেষণপূর্বক, কফ পাণ্ডুরোগী পান করিবে, (চিঃ ২০ অঃ)। (৬) **সর্দ্দিতে** হরীতকী—বমন নিবারণার্থ মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ লেহন করিবে। ইহাতে দোষ অধোগামী হইয়া বমন নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২৩ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **বাতরক্তে** হরীতকী—সর্ববিধ বাতরক্তে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) অদৃশ্য **অর্শে** হরীতকী—প্রতিদিন প্রাতে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে। ইহা অন্তর্বলি অর্শে হিতকর (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) শ্লৈষ্মিক **শ্লীপদে** হরীতকী—গো এবং ছাগাদির মূত্রের সহিত হরীতকীচূর্ণ পান করিলে শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১৯ অঃ)। (৪) **গুল্মে হরীতকী**—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন, গুল্মে হিতকর (উঃ ৪২ অঃ)। (৫) **হিক্কায়** হরীতকী—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকীচূর্ণ পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয় (উঃ ৫০ অঃ)।

বাগ্‌ভট্‌ :—(১) অর্শের **গাঢ়বিট্‌কতায়** হরীতকী—অর্শরোগীর মল কঠিন হইলে গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া রাখিয়া গুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে (চিঃ ৮ অঃ)। (২) **অশ্মরীতে** হরীতকী—হরীতকীর আঁটির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। ইহা অশ্মরী (পাথরী) রোগের পক্ষে হিতকর (চিঃ ১৯ অঃ)। (৩) **কণ্ঠরোগে** হরীতকী—হরীতকীর ক্বাথ মধুযোগে পান করিবে। ইহা কণ্ঠরোগে হিতকর (উঃ ২২ অঃ)। (৪) **বলজননার্থ** হরীতকী—হরীতকী, গব্যঘৃতে উত্তপ্ত করিয়া ঐ হরীতকী সেবন করিয়া, পশ্চাৎ ঐ ঘৃত পান করিবে। ইহা বিশেষ ফলপ্রদ (উঃ ৩৯ অঃ)।

হারীত :—(১) **রক্তপিত্তে হরীতকী**—বাসকের রসে হরীতকীচূর্ণ সাতবার ভাবনা দিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে, দুর্জ্জয় রক্তপিত্ত জয় করা যায় (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **মদাত্যয়ে হরীতকী**—মদাত্যয় রোগী হরীতকীর ক্বাথের সহিত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে (চিঃ ১৭ অঃ)।

চক্রদত্ত:—(১) **বাতরক্তে** হরীতকী—পাচটা কিম্বা তিনটি হরীতকী ভোজন পূর্বক গুলঞ্চের কাথ পান করিলে, অতি উগ্র বাতরক্ত নিবৃত্তি পায় (বাতরক্ত চিঃ। (২) **শোথে** হরীতকী—গুড়ের সহিত হরীতকী ভক্ষণ শোথে হিতকর (শোথ চিঃ)। (৩) **বৃদ্ধিরোগে** হরীতকী—যাহার বৃদ্ধিরোগ হইয়াছে, তাহাকে গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণের সহিত চূর্ণ করিয়া, সেবন করাইবে এবং ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দিবে। ইহা বহুদিনের বৃদ্ধির পক্ষে হিতকর (বৃদ্ধি চিঃ)। (৪) অশেষ **অক্ষিরোগহরত্বে** হরীতকী—ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। ইহা বিবিধ অক্ষিরোগে হিতকর (নেত্ররোগ চিঃ)।

ভাব প্রকাশ:—(১) রুগদাহ নাম **সন্নিপাত জ্বরে** হরীতকী—তিলতৈল, ঘৃত কিম্বা মধু, ইহাদের যে কোনটির সহিত হরীতকী চূর্ণ লেহন করিবে। ইহা রুগদাহ সন্নিপাতে হিতকর (জ্বরচিঃ)। (২) **আমাজীর্ণে** হরীতকী-গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন আমাজীর্ণ, অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধতায় হিতকর (অজীর্ণ চিঃ)। (৩) **জাতিফল মদে** হরীতকী—অধিক জায়ফল ভক্ষণ জনিত মত্ততা উপস্থিত হইলে, হরীতকী সেবন করিবে (মদাত্যয় চিঃ)। (৪) **পিত্তশূলে** হরীতকী—ঘৃত কিংবা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন, পিত্তশূলে হিতকর পিত্তশূল চিঃ)।

বঙ্গসেন:—(১) সশূল **অতিসারে** হরীতকী—হরীতকী মধুর সহিত সেবন করিলে অগ্নিবর্দ্ধিত হয় এবং আম পরিপাক হয়। ইহা শূলযুক্ত অতিসারে প্রশস্ত (শূল চিঃ)। (২) **চিপ্পে** হরীতকী—লৌহ পাত্রে হরিদ্রার রসে হরীতকী পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা চিপ্প (আঙ্গুল হাড়া) পুনঃ পুনঃ প্রলিপ্ত করিবে (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—একটী হরীতকীর গুঁড়া পাইপে দিয়া ধূম পান করিলে হাঁপানীর উপশম হয়। হরীতকী পাথরে ঘষিয়া তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে, আরাম হয় (Watt)। কাঁচা হরীতকী—রক্ত আমাশয় ও উদরাময় নিবারক (Dymock)।

জ্বর, সর্দ্দি, হাঁপানি, অর্শ, ক্রিমি, বাত ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হরীতকী ব্যবহৃত হয়। বাল হরীতকী পুরাতন উদরাময় ও রক্ত আমাশয়, পেটফাঁপা, বমন, উৎকাসি, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিরোগে বিশেষ হিতকর। চিনি ও জলের সহিত চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিলে চক্ষু-উঠা আরাম হয়।

হরীতকী বলকারক, জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকর এবং বার্দ্ধক্য নিবারক (Dutt)।

হরীতকী ভিজান জল মুখের ঘা নিবারক।

হরীতকীরসহিত মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রস্তুত হয় (১) কটীবাতে—ত্রিফলা, পিপুল প্রত্যেক ১ আউন্স, দারুচিনি, এলাচ প্রত্যেক ৪ আউন্স, গুগ্‌গুল ৫ আউন্স এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া গুঁড়া করিতে হয়। মাত্রা-১-২ ড্রাম। (২) স্মরণ-শক্তি-নাশে ও দৌর্বল্যে—ত্রিফলা ৮, দারুচিনি ৬, টগর (Valeriana Hardwickii) ৬,

পিপুল ৪, জৈত্রী (nutmeg) ৬, কাবাবচিনি ৮, লোবান আঠা (Boswellia serrata) ৮, এবং কাবুলী মুস্তকি (Pistacia Khinjuk) ৪ ভাগ.—এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে। মাত্রা ½—১ ড্রাম।

জোলাপে—হরীতকী, সোঁদালের শাঁস, কণ্টিকারির শিকড়, তেউড়ী মূল ও বহেড়া সমপরিমাণ সর্ব্বসমেত ২ তোলা। মাত্রা ২-৪ আউন্স। এখন সোণামুখী ও রেবান-চিনি (Rhubard, Rheum Emody) যোগ করিয়া থাকে।

জোলাপে—৫ ড্রাম হরীতকী, ১ ড্রাম রেবানচিনির মূল এবং ৪ আউন্স জল, দশ মিনিট সিদ্ধ করিতে হইবে।

অজীর্ণ, জ্বর এবং মাথা বেদনায়—ত্রিফলা, চিরতা, গুলঞ্চ—পরিমাণ ১-২ আউন্স। মাথাধরা, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, অজীর্ণ পিত্তকোপ, উদরাময় রোগে—হরীতকী ৩ ড্রাম, বহেড়া ৩ ড্রাম, ধুনা ৫ ড্রাম, বালহরীতকী ৪ ড্রাম, বাদাম তৈল ৩ ড্রাম, মধু ২ ড্রাম, এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্বাথ প্রস্তত করিতে হইবে। মাত্রা ৩-৬ আউন্স।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, তিল, ভেলা এইগুলি একত্রে ১০-১৪ গ্রেণ মাত্রায় দিনে ২ বার ঘৃত কিংবা চিনির সহিত ব্যবহার্য, ইহাকে নরসিংহ চূর্ণ বলে। ইহা উত্তেজক, বলকারক, ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য-নিবারক, সর্দ্দি, অজীর্ণ, দৌর্বল্য এবং পারদ দোষ-নাশক। ইহা ব্যবহারে অজীর্ণে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

হরীতকীর গুড়া, আদা, মৌরী এবং সৈন্ধবলবণ ১০ গ্রেণ পরিমাণে দিবসে ২ বার সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যকৃত্ বিকৃতি আরাম হয়।

১টি হরীতকী—বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, শীতকালে প্রথমভাগে আদা ও শেষে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত, ও গ্রীষ্মকালে মাতগুড়ের সহিত পান করিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি পায়। কথিত আছে যে, ইহা সেবনে মানুষ ১০০ বৎসর পরমায়ু লাভ করে (Hindu Mat. Med)।

হরীতকী বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক। ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফকে সাম্যাবস্থায় আনিয়া শরীরকে রোগবর্জ্জিত করে। হরীতকী সেবনে কখনও কোন অপকার হয় না, বরং উপকারই হইয়া থাকে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :

ফল—সঙ্কোচক, বিরেচক, রসায়ন, পুরাতন ক্ষতে ও বেদনায় বাহ্য প্রলেপে হিতকারী। মুখের ঘায়ে কুলকুচি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া দাঁতের মাজন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্ষয়দাঁতে, দাঁতের মাড়ির ঘায়ে, উহা হইতে রক্তস্রাবে বিশেষ উপকারী।

ছাল—প্রস্রাবকারক। হৃদরোগে রসায়ন।

মন্তব্য :—চরক—অর্শোঘ্ন, কুষ্ঠঘ্ন, কাসহর, জ্বরহর, প্রজাস্থাপন ও বয়ঃস্থাপন বর্গে হরীতকী পাঠ করিয়াছেন।

মুখ ও গলদেশের শ্লেষ্মাধরা কলার ক্ষতবিশেষে (Aphthae) হরীতকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে (Ainslie)। জাঙ্গীহরীতকী বল্য, মুখরোচক এবং প্লীহা ও যকৃৎ বিবৃদ্ধিতে বিশেষ হিতকর (Twining)। জাঙ্গীহরীতকী—অতিসার, অতিসারমূলক বিসূচিকা এবং বহুকালের উদরাময়ের পক্ষে মূল্যবান ভেষজ (M. P. Apiri)

Fig.—Roxb, Cor, Pl., t, 197., Brandis, For, Fl., 223, t. 29 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 413.

Ref.—F. B. I., ii, 446 ; Roxb., F. I., ii, 433 ; Watt vi. Pt. 4, 24 ; Dymock, ii, I ; B. P., 481.
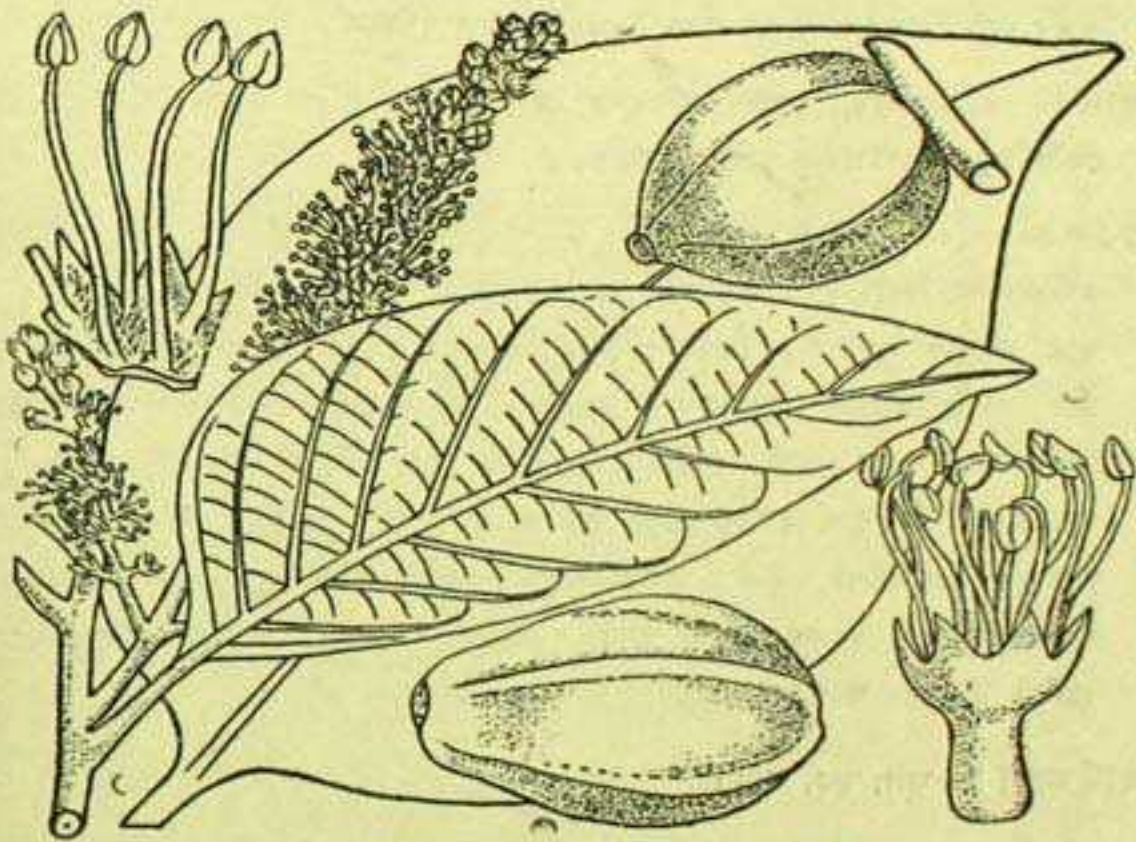
242. T. Chebula Retz. (হরীতকী)

243. T. tomentosa Bedd. (অসন)

ভাষানুসারী নাম :—বীজক, অসন,—সংস্কৃত ; অসন, পিয়াশাল—বাংলা ; সজ্‌,অসনা—হিন্দী ; করাপ্পু-মরুদু, মারাম্—তামিল ; নেলামাড়ু, মাদ্দি—তেলেগু, টেম্পাভূ—মালয় ; এঁমরি—আসাম ; সহাজ, কলা সহাজু—উর্দ্দু ; বীয়াং—গুজরাট ; অসন—বোম্বে।

বীজকঃ পীতসারশ্চ পীতশালক ইত্যপি।
বন্ধূকপুষ্পঃ প্রিয়কঃ সর্জ্জকশ্চাসনঃ স্মৃতঃ॥
বীজকঃ কুষ্ঠবিসর্পশ্বিত্রমেহগুদক্রিমীন্।
হন্তি শ্লেষ্মাস্রপিত্তঞ্চ ত্বচ্যঃ কেশ্যো রসায়নঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ। বটাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—বীজক, পীতসার, পীতশালক, বন্ধূকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক, ও অসন—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—বীজক—কুষ্ঠ, বিসর্প, শ্বিত্র, প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি, কফ ও রক্তপিত্ত নাশক। ইহা চর্ম্মের পক্ষে হিতকর, চুলের পক্ষে উপকারক এবং রসায়ন।

জন্মস্থানঃ—ছোটনাগপুর, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বর্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—৮০—১০০ ফুট লম্বা গাছ। পত্র ৮—১০ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ½ ইঞ্চি, গাছের ত্বক্ কর্ত্তিত, কাটা কাটা, ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। গাছের গায়ে লম্বা লম্বা কাটা দাগ আছে। বাহিরের কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। গাছের প্রশাখা, পুষ্পদণ্ড এবং ছোটপাতাগুলি লোমদ্বারা আবৃত, মরিচা-ধরার মত। পত্র শক্ত, লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। পুষ্প ছোট, উভয়-লিঙ্গ বিশিষ্ট, সুত্র ফিকে পীতবর্ণ, সরল পুষ্পদণ্ডে অবস্থিত। বহির্বাস বাটীর ন্যায়, উহাতে ৫টা ভাগ আছে। ফল ১½—২ ইঞ্চি, ধূসরবর্ণ, পক্ষবিশিষ্ট, ¾—১ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুল বসন্তকালে প্রস্ফুটিত হয়। ফল শীতকালে জন্মে। ফুলগুলিতে প্রায়ই একপ্রকার পোকায় আক্রমণ করিয়া ফলে আব (gall) উৎপাদন করে।

ব্যবহার্য অংশঃ—ফুল, ত্বক্, কাষ্ঠ।

বৈদ্যকে অসনের ব্যবহার।

চরকঃ—**রক্তপিত্তে** অসনক্ষার—অসনবৃক্ষের ত্বক্ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ঘৃত ও মধুযোগে রক্তপিত্তী সেবন করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। মাত্রা—২-৪ আনা।

সুশ্রুতঃ—(১) **কুষ্ঠে** অসন—অসন সর্বপ্রকার কুষ্ঠ নাশ করিতে পারে (চিঃ ৬ অঃ)। (২) **চক্ষুঃকামিত্বে** অসনসার—অসনের সারবান্ কাষ্ঠ ৮ তোলা, গণিয়ারি মূলের ছাল ৮ তোলা উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া ৮ সের জলের সহিত কাথ প্রস্তুত করিবে—চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া উহাতে দুইসের পরিপুষ্ট মাষকলাই সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইবার কালে উহাতে চিতার মূলচূর্ণ ২ তোলা এবং আধসের কাঁচা আমলকীর

রস প্রদান করিবে। মাষকলাই বেশ সিদ্ধ হইলে, নামাইয়া শীতল হইলে মধু ও ঘৃত সহ বলানুসারে ভোজন করিতে দিবে। লবণ পরিত্যাগ করিবে। মাষকলাই জীর্ণ হইলে, মুগ ও আমলকীর যূষ প্রস্তুত করিয়া এই যূষের সহিত ঘৃত মিশ্রিত অন্ন বিনা লবণে ভোজন করিতে দিবে (চিঃ ২৭ অঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **উপদংশে** অসনসার—খদির কাষ্ঠ ও অসনসারের কাথ, শোধিত গুগ্‌গুলু কিম্বা ত্রিফলাচূর্ণ সহ সেবন করিবে। ইহা উপদংশে হিতকর (উপদংশাধিকার)। (২) **পশ্চাত্তকে** নামক বালরোগে অসনপুষ্প—অসনপুষ্পের অতিসূক্ষ্মচূর্ণ প্রস্তুত তণ্ডুবারি (আমানি) দ্বারা বটী প্রস্তুত করিয়া পশ্চাত্তক রোগগ্রস্ত বালককে সেবন করাইবে।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছালের কাথ ক্ষয়-নিবারণ, উদরাময় ও ক্ষতে বাহ্য প্রয়োগ হয়। গাছের ছাল চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অসন সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নিবারক। ইহার ছাল অতিসার, গ্রহণী ও প্রদররোগে হিতকর (R. N. Khory)

Glossry :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ছালের কল্ক :—সঙ্কোচক, নূতন অজীর্ণে (পেটের অসুখ) আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে উপকারী। ঘায়ে স্থানীয় প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ছাল:—প্রস্রাব কারক, হৃদরোগে রসায়ন।

মন্তব্য :—চরক—উদর্দ্দপ্রশমনবর্গে এবং **সুশ্রুত** সালসারাদিবর্গে অসন পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** রক্তপিত্ত চিকিৎসায় অসন পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন।
অসনত্বক্ কষায়। ইহা অতিসার, গ্রহণী এবং প্রদরে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 17; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 415.

Ref.—F. B. I., ii. 447; Roxb., F. I., ii. 440; B. P., I., 481; Watt., vi. Pt. iv, 37.
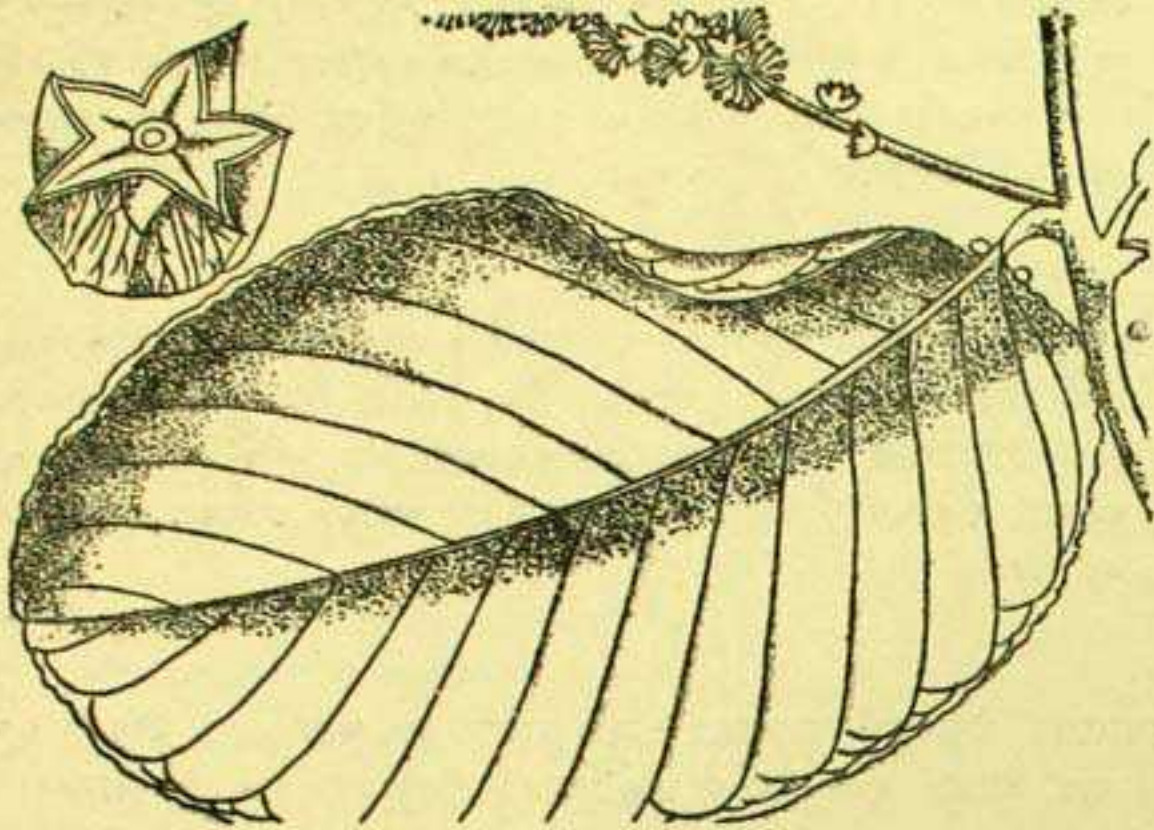
243. T. tomentosa Bedd. (অসন)

Genus—ANOGEISSUS Wall.

244. A. latifolia wall (ধাওয়া)

ভাষানুসারী নাম :—ধব, নববৃক্ষ, বকবৃক্ষ, মধুরত্বক্—সংস্কৃত ; ধাওয়া—বাংলা ; বাক্লা, —দাওয়া হিন্দি, দিন্দিবক—কর্ণাট ; ধামোড়া—মহারাষ্ট্র; দাবিয়া—বোম্বে ; বিল্লাইনাগ —তামিল ; চেট্টু, চিরিমানু—তেলেগু; মরুকিক্কিরাম্—মালয়।

ধবো দৃঢ়তরুর্গৌরঃ কষায়ো মধুরত্বচঃ।
শুক্লবৃক্ষঃ পাণ্ডুতরুর্ধবলঃ পাণ্ডুরো নবঃ॥
ধবঃ কষায়ঃ কটুকঃ কফদোঽহনিলনাশনঃ।
পিত্তপ্রকোপণো রুচ্যো বিজ্ঞেয়ো দীপনঃ পরঃ॥

রাজনিঘণ্টু। প্রভদ্রাদি বর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ধব, দৃঢ়তরু, গৌর, কষায়, মধুরত্বক্, শুক্লবৃক্ষ, পাণ্ডুতরু, ধবল, পাণ্ডুর, এই নয়টি নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—ধব—কষায় রস, বিপাকে কটুরস, কফ এবং বায়ু নাশক, পিত্তবর্দ্ধক, রুচিকারক, এবং অতিশয় অগ্ন্যুদ্দীপক।

জন্মস্থানঃ—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে সাধারণতঃ দেখা যায়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—বড় গাছ, ৮০ ফুট উচ্চ, শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়। ছাল সমতল, শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, ½ ইঞ্চি পুরু। কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ ও শাখা পীতবর্ণ। পত্র ১½—৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের ব্যাস ½—⅓ ইঞ্চি ছোট বোঁটায় থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—ত্বক্ ও আঠা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—এই গাছের আঠা অতিশয় মূল্যবান্। ইহা বৃশ্চিক ও সর্পবিষের প্রতিষেধক (Chopra)।

Glorsary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

ছাল—তিক্ত, সঙ্কোচক।

গাছ—কাঁকড়াবিছা এবং সর্পবিষে উপকারী।

Fig—Wight, Ic., t. 294 ; Royle, 111., t. 45 ; Bedd., Fl. Sylv. t. 15.
Ref—F. B. I., ii 450 ; Dymock; ii. 12 ; Brandis For. Fl. 227.

244. Anogeissus latifolia Wall. (ধাওয়া)

Genus—QUISQUALIS Linn.

245. Q. indica Linn (রঙ্গনবেল)

ভাষানুসারী নাম :—রঙ্গনবেল—বাংলা; রঙ্গন-কি-বেল—হিন্দি; বার্মা-সিনিভেলু—গুজরাট; ইরাঙ্কুন-মল্লী তামিল; রঙ্গন-মল্লী-চেট্টু—তেলেগু; বিলায়তী-চামেলী—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—মালয়দেশীয় গাছ। বাঙ্গলার অনেক বাগানে রোপিত আছে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—লতানে গাছ, অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কাষ্ঠ ছিদ্রযুক্ত, ত্বক্ পাত্‌লা, ধূসরবর্ণ, মোচড়ান। কাণ্ডের উভয়দিকে ডিম্বাকৃতি পত্র হয়, পত্রের অগ্রভাগ সরু, ফুল দেখিতে সুন্দর, প্রথমতঃ শ্বেতবর্ণ, পরে লাল অথবা কমলা লেবুর রং বিশিষ্ট, অবশেষে বার্ণিশের ন্যায় রং হয়। একই পুষ্পদণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টি, বিস্তৃত; ফল ½ ইঞ্চি লম্বা। মার্চ্চ মাস হইতে ফুল ও ফল হয়, এবং বর্ষাকালে অথবা কখনও শীতকাল পর্য্যন্ত থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মালাক্কা দ্বীপে—ক্রিমি হইলে ইহার বীজ ব্যবহার করে। ৪/৫টী বীজ মধুর সহিত সেব্য। ইহাতে বড় ক্রিমি মরিয়া যায় (Ph. Ind)। ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় হয়। আম্বোয়ানা নামক স্থানে ইহার পাতার রস পেটফাঁপা ও উদর বেদনায় ব্যবহৃত হয়। চীনদেশে ইহার পক্ক বীজ ভাজিয়া জ্বর ও উদরাময় রোগে প্রয়োগ করে (Rumphius। পত্রের ক্বাথ পেট কামড়ানি ও পাকস্থলীর পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ-পরিচয় :—

বীজ—ক্রিমিনাশক।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 519.

Ref—F. B. I., ii., 459 ; Roxb., Fl. I., ii. 457 ; B. P., i, 484 ; Prain H. H., 211.
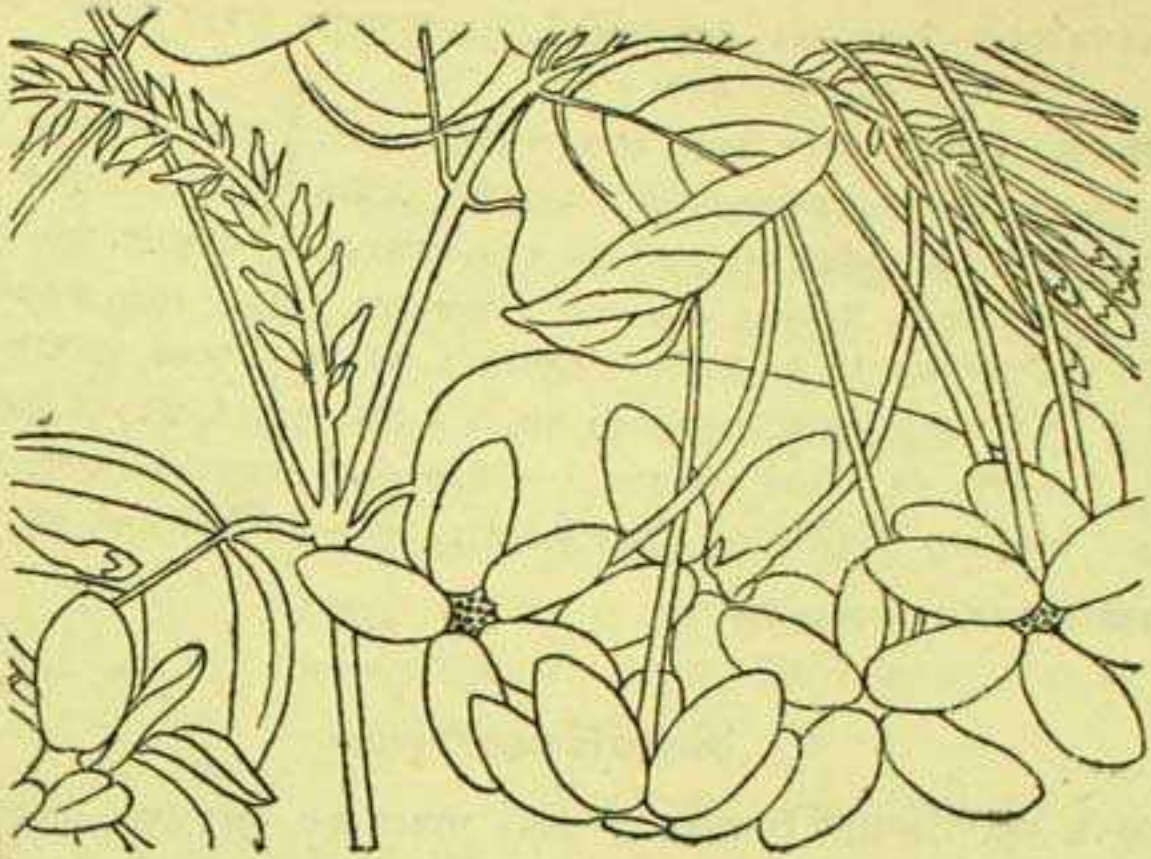
245. Quisoualia indica Linn. (রঙ্গনবেল)

XLV. MURTACEAE BALRINGTONIA.

246. B. acutamguls Gaertn. (হিজ্জল)

ভাষানুসারী নাম :—নদীক্রান্ত, দীর্ঘপত্রক, নদীজ—সংস্কৃত ; হিজ্জল—বাংলা ; হিজ্জল—হিন্দি ; সমুদ্রফল, পরেল, হিজ্জল—বোম্বে ; কঞ্জোলী—উড়িষ্যা ; পর্ব্বানু—মহারাষ্ট্র ; তোরেগণ-গিলে—কর্ণাট ; কাদাম্বাই—তামিল ; কাদাম্বা—তেলেগু।

হিজ্জলোঽথ নদীক্রান্তো জলজো দীর্ঘপত্রকঃ।
নদীজো নিচুলো রক্তঃ কার্ম্মুকঃ কথিতশ্চ সঃ ॥
হিজ্জলঃ কটুরুষ্ণশ্চ পবিত্রো ভূতনাশনঃ।
বাতাময়হরো নানা-গ্রহসঞ্চারদোষজিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায় :—হিজ্জল, নদীক্রান্ত, জলজ, দীর্ঘপত্রক, নদীজ, নিচুল, রক্ত, কার্ম্মুক—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—হিজ্জল—কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, ভূতগ্রহ নাশক, বায়ুরোগনাশক, নানা-গ্রহ দ্বারা সঞ্চারিত দোষের শমতা কারক।

জন্মস্থান :—হিমালয় হইতে যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ, অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, হুগলী, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মধ্যমাকৃতি গাছ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও নরম। পত্র ৫ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া, সূক্ষ্ম-লোমযুক্ত, বোঁটার দিকে সরু, ⅛—¼ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা। ফুলের বহির্ব্বাস ছোট, মোচার ন্যায়, ½ ইঞ্চি, গোলাকার। পাপ্‌ড়ি ½ ইঞ্চি, লালবর্ণ, পুংকেশর লম্বা, প্রায় লালবর্ণ। ফল ১—১½ ইঞ্চি লম্বা, ½—¾ ইঞ্চি চওড়া; মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। এই গাছকে ভারতীয় 'ওক' গাছ বলে। প্রায় সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়, বীজ, ফল।

বৈদ্যকে হিজ্জলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—আমাতিসারে হিজ্জলপত্র—হিজ্জলের পাতার রস মধুর সহিত সেবন করিলে আমাতিসার জয় করা যায় (আমাতিসার চিঃ)।

বঙ্গসেন :—চক্ষুস্রাবে হিজ্জল ফল :—হিজ্জল ফল পাথরের পাত্রে জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, চক্ষুতে অঞ্জন করিলে, চক্ষু হইতে জলপড়া নিবৃত্তি পায় (নেত্ররোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় তিক্ত এবং কুইনাইনের গুণবিশিষ্ট। বীজ উগ্র, প্রসবকালে ইহা ব্যবহৃত হয় (Watt)। বালকদের সর্দ্দি হইলে কয়েক গ্রেণ বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। কয়েকটি বীজ সাগুদানা কিম্বা মাখনের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় রোগের শান্তি হয় (Watt)। হিজ্জল বীজের গুঁড়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে মাথাধরা আরাম হয় (Dutt)।

বালকদের বক্ষে সর্দ্দি বসিলে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া খাওয়াইলে সর্দ্দি কমিয়া যায়। ছোট ছেলেদের বর্দ্ধিত প্লীহা কমাইতে বীজের গুঁড়া ২,৩ গ্রেন, দুগ্ধের সহিত খাওয়াইতে হয় (Rumphius)। হিজ্জলের শিকড় পুকুরের মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল ভারতীয়েরা বহুপরিমাণে এই কার্য্যে ব্যবহার করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপর্য্যায় :—

বীজের গুঁড়া—বমনকারক, শ্লেষ্মানিঃসারক, এবং মাথায় যন্ত্রণায় নস্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শুকফুল,মূল ও বীজ—মৎস্য বিষ।

পাতা ও মূল—তিক্ত, রসায়ন।

মূল—স্নিগ্ধতাকারক। কোষ্ঠবদ্ধতানাশক।

পাতার রস—প্রস্রাবকারক।

মন্তব্য :—চরক :—বমনোপগবর্গে হিজ্জল পাঠ করিয়াছেন।

হিজ্জল বীজ—বমনকারী এবং বায়ুনাশক। আদার সহিত ব্যবহারে, নাকের সর্দি, শ্বাস-নালীতে সঞ্চিত সর্দি এবং অন্ত্র হইতে আম নির্গমনের বিশেষ উপকারী। হিজ্জল ফল জলে ঘষিয়া বক্ষে দিলে বক্ষবেদনা এবং পেটে দিলে পেট বেদনা, শূল এবং আদ্‌ধান (পেটফাঁপা) প্রশমিত হয় (R. N. Khossy)। হিজ্জল বীজকে—ধাত্রীফল বলে ইহা সুপরিচিত গার্হস্থ্য ঔষধ। যখন বুকে সর্দি বসিয়া শিশুগণ কষ্ট পায়, তখন হিজ্জল বীজ জলে ঘসিয়া স্তনদ্বয়ের মধ্যদেশে ও 'কণ্ঠায়' লাগাইতে হয়। যদি অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট থাকে তাহা হইলে কয়েক গ্রেণ হিজ্জলবীজ বাটিয়া আদার রসের সহিত অথবা স্তনদুগ্ধের সহিত শিশুকে পান করাইবে। ইহাতে প্রায়ই বমন হইয়া কফ নির্গত হইয়া যায় সুতরাং শ্বাসকষ্ট নিবৃত্তি পায়। 'এঁড়ে' লাগিয়া ছেলেদের পেট বড় হইলে, স্তনদুগ্ধের সহিত ২।৩ গ্রেণ হিজ্জল বীজ সেবন করাইবে।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., iv. t. 7 : Bedd, Fl, Syl. t. 203 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. , t. 427.

Ref.—F. B. I. ; ii, 508 ; Roxb, F. I. ; ii, 625 ; B. P. ; i. 493 ; Prain. H. H. ; 212
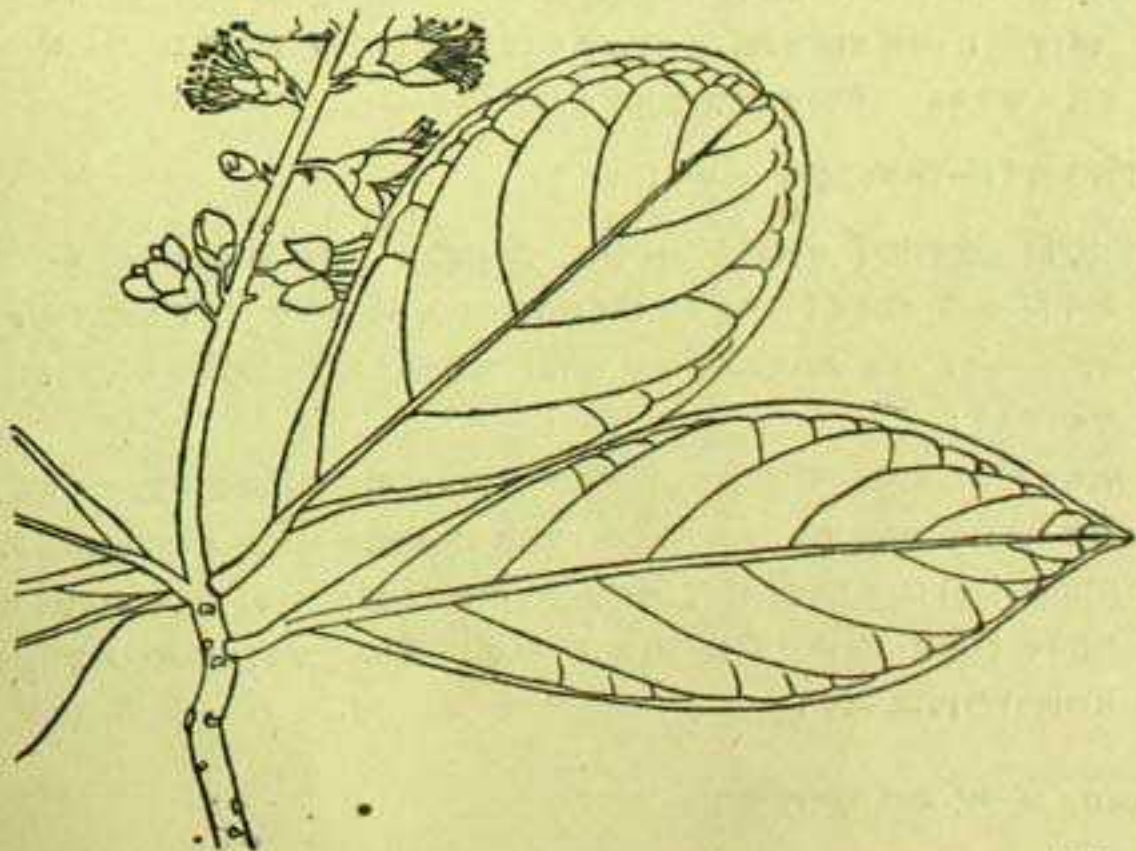
246. Barringtonia acutangula Gaertn. (হিজ্জল)

247. B. racemosa, Bl. (সমুদ্রফল)

ভাষানুসারী নাম :—সমুদ্রফল—সংস্কৃত, সমুদ্রফল—বাংলা ; ইজ্জুল—হিন্দি ; ফুলদার, সমুদ্রফল—তামিল ; সমুদ্রপণ্ডু—তেলেগু ; সমুদ্রাপ্পু—মালয়। সমুদ্রজল—মহারাষ্ট্র।

> **সমুদ্রনাম প্রথমং পশ্চাৎ ফলমুদাহরেৎ।**
> **সমুদ্রফলমিত্যাদি নাম বাচ্যং ভিষগ্বরৈঃ॥**
> **ফলং সমুদ্রস্য কটূষ্ণকারি বাতাপহং ভূতনিরোধকারি।**
> **ত্রিদোষদাবানলদোষহারি কফাময়ভ্রান্তি বিরোধকারি॥**
> **রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।**

নামপর্য্যায় :—প্রথমে সমুদ্র। পরে ফল, তৎপর সমুদ্রফল—এইকথা বৈদ্যরা বলেন।

গুণপর্য্যায় :—সমুদ্রের ফল—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক। ভূতগ্রহনাশক। ত্রিদোষ অগ্নিমান্দ্য নাশক এবং কফ দোষ ভ্রান্তি রোগকারক।

জন্মস্থান :—ভারতের পশ্চিম উপকূল, আন্দামান, সিংহল, সুন্দরবন, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ৪০ ফুট উচ্চ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ১০ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি। বোঁটা ½—¾ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১২—১৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, ২½ ইঞ্চি লম্বা ; গর্ভকেশর ১½ ইঞ্চি। ফল ১¾ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি। এই গাছ সচরাচর সমুদ্রের ধারে ও নদীর কিনারায় জন্মে। মার্চ্চ-এপ্রিল হইতে ফুল হয়। শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়, বীজ ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শিকড় কুইনাইনের ন্যায় জ্বরনাশক। ফল সর্দ্দি, হাঁপানি ও উদরাময়ে হিতকর। বীজ পেটবেদনা ও চক্ষু প্রদাহে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ফলের গুঁড়া নস্যে ব্যবহৃত হয় এবং অপরাপর ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

ফলের শাঁস দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ ও পিত্তপ্রকোপ প্রশমিত হয়। বীজ অত্যন্ত সুগন্ধ যুক্ত। ইহা স্ত্রীলোকদের প্রসবকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (T. N. Mukerjee)। গাছের ছাল, শিকড় ও বীজ তিক্ত। যাভা দেশে মৎস্যের মত্ততা আনিবার জন্য ইহার বীজ ব্যবহার করে। বীজের গুঁড়া নস্য লইলে হাঁচি হইয়া মাথাধরা আরাম করে।

Glorsany :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—দৃ শক্তি ও শ্রমশক্তি বর্দ্ধক। স্নিগ্ধতাকারক।

ফল—কাস, শ্বাস ও উদরাময়ে উপকারী

ফলের শক্ত খোলার নীচের কোমল অংশ—দুধের সহিত মিশাইয়া কামলা এবং অন্যান্য যকৃৎ দোষে উপকারী।

বীজ—শূল ও চক্ষুরোগে উপকারী।

বীজ এবং ছাল—ক্রিমি নাশক, রসায়ন, মৎস্য বিস এবং কীটবিষ।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., iv. t. 6 ; Wight, Ic., t. 152 ; Bot. Mag., t. 3831 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., t. 426 ;

Ref—F. B. I., i. 507 ; Roxb. F. I., ii, 634 ; B, P., i. 493 ; Prain., H. H, 212.
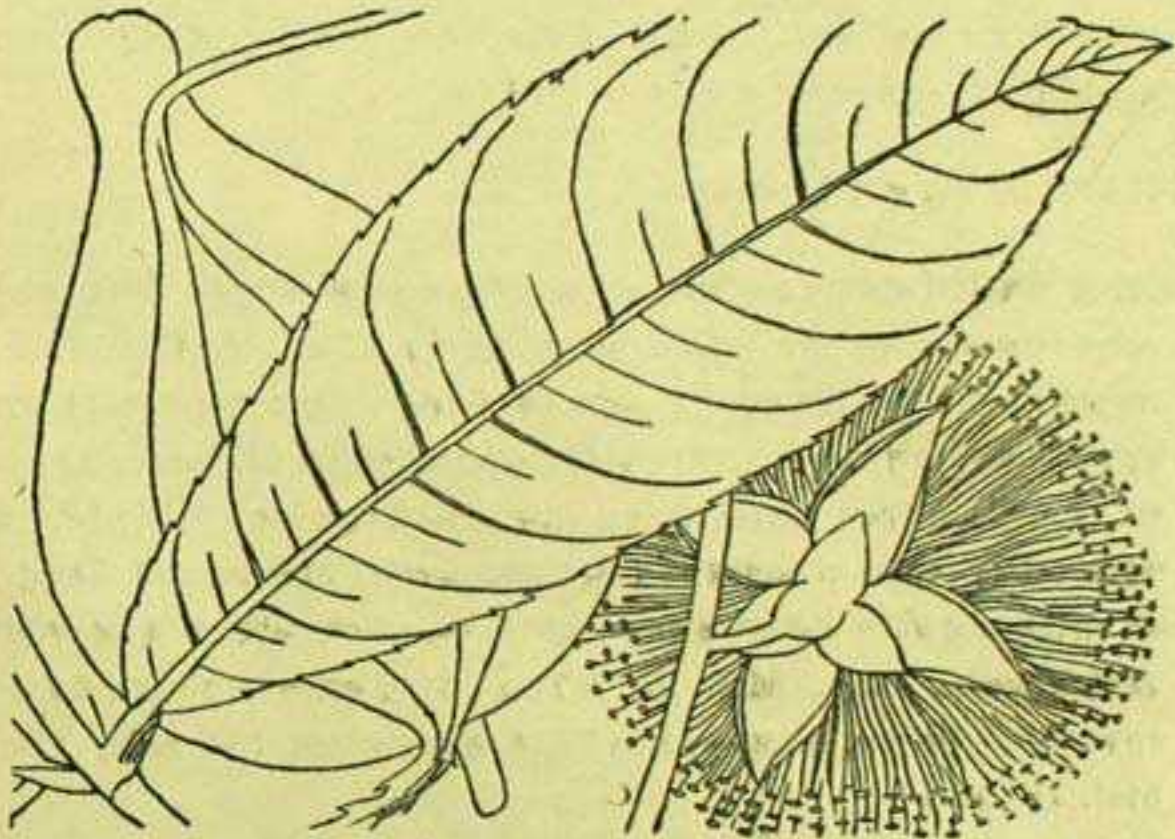
247. B. racemosa. BI. (সমুদ্রফল)

Genns—CAREYA

248. C. arborea Roxb. (কুম্ভী)

ভাষানুসারী নামঃ—কুম্ভী—সংস্কৃত ; কুম্বী, কুম্ভ—বাংলা ; কুম্বী, কুম্ভ—হিন্দি ; আযমা, পোত্তা, তাগ্নী—তামিল ; গাবুলহ্—তেলেগু।

কুম্ভী রোমোলুবিটপী রোমশঃ পর্পটক্রমঃ।
কুম্ভী কটুঃ কষায়োষ্ণো গ্রাহী বাতকফাপহঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—কুম্ভী, রোমালুবিটপী, রোমশ ও পর্পটক্রম এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—কুম্ভী কটু ও কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, বায়ু ও কফ নাশক।

জন্মস্থান ঃ—উত্তর ভারতবর্ষ, সাঁওতাল পরগণা, বঙ্গদেশ, বর্মা, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ।

বর্ণনা ঃ—বড় গাছ। ৩০—৪০ ফুট উচ্চ হয়। শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়; পত্র ১২ ইঞ্চি লম্বা ৬ ইঞ্চি চওড়া, লম্বাকৃতি, বোঁটার দিক সরু। বৃন্ত ১ ইঞ্চি ও পুষ্পদণ্ড ৩—৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ছোট; ফুল দেখিতে সুন্দর, পাপ্‌ড়ি ৪টি, ১/২ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর লালবর্ণ, অনেক থাকে। ফল ২১/২—৩ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার; ফলের পশ্চাৎ দিকে বসা গর্ত্ত। ফলের তলদেশ কলসীর মত দেখিতে এবং ফাঁপা বলিয়া সংস্কৃতে ইহাকে 'কুম্ভী' বলে। বীজ ১/৪—১/২ ইঞ্চি লম্বা। ছাল পুরু ও ধূসরবর্ণ। ভিতরে লালবর্ণ। মার্চ-এপ্রিলে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ ঃ ত্বক্, ফুল, রস এবং ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—শিকড় ধারক, সর্পাঘাত হইলে ক্ষতস্থানে ইহার ছালের প্রলেপ দিলে এবং রস পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয় (Rev. A Campbell)। সিন্ধুদেশের লোকেরা প্রসবের পর বলকারক ঔষধরূপে ইহার ফুল ব্যবহার করে। ছালের টাট্‌কা রস মধুর সহিত পান করিলে সর্দ্দির উপশম হয় (Dymock)। এই গাছের পাতার পুলটিস বিষাক্ত ঘায়ের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই পাতার রসে অনেক রোগীর বিষাক্ত ঘা আরাম হইয়াছে (Commercial Plants and Drugs)। এই গাছের ছাল হইতে দড়ি প্রস্তুত হয়। ছাল ও ফুল খাইলে সর্দ্দি ও কাসি আরাম হয় (Rheede, Hort. Mal., iii, 367)। ইহার ফল ও কাণ্ড হইতে উগ্র আঠা বাহির হয়। বন্য শূকর এই গাছের ছাল খাইতে বড় ভালবাসে (Rheede, Hort, Mal., iii, 36)।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ**—

ছাল ও ফল—সঙ্কোচক, স্নিগ্ধতাকারক।

ফুল ও কচিছালের রস—মধু সহ মিশাইয়া ব্যবহারে বেদনা, কাস এবং ঠাণ্ডালাগায় উপকারী।

ছাল—রোগ আক্রমণের প্রতিষেধক, বিষাক্তব্রণ সহ জ্বরে, বিশেষতঃ বসন্তরোগে এবং সর্পবিষে উপকারী।

মূল, ছাল ও পাতা—মৎস্যবিষ।

Fig—Roxb. Cor. Pl, iii, t. 14, t. 218; Bedd. Fl. Sylv., 205; Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., t. 428.
Ref.—F. B. I., ii, 511; Roxb., F, I., ii, 638; B, P., i. 492.
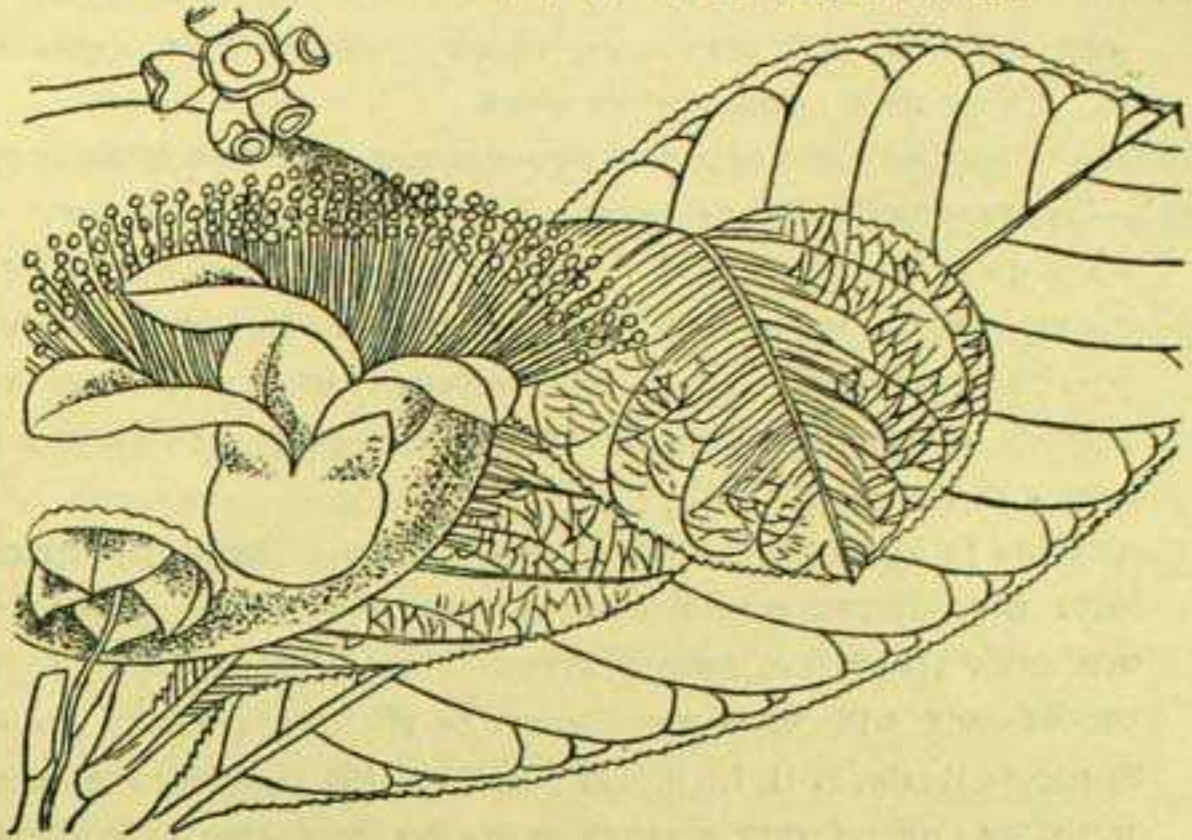
248. Careya arborea Roxb. (কুম্ভী)

Genus—EUGENIA

249. E. jambolana Linn. (কালজাম)

ভাষানুসারী :—মহাজম্ব্, রাজজম্ব্—সংস্কৃত ; কালজাম—বাংলা ; জামুন—হিন্দি ; মহারাজ-জাম্ব্, জাম্বুক—মহারাষ্ট্র ; নেরেদাম্, নাভল—তামিল ; জম্বুডু, নেরডুচেট্টু—তেলেগু ; দোড্ডনিরলু, নেরিলুসা—কর্ণাট।

মহাজম্বূ রাজজম্বূ স্বর্ণমাতা মহাফলা।
শুকপ্রিয়া কোকিলেষ্টা মহানীলা বৃহৎফলা॥

মহাজম্বূচোষ্ণা সুমধুর কষায়া শ্রমহরা
নিরস্যত্যাশ্বস্থং ঝটিতি জড়িমানং স্বরকরী।
বিধত্তে বিষ্টম্ভং শময়তি চ শোষং বিতনুতে
শ্রমাতীসারার্ত্তিশ্বসিতকফকাসপ্রশমনম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—মহাজম্বু, রাজজম্বু, স্বর্ণমাতা, মহাফলা, শুকপ্রিয়া কোকিলেষ্টা, মহানীলা, বৃহৎফলা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—মহাজম্বু—উষ্ণবীর্য্য, অতিমধুর রস, বিপাকে কষায় রস। শ্রমনাশক, ইহার রস ভক্ষণে অতিসত্বর গলার স্বরের জড়তা নষ্ট হয়। বিষ্টম্ভ নষ্ট করে। শোথ নাশক। শ্রম, অতিসার নাশক। কফ ও কাসের প্রশমক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র এবং বঙ্গদেশে এই গাছ প্রচুর জন্মে; বোটানিক্ গার্ডেন শিবপুর।

বর্ণনা :—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ্। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে নূতন পত্র বাহির হয়। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু ও ফিকে ধূসরবর্ণ, মসৃণ। কাষ্ঠ লাল ও ধূসরবর্ণ, মসৃণ নহে। ভিতরের কাষ্ঠ গাঢ় লালবর্ণ। পত্র ৩—৬ ইঞ্চি লম্বা। বোঁটা ½—১ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ। ফল ½—১½ ইঞ্চি লম্বা, পাকিবার সময়ে প্রথমে লালবর্ণ হয়, অর্দ্ধপক্ব অবস্থায় সুন্দর বেগুনে রং বিশিষ্ট থাকে ও পাকিলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। মে-জুন মাসে ফুল হয় ও জুন-জুলাই মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

শাস্ত্রে জাম ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—রাজজম্বু। ইহার ফল পারাবতের ডিম্বের ন্যায়, ভারতের পার্বতীয় প্রদেশে ও সমুদ্রের কিনারায় এক প্রকার বড় জাম জন্মে, উহাকে রাজজম্বু বলে, বাঙ্গালায় যাহাকে আমরা কালজাম বলি। এই জাম বঙ্গদেশীয় অপর জাম অপেক্ষা বড়। কাকজম্বুকে চলিত কথায় বনজাম বলে (E. Fruticosa Roxb., F. B. I., ii. 499 ; B. P., i. 491)। ইহা আকারে কালজাম অপেক্ষা ক্ষুদ্র ; পাকিলে জামগুলি কালজামের ন্যায় মিষ্ট নহে। এই গাছগুলি সাধারণতঃ নদীর কিনারায় দেখা যায় এবং বীজ পড়িয়া আপনা আপনি বন-জঙ্গলে ও নদীর ধারে জন্মে। ইহা বর্ষার প্রারম্ভে পাকে। আর এক প্রকার জাম আছে উহাকে ভূমিজম্বু বলে, ইহার ফল অল্প হয়। আকৃতিতে ছোট মটর কলায়ের ন্যায়। ইহা বর্ষাকালে পাকিয়া থাকে। বাঙ্গলায় ইহাকে চলিত কথায় কুকুর জাম (E. Jambolana. Var. Caryophyllifolia ; B. P., i. 49) বলে। বৈদ্যক-শাস্ত্রে সকল জামের গুণ প্রায় সমান বলিয়া অপর জামগুলির বিষয়ে আর পৃথক লিখিত হইল না।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক্, পত্র, ফল ও বীজ। মাত্রা—ত্বক্ ও পত্রের রস ১—২ তোলা। বীজচূর্ণ ½—৩ আনা।

বৈদ্যকে জম্বুর ব্যবহার।

চরক :—(১) **অগ্র্যাগ্রন্থে** জম্বুফল—বায়ুজনক যাবতীয় দ্রব্যের মধ্যে জম্বুফল শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) **ব্রণরোপণার্থ** জম্বুত্বক্—জম্বুত্বকের সূক্ষ্মচূর্ণ দ্বারা ক্ষত অবধূলিত করিলে ক্ষত সত্বর পূরিয়া ওঠে (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) **পিত্তজ বমনে** জম্বুপল্লব—জম্বু ও আম্রপল্লবের কাথ শীতল হইলে মধুযোগে পান করিবে। ইহা পিত্তজনক বমনে প্রশস্ত (চিঃ ২০ অঃ)।

চক্রদত্তঃ—(১) অতিসারের **শোণিতস্রাবে** জম্বুত্বক্—পিষ্ট জম্বুত্বক্ প্রচুর মধুযোগে ছাগীদুগ্ধের

সহিত সেবন করিলে অতিসারীর শোণিতস্রাব নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) **বালগ্রহণীতে** জম্বুত্বক্—জম্বুত্বকের স্বরস ছাগীদুগ্ধসহ পান করিলে বালকের গ্রহণী প্রশমিত হয় (বালচিঃ)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সঙ্কোচক।

ছালের কল্ক—সঙ্কোচক হিসাবে 'কুল্লা' এবং ধৌতকরণে প্রযোজ্য।

ছালের টাট্‌কা রস—ছাগীদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া বালকদিগের উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

পাতার রস—আমাশয়ে উপকারী।

পাকা ফলের রস—জারক প্রস্তুত করিয়া ব্যবহারে, অগ্ন্যুদ্দীপক, উদরাধ্মান নাশক ও প্রস্রাবকারক।

ফল—প্রয়োজনানুযায়ী—সঙ্কোচক। যকৃতদোষজনিত অতিসারে উপকারী।

বীজ—বহুমূত্রে উপকারী।

মন্তব্যঃ—চরক ছর্দ্দিনিগ্রহণবর্গে জম্বুপত্র এবং পুরীষবিরজনীয় ও মূত্রসংগ্রহণবর্গে জম্বু পাঠ করিয়াছেন। জম্বুত্বক্ ও দুবালতার কাথের কবল দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব, ক্ষত এবং জিহ্বা বিদারণে (জিবকাটা) বিশেষ উপকারী। পূর্বে মুঙ্গেরে জম্বুফল হইতে উত্তম মদ্য প্রস্তুত হইত (R.N. Khorey).।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 424.
Ref—F. B. I., ii, 499 ; Roxb., F. I., ii, 484 ; B. P., i. 491 ; Prain, H. H., 212 ; Voigt. H. S., 49.
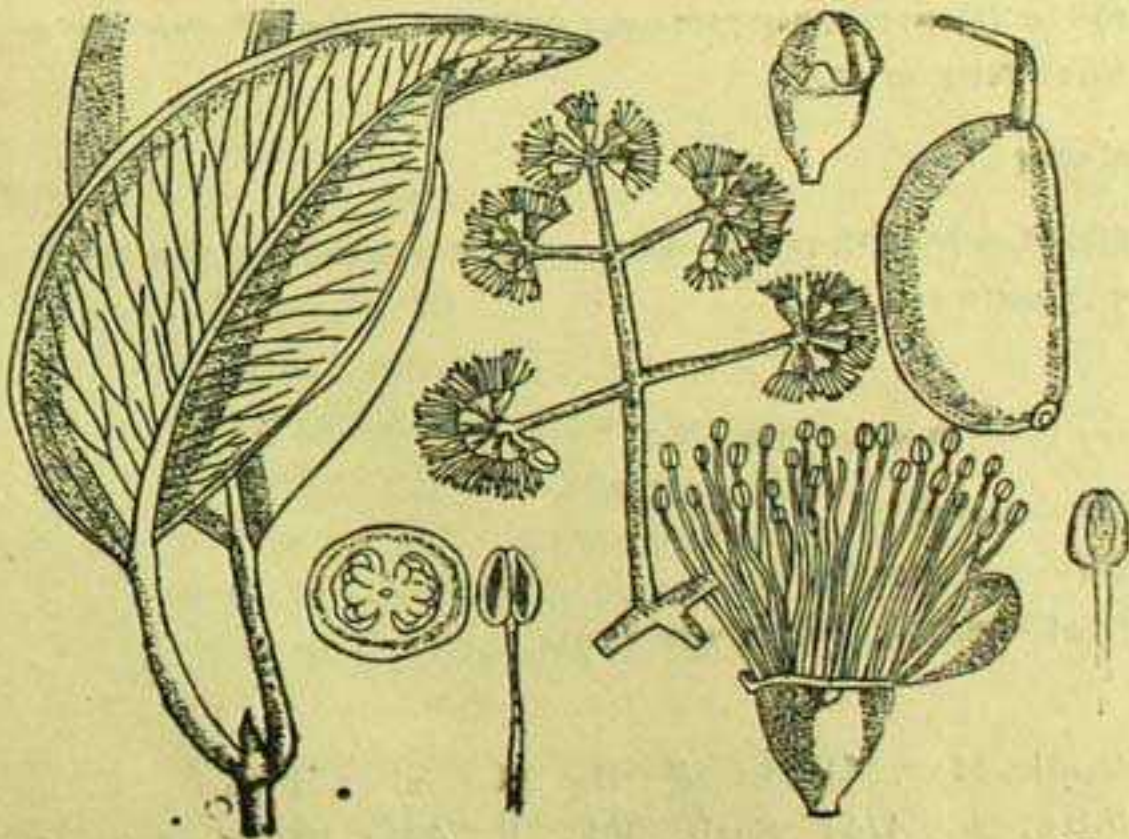
249. Eugenia jambolana Linn. (কালজাম)

250. E. Jambos Linn. (গোলাপ জাম)

ভাষানুসারী নাম ঃ—মহাফলা—সংস্কৃত ; গোলাপ জাম—বাংলা ; গুলাপ্-জমন্—হিন্দি ; পান্নীরজম্—তামিল ; জম্-নেরেডু—তেলেগু ; জম্বভম্—মালয়।

> **ফলেন্দ্রা কথিতা নন্দো রাজজম্বূর্মহাফলা।**
> **তথা সুরভিপত্রা চ মহাজম্বুরপি স্মৃতা।**
> **রাজজম্বূফলং স্বাদু বিষ্টম্ভি গুরু রোচনম্॥**
>
> **ভাবপ্রকাশঃ। আম্রাদিবর্গঃ।**

নাম পর্যায় ঃ—ফলেন্দ্র, নন্দ, রাজজম্বু, মহাফল, সুরভিপত্রা, ও মহাজম্বু—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—গোলাপ জাম—মধুর রস, বিষ্টম্ভি, গুরুপাক ও রুচিকারক।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের সকল স্থানে বাগানে রোপিত আছে। বঙ্গদেশে অনেক গাছ দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—মাঝারি ধরণের গাছ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও নরম। পত্র লম্বাকৃতি। বোঁটা ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পত্র ৪-৭ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ¼ ইঞ্চি। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ অনেক ফুল হয়। পুংকেশর ১½ ইঞ্চি লম্বা, পীত কিংবা লালবর্ণ, গোলাপফুলের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল হয় এবং বর্ষার প্রারম্ভে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ভামো ও উত্তর বর্মায় ইহার পত্র সিদ্ধ করিয়া চক্ষের ঘায়ে প্রয়োগ করে।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়** :—

ছাল—সঙ্কোচক,
ফল—যকৃত দোষে উপকারী।
পাতা—সিদ্ধ করিয়া চোখের ক্ষতে উপকারী।

Fig—Rheede, Hort. Mal., i,t. 17 : Bot. Mag., xli, t. 1696.

Ref—F.B.I., ii, 474 : Roxb, F.I., ii, 494 : B.P., i, 490 : Prain, H.H., 212.
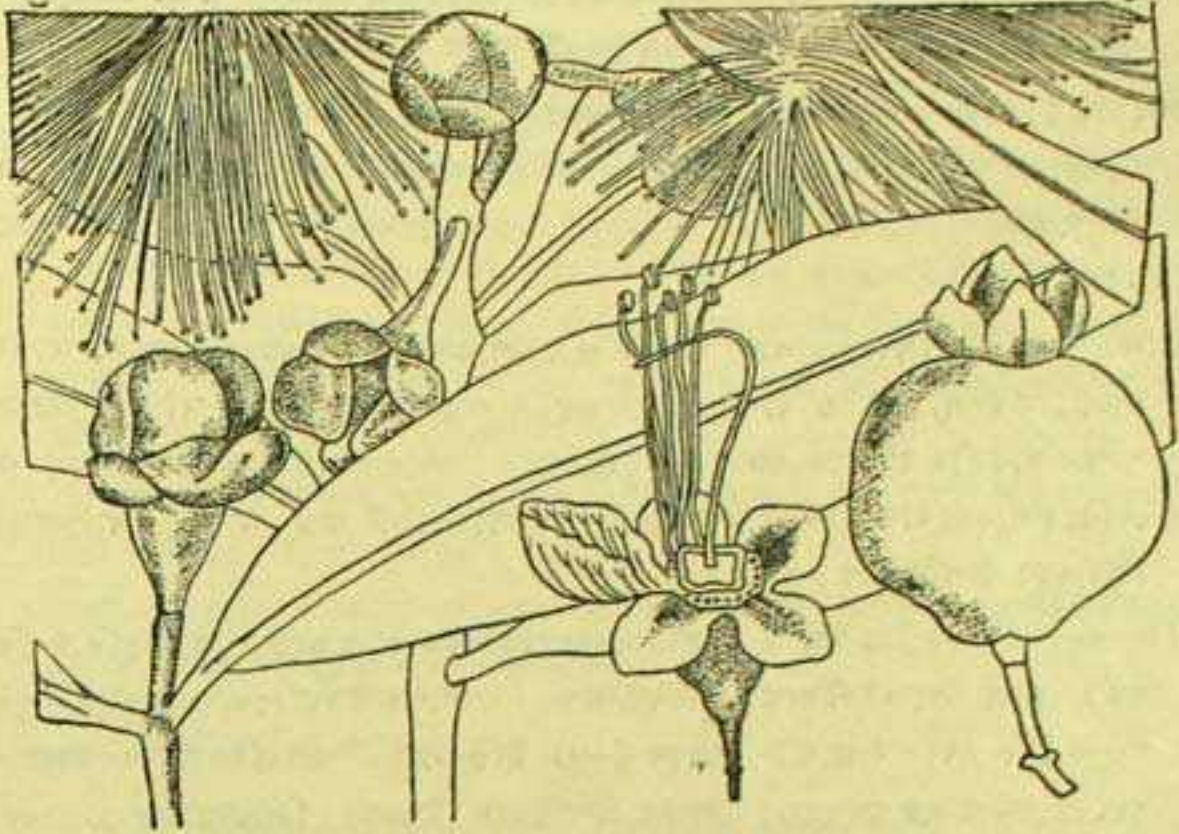
250. E. jambos Linn. (গোলাপজাম)

251: E. Caryophyllata Thunberg. (লবঙ্গ)

ভাষানুসারী নাম :—লবঙ্গ—সংস্কৃত ; লবঙ্গ—বাংলা ; লোঙ্—হিন্দি ; লবঙ্গকলিকা—মহারাষ্ট্র ; লবঙ্—দাক্ষিণাত্য ; লোগ. মেখক্—পারশ্য । কিরাম্বু, লবঙ্গলু—তেলেগু ; কিরাম্বের, কারাবারু—তামিল ।

লবঙ্গকলিকা দিব্যং লবঙ্গং শেখরং লবম্ ।
শ্রীপুষ্পং দেবকুসুমং রুচিরং বারিসম্ভবম্ ॥
তীক্ষ্ণপুষ্পং তু ভৃঙ্গারং গীর্বাণকুসুমং তথা ।
পুষ্পকং চন্দনাদি স্যাৎ জ্ঞেয়ং ত্রয়োদশাহ্বয়ম্ ॥
লবঙ্গং শীতলং তিক্তং চক্ষুষ্যং ভক্তরোচনম্ ।
বাতপিত্তকফঘ্নঞ্চ তীক্ষ্ণং মূর্দ্ধরুজাপহম্ ॥

অপিচ

লবঙ্গং সোষ্ণকং তীক্ষ্ণং বিপাকে মধুরং হিমম্ ।
বাতপিত্তকফামঘ্নং ক্ষয়কাসাস্রদোষনুৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । চন্দনাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—দিব্য, লবঙ্গ, শেখর, লব, শ্রীপুষ্প, দেবকুসুম, রুচির, বারিসম্ভব, তীক্ষ্ণপুষ্প, ভৃঙ্গার, গী, বাণকুসুম, চন্দনপুষ্প—এই তেরটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—লবঙ্গ—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, চক্ষুর হিতকর, রুচিকারক, বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, মস্তিষ্কের রোগ নাশক। আরও—লবঙ্গ অতিউষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিপাকে মধুর রস, শীতবীর্য্য। বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক। ক্ষয়, কাস এবং রক্তদোষ নাশক।

জন্মস্থান :—আদিম বাসস্থান মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ ও সেলিবিস্ দ্বীপ। এক্ষণে সুমাত্রা, মালাক্কা, পিনাং, মরিসস্, বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জে চাষ হয়। আমেরিকার অন্তর্গত ব্রাজিল, গিয়ানা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক্ষণে চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের দুই একটি বাগানে কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে একটি গাছ আছে। দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুরে বহুপরিমাণে চাষ হয়।

বর্ণনা :—৩০—৪০ ফুট উচ্চ গাছ। ইহার বহুসংখ্যক নরম ও অবনত শাখা চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। ছাল ফিকে পীতাভ ধূসরবর্ণ, মসৃণ। ডালের উভয়দিকে বহুসংখ্যক, সবুজবর্ণ ৩—৬ ইঞ্চি লম্বা পত্র জন্মে। পত্রবৃন্ত ½—১ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ও বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পত্রের উপরিভাগ উজ্জ্বল। নিম্নভাগ ফিকে, মধ্যশির স্পষ্ট। পুষ্প শাখার অগ্রভাগস্থ পুষ্পদণ্ডে জন্মে। বৃন্ত ছোট, এক একটি ডালে ৩টি করিয়া জন্মে। ফুলের বহির্বাস ½ ইঞ্চি লম্বা, চারভাগে বিভক্ত, ত্রিকোণাকার ও শাখাযুক্ত। পাপ্‌ড়ি ৪টি। উহা ফুলের কেশরগুলিকে কুঁড়ি অবস্থায় ঢাকিয়া রাখে। পুংকেশর অনেক। গর্ভাশয় বহির্বাসের অভ্যন্তরে স্থাপিত। ফল মাংসল ; প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। লম্বা বহির্বাস লালবর্ণ, পাকিয়া পড়িলে বাজারের লবঙ্গের মত কৃষ্ণবর্ণ হয়। বীজ এক একটি হয়। ইহা দেখিতে বড়। সমগ্র ফলের মধ্যে থাকে। মার্চ হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যাবহার্য্য অংশ :—শুষ্ক ফুল ও ফলের তৈল, ফল।

বৈদ্যকে লবঙ্গের ব্যবহার।

পিপাসা ও উৎকাসিতে লবঙ্গ—পিপাসা ও উৎকাসি প্রশমনার্থ লবঙ্গের অর্দ্ধশৃত পানীয় পান করিতে দিবে। অর্দ্ধশৃতপানীয় প্রস্তুত বিধি—কুট্টিত লবঙ্গ ২ তোলা, জল /৪ সের শেষ /২ সের।

মুলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—চরকের সময় হইতে এদেশে লবঙ্গ ঔষধে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ইহা শান্তিকর, পেটফাঁপা নিবারক, হজমীকারক, পিপাসা, বমন ও পেট-বেদনা নিবারক। ইহা সৈন্ধব লবণ ও অপরাপর মসলার সহিত ব্যবহৃত হয় (Dutt)।

লবঙ্গ বাটিয়া কপালে ও নাসিকায় লাগাইলে সর্দি আরাম হয়। লবঙ্গ পোড়াইয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে গলার ক্ষত আরাম হয়। মুসলমান বৈদ্যগণের এই বিশ্বাস আছে যে, যদি একটি লবঙ্গ প্রত্যহ ভক্ষণ করা যায় তবে স্ত্রীলোকের গর্ভ হয় না। অপর পক্ষে তাঁহারা বলেন যে, লবঙ্গ চর্বণ করিয়া উহার লালা পুংজননেন্দ্রিয়ে প্রয়োগ করিয়া স্ত্রীসহবাস করিলে স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গম শক্তি বাড়াইয়া দেয়। লবঙ্গ পাকাশয়িক রোগ নিবারক ও উত্তেজক। ইহা ঘুংড়ি কাশিতে এবং দন্ত-বেদনায় হিতকর।

লবঙ্গ ৪ ভাগ, সিদ্ধি ৪ ভাগ, পিপুল, আকরকরামূল ৬ ভাগ এবং মধু ৮ ভাগ যোগে যে বটিকা প্রস্তুত হয় উহা অলসতা, অজীর্ণ এবং সাধারণ দৌর্বল্যে অতিশয় মূল্যবান ঔষধ।

লবঙ্গ ও শুঁঠ প্রত্যেক ৫ ভাগ, যোয়ান ও সৈন্ধব লবণ ৬ ভাগ যোগে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয়, উহা অজীর্ণ ও অম্ল-রোগ নাশক। মাত্রা ৫ গ্রেণ।

লবঙ্গ ও চিরেতা সমভাগে চূর্ণ সেবন করিলে, দৌর্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি দূরীভূত হয়। উহা শরীরের বল বৃদ্ধির পক্ষে হিতকর।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্কফুলের কুঁড়ি—উত্তেজক, সুগন্ধি, উদরাধ্মান নাশক, অগ্নিমান্দ্য ও পেটের বায়ুতে উপকারী।

মন্তব্য :—আয়ুর্বেদে লবঙ্গ শব্দে লবঙ্গকুসুম অর্থাৎ লবঙ্গবৃক্ষের কুঁড়ি। লবঙ্গের ফল ও আছে। রাজনিঘণ্টুতে লবঙ্গের নামপর্যায়ের মধ্যে একটি নাম "বারিসম্ভব" আছে। দ্বীপে জন্মিয়া থাকে বলিয়াই বোধহয় লবঙ্গকে 'বারিসম্ভব' বলা হইয়াছে। এখানে বারি শব্দে বারি বেষ্টিত ভূমি। ধন্বন্তরি, লবঙ্গের অন্যতম নাম—'চন্দনপুষ্প' লিখিয়াছেন। সুগন্ধিহেতু এই নাম বোধহয় কল্পিত হইয়াছিল। লবঙ্গে তৈল আছে। কিন্তু **চরক** বা **সুশ্রুত** স্থাবর তৈলযোনিবর্গে কিম্বা **রাজনিঘণ্টুকার** তৈল যোনিবর্গে লবঙ্গ পাঠ করেন নাই। লবঙ্গ পচন নিবারক। প্রলেপে ত্বং অঙ্গের স্পর্শজ্ঞানহারী। ইহা পাচক, বায়ুনাশক, সুগন্ধি, বমননিবারক ও আক্ষেপহর। **বহিঃপ্রয়োগে** ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক এবং ফোস্কা জন্মায়, অপিচ স্পর্শজ্ঞানহর এবং পচন নিবারক। আভ্যন্তর ব্যবহারে ইহা রক্তসংবহনক্রিয়া ও রক্তের উত্তাপ বর্দ্ধিত করে, পরিপাক ও পোষণ ক্রিয়ার উপকারী। আমাশয় এবং অন্ত্রোত্থিত শূল ও আক্ষেপ প্রশমিত করে। ইহা ত্বক, লালাগ্রন্থি, বৃক্কদ্বয়, যকৃৎ এবং শাখা শ্বাসনাড়ীর (Bronchi), শ্লেষ্মধরাকলার (Mucous membrane) উত্তেজনা জন্মায়। সেবিত লবঙ্গ—মূত্রমারুত, ঘর্ম, পিত্ত, স্তন্য এবং মূত্রের সহিত শরীরের বাহিরে আসে। লবঙ্গ, বিরেচক ভেষজদ্রব্যের পরিকর্ত্তিকা (griping) নিবারক সুগন্ধি ভেষজ। ইহা উদরাধ্মান নাশক ও লালাস্রাব বর্দ্ধক। অন্যান্য মসলা ও সৈন্ধবলবণের সহিত ব্যবহারে শূল, অজীর্ণ, বমন এবং তৃষ্ণারোগে হিতকর। বাতের বেদনা, গৃধ্রসী (sciatica), কটিশূল (lumbago),

শিরঃশূল ও দন্তশূলে লবঙ্গ প্রলেপাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিরঃপীড়ায় কপালে এবং ঘ্রাণরোগে (Coryza) নাসিকায় এ দেশীয় লোকেরা ইহার প্রলেপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

Fig :—Bentl and Trim., Med. Pl., 112 ; Woodville, t. 193 ; Bot. Mag., tt, 2749 and 2750.

Ref :—F. B. I., ii, 506 ; Steph and Church, Med, Bot., by Burnt, ii, 95 ; U. S. Disp., 298.
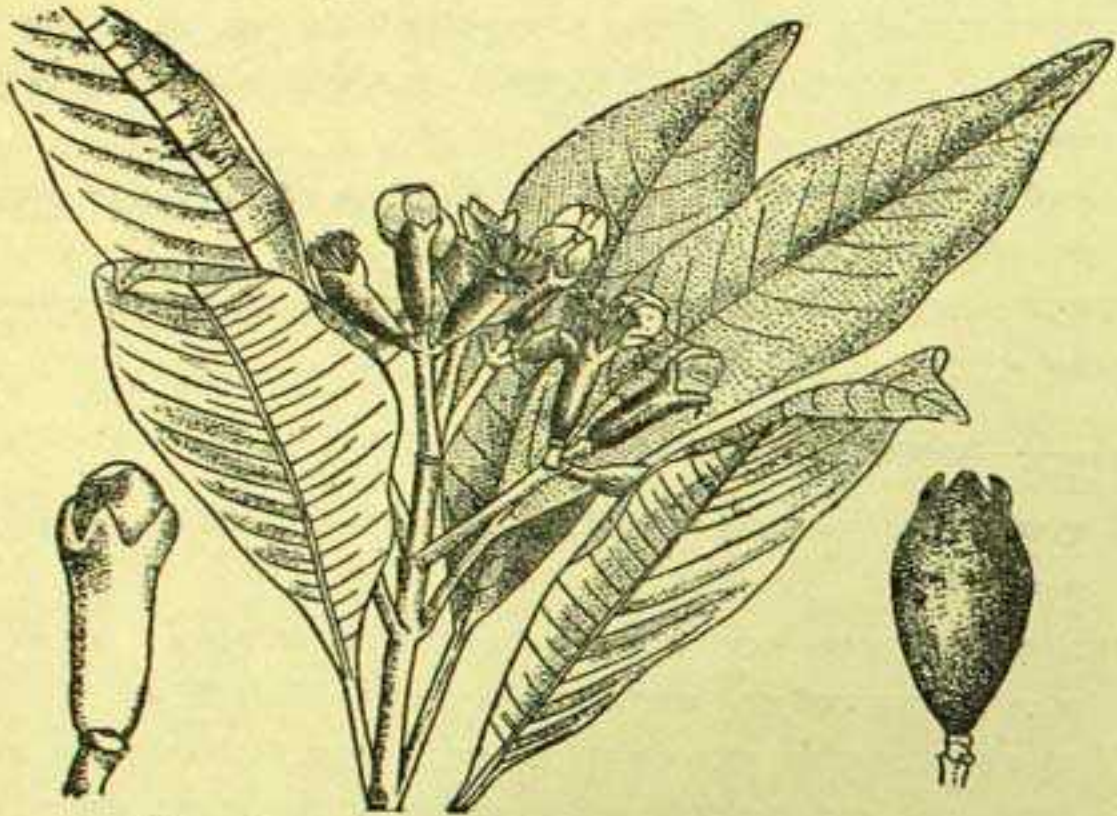
251. Eugenia caryphyllata Thunberg. (লবঙ্গ)

Genus—MYRTUS

252. M. Communis Linn.(বিলাতী মেন্দী)

ভাষানুসারী নাম :—বিলাতীমেন্দী—বাংলা ; বিলাতীমেন্দী—হিন্দি ; কুলিনভল্—তামিল ; হবুলাস্—উড়িষ্যা ; হাব্বালাস্—পাঞ্জাব ; আভুলাস্—সিন্ধু।

জন্মস্থান :—ভারতে প্রচুর জন্মে. ভূমধ্যসাগর হইতে আফগানিস্থান এবং বেলুচিস্থানে জন্মে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় গাছ। ইউরোপীয়েরা এবং ইহুদী জাতিরা ইহার পত্র ধর্মসম্বন্ধীয় পর্ব্বে বহুপরিমাণে ব্যবহার করে। ইহা ভারতবর্ষে অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। পত্র সুগন্ধযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, মসৃণ। ইহার বোঁটা ছোট। ফুলের পাপ্ড়ি ৫টী, শ্বেতবর্ণ। ফল মটরের ন্যায় বড়, বেগুনে রংবিশিষ্ট (O' Shaughnessy, Beng, Disp., 333)। জুন মাসে ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—উত্তর ভারতে ইহার পত্র অপস্মার, অম্ল, উদরাময় এবং যকৃৎ রোগে ব্যবহৃত হয়। পত্রের ক্বাথ মুখের ঘায়ে ধৌতরূপে ব্যবহৃত হয়। ফল ক্রিমি নাশক, উদরাময়, রক্ত আমাশয়, রক্তঅর্শ, বাত ও আভ্যন্তরীণ ক্ষতে হিতকর (Watt)।

ইহার পত্র হইতে এক প্রকার Essential oil (পরিশ্রুত তৈল) বাহির হয়। উহা Paris Hospital এ শ্বাসযন্ত্রের ও মূত্রযন্ত্রের পীড়া ও বাতে বাহ্য প্রয়োগ হয় (Pharm. Journ. 782, 1899)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—সঙ্কোচক, মাথার যন্ত্রণায় উপকারী—বিশেষতঃ সন্ন্যাসরোগে। অগ্নিমান্দ্য, পাকাশয়, এবং যকৃতের যে কোন রোগে উপকারী।

পাতার কল্ক ঃ—মুখ ধৌত করণে এবং শিশুদিগের মুখ রোগে উপকারী।

ফল ঃ—উদরাধ্মান নাশক, উদরাময়, আমাশয়, রক্তস্রাব, আভ্যন্তরীণ ক্ষত এবং বাতে উপকারী।

পাতার তৈল—রোগ প্রতিষেধক, বাতে উপকারী।

পাতা ঃ—কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 417. B.
Ref.—F.B.I, ii. 462 ; Roxb., F.I., ii. 497; B.P., i. 488

252. Myrtus communis Linn. (বিলাতী মেন্দী)

Genus—MELALEUCA.

253. M. leucodendron Linn. (কাজুপটি)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কাজুপটি—বাংলা ; কেয়াপটি—হিন্দি; কাজুপটি—বোম্বে ; কৈয়প্পু ভাই—তামিল।

জন্মস্থান ঃ—ভারতে চাষ হয়। বর্ম্মার টেনাসরিম প্রদেশে অনেক গাছ আছে। মালয় উপদ্বীপে বহুপরিমাণে গাছ জন্মে।

বর্ণনা ঃ—মাঝারি গাছ। ইহার ত্বক্‌ শ্বেতবর্ণ, পুরু, পেয়ারা গাছের ন্যায় মোটা, কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা হইতে চটা উঠিয়া যায়। কাষ্ঠ শক্ত ও ঈষৎ লালবর্ণ। পত্রের অগ্রভাগ সরু, ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ২-৬ ইঞ্চি পুষ্পদণ্ডে স্থাপিত। পুষ্পদণ্ড ডালের অগ্রভাগ ও অগ্রভাগের পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুংকেশর অনেক আছে। বীজকোষ ৩ ভাগে বিভক্ত (Brandis)। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়, ফল সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—তৈল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার তৈল মালিশ করিলে বাতের বেদনা আরাম হয়। ইহা উত্তেজক এবং ঘর্ম্মকর (Dymock)। তৈল মালিশ করিলে চর্ম্ম রক্তবর্ণ হয়—এই তৈল একটি শক্তিসম্পন্ন ঘর্মকর ঔষধ (Watt)। British এবং Indian Pharmacopoeia তে ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে।

Glossary—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ**—

কচিপাতা ও কুঁড়ি হইতে নিষ্কাশিত তৈল—বাতে আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্য, উভয়বিধ প্রয়োগের বিধি আছে। ইহা উত্তেজক, কলেরার সমতুল্য উদরাময়ের প্রতিষেধক। চুলকানি দ্বারা চর্ম্মের রক্তবর্ণতা কারক। চুলকানি, অন্যান্য চর্ম্মরোগ, বিচর্চিকা এবং মেচেতায় উপকারী। মশাকামড় জনিত বিষাক্ত ঘায়ে উপকারী।

ছাল—উত্তেজক, রসায়ন।

Fig—Kirtikar & Basu; Ind. Med. Pl., t. 420 ; Bentl & Trim., t. 108.

Ref—F. B. I., ii, 465 ; Roxb., F. I., iii, 397; B. P., i, 486 ; Dymock, ii. 23.
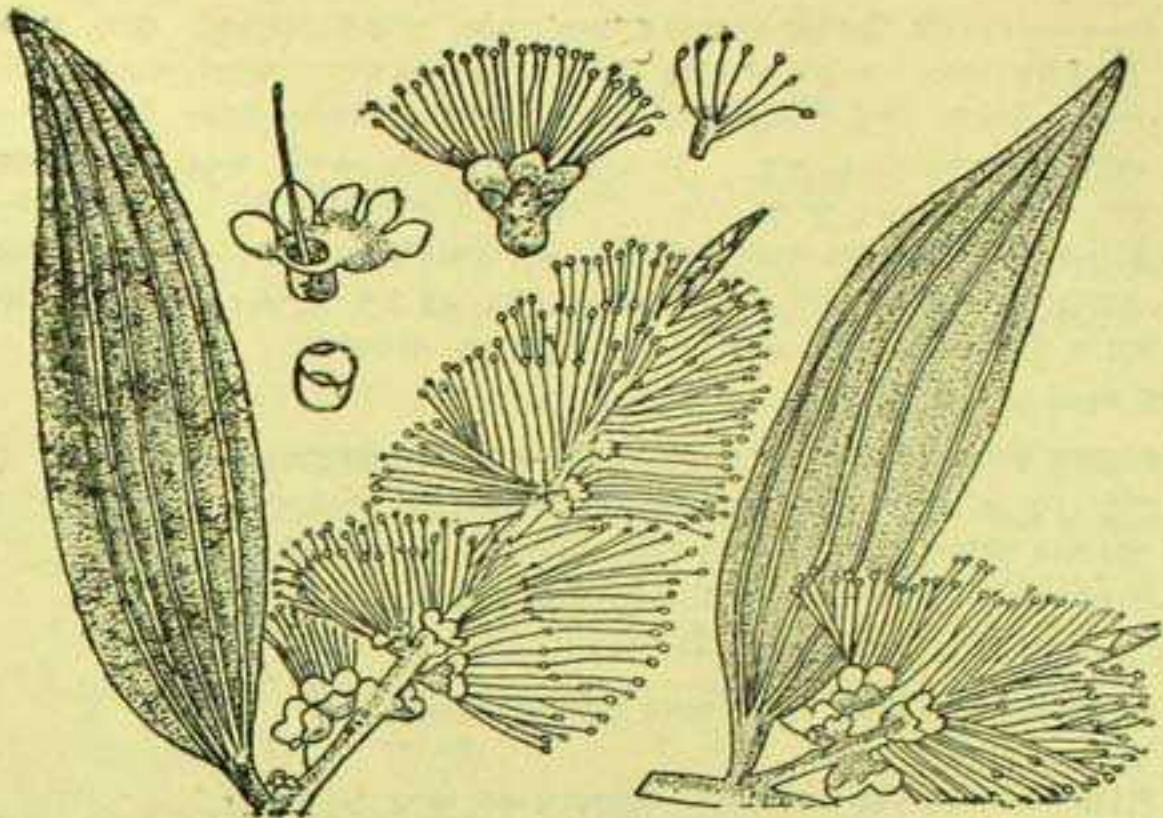
253. Melaleuca leucadendron Linn. (কাজুপটি)

Genus—PSIDIUM.

254. P. guyava Linn. (পেয়ারা)

ভাষানুসারী নামঃ—পারেবত—সংস্কৃত ; পেয়ারা—বাংলা ; আমরুত—হিন্দি ; কয়া, সেগাছ—তামিল ; গোয়া, কামা-কোইয়া, ইবাজাম-পাণ্ড—তেলেগু ; কয়া—মালয়।

পারেবতস্তু রৈবতমারেবতকঞ্চ কিঞ্চ রৈবতকম্।
মধুফলমমৃতফলাখ্যং পারেবতকঞ্চ সপ্তাহ্বম্ ॥
পারেবতস্তু মধুরং ক্রিমিবাতহারি
বৃষ্যং তৃষ্ণাজ্বরবিদাহহরঞ্চ হৃদ্যম্।
মূর্চ্ছাভ্রমশ্রমবিশোষ বিনাশকারি
স্নিগ্ধঞ্চ রুচ্যমুদিতং বহুবীর্য্যদায়ি ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়ঃ—পারেবত, রৈবত, আরেবতক, রৈবতক, মধুফল, অমৃতফল, পারেবতক—এই সাতটি নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—পারেবত-মধুর রস। ক্রিমি ও বায়ুনাশক। রসায়ন, তৃষ্ণা, জ্বর, বিদাহী নাশক ও হৃদ্য, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্রম, এবং শোষ নাশক। স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, রুচিকারক, এবং বলকারক।

জন্মস্থানঃ—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, কাশী প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—২০—৩০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ইহার ছাল মসৃণ, পাতলা, ধূসরবর্ণ, ছাল পাকিলে চটা উঠিয়া যায়। কাষ্ঠ মাঝামাঝি শক্ত। পাতার অগ্রভাগ ভোঁতা, পত্র ৩—৫ ইঞ্চি লম্বা। উপরের দিক মসৃণ, নীচের দিক কোমল লোমযুক্ত, পত্রের শিরা ১৫—২০ জোড়া, সমান্তরাল ও শক্ত। ফুল ১½ ইঞ্চি লম্বা, এক একটি অথবা ২—৩টি একত্রে হয়। সুগন্ধ বিশিষ্ট ; ফুলের পাপ্‌ড়ি বিস্তৃত, ½ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ফল বড়, ৩—৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, গোল অথবা লম্বাকৃতি। ফলে অনেক বীজ থাকে, পাকিলে পীতবর্ণ ও মসৃণ। ইহার শাঁস লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, অম্ল-মিষ্ট রস বিশিষ্ট। ফুল মে-জুন মাসে হয় ও জুলাই মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, ত্বক্, ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছালের কাথ বালকদের উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়। পেয়ারার কচিপাতা উদরাময়ে বলকারক ঔষধ বলিয়া বর্ণিত আছে। পেয়ারা পাতার কাথ পান করিলে কলেরা রোগের ভেদ ও বমন নিবৃত্তি পায় (Pharm. Ind)। পেয়ারা পাতা চর্বণ করিলে দাঁতের বেদনা ও মুখের ঘা আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছাল—সঙ্কোচক, বালকদিগের উদরাময়ে উপকারী

ফল—বিরেচক।

পাতা—পেটের পেশীর সঙ্কোচক। আমবাত এবং ক্ষতে উপকারী।

পাতার কল্ক—কলেরা রোগে ভেদ বমি বন্ধ করিতে উপকারী। উদরাময়ে উপকারী।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 421 ; Rheede, Hort, Mal., iii. t. 43 ; Rumph. Ambo., i. 480.

Ref.—F. B. I., ii. 468 ; Roxb., F. I., ii. 480 ; B. P., i. 487.
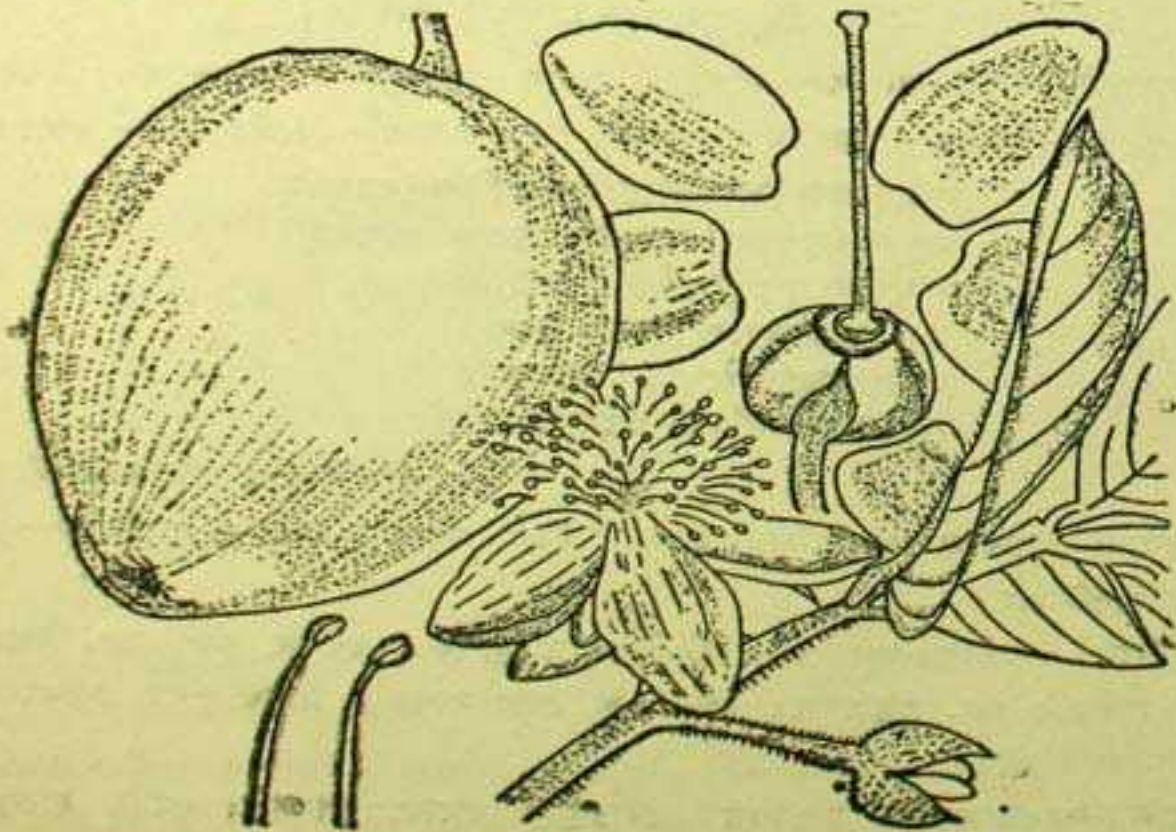
254. Psidium guyava Linn. (পেয়ারা)

XLVI. MELASTOMACEAE.

Genus—MEMECYLON

255. M. edule Roxb. (বম্বে অঞ্জন)

ভাষানুসারী নাম :—অঞ্জনী—সংস্কৃত ; বম্বে অঞ্জন—বাংলা ; আয়চেটি—কানপুর , কসড়ু—মালয় ; কসাই—তামিল ; মিদালি, আলি-চেট্টু—তেলেগু ; নিরসো—উড়িয়া।

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগে, বর্ম্মা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল।

বর্ণনা :—Roxburgh সাহেবের Flora Indica নামক পুস্তকে এই গাছ ১২ রকমের আছে বলিয়া লিখিত আছে। গাছগুলি সাধারণতঃ গুল্মজাতীয়। পত্র উজ্জল সবুজবর্ণ, ৩½ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, চামড়ার ন্যায় শক্ত। ফুল বেগুনের আভাযুক্ত নীলবর্ণ ও গুচ্ছবদ্ধভাবে স্থাপিত। ফলের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি। গাঢ় বেগুনে রং বিশিষ্ট ও গোলাকার। বহির্বাস ফলে সংলগ্ন থাকে। ফল মানুষে খাইয়া থাকে। এপ্রিল-জুন মাসে ফুল ও জুন-জুলাই মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্রের স্বাদ অম্ল-তিক্ত ও উগ্র, উহা ধারক এবং প্রদর ও গণোরিয়া রোগ ও চক্ষুপ্রদাহ নিবারক ; মাত্রা ২০ ফোটায় ১ ফোটা। পত্র সিদ্ধ করিবার পর ছেঁচিয়া পিষ্টকাকারে খাইতে হয়। Dr. Peters বলেন ইহা গণোরিয়া রোগের একটি চমৎকার মহৌষধ। শিকড়ের ক্বাথ ½-১½ মাত্রায় সেবন করিলে ঋতুস্রাব আরাম হয় (Drury)। ইহার ছাল, নারিকেল-শাঁস, যোয়ান, হরিদ্রা, কালজীরা এইগুলি সমান মাত্রায় গুঁড়া করিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন অস্থি জুড়িয়া যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—স্নিগ্ধতাকারক, সঙ্কোচক, সন্ধির প্রদাহে প্রলেপে উপকারী। প্রদরে এবং গণোরিয়ায় আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ করা হয়।

মূলের কল্ক—অতিরিক্ত ঋতুস্রাবে উপকারী।

Fig.—Roxb, Pl. Coromondal. i, t. 82 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 429.

Ref.—F. B. I. ; ii. 563 ; Roxb., F. I., ii, 260 ; B. P., I, 497 ; Dymock., ii. 35.
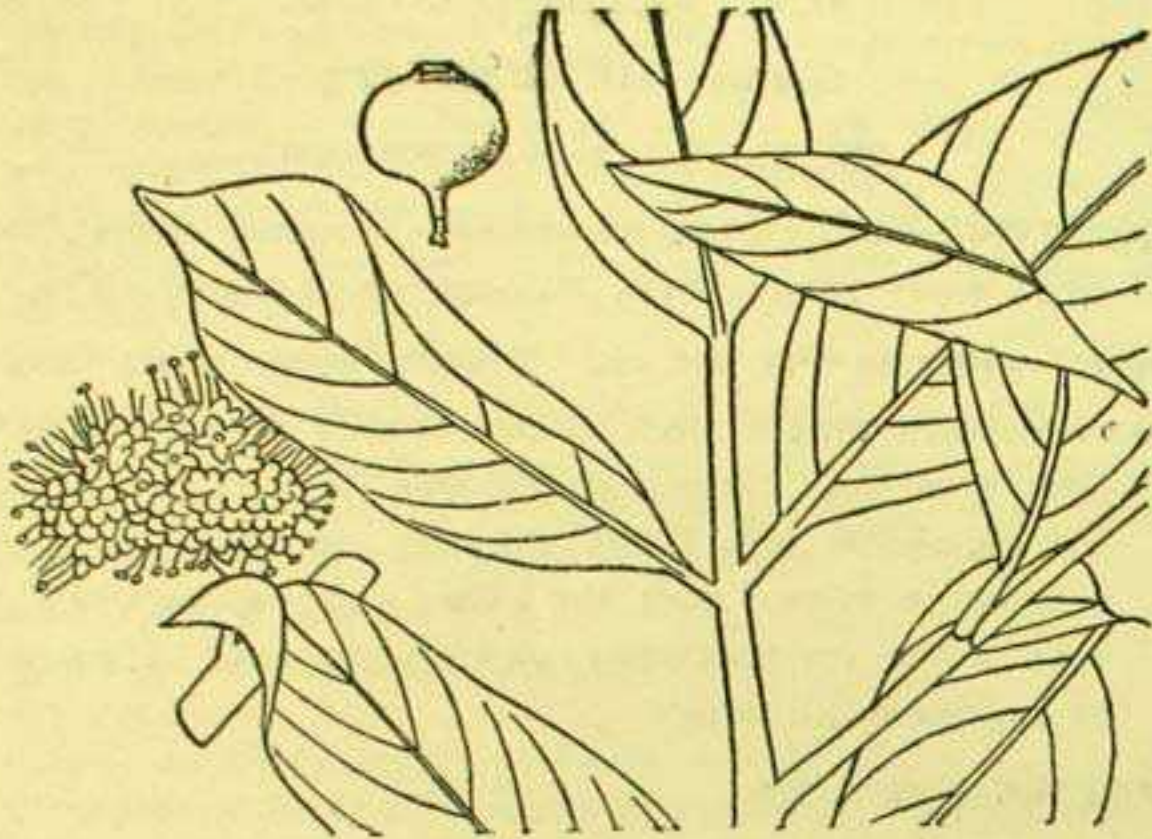
255. Memecylon edule Roxb. (বম্বে অঞ্জন)

XLVII. LYTHRACEAE.

256. A. baccifera Linn. (দাদমারি)

ভাষানুসারী নাম :—অগ্নিগর্ভ—সংস্কৃত ; দাদমারি—বাংলা ; দাদমারি—হিন্দি ; বনমরিচ—বোম্বে ; দারবুটি—পারস্য ; নিরুমেল-নেরুপ্পু—তামিল ; অগ্নিভেদন-পাকু—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী ছোট গুল্মজাতীয় গাছ। স্যাঁতসেঁতে স্থানে জন্মে। ৬-৮ ইঞ্চি, কখন কখন ২ ফুট লম্বা হয়। পত্র ১-২½ ইঞ্চি লম্বা। অগ্রভাগ ও বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। ফুল গুচ্ছবদ্ধভাবে প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। ফুলের বোঁটা ছোট। পুষ্পনল বৃত্তাকার ; ফুলের পাপড়ি সাধারণতঃ নাই কিম্বা ছোট। বীজকোষ গোলাকার, চেপ্টা। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, কতক পরিমাণে গোলাকার। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বাতিক জ্বর হইলে দেশীয় লোকেরা ইহার পাতার blister দিয়া থাকে। টাটকা পাতার রস কোন স্থানে দিলে ½ ঘণ্টার মধ্যে ফোস্কা উঠে।

পাতুকোটা নামক স্থানের লোকেরা ইহা হইতে একপ্রকার মালিশ প্রস্তুত করে, চক্ষু জ্বালা করিলে ইহা কপালে লাগাইতে হয়। এই পাতার ছেঁচা রস গাত্রে লাগাইবার অর্দ্ধঘন্টা পরে ফোস্কা উঠিতে থাকে এবং যতক্ষণ না তুলিয়া ফেলা হয়, ততক্ষণ দারুণ যন্ত্রণা হইতে থাকে। ইহার যন্ত্রণা Cantharides অপেক্ষা অধিক এবং Plumbago (চিতা) অপেক্ষা কম উগ্র।

পত্রের রস সেবন করিলে প্লীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (Dr. Bholanath Bose)। কিন্তু ইহা খাওয়ান সমীচীন নহে, কারণ ইহাতে অতিশয় কষ্ট হয়। কঙ্কন দেশে ইহার রস জলের সহিত পান করাইয়া সঙ্গম প্রবৃত্তি কমাইয়া দেয়। শুষ্ক ও কাঁচা গাছের কাথ আদা ও মুথার সহিত সেবন করিলে সবিরাম জ্বর আরাম হয়। গাছ পোড়ান ছাই তৈলের সহিত গাত্রে লাগাইলে চর্ম্মরোগ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—তিক্ত, ফোস্কা তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাতে, বেদনায় এবং জ্বরে উপকারী। চর্ম্মরোগে উপকারী।

Fig :—Lam. III, t. 77, Fig. 5., Wight., III, t. 87 ; Griff., Ic, Pl. Asit. t. 580

Ref. :—F., B. I., ii, 569 ; Roxb., F. I., i. 426 ; B.P., I. 500 ; Dymock, ii. 37 ; Prain. H.H., 213.
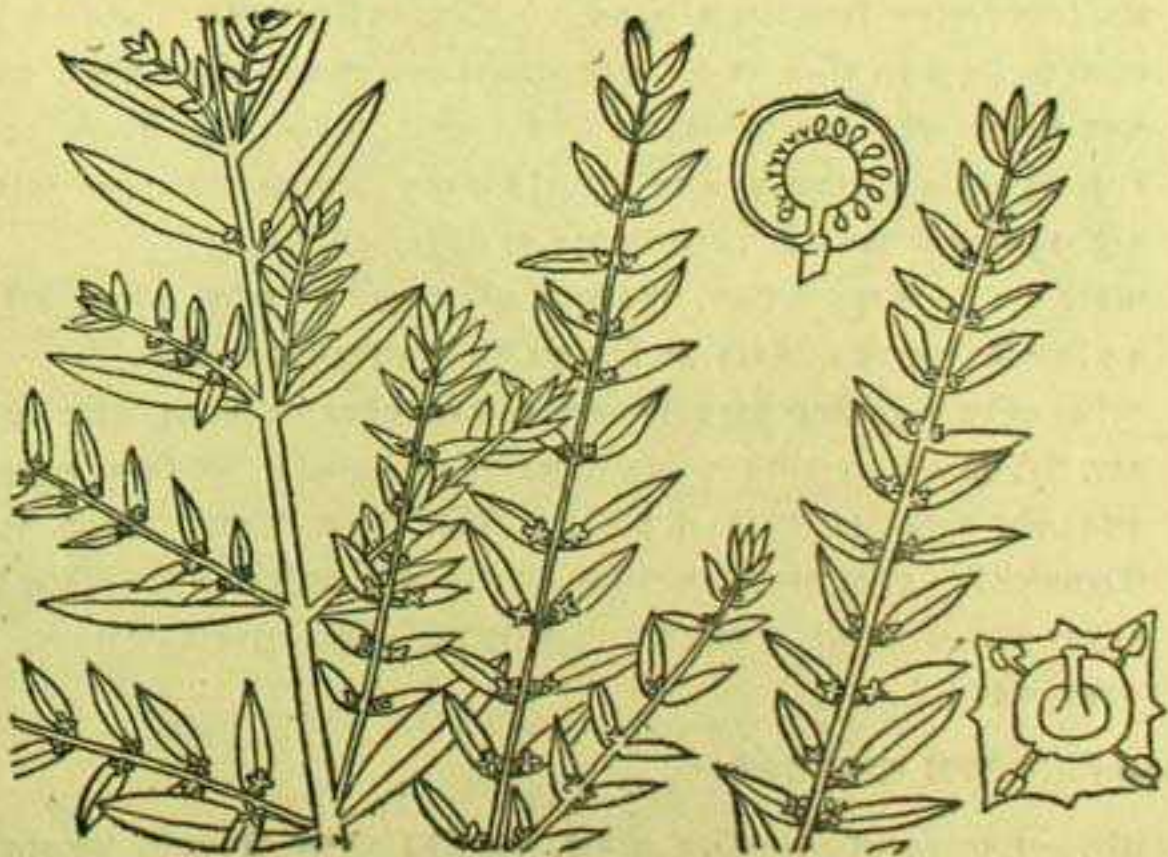
256. Ammannia baccifera Linn. (দাদমারি)

Genus—LAWSONIA Linn.

257. L. alba Lamk. (মেহেদী)

L. inermis Linn.

ভাষানুসারী নাম :—মেন্দিকা, শাকচেরী—সংস্কৃত ; মেহদী, মেন্দী—বাংলা ; হেনা, মেহেন্দী—হিন্দি ; মেন্দী, মেহেদী—বোম্বে ; মায়িলাঞ্চি—মালয় ; মরুদোষ্টী, মারুতনবী—তামিল ; গোরিন্তা, গুণুতেচেট্টু—তেলেগু।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র জন্মে। হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বাগানের বেড়ায় রোপণ করে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে।

বর্ণনা :—গাছ ৩ ফুট উচ্চ হয়। সচরাচর বেড়ায় রোপন করে। পত্র ৳-১½ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা ছোট। ফুলের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, সৌগন্ধযুক্ত, গোলাপের ন্যায় সৌগন্ধ-বিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ। ফুলের পাপ্ড়ি ১⅙ ইঞ্চি। ফল মটরের ন্যায়। ইহার ফুল ও ফল সারা বৎসর ধরিয়া গাছে থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—গাছ, পত্র ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা তেলের সহিত ছেঁচিয়া কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয়। বসন্ত হইলে ইহার রস পায়ের তলায় লাগাইয়া থাকে এবং চক্ষের উপর প্রলেপ দিলে চক্ষে বসন্ত হয় না বলিয়া কথিত আছে। নখে ও চুলে লাগাইলে নখ ও চুল বর্দ্ধিত হয়। ইহার ছাল কামলা রোগে ও প্লীহা বর্দ্ধিত হইলে প্রদত্ত হয় এবং কুষ্ঠ ও চর্মরোগে হিতকর। কাথ পোড়া ঘা ও ক্ষত নিবারণ করে। বীজ মধুর সহিত ব্যবহারে শিরঃপীড়া আরাম করে। ফুলের কাথ মাথাধরা আরাম করে ও কোনস্থান মচকাইয়া যাইলে উপকার হয় (Dymock)।

পাতার কাথ উগ্র ও ক্ষত নিবারক, পায়ে হাজা হইলে এবং পা জ্বালা করিলে টাট্কা রস দিলে উপকার হয়। ইহার ফুল নিদ্রাকর বলিয়া বালিশে দিয়া থাকে।

তামিল দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পুষ্পিত শাখা ও পত্র হইতে এক প্রকার অরিষ্ট প্রস্তুত করে, উহা কুষ্ঠ এবং অপরাপর চর্মরোগের মহৌষধ (Ainslie)। অনৈচ্ছিক শুক্রপাতে কঙ্কন দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পাতার রস চিনির সহিত ব্যবহার করিতে বলেন (Dymock)। ছেঁচা পাতার রস কিংবা পাতার কাথ ভগ্নস্থানে প্রদান করিলে উহা সারিয়া যায় ও বেদনা কমিয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা ইহার পাতার রসে পা রঙ করিয়া থাকে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—কামলা রোগে এবং বর্দ্ধিত প্লীহার, মূত্রাশয়ের প্রদাহে উপকারী, চর্মরোগ ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

পাতা—মস্তিষ্কের যন্ত্রণায় বাহ্য প্রয়োগে উপকারী। পা জ্বালায় পাতা রগড়াইয়া পায়ের পাতায় দিলে উপকার হয়।

পাতার কল্ক—গলক্ষতে সংকোচক কুল্লিরূপে প্রযোজ্য।

পাতার রস—অনৈচ্ছিক শুক্রপাতে জল ও চিনিসহ ব্যবহারে উপকারী।

Fig Wight., Ill. t. 87 ; Lamk., iii. t. 296 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 432 A.

Ref F.B.I., ii, 573 ; Roxb., F.I., ii, 358 ; Watt. vi. Pt. II., 597 ; Dymock, ii, 41.
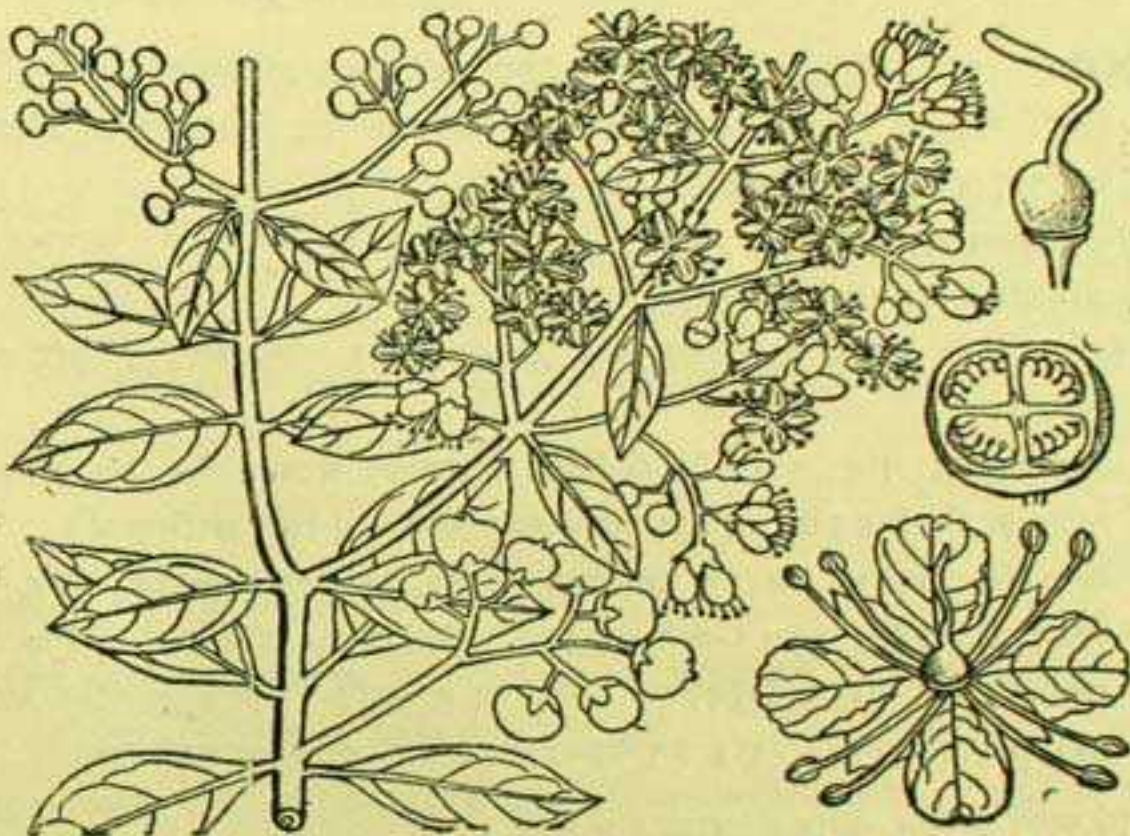
257. Lawsonia alba Lamk (মেহেদী)

Genus—WOODFORDIA Soisb

258. W. floribunda Salisb. (ধাইফুল)

W. fruticosa (Linn.) Kurz.

ভাষানুসারী নাম ঃ—ধাতকী, পার্বতী—সংস্কৃত ; ধাইফুল—বাংলা ; ধাঁই, ধাউরা—হিন্দি ; বেলা—কানপুর ; ধায়টি—মহারাষ্ট্র ; জাতিকে—উৎকল ; ধাতকী, ফারগী, আঁরেপুল্লু, জাগি—তেলেগু ; জেলাকই—তামিল ; টাটিরা—মালয়।

ধাতকা বহ্নিপুষ্পী চ তাম্রপুষ্পী চ ধাবনী।
অগ্নিজ্বালা সুভিক্ষা চ পার্বতী বহুপুষ্পিকা ॥
কুমুদা সীধুপুষ্পী চ কুঞ্জরা মদ্যবাসিনী।
গুচ্ছসম্মাদিপুষ্পান্তা জ্ঞেয়া সা লোধ্রপুষ্পিণী।
তীব্রজ্বালা বহ্নিশিখা মদ্যপুষ্পীন্দ্রসম্মিতা ॥
ধাতকী কটুরুষ্ণা চ মদকৃৎ বিষনাশনী।
প্রবাহিকাঽতিসারঘ্নী বিসর্পব্রণনাশিনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ধাতকী, বহ্নিপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, ধাবনী, অগ্নিজ্বালা, সুভিক্ষা, পার্বতী, বহুপুষ্পিকা, কুমুদা, সীধুপুষ্পী, কুঞ্জরা, মদ্যবাসিনী, গুচ্ছসম্মাদিপুষ্পান্তা, লোধ্রপুষ্পিণী, তীব্রজ্বালা, বহ্নিশিখা, মদ্যপুষ্পী—এই সতেরটী নাম।

গুণপর্য্যায় :—ধাতকী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, মাদকতাকারক, বিষনাশক, আমাশয় এবং অতিসার নাশক। বিসর্প ও ব্রণনাশক।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, উত্তর বঙ্গ। হুগলী জেলার পশ্চিমভাগে গোঘাট অঞ্চলে দেখা যায়।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় গাছ, শাখাগুলি বিস্তৃত। গ্রীষ্মকালে জন্মে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, বর্ষাকৃতি, বিপরীত মুখী, গোড়ার দিকে প্রায় গোলাকার কিম্বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পত্রের উপর দিক ধূসরবর্ণ, কোমল লোমাবৃত, নীচের দিক সূক্ষ্ম লোমাবৃত। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ। একটী পুষ্পদণ্ডে ৫-১৫টি ফুল ছোট বোঁটায় থাকে। বহির্বাস ⅙-½ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ। পুংকেশর ১২টি, বিস্তৃত। গর্ভকেশর লালবর্ণ। ফলে বীজ অনেক থাকে। উহা ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। ইহার ফুল শীতকালে হয় এবং বর্ষাকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল ও পত্র। মাত্রা ৪-৮ আনা।

বৈদ্যকে ধাতকীর ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে ধাতকী—ধাইফুল পেষণ পূর্বক কুষ্ঠরোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিবে কিম্বা প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **ব্রণরোপণে** ধাতকীপুষ্প—ধাইফুল চূর্ণে ব্রণক্ষত পূরণ করিলে শীঘ্র ব্রণরোপণ হয় অর্থাৎ ক্ষত পুরিয়া উঠে (ব্রণরোগ চিঃ)। (২) **অসৃগ্দরে** ধাতকী—রক্ত প্রদরে ধাইফুল যোগ্য মাত্রায় সেব্য (অসৃগ্দর চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—**প্রবাহিকায়** ধাতকী—প্রবাহিকা রোগী দধির সহিত ধাইফুল পেষণপূর্বক সেবন করিবে (মঃ খঃ ১মঃ ভাঃ)।

বঙ্গসেন—জ্বরাতিসারে ধাতকী—ধাতকীর কাথদ্বারা অভীষ্ট বস্তুর পেয়া প্রস্তুত করিয়া, উহাতে

কিঞ্চিৎ শুঁঠচূর্ণ এবং দাড়িমের রস মিশ্রিত করিবে। এই পেয়া জ্বরাতিসারীর পক্ষে হিতকর (জ্বরাতিসার চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দুমতে ইহার ফুল ধারক, উত্তেজক, ইহা পেটের রোগ ও অর্শরোগে ব্যবহৃত হয় এবং মধুর সহিত ব্যবহার করিলে রক্ত প্রদর আরাম হয়।

ধাইফুল, বেল, লোধছাল, (Symplocos racemose), বালার শিকড় (Pavonia odorate)) এবং গজপিপুলছাল (Sindapsus officinalis) সমপরিমাণ, ২ তোলা পরিমাণ কাথ সেবন করিলে সর্বপ্রকার অতিসার আরাম হয়।

ইহার শুষ্ক ফুল বলকারক, অর্শ ও যকৃত্ দোষে হিতকর এবং গর্ভাবস্থায় উত্তেজক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কঙ্কন দেশীয় লোকে রোগীর দারুণ পিত্তজ্বরে রোগীর মুখে তিলতৈল দিয়া মাথায় পাতার রস দেয়। কথিত আছে যে, তাহার মুখের তৈল পীতবর্ণ হয় এবং পিত্ত টানিয়া লয় ও সেই তৈল ফেলিয়া দিয়া আবার তৈল দেয়—এইরূপে ২।৩ বার দিলে যখন সমস্ত পিত্ত নষ্ট হইয়া যায় তখন আর তৈল পীতবর্ণ হয় না (Dymock)।

Grossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্ক ফুল—সঙ্কোচক, আমাশয়, রক্তপ্রদর, যকৃৎ বিকৃতি এবং প্রদরের স্রাবে উপকারী। গর্ভিনীর পক্ষে নিরুপদ্রব উত্তেজক।

মন্তব্য :—চরক, মূত্রবিরজনীয়, সন্ধানীয় এবং পুরীষসংগ্রহণীয় বর্গে ধাতকী পাঠ করিয়াছেন। চরক সূত্রস্থানের ২৫শ অধ্যায়োক্ত আসবযোনি পুষ্পের মধ্যে ধাতকীর উল্লেখ আছে।

সুশ্রুত :—প্রিয়ঙ্গাদি ও অম্বষ্ঠাদিগণে ধাতকী পাঠ করিয়াছেন (সুঃ ৩৮ অঃ)।

ধাইফুল উষ্ণ, কষায় রস। রক্তস্রাব নিরোধার্থ কিম্বা রক্তপ্রদর এবং শ্বেতপ্রদরের স্রাব বন্ধ করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 31 ; Kirtikar & Basu., Ind, Med, Pl., t. 432 B.

Ref—F. B. I., ii. 572 ; Roxb., F. I., ii, 233 ; Watt., vi. Pt., 4, 312 ; B P., i. 502 ; Prain. H. H., 213 ; Voigt, H. H., 502.
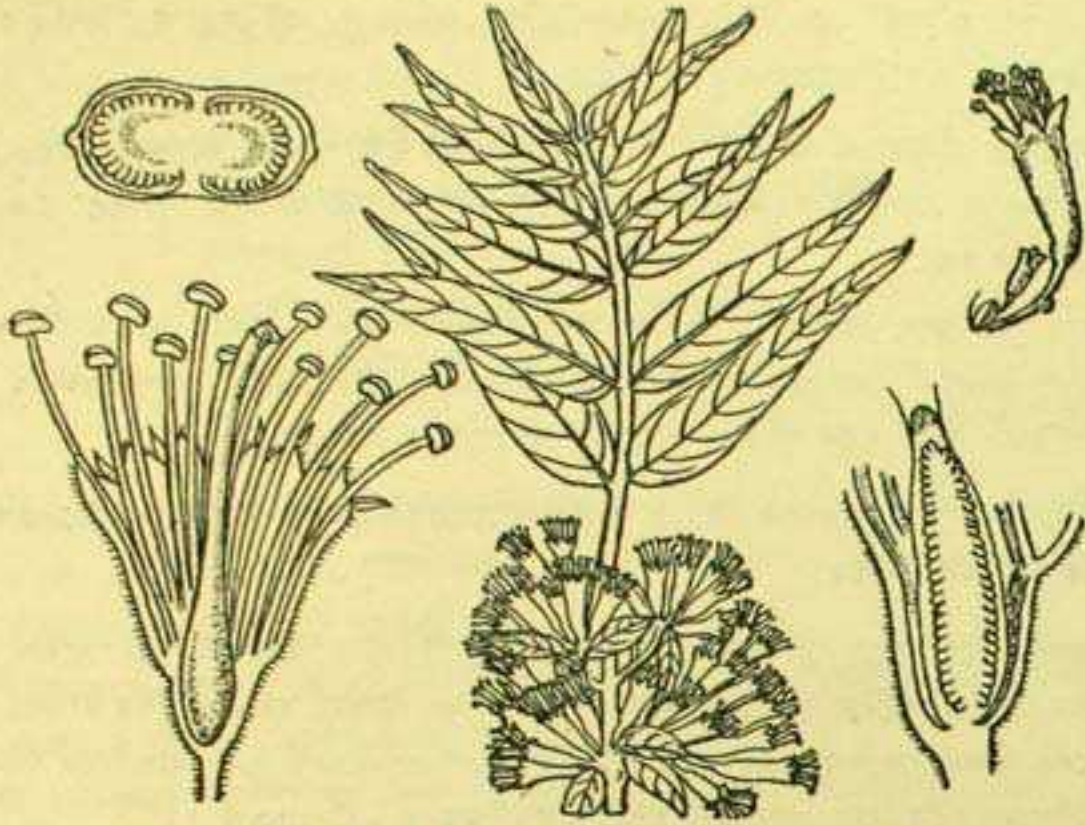
258. Woodfordia florilunda Salisb. (ধাইফুল)

Genus—LAGERSTROEMIA.

259. L. Flos-Reginae Retz. (জারুল)

Speciosa (Linn) Pers.

ভাষানুসারী নাম :—তিনিশ—সংস্কৃত ; জারুল—বাংলা ; জারুল, তিবিচ্ছ—হিন্দি ; কোদালি—তামিল ; ভরাগেণ্ড, চেন্নাঙ্গী—তেলেগু ; চেম্পাকটা—মালয় ।

তিনিশঃ স্যন্দনশ্চক্রী শতাঙ্গঃ শকটো রথঃ ।
রথিকো ভস্মগর্ভশ্চ মেষী জলধরো দশ ॥
তিনিশস্তু কষায়োষ্ণঃ কফরক্তাতিসারজিৎ ।
গ্রাহকো দাহজননো বাতাময়হরঃ পরঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । প্রভদ্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায়ঃ—তিনিশ, স্যন্দন, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ, মেষী, জলধর—এই দশটা নাম ।

গুণপর্যায়ঃ—তিনিশ—কষায় রস, উষ্ণ বীর্য্য, কফ এবং রক্তঅতিসার নাশক । মলসংগ্রাহক, দাহজনকএবং শ্রেষ্ঠ বায়ুরোগ নাশক ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, আসাম, বর্মা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপিত আছে।

বর্ণনা :—৫০-৬০ ফুট উচ্চগাছ, গাছের কাণ্ড মোটা ও উচ্চ। শাখায় ১-৩ ইঞ্চি লম্বা শক্ত কাঁটা হয়। পত্র ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ফুল বক্র, ঈষৎ বেগুনে, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ½ ইঞ্চি। বহির্বাস শ্বেতবর্ণ ও শক্ত; ফুলের পাপ্‌ড়ি ১ ইঞ্চি লম্বা; কিনারাগুলি শক্ত। ফল ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। বীজাধার বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি। বীজ পক্ষসমেত ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, ফিকে ধূসরবর্ণ। এপ্রিল জুন মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে প্রায় এক বৎসর লাগে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রন্থংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় ধারক এবং পত্র, ফল অনেক দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয়। বীজের মাদকতা শক্তি আছে। শিকড় ও পত্র বিরেচক (Rev. J Raug), ছাল উত্তেজক এবং জ্বর নাশক (Surg. W. D. Stewart)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—নিদ্রাকারক।

মূল—সঙ্কোচক, উত্তেজক এবং জ্বরঘ্ন।

ফল—বালকদিগের মুখরোগে স্থানীয় প্রলেপে উপকারী।

Fig.—Kirtikar. Basu, Ind. Med. Pl., t. 433 ;
Ref.—F. B. I., ii, 577 ; Roxb., F. I., ii, 505 ; B. P., i. 504 ; Watt, iv. Pt. ii, 582 ; Prain H.H., 213 ;
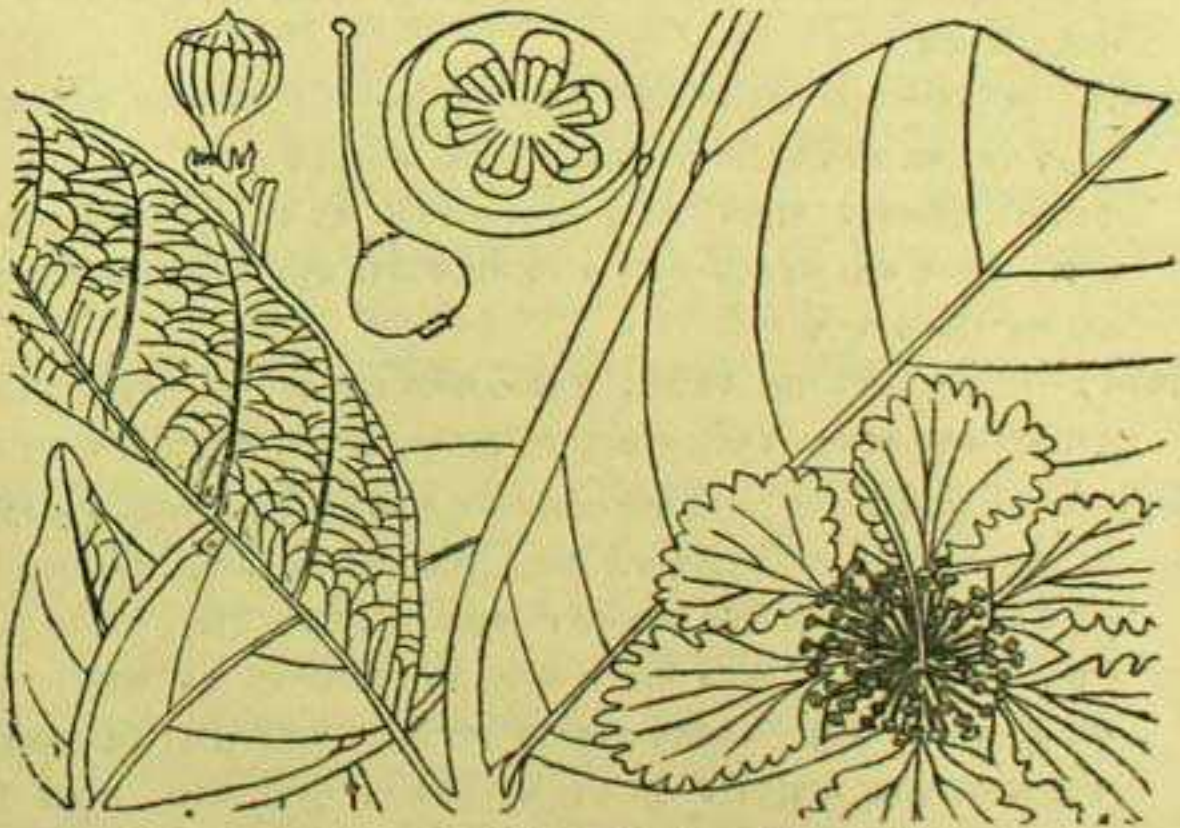
259. Lagerstroemia Flos—Reginae. Retz. (জারুল)

Genus—PUNICA Linn.

260. P. Granatum Linn. (দাড়িম্ব)

ভাষানুসারী নাম :—দাড়িম্ব—সংস্কৃত ; দাড়িম্ব—বাংলা ; আনার, দাড়িম্ব—হিন্দি ; দাড়িম্ব—মহারাষ্ট্র ; দাড়িম্ব—কর্ণাট ; দানিম্মচেট্টু—তেলেগু ; মাদলইচেহেড্ডি—তামিল ; দাদিমন্—মালয় ; দালিম্—আসাম ; আনার—পারস্য ; দালিম্ব—উৎকল।

দাড়িমো দাড়িমীসারঃ কুট্টিমঃ ফলষাড়বঃ।
করকো রক্তবীজশ্চ সুফলো দন্তবীজকঃ॥
মধুবীজঃ কুচফলো রোচনঃ শুকবল্লভঃ।
মণিবীজস্তথা বল্ক-ফলো বৃত্তফলশ্চ সঃ।
সুনীলো নীলপত্রশ্চ জ্ঞেয়ঃ সপ্তদশাহ্বয়ঃ॥
দাড়িমং মধুরমম্লকষায়ং কাসবাতকফপিত্তবিনাশি।
গ্রাহি দীপনকরঞ্চ লঘূষ্ণং শীতলং শ্রমহরং রুচিদায়ি॥
দাড়িমং দ্বিবিধমীরিতমার্যৈরম্লমেকমপরং মধুরঞ্চ।
তত্র বাতকফহারি কিলাম্লং তাপহারি মধুরং লঘু পথ্যম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—দাড়িম, দাড়িমীসার, কুট্টিম, ফলষাড়ব, করক, রক্তবীজ, সুফল, দন্তবীজক, মধুবীজ, কুচফল, রোচন, শুকবল্লভ, মণিবীজ, বল্কফল, বৃত্তফল, সুনীল ও নীলপত্র—এই সতেরোটি নাম।

গুণপর্যায় :—দাড়িম—মধুর, অম্ল, কষায় রস, কাস, বায়ু, কফ ও পিত্তনিবারক, মলসংগ্রাহক, অগ্ন্যুদ্দীপক, অল্প উষ্ণবীর্য্য, শীতবীর্য্য, শ্রমনাশক এবং রুচিকারক।

পণ্ডিতেরা দুইপ্রকার দাড়িম আছে বলেন—একটি অম্ল রস এবং অপরটি মধুর রস সম্পন্ন। তাহার মধ্যে অম্লরসটি—বায়ু ও কফ নাশক এবং মধুর রস বিশিষ্টটি—দাহনাশক এবং লঘু পাক ও সুপথ্য।

জন্মস্থান :—আফ্রিকা দেশীয় গাছ, বঙ্গদেশ, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে রোপিত হইয়াছে। কাবুল ও পারস্যে প্রচুর জন্মে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বাগানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—১০-১৫ ফুট উচ্চ গাছ ; শাখাগুলি গোলাকার, ছাল ধূসরবর্ণ। কাঠ ফিকে পীতবর্ণ, অল্প কাল দাগ আছে। ভিতরের কাঠ শক্ত। পত্র সাধারণতঃ ২-২½ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-¾ ইঞ্চি চওড়া ; পত্রের উভয় দিক সরু। ফুলের বহির্বাস ১ ইঞ্চি ; পাপড়ি লালবর্ণ ½ ইঞ্চি কিম্বা অধিক। ফলের ব্যাস ২ ইঞ্চি, ইহাতে লালবর্ণ রস আছে। দাড়িম্ব গাছ দুই রকমের আছে—একটিতে কেবল পুংপুষ্প হয়। ইহার পাতাগুলি রক্তিমবর্ণ। অপর প্রকার গাছে সাধারণতঃ পুং এবং স্ত্রী উভয়বিধ পুষ্পই জন্মে ; ফলের ভিতর অনেক বীজ আছে। এপ্রিল-মে মাসে ফুল এবং আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ফল, খোলা, শিকড়ের ছাল।

বৈদ্যকে দাড়িম্বের ব্যবহার।

চরক ঃ (১)—**ঘ্রাণপ্রবৃত্তরুধিরে** দাড়িম পুষ্প রস :—দাড়িম পুষ্পরসের নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৫ অঃ)। (২) **রক্তার্শে** দাড়িমত্বক :—দাড়িম বৃক্ষত্বকের কাথ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে পান করিলে অর্শোরোগীর রক্তস্রাব বিনাশ পায় (চিঃ ৯ অঃ)।

হারীত : (১)—**মুখপ্রবৃত্তরুধিরে** দাড়িমফলত্বক্—দাড়িমফলত্বকচূর্ণ চিনির সহিত লেহন করিলে, মুখ হইতে রক্তপাত প্রশমিত হয় (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **চলিতগর্ভে** দাড়িমপত্র—যে নারী অস্থিরগর্ভা অর্থাৎ যাহার প্রায়ই গর্ভস্রাব হয়, তাহার গর্ভস্রাব আশঙ্কা নিবারণার্থ তাহাকে পঞ্চম মাসে পিষ্টদাড়িম্বপত্র ও শ্বেতচন্দন, দধি ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া পান করাইবে (চিঃ ৪৯ অঃ)।

চক্রদত্ত ঃ (১)—**সরক্ত অতিসারে** দাড়িমত্বক্—কুটজ ও দাড়িমবৃক্ষ ত্বকের কাথ প্রস্তুত করিয়া মধুযোগে পান করিলে, সরক্ত দুর্নিবার অতিসার জয় করা যায় (অতিসার চিঃ)। (২) **অরোচকে** দাড়িম ফল রস—দাড়িমের ফলরস বিটলবণ ও মধুযোগে মুখে ধারণ করিলে অসাধ্য আরুচিও প্রশমিত হইয়া থাকে (অরোচক চিঃ)। (৩) **উপদংশে** দাড়িম-বৃক্ষত্বক্—দাড়িমবৃক্ষ ত্বকের চূর্ণদ্বারা উপদংশের ক্ষত অবধূলিত করিলে ক্ষত রোপণ হইয়া যায় (উপদংশ চিঃ)।

বঙ্গসেন ঃ (১) —জ্বরকৃত **মুখবিরসতায়** দাড়িমবীজ—চিনিসহ পিষ্ট দাড়িমবীজ কিম্বা শর্করা মিশ্রিত দাড়িম ফলরস, কিস্‌মিস্ ও দাড়িমবীজ ফলেররসে তরল করিয়া মুখে ধারণ বা গণ্ডূষ করিলে জ্বর রোগীর মুখবিরসতা বিনষ্ট হয় (জ্বর-চিঃ)। (২) **রক্তাতিসারে** দাড়িমবীজস্বরস্—কুট্টিত আর্দ্র কুটজের ত্বক ৮ তোলা, ৬৪ তোলা জলে পাক করিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত ছাঁকিবে। ইহাতে ১৬ তোলা দাড়িমফল রস মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে। গুড়ের মত গাঢ় হইলে নামাইবে। এই ফানিতাকার বস্তু ১ তোলা সেবন করিলে মৃত্যুমুখে পতিত রক্তাতিসারীও জীবনলাভ করিবে (অতিসার চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :(১)—**রক্তাতিসারে** কোমল দাড়িম ফল—আর্দ্র কুট্টিত কুটজত্বক্ ৪ তোলা কাঁচা দাড়িম ফলের খোলা ৪ তোলা—৬৪ তোলা জলে কাথ প্রস্তুত করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিবে নামাইবে। এই কাথ মধুর সহিত পান করিলে প্রবল রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) **আমাজীর্ণে** দাড়িম ফল—সুপিষ্ট দাড়িমফল পুরাতন গুড়ের সহিত ভোজন করিলে আমাজীর্ণ প্রশমিত হয়। ইহা অর্শঃ প্রভৃতি গুহ্যরোগে এবং কোষ্ঠবদ্ধে প্রশস্ত (অজীর্ণ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—হিন্দু কবিরাজেরা দাড়িমের রস ও টাট্‌কা ফল

বলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করেন। ফলের খোসা ও ফুল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে, গোলমরিচের সহিত সেবন করিলে উদরাময় ও অজীর্ণ আরাম হয়। ইহার বীজ ও শাঁস পাকযন্ত্রের পরিবোধক (U. C. Dutt)। আরবেরা ইহার শিকড়ের ছাল সঙ্কোচক বলিয়া বর্ণনা করেন এবং ইহা ফিতার ন্যায় বৃহৎ ক্রিমির পক্ষে হিতকর। টাট্‌কা শিকড়ের ২ আউন্স পরিমাণ, ১½ পাইন্ট জলে সিদ্ধ করিয়া ½ পাইন্ট অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। উহা অল্প শীতল হইলে এক গ্লাস মণ্ডের সহিত ½ ঘটা অন্তর সেব্য। কখনও কখনও ইহাতে উদরাময় হয় কিন্তু ক্রিমি নাশের পক্ষে ইহা একটি অব্যর্থ ঔষধ (Dymock)। দাড়িম গাছের ছাল, অহিফেন, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতির সহিত ব্যবহার করিলে রক্তামাশয় এবং আমাশয় নিবৃত্তি পায়। জোলাপ লইয়া পরদিন ইহার ছালের ক্বাথ পান করিলে ক্রিমি বাহির হইয়া যায় (Pharma Ind.)।

দাড়িম্ব শিকড়ের ক্বাথে শুষ্ঠিচূর্ণ সেবন করিলে অর্শরোগীর রক্তস্রাব নিবারণ হয়। দাড়িমের বীজ হজ্‌মিকারক এবং শাঁস হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক (Hindu. Met. Med.)।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :**

মূলের ছাল এবং গাছের ছাল—সঙ্কোচক, ক্রিমিনাশক, বিশেষতঃ ফিতা ক্রিমিতে অত্যন্ত উপকারী।

ফলের খোসা—লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে, গোলমরিচের ন্যায় গন্ধদ্রব্যের সহিত সেবন করিলে, উদরাময় এবং আমাশয় নিবৃত্তি পায়।

বীজ—অগ্নুদ্দীপাক।

ফল—বলকারক ও অগ্নুদ্দীপাক।

ফলের টাট্‌কা রস—শীতল ও উত্তাপজনক।

মন্তব্য—দাড়িমের রস গ্রহণী ও জ্বর বিশেষে সেব্য। দাড়িমের খোসা ও ফুল, জৈত্রী, দারুচিনি, ধনে, মরিচ প্রভৃতি সহ শিশুর দীর্ঘকালের অতিসার এবং রক্তাতিসারে কুন্থন বিদ্যমান না থাকিলে প্রযোজ্য। দূর্ব্বাঘাসের রসে দাড়িম্ব পুষ্প, পেষণ পূর্বক নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবৃত্তিপায়। মূলত্বকের ক্বাথ ক্রিমিঘ্ন, অন্ত্র হইতে ফিতার মত ক্রিমি পতনার্থ ইহার ক্বাথ সেবিত হইয়া থাকে (R. N. Khorey)।

চরক—হৃদ্য ছর্দ্দিনিগ্রহণ এবং শ্রমহরবর্গে দাড়িম্ব পাঠ করিয়াছেন।

Fig—Bent. & Trim, Med. Pl., t. 113 ; Wight., III, t. 97 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 435.

Ref—F. B. I., ii, 581; F.I., ii. 499 ; Watt., ii, Pt. I, 368; B. P., i, 505 ; Prain H. H., 214.
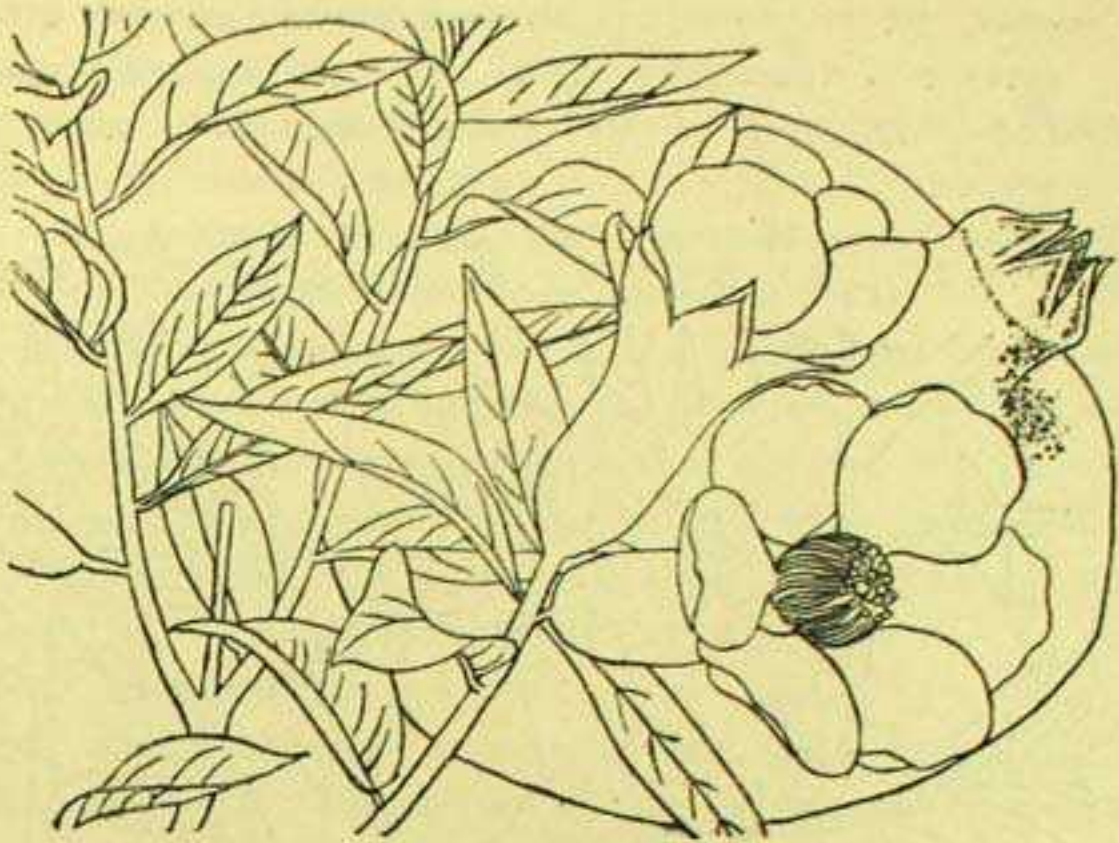
260. Punica granatum Linn. (দাড়িম)

XLVIII. ONAGRACEAE.

Genus—JUSSIAEA Linn.

261. J. suffruticosa Linn. (বনলবঙ্গ)

ভাষানুসারী নাম :—ভূলভঙ্গ, বরতীঅঙ্গ—সংস্কৃত ; বনলবঙ্গ—বাংলা ; বন-লউঙ্গ—হিন্দি ; পান-লবঙ্গ—মহারাষ্ট্র ; করয়াম্পু—মালয় ; নিরুকরাম্বু—তামিল ; নিরুপ্রিক্কেন্‌দ্রাম্‌—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সকল স্থানে প্রায়ই দেখা যায়।

বর্ণনা :—গুল্ম জাতীয় গাছ। ৪-৬ ফুট উচ্চ, গুল্মগুলি বহু শাখাবিশিষ্ট। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, বোঁটা ছোট, পুষ্পদণ্ড ছোট। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৪টি, পীতবর্ণ। বীজকোষ ১-২ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার ও ৮টি শিরাবিশিষ্ট। ফল দেখিতে লবঙ্গের ন্যায়। প্রান্তদেশে লবঙ্গের ন্যায় ফুল থাকে। এই গুল্ম বর্ষজীবী, এক বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলপ্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড়ের কাথ জ্বরকালে ব্যবহার করিলে জ্বর বন্ধ হয় (Wood, Plants of Cautia, Nagpur)। মালাবার দেশে এই গাছের কাথ পেটকমড়ানি ও পেট ফাঁপায় ব্যবহার করে। ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে

মূত্রকর, বিরেচক ও ক্রিমিনাশক। Miller বলেন যে ইহার ফল লবঙ্গের ন্যায় এবং ইহা জামেকা দেশীয় J. repens এর ন্যায়। ইহা খুত্তুর সহিত রক্তবমনে হিতকর (Mat. Ind., ii. 66)। ইহার ধারকতা গুণ সম্বন্ধে ভারতীয় অনেকই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii. t. 53 ; Lamk., III, t. 280, Fig. 3.
Ref.—F. B. I., ii., 587 ; B.P., i. 507 ; Voigt, H. S., 33 ; Prain. H. H., 214.

261. Jussiaea suffruticosa Linn. (বনলবঙ্গ)

262. J. repens Linn. (কেসরদাম)

ভাষানুসারীনাম :—কটু, লাঙ্গলী—সংস্কৃত ; কেসরদাম, জলাপিপুলী, কাঁচড়াদাম, জলতুণ্ডলীয়—বাংলা ; জল-চৌলাদ্—হিন্দি ; পিপ্পলকাণ্ড—মহারাষ্ট্র ; হোমুগুলু—কর্ণাট।

মহারাষ্ট্রী তু সম্প্রোক্তা শারদী তোয়পিপ্পলী।
মৎস্যাদনী মৎস্যগন্ধা লাঙ্গলী শকুলাদনী॥
অগ্নিজ্বালা চিত্রপত্রী প্রাণদা জলপিপ্পলী।
তৃণশীতা বহুশিখা স্যাদিত্যেষা ত্রয়োদশ॥
মহারাষ্ট্রী কটুস্তীক্ষ্ণা কষায়া মুখশোধনী।
ব্রণকীটাদিদোষঘ্নী রসদোষনিবর্হণী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—মহারাষ্ট্রী, শারদী, তোয়পিপ্পলী, মচ্ছাদনী, মচ্ছগন্ধা, লাঙ্গলী, শকুলাদনী, অগ্নিজ্বালা, চিত্রপত্রী, প্রাণদা, জলপিপ্পলী, তৃণশীতা, বহুশিখা—এই তেরটি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—মহারাষ্ট্রী—কটুরস, তীক্ষ্ণবীর্য্য, বিপাকে কষায় রস, মুখশোধক, ব্রণ ও কীটাদি দংশন জনিত দোষনাশক, রসদোষনিবারক।

জন্মস্থান ঃ—হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় প্রায়ই পুকুর কিংবা বিলে ভাসিয়া থাকে অথবা পুকুরের কিনারায় কাদায় লতাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বর্ণনা ঃ—লতানে জলজ উদ্ভিদ্, পুকুর অথবা বিলের উপরে বা কিনারায় জন্মে। পত্র পাত্‌লা, অগ্রভাগ গোলাকার, বৃন্তের দিকে সরু, দেখিতে ক্ষুদ্র কাঁটাল পাতার মত। ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত, স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ, উপরের পাতা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় স্থূলকোণী। ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শ্বেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫-৬টি, ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, দেখিতে অনেকটা যূথীর ন্যায়। ফল ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, মসৃণ ও লোমাবৃত। বীজ মসৃণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার গুণ বনলবঙ্গের তুল্য। ইহার পত্র, জাম, দাড়িম্ব, পাণিফল, পাঠা ও একটি কাঁচা বেল একত্র সিদ্ধ করিবে। উক্ত বেল পুরাতন গুড় ও পিপুল দিয়া খাইলে এবং পত্রের সিদ্ধ ক্বাথ পান করিলে গ্রহণী আরাম হয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 51 ; Hook, Bot. Misc, iii. 300. t. 40.
Ref.—F.B.I., ii 587 ; Roxb., F.I, ii. 401 ; B.P. i. 507 ; Prain H.H., 214 ; Voigtt. H.S., 33.

262. J. repens Linn. (কেশরদাম)

Genus—TRAPA Linn.

263. T. bispinosa Roxb. (পানিফল)

ভাষানুসারীনাম :—শৃঙ্গাটক—সংস্কৃত ; পানিফল—বাংলা ; সিঙ্গারা—হিন্দী ; সিঙ্গার়া—তামিল ; পরিকেগড্ড্ ; কুব্যাকম্—তেলেগু ; সিঙ্গোদা—গুজরাট ; করিম-পোলাম—মালয়। সিঙ্গাড়—মহারাষ্ট্র।

> শৃঙ্গাটকঃ শৃঙ্গরুহো জলবল্লী জলাশ্রয়া।
> শৃঙ্গকন্দঃ শৃঙ্গমূলী বিষাণী সপ্তনামকঃ॥
> শৃঙ্গাটকঃ শোণিতপিত্তহারী লঘুঃ সরো বৃষ্যতমো বিশেষাৎ।
> ত্রিদোষ-তাপ-শ্রম-শোফহারী রুচিপ্রদো মেহনদার্ঢ্যহেতুঃ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গরুহ, জলবল্লী, জলাশ্রয়া, শৃঙ্গকন্দ, শৃঙ্গমূলী, বিষাণী—এই সাতটি নাম।

গুণপর্যায় :—শৃঙ্গাটক—রক্তপিত্ত নাশক, লঘুপাক, বিরেচক, অতি বলকারক, ত্রিদোষ, দাহ, শ্রম এবং শোথ নাশক, রুচিকারক এবং প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের, ছোটনাগপুরের বড় পুকুরে ও ঝিলে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুরের পুকুরে আছে।

বর্ণনা :—ইহা একটি ভাসমান বিস্তৃত জলজ লতা। পত্র ২ ইঞ্চি চওড়া এবং ২½-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের কিনারাগুলি করাতের ন্যায় দাঁত বিশিষ্ট। বৃন্ত ৪-৬ ইঞ্চি, পশমময়। ফুল ½ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত, কোমল লোমযুক্ত এবং দুই কোণে দুইটি ধারাল কাঁটাযুক্ত। পানিফলের অপর একটি জাতি আছে, যথা, T. incisa (F.B.I. ii 590)। ইহা প্রধানতঃ ছোটনাগপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভাসমান পত্র ১ ইঞ্চি লম্বা, দাঁতযুক্ত। বোঁটা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফল ½ ইঞ্চি বিস্তৃত ; চারি কোণেই এক একটি কাঁটা আছে, ইহার মধ্যে ২টি কাঁটা ছোট। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—ফল।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফলের শাঁস মিষ্ট, বলকারক। ইহা পিত্তপ্রকোপ ও উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। পানিফল পুল্‌টিস্ হিসাবে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। (Punjab Products)। বিছা কামড়াইলে পানিফল ছেঁচিয়া দিলে যন্ত্রনার অবসান হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়

পানিফলের শাঁস—শীতল, উদরাময় এবং রক্ত প্রদাহে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 33 ; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 437.
Ref.—F.B.I., ii, 590 ; Roxb., F.I. ii., 428 ; B.P., i. 508 ; Prain. H.H., 214.
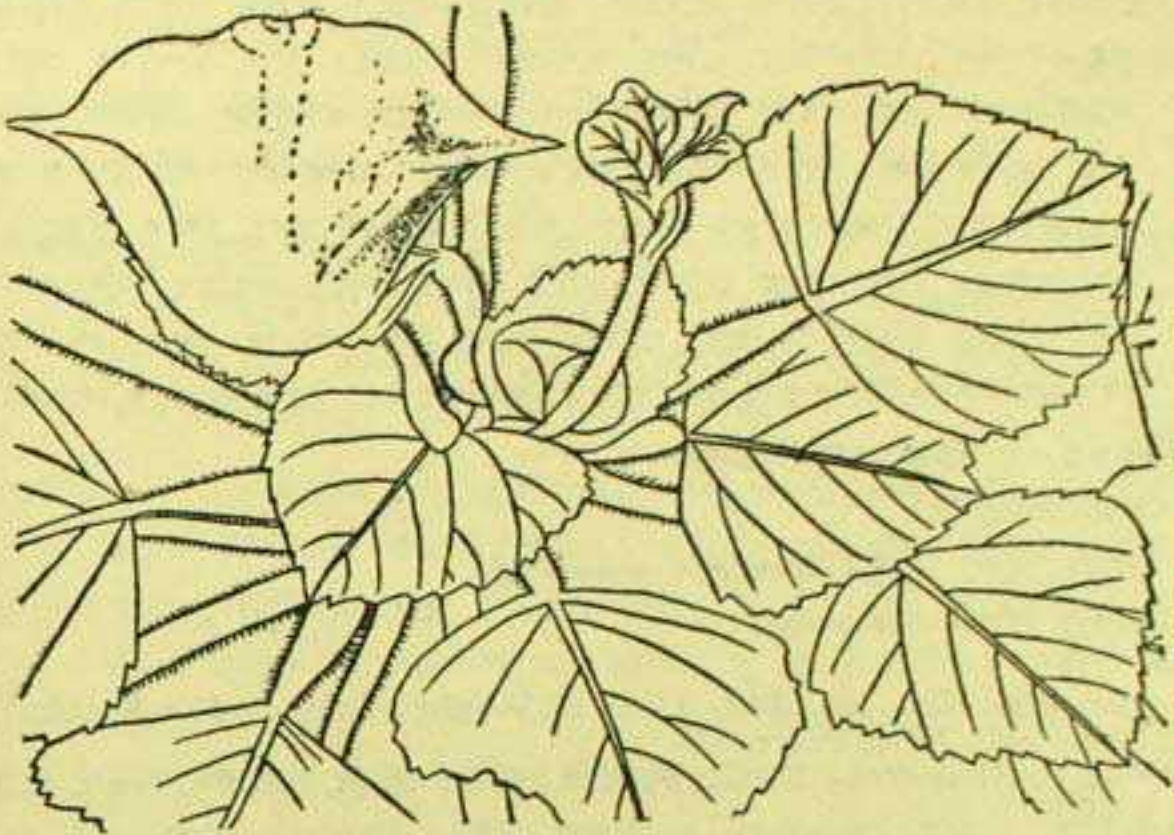
263. Trapa bispinosa Roxb. (পানিফল)

XLIX. SAMYDACEAE.

Genus—CASEARIA Jacq.

264. C. tomentosa Roxb. (চিল্লা)
C. elliptica Willd.

ভাষানুসারী নাম :—চিল্লা—বাংলা ; চিল্লা—হিন্দি ; কর্ক—সাঁওতাল ; কাদিচাই-কুটি—তামিল ; চিল কাহুদি, গামগাছ—তেলেগু ; মোসেই—মহারাষ্ট্র ; আনাকারানা-মালয়।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, অযোধ্যা; পূর্ব্ববঙ্গ, মধ্য ও দক্ষিণভারত, বঙ্গদেশের অনেকস্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় গাছ, ২-৪ ফুট উচ্চ,। শাখাগুলি ক্ষুদ্র। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায়। সকল পত্রের বৃন্ত সমান নহে, কোনটী অতি ক্ষুদ্র, কোনটি বা ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। পুষ্পাধার ½ ইঞ্চি, ফুলের কুঁড়ি লোমযুক্ত। পুংকেশর দল ছোট, ৭-১০টি। ইহা C. esculenta এর সমগুণ বিশিষ্ট (Rheede, Hort, Mal., v. 50)। ইহার ছাল Mallotus philippinensis (কমলাগুঁড়ি) সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায়।

ব্যবহার্য অংশঃ—ফল ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—Roxburgh বলেন যে দক্ষিণ-ভারতের পাহাড়ী লোকেরা ইহাকে বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহার করে। পশ্চিম ভারতে ইহা যকৃৎ বৃদ্ধি এবং অর্শরোগের ঔষধ বলিয়া বিশেষখ্যাতি আছে। ছাল ৯০-১২০ গ্রেণ, ১ পাইন্ট জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি পরিমাণ থাকিতে নামাইয়া দিবসে তিনবার সেবন করিলে এবং শিকড় বাটিয়া অর্শের বলিতে লাগাইলে অর্শ আরাম হয়।

ছালের কাথ সেবন করিলে যকৃতের শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহার শিকড়ে ৭টী পাক আছে। ইহা বহুমূত্র রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিকড়ের অরিষ্ট ১০-২০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে পুরাতন যকৃত রোগ আরাম হয়। এই গাছের ফল মৎস্যের পক্ষে বিষের ন্যায় কাজ করে (Stewart)। পত্র ও ফলের শাঁস মূত্রকর।

Glossary ঃ—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়**—

ফল—মৎস্যবিষ

ছাল—তিক্ত, শোথে বাহ্যপ্রলেপে ব্যবহৃত হয়।

ফলের শাঁস—প্রস্রাবকারক

Fig.—Brandis, Fo. Fl., 243, t. 31; Wight., x. t. 1846; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 439.

Ref:—F. B. I., ii, 593; Roxb., F. I, ii., 421; B. P., i. 509; Watt, ii, Pt. i. 209

264. Casearia tomentosa Roxb. (চিল্লা)

L PASSIFLORACEAE.

Genus—CARICA Linn.

265. C. papaya Linn. (পেঁপে)

ভাষানুসারী নাম ঃ—পেঁপে—বাংলা, পেঁপিয়া—হিন্দী ; পাম্পানি, পাপ্পাই—তামিল ; বাপ্পাই—তেলেগু ; পেপ্পেয়াম্—মালয়।

জন্মস্থান ঃ—ইহার আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল (Brazil) নামক স্থানে; তথা হইতে পর্ত্তুগীজেরা প্রথম এদেশে আনে এবং এক্ষণে ইহা ভারতের বহুস্থানে বাগানে চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, রাঁচি, মহীশূর, বম্বে প্রভৃতি স্থানে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—২০-২৫ ফুট উচ্চ লম্বা, সোজাগাছ। শাখা-প্রশাখা প্রায়ই হয় না। গাছ পুরাতন হইলে দুই একটি শাখা বাহির হয়। পত্র তালপত্রের ন্যায় ছত্রাকার, ইহাতে ৭টি ভাগ আছে। বৃন্তটি নলের মত, প্রায় ৩ ফুট লম্বা। পুংপুষ্প পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুং ও স্ত্রীপুষ্প সাধারণতঃ ভিন্ন গাছে জন্মে। পুং পুষ্পের পুষ্পাধার গোলাকার, স্ত্রীপুষ্পের পুষ্পাধার ৫ ভাগে বিভক্ত। ফল লম্বা ও প্রায় গোলাকার, দেখিতে অনেকটা ছোট লাউ এর ন্যায়; পাকিলে পীতের আভাযুক্ত রং হয়। ফলের ভিতর অনেকগুলি ধূসরবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ বীজ থাকে। কাঁচা ফলে দুগ্ধের মত ঘন আঠা আছে। প্রায় সারাবৎসরই ফুল ও ফল হয়।

বর্ণনা ঃ—ফল, পত্র, আঠা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—পেঁপের আঠা টাট্‌কা আদার সহিত মিশাইয়া মাংসে দিলে মাংস শীঘ্র গলিয়া যায়। পেঁপে রক্ত অর্শ, প্রস্রাবের রোগ ও অজীর্ণে হিতকর। পেঁপের আঠা ক্রিমিনাশক (Dr. Fleming)। পেঁপের টাট্‌কা আঠা, ১ চামচ্, মধু, ৩-৪ চামচ্ গরম জল,একত্র মিশ্রিত করিয়া অল্প গরম থাকিতে একবারে খাইয়া দুই ঘন্টা পরে চুণের জল খাইতে হইবে—এইরূপে উপর্য্যুপরি দুই দিন খাইলে ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ণ- বয়স্কের পক্ষে উপরোক্ত মাত্রায় ব্যবহার্য্য, ১০ বৎসরের অধিক বালকদের পক্ষে অর্দ্ধেক এবং তাহার কম বয়সের পক্ষে ⅓ ভাগ খাইতে হইবে। ইহা যদি পেটের শুলুনিজনক যন্ত্রনাদায়ক হয় তবে চিনির জল ব্যবহার করিবে (O' Shaughnessy)।

ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা জানে, যদি কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক পেঁপের আঠা খায় তবে তাহার গর্ভপাত হয়। তাহাদের ধারণা এই যে পেঁপে খাইলেই গর্ভপাত হইতে পারে। পেঁপের আঠা ১ চামচ্, সমপরিমাণ চিনি এইগুলি তিন ভাগ করিয়া ৩ বার খাইলে

যকৃৎ বৃদ্ধি কমিয়া যায় (Ind. Med. Gazette)। পেঁপের আঠা পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে। পত্রের রস হৃদরোগ এবং জ্বরে হিতকর। পেঁপের আঠা দদ্রুনাশক ও গ্রহণীরোগ নিবারক। পেঁপের শিকড় তিক্ত, ইহা পাকাশয়ের বল বৃদ্ধি করে।

Glorsary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

অপকফলের দুধের মত রস—রৌদ্রে পুড়িয়া চামড়ার উপর যে দাগ হয় এবং অন্যান্য দাগ ইহাতে নষ্ট হয়। ইহা ক্রিমিনাশক, বিশেষতঃ, ফিতাক্রিমির পক্ষে উপকারী।

পাকাফল—অগ্ন্যুদ্দীপাক, উদরাধ্মান (পেট ফাঁপা) নাশক ; প্রস্রাবকারক।

বীজ—ক্রিমিনাশক, ঋতুস্রাবকারক, পিপাসা নিবারক।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 440.

Ref—F. B. I., ii, 599 ; Roxb. F. I., iii. 824 ; B. P., i. 514 ; Prain ; H H., 215.
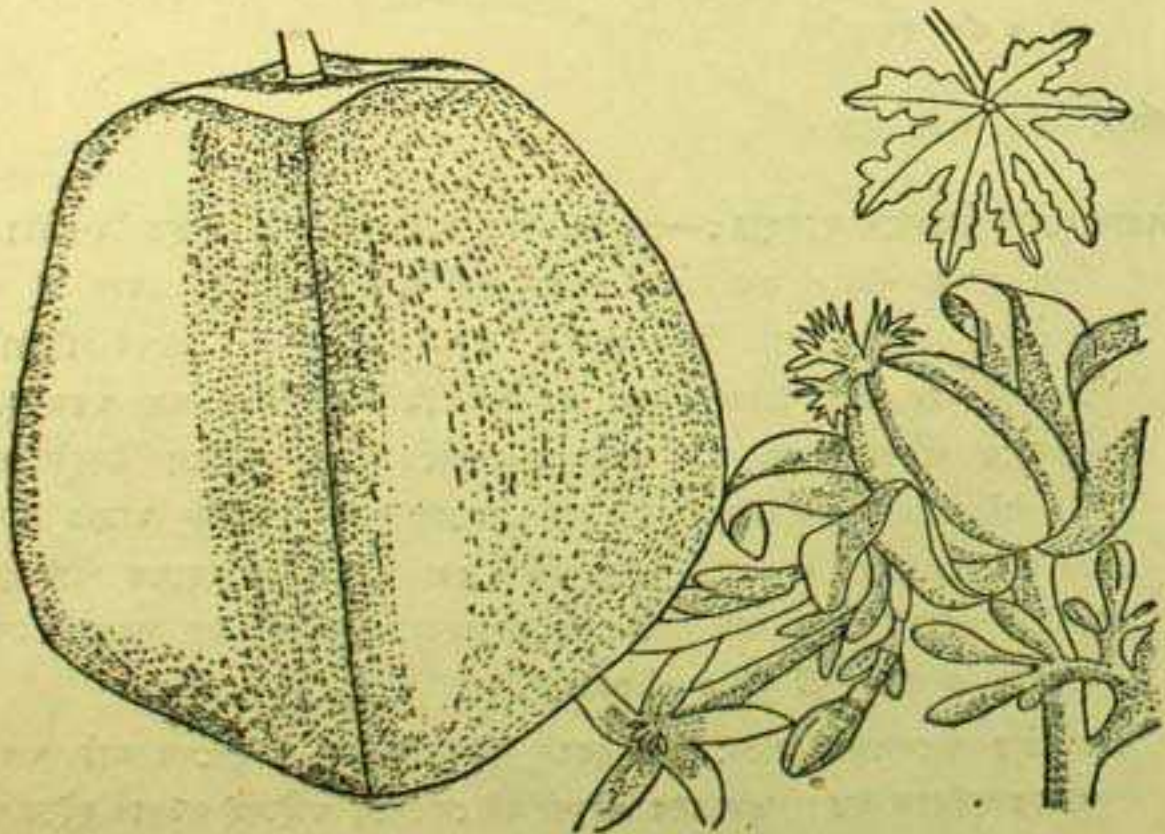
265. Carica papaya Linn. (পেঁপে)

LI. CUCURBITACEAE.

Genus—TRICHOSANTHES Linn.

266. T. palmata Roxb—(মাকাল)
T. bracteata (Lamk.) Voigt

ভাষানুসারী নাম ঃ—মহাকাল, বিশাল—সংস্কৃত ; মাকাল—বাংলা ; লাল-ইন্দ্রায়ণ, মাকাল—হিন্দি ; কুমায়ুন—বোম্বে ; কভণ্ডল—মহারাষ্ট্র ; কোরাট্টই—তামিল ; আবুত্‌তা, কাকি-দোন্দা—তেলেগু ; টিট্রা-হোণ্ডাল—সিংভূম ; অন্‌বথোল—আরব ; হন্জলি-সুর্‌খ—পারস্য ।

মহেন্দ্রবারুণী রম্যা চিত্রবল্লী মহাফলা ।
সা মাহেন্দ্রী চিত্রফলা ত্রপুসী ত্রপুসা চ সা ॥
আত্মরক্ষা বিশালা চ দীর্ঘবল্লী বৃহৎফলা ।
স্যাদ্ বৃহদ্বারুণী সৌম্যা নামান্যস্যাশ্চতুর্দশ ॥
মহেন্দ্রবারুণী জ্ঞেয়া পুর্বোক্তগুণ ভাগিনী ।
রসে বীর্য্যে বিপাকে চ কিঞ্চিৎ এষা গুণাধিকা ॥

রাজনিঘণ্টু ঃ। গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—মহেন্দ্রবারুণী, রম্যা, চিত্রবল্লী, মহাফলা, মাহেন্দ্রী, চিত্রফলা ত্রপুসী, ত্রপুসা, আত্মরক্ষা, বিশালা, দীর্ঘবল্লী, বৃহৎফলা, বৃহৎবারুণী, সৌম্যা—এই চোদ্দটি নাম ।

গুণপর্যায় ঃ—মহেন্দ্রবারুণী—পূর্বোক্ত রাখাল শশার গুণের ন্যায় গুণ সম্পন্ন ঃ—অর্থাৎ ইহা কটু রস বিপাকে তিক্তরস শীতবীর্য্য, রেচক, গুল্ম, পিত্ত, উদরী, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ এবং জ্বর নাশক। কেবলমাত্র রসে, বীর্য্যে এবং বিপাকে রাখালশশা অপেক্ষা অল্পাধিক গুণসম্পন্ন।

জন্মস্থান ঃ—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতের সর্বত্র জঙ্গলে দেখা যায়। সিঙ্গাপুর, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বৰ্দ্ধমান, ২৪-পরগণা। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—বৃক্ষরোহীলতা, ৩০-৪০ ফুট লম্বা হয়। পত্রের ব্যাস ২-৩ ইঞ্চি, পত্র তিন অংশে বিভক্ত। দেখিতে অনেকটা করাঙ্গুলিবৎ। পত্রের গোড়ার দিক্ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। কিনারা দাঁতযুক্ত। বৃন্ত ১-৩ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পাপ্‌ড়ি ৩ ইঞ্চি, ইহার গোড়া পীতবর্ণ, পুং-পুষ্প একসঙ্গে দুইটি করিয়া বাহির হয়, ইহার দণ্ড ৬ ইঞ্চি, লম্বা। ফলের ব্যাস ১½-২ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ, ফলের গায়ে ১০টি নেবু রং-এর দাগ আছে। ফলের শাঁস সবুজবর্ণ, শাঁসে বীজ অনেক আছে। প্রত্যেক বীজ ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা, মসৃণ, ধূসরবর্ণ। বীজে তৈল আছে। আর এক জাতীয় মাকাল আছে

যাহাকে (T. bracteata Kurz) বড় মাকাল বলে (Kurz. Journ. Asit, Soc. Pt. ii, 99, 1877)। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও শিকড়।

বৈদ্যকে বিশালার ব্যবহার।

চরক :—স্তনপীড়ায় বিশালা—মাকালের মূল পেষণ করিয়া স্তনে লেপ দিলে স্তনপীড়া (ঠুনকো) নিবৃত্তি পায় (স্ত্রীরোগ চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল গুঁড়া করিয়া নারিকেল তৈলের সহিত ফুটাইয়া নাক ও কানের ঘায়ে দিলে ঘা আরাম হয় (Ainslie)। মাকালের ফল বিষাক্ত বলিয়া কথিত আছে, ইহা ভাতের সহিত মিশাইয়া কাককে খাইতে দিলে কাক মরিয়া যায় (Roxburgh)। গবাদি পশুর বক্ষপ্রদাহে ও হৃদযন্ত্রের রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় (Wight)। বম্বেতে ইহার ফল হাঁপানিরোগে ধূমপানরূপে ব্যবহৃত হয়। মাকালের শিকড়। ত্রিফলা ও হরিদ্রা সমপরিমাণ যোগে যে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়, উহাতে মিশ্রিত মধু করিয়া 'গণোরিয়া' রোগীর পক্ষে উপকারী (Dymock)। ফলের রস কিম্বা শিকড়ের ছাল, তিল তৈলের সহিত গরম করিয়া স্নান করিবার সময় তৈলরূপে ব্যবহার করিলে, বহুক্ষণস্থায়ী মাথাধরা ও আধকপালে আরাম হয় (Watt)। কানে পুঁজ হইলে এই তৈল কানে দিলে পুঁজ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—ধূমপানরূপে ব্যবহারে হাঁপানি আরাম হয়। বিরেচক। নারিকেল তৈলের সহিত ফুটাইয়া যে তৈল প্রস্তুত হয়—তাহা ব্যবহারে নাকের ও কানের ঘা আরাম হয়।

মূল—পশুদিগের হৃদযন্ত্রের রোগে উপকারী। ইহা সমপরিমাণ কলোসিন্থমূলের সহিত মিশাইয়া রগড়াইয়া প্রলেপে কার্বাঙ্কলে বিশেষ উপকারী। সরিষার তৈলের সহিত ফুটাইয়া ব্যবহারে মাথার যন্ত্রণায় উপকারী।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 442 B ; Wight, III, t. 104. & 105.

Ref :—F. B. I., ii, 606 ; Roxb., F.I., iii, 704 ; B.P., i. 518 ; Watt, vi, Pt. iv, 84 ; Voigt. H. S., 58.
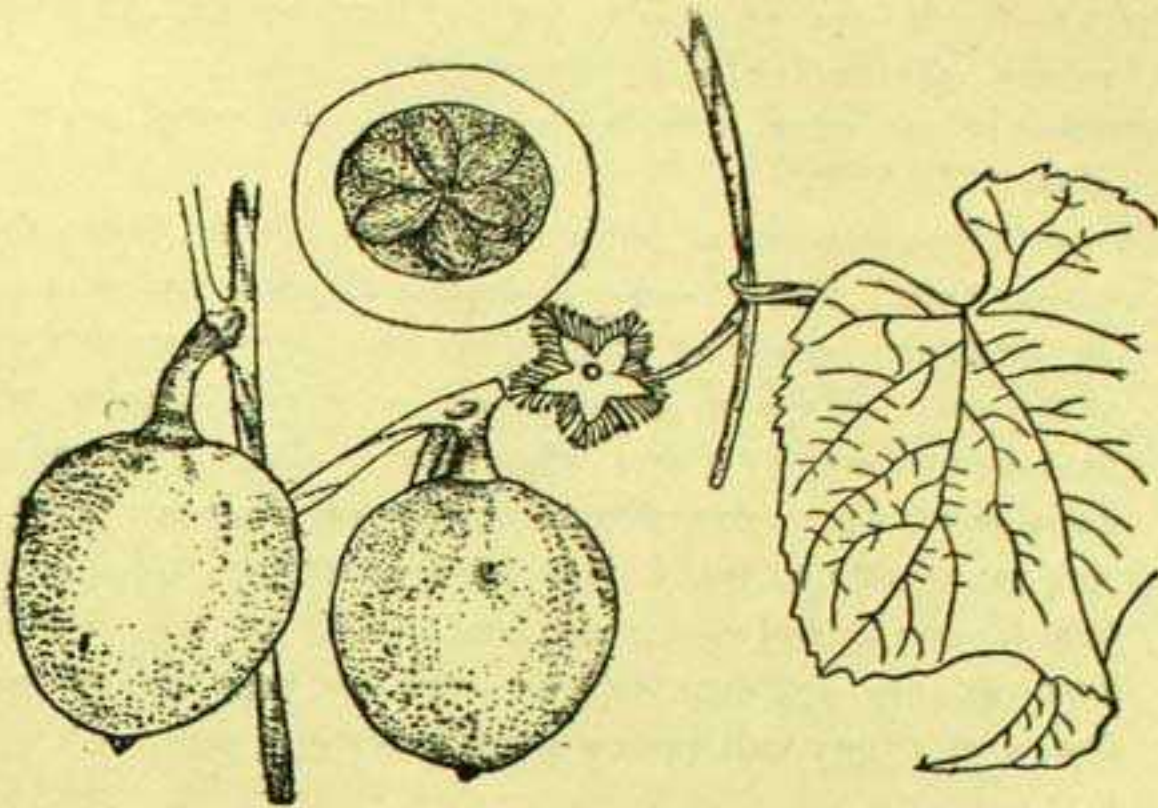
266. Trichosanthes palmata Roxb. (মাকাল)

267. T. cordata Roxb. (ভুঁইকুমড়া)

ভাষানুসারীনাম ঃ--বিদারী, ভূমিকুষ্মাণ্ড—সংস্কৃত ; ভুঁইকুমড়া—বাংলা ; বিলাইকন্দ, গেঠী, বিল্লেয়াকন্দ—হিন্দি ; ভুঁই-কোহট্রা—মহারাষ্ট্র ; ফগ্‌বেলালোকন্দ—গুজরাট ; ভূমিকোহলে—বোম্বে ; নেলকুম্বল—কর্ণাট ; নেলগুম্মুডু, মট্টপলতিগ—তেলেগু ; ভুঁই-কররাকু—উড়িষ্যা ; পঠালি-কুম্‌ড়া—আরব।

বিদারিকা স্বাদুকন্দা সিতা শুক্লা শৃগালিকা।
বিদারী বৃষ্যকন্দা চ বিড়ালী বৃষ্যবল্লিকা॥

ভূকুষ্মাণ্ডী স্বাদুলতা গজেষ্টা বারিবল্লভা।
জ্ঞেয়া কন্দফলা চেতি মনুসংখ্যাহ্বয়া মতা॥

বিদারী মধুরা শীতা গুরুঃ স্নিগ্ধহৃত্রপিত্তজিৎ।
জ্ঞেয়া চ কফকৃৎ পুষ্টি-বল্যা বীর্য্যবিবর্দ্ধনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—বিদারিকা, স্বাদুকন্দা, সিতা, শুক্লা, শৃগালিকা, বিদারী, বৃষ্যকন্দা, বিড়ালী, বৃষ্যবল্লিকা, ভূকুষ্মাণ্ডী, স্বাদুলতা, গজেষ্টা, বারিবল্লভা, কন্দফলা—এই চোদ্দটীনাম।

গুণপর্য্যায় :—বিদারী—মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধতা-গুণসম্পন্ন, রক্তপিত্তনাশক, কফকারক, পুষ্টিকারক, বলকারক এবং বীর্য্যবর্দ্ধনকারী।

জন্মস্থান :—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, পেগু, খাসিয়া পাহাড়, তেরাই পাহাড়, কাছাড় এবং নেপাল।

বর্ণনা :—বহুদূর বিস্তৃত লতা, কাণ্ডে ঘন লোম আছে। পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, কিনারা দাঁতযুক্ত ও করাতের ন্যায়। আঁকড়ী ১-২ ফুট লম্বা, আঁকড়ীতে ৩টি প্রশস্ত শাখা আছে। ফুল এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ৪ ইঞ্চি লম্বা, অতিশয় শক্ত। পুষ্পপত্রে ঘন পশম আছে, ১½ ইঞ্চি লম্বা। ফল মাকালের মত উজ্জ্বল লালবর্ণ, মস্তক কমলা নেবুর রং বিশিষ্ট। ইহার কন্দ স্বাদে তিক্ত, কটু ও কষায়, দেখিতে পীতবর্ণ। বরিশাল ও চট্টগ্রামের লোকে ইহাকে ভুকামড়া বলে। প্রকৃত ভূমিকুষ্মাণ্ড স্বাদে মধুর এবং উহার কন্দে শ্বেতবর্ণ আঠা আছে এবং কন্দ দেখিতে শ্বেতবর্ণ। প্রকৃত ভূঁইকুমড়ার ল্যাটিন নাম Ipomoea digitata. L. অথবা Convolvulus paniculate Linn.। ইহা বঙ্গের সর্বত্র জন্মে। ইহাও লতানে গাছ। শালিগ্রাম বৈশ্য বলেন, যাহার কন্দ মূলার মত, বর্ণ রক্ত ও শ্বেত এবং প্রতি শাখায় ৭।৮টী পত্র থাকে তাহাই ক্ষীরবিদারী (I. digitata).

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও ফুল।

বৈদ্যকে বিদারীর ব্যবহার।

চরক :—(১) **বিসর্পে** বিদারী—বিদারীকন্দ ধৌত গব্যঘৃতসহ পেষণপূর্বক বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **মূত্রের বৈবর্ণ্যে ও কৃচ্ছ্রতায়** বিদারী—বিদারীকল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, কিম্বা ক্ষীরপরিভাষানুসারে পক্ব বিদারী কাথ পান করিলে, মূত্রের বিবর্ণতা কিম্বা মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত—বাজীকরণার্থে—বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ গব্যঘৃত এবং মধুসহ সেবন করিলে বাজীকরণনির্বাহ হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **বিষমজ্বরে** বিদারী—জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ, তিলতৈল, গব্যঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষু রস এবং মধু একত্র মন্থনপূর্বক বিষমজ্বরী পান করিবে (জ্বর চিঃ)। (২) **পিত্তশূলে** বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস চিনি সহ পিত্তশূলে সেব্য (শূল চিঃ)। (৩) **স্তন্যবর্দ্ধনার্থে** বিদারী—আয়ুর্বেদোক্ত, সুরার সহিত বিদারীকন্দচূর্ণ সেবন করিলে প্রসূতির স্তন্য বর্দ্ধিত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—

ইহার কন্দ একটি মূল্যবান্ বলকারক ঔষধ এবং Colŭmba এর সমস্থানীয় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Roxb)। পাটনা জেলার ইহার শুষ্ক ফুল ২-৫ গ্রেণ পরিমাণে উত্তেজক

ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। ইহার শুষ্ক শিকড়ের গুঁড়া ১০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে প্লীহা, যকৃৎ ও পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি আরাম করে এবং টাট্‌কা শিকড় তৈলের সহিত মিশাইয়া কুষ্ঠের ক্ষতে প্রয়োগ হয় (Taylor's Topography, Dacca)।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—**

মূল—রসায়ন। শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিয়া বর্দ্ধিত প্লীহা এবং যকৃতে উপকারী। তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠের ঘায়ে ব্যবহৃত হয়।

শুষ্কফুল—উত্তেজক ঔষধ হিসাবে গণ্য হয়।

মন্তব্য ঃ—চরক বৃংহণীয়, বর্ণ্য, কণ্ঠ্য এবং স্নেহোপগবর্গে বিদারী পাঠ করিয়াছেন। বিদারীকন্দ—রসায়ন। আর্ত্তব রক্তের অতিস্রুতিতে ইহা সেবন করিলে রক্তঃস্রাব নিবৃত্তি পায়। গোধুম, ঘৃত, মধুসহ বিদারীকন্দের প্রাশ প্রস্তুত করিয়া ক্ষীণ, দুর্বল, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্যগ্রস্ত শিশুকে সেবন করান হইয়া থাকে (Khorry)।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 442 A
Ref—F. B. I, ii, 608 ; Roxb., F. I., iii, 703 ; B. P., i, 518.
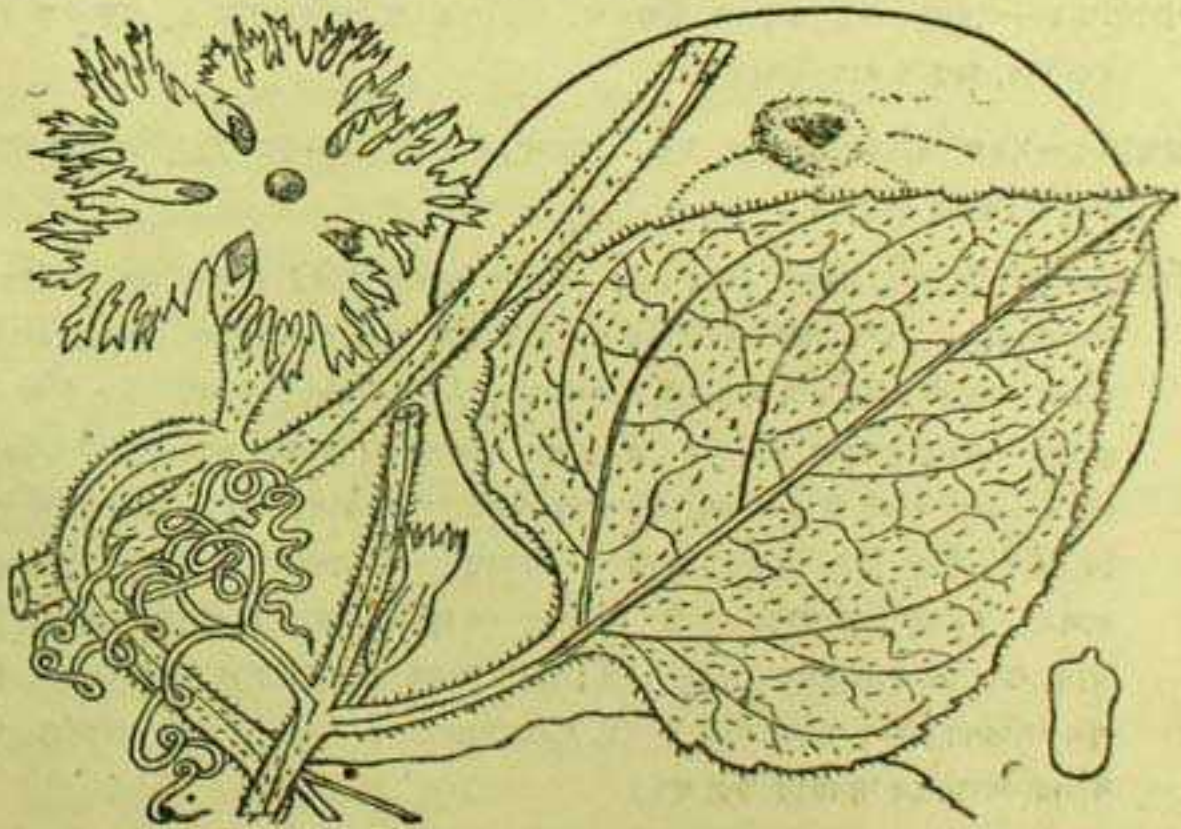
267. : T. cordata Roxb. (ভুঁইকুমড়া)

268. T. dioica Roxb. (পটোল)

ভাষানুসারী নাম :—পটোল—সংস্কৃত ; পটোল—বাংলা ; পালভাল, পরবল, পারভার—হিন্দি ; পটোল—উড়িয়া ; পল্‌ওয়াল—পাঞ্জাব ; পটোল—গুজরাট ; কোম্বু-পুদালৈ—তামিল ; কোম্বু-পট্‌লা—তেলেগু ; সোগবল্লী—কর্ণাট ; মোরহভোতি—কান্যকুব্জ।

> স্যাৎ পটোলঃ কটুফলঃ কুলকঃ কর্কশচ্ছদঃ।
> রাজনামাহ্ মৃতফলঃ পাণ্ডুঃ পাণ্ডুফলো মতঃ॥
> বীজগর্ভো নাগফলঃ কুষ্ঠারিঃ কাসমর্দনঃ।
> পঞ্চরাজিফলো জ্যোৎস্নী কুষ্ঠঘ্নঃ ষোড়শাহ্বয়ঃ॥
> পটোলঃ কটুতিক্তোষ্ণঃ রসপিত্তবলাসজিৎ।
> কফকণ্ডুতি কুষ্ঠাস্রক্ জ্বরদাহার্ত্তিনাশনঃ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—পটোল, কটুফল, কুলক, কর্কশচ্ছদ, রাজনাম, অমৃতফল, পাণ্ডু, পাণ্ডুফল, বীজগর্ভ, নাগফল, কুষ্ঠারি, কাসমর্দন, পঞ্চ, রাজিফল, জ্যোৎস্নী, এবং কুষ্ঠঘ্ন—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—পটোল—কটু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্ত ও ক্রিমিনাশক। কফ কণ্ডুতি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, জ্বর ও দাহ নিবারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা, বহুদূর বিস্তৃত হয়। লতার প্রত্যেক গাঁইট হইতে মূল বাহির হয়। পত্র খস্‌খসে। গাছ একলিঙ্গ বিশিষ্ট ; পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পত্রের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা পশমময়, ৣ ইঞ্চি লম্বা ; আঁকড়ী ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা। পুংপুষ্প জোড়া জোড়া থাকে। স্ত্রীপুষ্পের পুষ্পদণ্ড অতি ক্ষুদ্র, পুষ্পনল ১ৣ ইঞ্চি লম্বা, সরু। ফল ২-৩½ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি কিম্বা ঈষৎ গোলাকার, কাঁচা পাতিলেবুর মত রং বিশিষ্ট। বীজ ¼-½ ইঞ্চি, চেপ্টা। কিনারায় ঢেউখেলান। Dr. Roxburgh বলেন, ইহার পুংকেশর ৫টি আছে। আয়ুর্বেদ-মতে যে পটোল আমরা খাই, তাহা ঔষধার্থে ব্যবহারের যোগ্য নহে ; উহা অরণ্যজাত পটোল, উহার ফল তিক্ত, পত্র অতিশয় কর্কশ ও লোমযুক্ত। T. Cucumerina Linn. কেই আসল পটোল বলিয়া আয়ুর্বেদে ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, ফল ও গাছের লতা ; কাথ ৫-১০ তোলা ; রস—১-২ তোলা।

বৈদ্যকে পটোলের ব্যবহার।

চরক :—(১) **রক্তপিত্তে** পটোলপত্র—কাথকল্কাদির অন্যতম কল্পনানুসারে প্রযুক্ত পটোলপত্র, রক্তপিত্তের প্রশমক (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **মদাত্যয়রোগে** পটোল—পত্র সহিত পটোলের ডাঁটার কাথ করিবে। শুঁঠচূর্ণযোগে এই কাথ, রক্তনিষ্ঠীবনাদি পীড়িত মদাত্যয় রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) **শোথে** পটোলপত্র—শোথ-রোগীকে যদি শাক সেবন করাইতে হয়, তাহা হইলে তিৎপল্‌তাই প্রশস্ত (চিঃ ১৭ অঃ)। (৪) **বিষদোষে** পটোল শাক——সর্বপ্রকার বিষদোষের পক্ষে তিৎপল্‌তা প্রশস্ত (চিঃ ২৫ অঃ)। (৫) **উরুস্তম্ভে** পটোলশাক—তিৎপল্‌তা জলে সিদ্ধ করিয়া, তৈলে সন্তলনপূর্বক বিনা লবণে, উরুস্তম্ভরোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২৭ অঃ)।

সুশ্রুত :—রক্তপিত্তে পটোলপত্র—ঘৃতভর্জিত তিৎপল্‌তা রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে** পটোলপত্র—নিমপাতা ও পল্‌তার যূষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর রোগীর পক্ষে হিতকর (জ্বঃ চিঃ)। (২) **জ্বরে** শাকার্থ পটোল—জ্বর রোগীকে শাক দিতে হইলে তিৎপল্‌তা বা পল্‌তা দিবে (জ্বঃ চিঃ)। (৩) **পিত্তজ্বরে**—পটোলপত্র—পল্‌তা ও যবের কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথ শীতল হইলে, মধুদ্বারা মধুর করিয়া পিত্তজ্বরীকে পান করাইবে। ইহা পিত্তজ্বরের তৃষ্ণা ও দাহ নিবারক (জ্বর চিঃ)। (৪) **বাতব্যাধিতে** পটোলফল—পটোলের যূষ লঘু, বৃষ্য ও বাতহর (বাতব্যাধি চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—পিত্তজ **বসন্ত** রোগে প্রথমেই পটোল মূলের কাথ পান করাইবে (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাঁচা পটোলের রস স্নিগ্ধকর ও ধারক, পটোলের পত্র ও ধনের কাথ জ্বরনাশক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dutt)। প্রাচীন কবিরাজেরা পটোলের শিকড় কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করিতেন (Pharm. Ind.)।

শোথরোগীকে বন-পটোলের রস খাওয়াইলে শোথের উপকার হয়।

পটোলের মূল খাইলে অতিশয় তরল ভেদ হয় (K. L. Dey).

পল্‌তা, গুলঞ্চ, মুথা, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, কমলাগুঁড়ি, ত্রিফলা প্রত্যেক দুই তোলা, দারুচিনি, নিমের শিকড় প্রত্যেক ৩ তোলা, ত্রিবৃৎ ৪ তোলা এইগুলির গুঁড়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া খাইলে কামলা ও শোথ আরাম হয়। মাত্রা ১ ড্রাম, গোমূত্রের সহিত ব্যবহার্য।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—সমপরিমাণ পটোলপত্র ও ধনিয়ার কাথ জ্বর নাশক ও বিরেচক।

মূল—সুখকর বিরেচক। রসায়ন ও জ্বরঘ্ন।

ফল—শুক্রগত রোগে উপকারী।

অপক্কফলের টাট্‌কা রস—স্নিগ্ধ, বিরেচক ও রসায়ন।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 443.

Ref.—F. B. I., ii, 609 ; Roxb., F. I., iii. 701 ; B. P., i. 517 ; Watt vi, Pt. 4, 83 ; Prain H. H., 215 ; Voigt, H. S., 58.
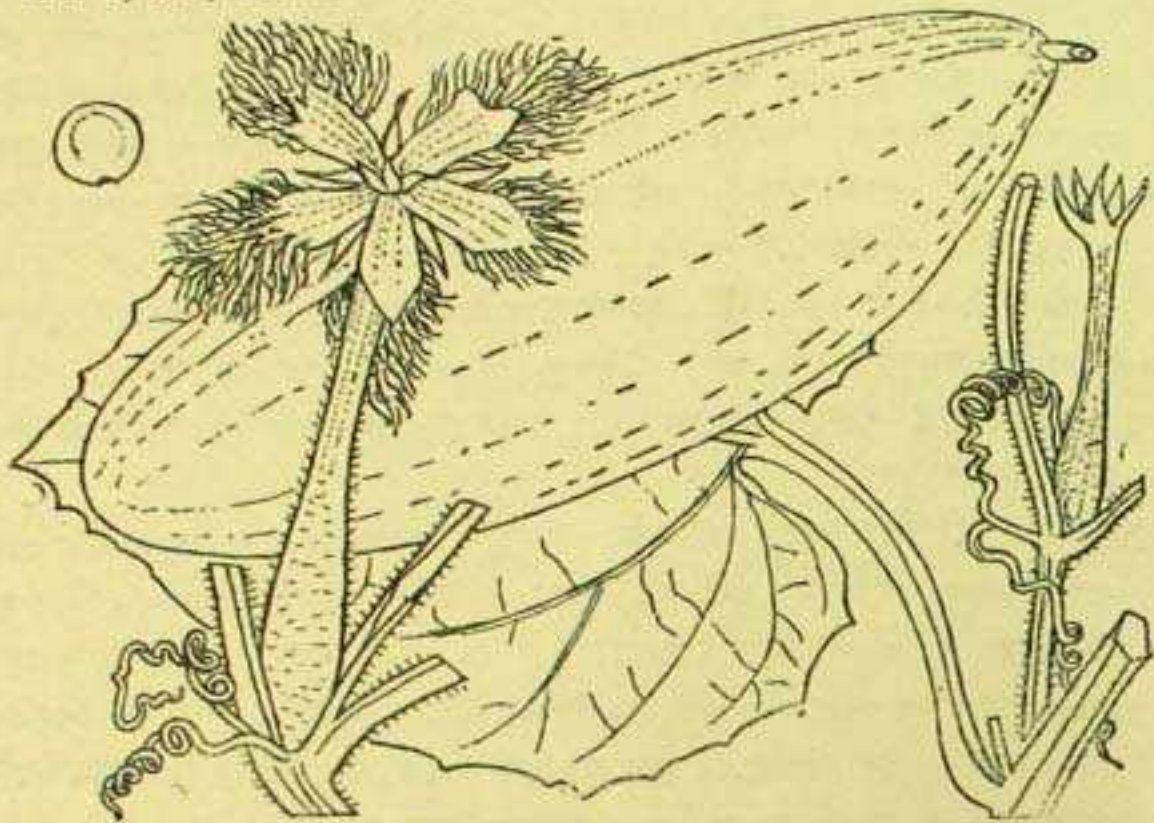
268. T. dioica Roxb. (পটোল)

269. T. anguina Linn. (চিচিঙ্গা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—চিচিণ্ডা, দধিপুষ্পী—সংস্কৃত ; চিচিঙ্গা, হোপা—বাংলা ; চাচিঙ্গা, কুহিরী—হিন্দি ; কুগরী, কাকণ্ডোলা—কর্ণাট ; পদভালা—কানপুর ; পদবালা—বোম্বে ; গোড়ীকুহিলী—মহারাষ্ট্র ; লিঙ্গ-পোটল—তেলেগু।

দধিপুষ্পী খট্বাঙ্গী খট্বা পর্য্যঙ্কপাদিকা কূপা।
খট্বাপাদী বংশ্যা কাকোলী কোলপালিকা নবধা ॥
দধিপুষ্পী কটুমধুরা শিশিরা সন্তাপপিত্তদোষঘ্নী।
বাতাময়দোষকরী গুরুস্তথাঽরোচকঘ্নী চ।

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—দধিপুষ্পী, খট্টাঙ্গী, খট্টা, পর্য্যঙ্কপাদিকা, কূপা, খট্টাপাদী, বংশ্যা, কাকোলী ও কোলপালিকা—এই নয়টি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—দধিপুষ্পী—কটুরস, বিপাকে মধুর রস, শীতবীর্য্য, সন্তাপ ও পিত্তদোষনাশক ; বায়ুবর্দ্ধক, গুরুপাক ও অরোচকনাশক।

জন্মস্থান :—আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া, ভারতের সর্ব্বত্র অল্প ও অধিক পরিমাণে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ, ; পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও ৫টি কোণযুক্ত, পত্রের উভয়দিকে কোমল লোম আছে। ইহার আঁকড়ী ১½-২ ফুট লম্বা। পুং পুষ্প লম্বা বোঁটায় জন্মে এবং স্ত্রীপুষ্প এক একটি পৃথক জন্মে। ইহার বোঁটা ক্ষুদ্র, পুং পুষ্পের একই লতায় হয়। ফল ৪ ফুট লম্বা এবং ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি। বীজ ঢেউ খেলান, একটি ফলে অনেক বীজ হয়। চাষের চিচিঙ্গা বন-চিচিঙ্গা অপেক্ষা লম্বা। বোধ হয় বন-চিচিঙ্গার চাষের উন্নতি করিয়া এই চিচিঙ্গা জন্মিয়াছে (C. B. Clarke)। বর্ষাকালে চিচিঙ্গার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার গুণ বন-চিচিঙ্গার মত। বীজ ত্রিদোষনাশক। পাকা চিচিঙ্গা জোলাপের কাজ করে। ইহার বীজ ক্রিমি ও জ্বরনাশক। পাতার রস টাকে দিলে টাক আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—স্নিগ্ধ।

ফল—বিরেচক, ক্রিমিনাশক, বমনকারক।

Fig.—Bot. Mag., t. 722 ; Lamk., Ill. t. 794.
Ref.—F.B.I., ii, 610 i Roxb, F.I., iii, 701 ; B.P., i. 518 ; Prain H.H., 216
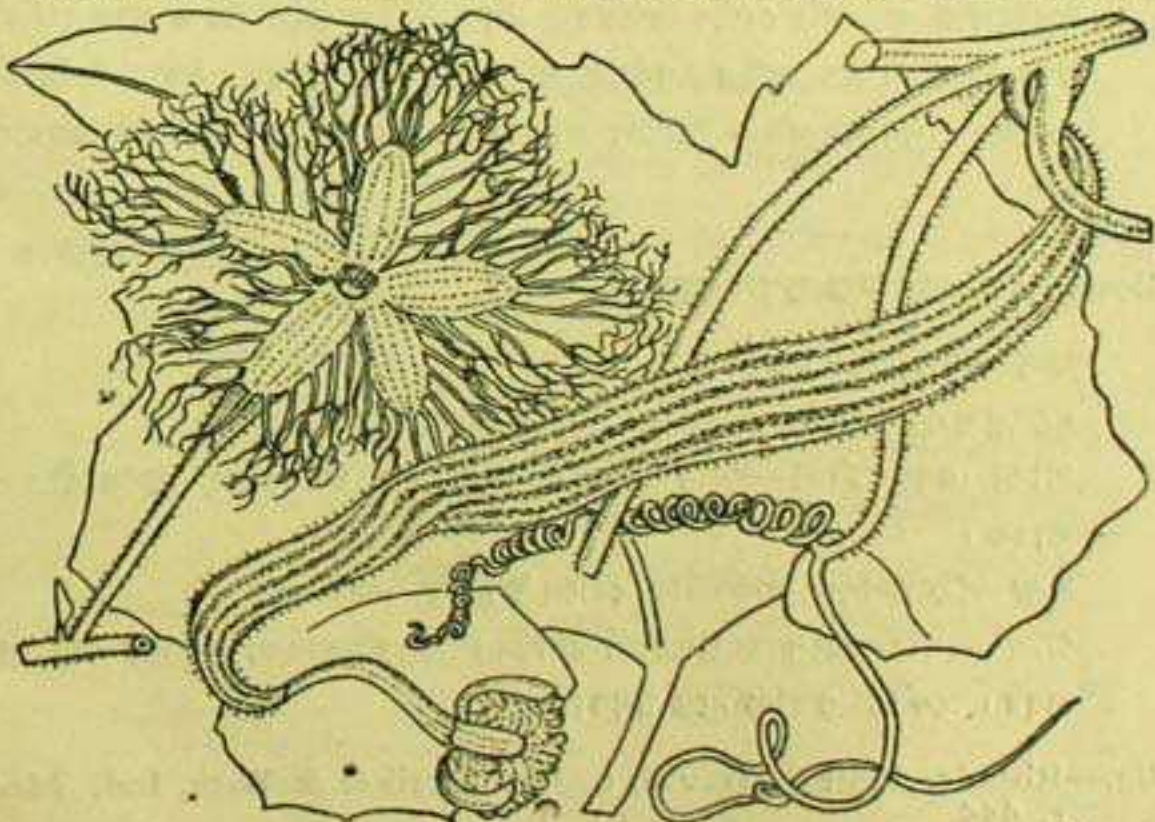
269. T. anguina Linn. (চিচিঙ্গা)

270. T. cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)

ভাষানুসারীনাম ঃ—বনচিচিঙ্গা, বনপটল—বাংলা ; জঙ্গলি-চিচিঙ্গা—হিন্দী ; কিরি-পোদ্‌লা—কানপুর। কটু-পটোলম—মালয় ; পুদেল—তামিল ; আদাবী, ছোট-পোটল—তেলেগু ; মোহাক্রি—পারস্ত।

জন্মস্থান ঃ—সমগ্র ভারতবর্ষ ও সিংহল ; বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বৰ্দ্ধমান ও ২৪-পরগনা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—এই উদ্ভিদ্ চিচিঙ্গার ন্যায় ; সুতরাং পৃথক বর্ণনা অনাবশ্যক। ফল ১—৩ ইঞ্চি লম্বা, মোচার মত ; বীজ ¼—½ ইঞ্চি, ঢেউ খেলান, চেপ্টা। শাঁস লালবর্ণ, কবলার শাঁসের মত (C.B. Clarke)। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—লতা, পাতা ও বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন যে, ইহা ফোড়া ও ক্রিমির পক্ষে হিতকর। ইহার—১৮০ গ্রেণ পরিমাণ লতা একরাত্রি জলে ভিজাইয়া একছটাক পরিমাণ জলে মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে প্রবল জ্বর আরাম হয়। বনচিচিঙ্গা ও চিরতার কাথ, আদা ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল জ্বর আরাম হয়। চিচিঙ্গা পাতার রস যকৃতের উপর লাগাইলে জ্বরের উপশম হয় (Dymock)।

ইহার বীজ অতিসার রোগে হিতকর। কাঁচা চিচিঙ্গা এবং উহার কাঁচা ফেঁকড়িগুলির কাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে পরিপাক বৃদ্ধি করে ; ইহা ক্রিমি ও জ্বর নাশক। শিকড়ের রস ২ আউন্স পরিমাণ সেবন করিলে অতিশয় উদরাময় দেখা দেয়।

Glossary ঃ—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—তিক্ত, বিরেচক।

মূলের রস—বিরেচক।

পাতা এবং ডাঁটা—ইহার কল্ক যকৃৎরোগ, ও চর্ম্মরোগে, উপকারী। ঋতুস্রাব কারক।

বীজ—ক্রিমিনাশক, পাকস্থলীর রোগে উপকারী এবং জ্বরঘ্ন।

গাছ—রসায়ন বিশেষতঃ হৃদ্‌রোগে রসায়ন। বলবৃদ্ধিকারক, রোগাক্রমণের প্রতিষেধক, জ্বরঘ্ন। ফোঁড়া ও ক্রিমিতে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort, Mal, viii, t. 15 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 444.

Ref.—F. B. I., ii. 609 ; F. I., iii. 702 ; B. P., i. 518 ; Prain H. H., 215.
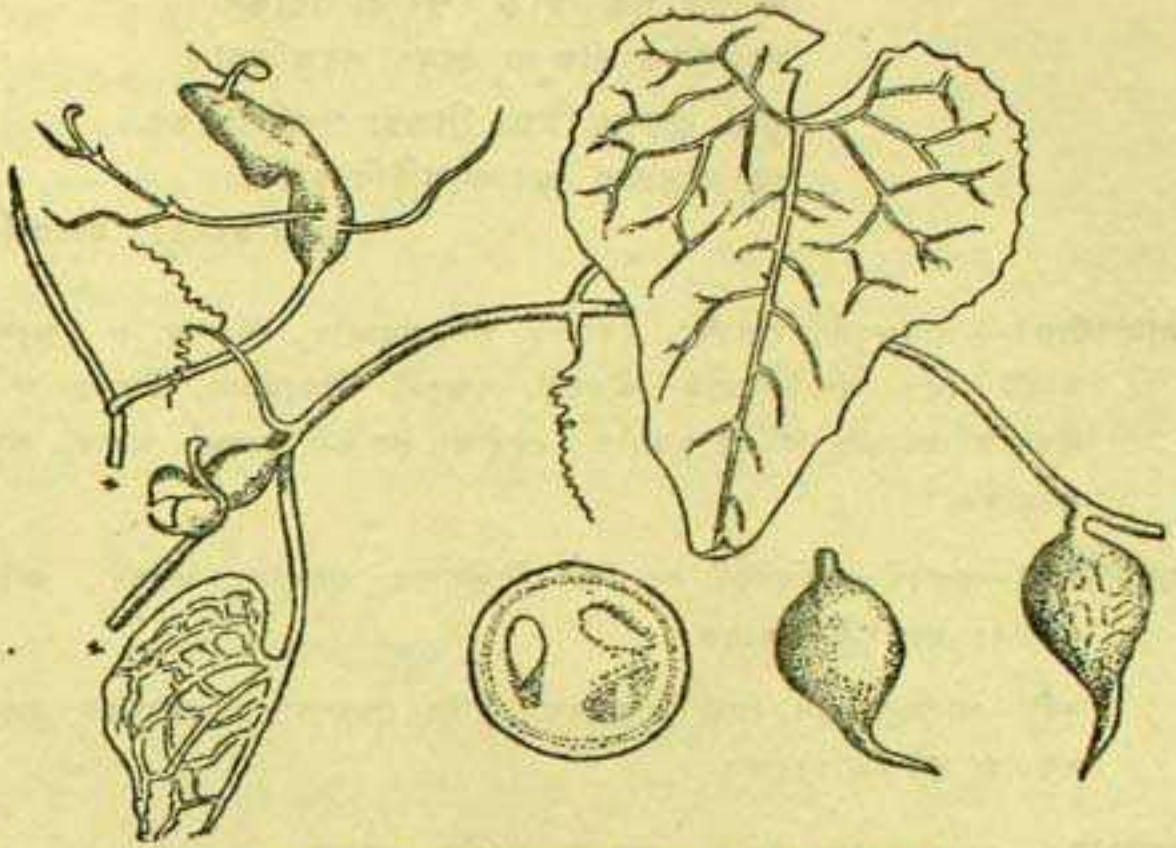
270. T. cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)

Genus—LAGENARIA Seringe.

271. L. vulgaris Seringe (লাউ)

ভাষানুসারী নাম ঃ—অলাবু, তুম্বী, ইক্ষাকু—সংস্কৃত ; লাউ—বাংলা ; কদু, কটুতুম্বী—হিন্দি ; গোরবতুম্বী—মহারাষ্ট্র ; সোরাকই—তামিল ; সোরাকয়া—তেলেগু ; বোগা-লাউ—আসাম ।

গোরক্ষতুম্বী গোরক্ষী নবালাম্বুর্ঘটাভিধা ।
কুম্ভালাম্বুর্ঘটালাম্বুঃ কুম্ভতুম্বী চ সপ্তধা ॥
কুম্ভতুম্বী সুমধুরা শিশিরা পিত্তহারিণী ।
গুরুঃ সন্তর্পণী রুচ্যা বীর্য্যপুষ্টিবলপ্রদা ॥

অন্যশ্চ

ক্ষীরতুম্বী দুগ্ধতুম্বী দীর্ঘবৃত্তফলাভিধা ।
ইক্ষ্বাকুঃ ক্ষত্রিয়বরা দীর্ঘবীজা মহাফলা ।

ক্ষীরিণী তুম্ববীজা চ দন্তবীজা পয়স্বিনী।
মহাবল্লী হ্যলাম্বুশ্চ শ্রমঘ্নী শরভূমিতা॥
তুম্বী সুমধুরা স্নিগ্ধা পিত্তঘ্নী গর্ভপোষকৃৎ।
বৃষ্যা বাতপ্রদা চৈব বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—গোরক্ষতুম্বী, গোরক্ষী, নবালাম্বু, ঘটা, কুম্ভালাম্বু, ঘটালাম্বু, ও কুম্ভতুম্বী—এই সাতটি নাম। অষ্টটির নাম—ক্ষীরতুম্বী, তুম্বতুম্বী, দীর্ঘবৃন্তফলা, ইক্ষ্বাকু, ক্ষত্রিয়বরা, দীর্ঘবীজা, মহাফলা, ক্ষীরিণী, তুম্ববীজা, দন্তবীজা, পয়স্বিনী, মহাবল্লী, অলাম্বু, শ্রমঘ্নী, ও শরভূমিতা।

গুণপর্যায়ঃ—কুম্ভতুম্বী—অতিমধুর রস, স্নিগ্ধ, পিত্তনাশক, গুরুপাক, সন্তর্পণী, রুচিকারক, বলবীর্য্য এবং পুষ্টিবৃদ্ধিকারক।

তুম্বী—অতিমধুর রস, স্নিগ্ধ, পিত্তনাশক, গর্ভের পোষণকারক, বলকারক, বায়ুকারক, বল এবং পুষ্টিবৃদ্ধি কারক।

জন্মস্থানঃ—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, হাজারা, কাশ্মীর, কুমায়ুন।

বর্ণনাঃ—লতানে গাছ, অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পত্রের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, অতিশয় নরম, ৫টি কোণবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি, স্ত্রী-পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি। পুষ্পনল ½ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। পাপ্‌ড়ি ১—২ ইঞ্চি। ফল ১½—২ ফুট লম্বা, কখনও আরও বড় হয়। বীজ ¾-¼ ইঞ্চি লম্বা, ¼ ইঞ্চি পুরু ও চেপ্টা, ইহাতে সমান্তরাল দাগ আছে। মিষ্ট লাউ সাধারণতঃ দুই জাতীয়,—গোরক্ষতুম্বী ও ক্ষীরতুম্বী। কটু লাউয়ের নাম—ইক্ষ্বাকু ও তুম্বী। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশঃ—বীজ ও শাঁস।

বৈদ্যকে অলাবুর ব্যবহার।

বাগ্‌ভটঃ—অশ্মরীতে তুম্বীবীজ—লাউবীজ চূর্ণ মধুসহ মেষদুগ্ধযোগে সপ্তাহ পান করিলে সঞ্চিত অশ্মরী (পাথুরী) মূত্রমার্গ দ্বারা পতিত হয় (চি ১১ অঃ) চূর্ণমাত্রা ৬—৮ আনা।

ভাবপ্রকাশঃ—প্রদরে অলাবু—অলাবু চূর্ণ করিয়া চিনি ও মধুযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রদর শান্তির জন্য এই মোদক সেব্য (মঃ খঃ ৪ ভাগ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—লাউয়ের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়,

উহা মাথাধরার পক্ষে হিতকর। লাউয়ের শাঁস মূত্রকর এবং পিত্তনিবারক। ইহা পুলটিসে ব্যবহৃত হয়। লাউ পাতার রসে চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে যকৃৎ দোষ ও কামলা রোগ আরাম হয় (Drury)। তিক্ত লাউ বিরেচক। প্রবলজ্বরে মাথা বেদনা থাকিলে ও ভুল বকিতে থাকিলে ইহা প্রদত্ত হয় (Watt)। হস্তপদ জ্বালা করিলে পাঞ্জাবের লোক উক্ত জ্বালা নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। তিক্তলাউ জোলাপের কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা পুল্টীসের কাজে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। প্রসূতির যোনিদেশে ক্ষত হইলে তিক্তলাউয়ের পাতা ও লোধ্ ত্বক্ (Simplocos racemosa) সমপরিমাণে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। দন্তে পোকা ধরিলে তিক্ত লাউয়ের চূর্ণ করিয়া দাঁতের গর্ত্তে দিলে পোকা মরিয়া যায়।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়।**

লাউশাঁস—বমনকারক, বিরেচক, হাত পায়ের জ্বালায় ব্যবহৃত হয়।

পাতারকল্ক—চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে কামলা রোগ আরাম হয়।

মন্তব্য :—লাউ বীজের তৈল শিরঃ পীড়ায় বাহ্য প্রয়োগে উপকার হয়। বীজচূর্ণ (৵০—।০ আনা মাত্রায়) শিরঃ পীড়া নাশক, এবং শরীর স্নিগ্ধকারক। প্রবলজ্বরে প্রলাপাদি উপসর্গে মাথার চুল ফেলিয়া দিয়া ইহার শাঁস বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। ইহা পিত্তনাশক, শ্লেষ্মা নাশক এবং প্রস্রাবকারক। বালকদিগের অতিসারে পাতার রস আভ্যন্তর প্রয়োগ করা হয় (V. Vimmagudian, Madras)। চাষকরা লাউ-এর শাঁস কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধের সহযোগী ভেষজরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা কয়েক প্রকার বিষনাশক ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলের বীজ সিদ্ধ করিয়া প্রলেপরূপে প্রয়োগে দূষিত ক্ষতের পক্ষে উপকারী—(G.C. Ganguli—Hospital Asstt)। পাকা ফলের বোঁটার যে অংশ ফলে লাগিয়া থাকে, উহা শুকাইয়া জলে পিষিয়া প্রয়োগে বিষাক্ত পতঙ্গের দংশতজনিত বিষে বিশেষ উপকারী। বিশেষতঃ কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী (Hony. Surgeon. P. Kinsley, Ganjam)। লাউয়ের আঁকড়ীর রস চিনি সহ ব্যবহারে কামলা রোগ উপশম করে। বায়ুনাশক ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Lamk. III. t. 795 ; Wight. III. t. 105 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 446.

Ref.—F.B.I., ii 613 ; Roxb. F.I., iii, 718 ; B.P., i. 519 ; Prain. H. H., 216.
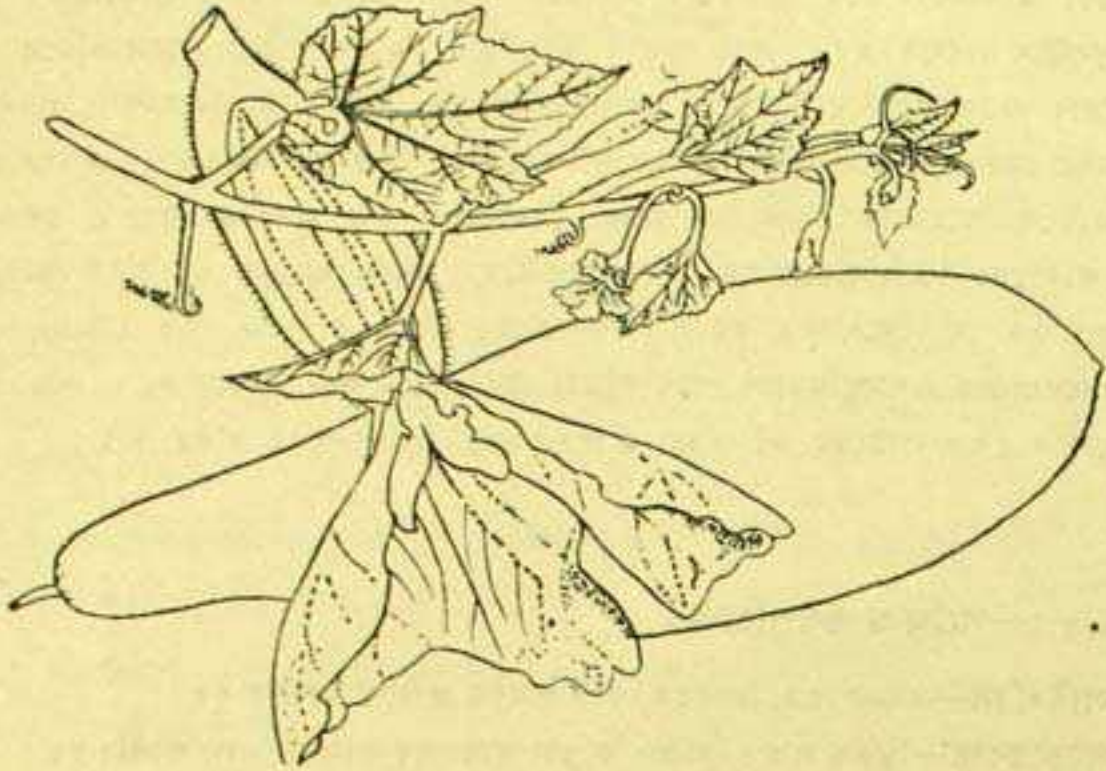
271. Lagenaria vulgaris Seringe. (লাউ)

Genus—LUFFA Cav.

272. L. acutangula. Roxb. (ঝিঙা)

ভাষানুসারী নাম :—ধারাকোশাতকী, ঝিঙ্গক—সংস্কৃত ; ঝিঙা—বাংলা ; তোরাই, ঝিঙা—হিন্দি ; দোড়কা—মহারাষ্ট্র ; ধারবীরে—কর্ণাট ; পিকুন্‌কাই—তামিল ; বুর্‌কাই, ধারকাই, ধারাকোশাতকী, তরোই—তেলেগু।

কোশাতকী স্বাদুফলা সুপুষ্পা কর্কোটকী স্যাদপি-পীতপুষ্পা।
ধারাফলা দীর্ঘফলা সুকোশা ধামার্গবঃ স্যান্নবসংজ্ঞকোঽয়ম্ ॥
ধারাকোশাতকী স্নিগ্ধা মধুরা কফপিত্তনুৎ।
ঈষদ্বাতকরী পথ্যা রুচিকৃদ্বলবীর্য্যদা।

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কোশাতকী, স্বাদুফলা, সুপুষ্পা, কর্কোটকী, পীতপুষ্পা, ধারাফলা, দীর্ঘফলা, সুকোশা, ধামার্গব—এই নয়টি নাম।

গুণপর্যায় :—ধারাকোশাতকী—স্নিগ্ধ, মধুর রস, কফ ও পিত্তনাশক। কিঞ্চিৎ বায়ুকারক, বিরেচক, রুচিকারক, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা, অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, আঁকড়ী ২-৩ ফুট, পত্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি,

প্রায় গোলাকার। পত্রে ৫টা কোণ আছে, কিনারা কর্ত্তিত ও কোমল লোমাবৃত, বোঁটা ২ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ৬ ইঞ্চি, ফুল সাধারণতঃ পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে থাকে; পাপ্‌ড়ি ৫টি, সংযুক্ত! পুংকেশর ৩টি। স্ত্রীপুষ্প পৃথক পৃথক হয়। ইহা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফল ৫-১০ ইঞ্চি, অথবা আরও বড় হয়, ইহাতে ১০টি উঁচু শিরা আছে। বীজ ঘনভাবে অনেক থাকে। দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল বৈকালে ফুটিয়া থাকে। বর্ষা ও শরৎকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ:—বীজ ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—বীজ বিরেচক। ইহা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়। পত্রের রস কুষ্ঠ রোগে হিতকর। টাট্‌কা পত্রের রস বালকদিগের চক্ষে দিলে রাত্রিতে চক্ষু জুড়িয়া যাওয়া বন্ধ হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

বীজ—বমনকারক ও বিরেচক।

টাট্‌কা পাতার রস—চোখে বিন্দু বিন্দু দিলে চোখের পাতার নীচে এবং চোখের তারার পাশে ছোট ছোট দাগ নষ্ট হয়।

পাতার গুঁড়া—প্লীহার প্রদাহ, অর্শ এবং কুষ্ঠ ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Kirtikar & Basu., Ind., Med. Pl., t. 448; Field and Garden Crops, Pt., II., t. 62.

Ref :—F. B. I., ii, 615; Roxb, F. I., iii, 713; B, P., i, 520; Watt., v. Pt. I. 96; Prain H., H., 216.
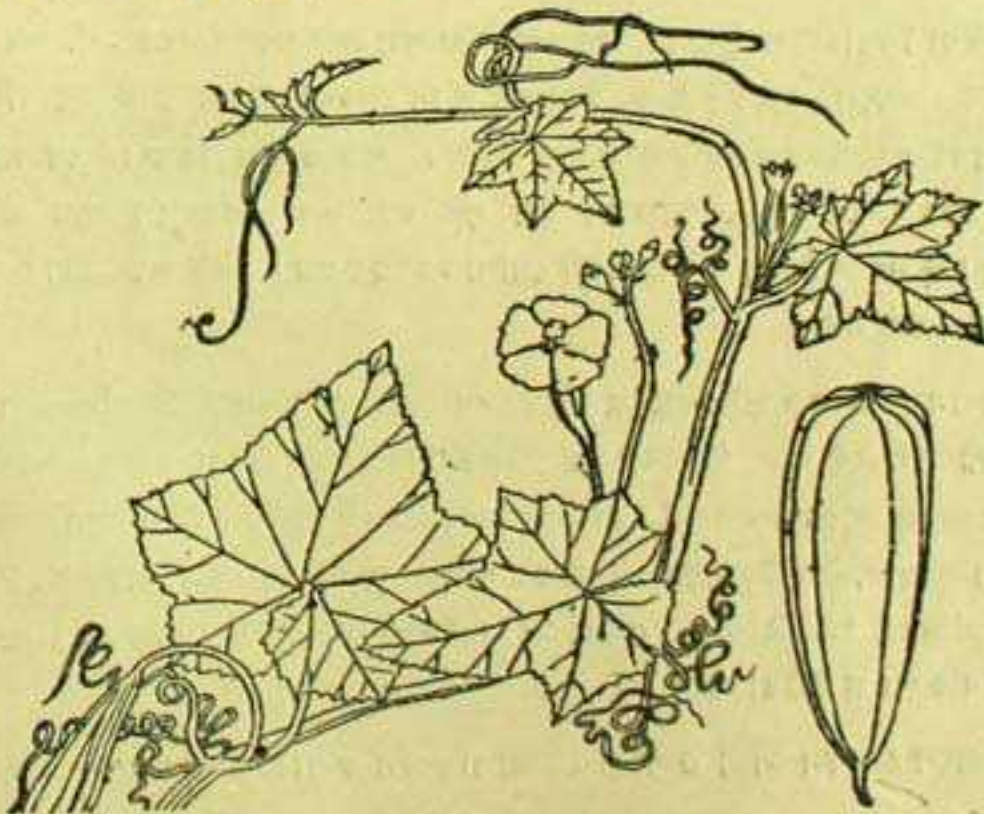
272. Luffa acutangula Roxb. (ঝিঙা)

273. L. amara Roxb. (ঘোষালতা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কোষাতকী—সংস্কৃত ; ঘোষালতা, তিক্ত-ধুন্দুল—বাংলা ; করইতরই, ঝিমনি—হিন্দী ; কডূদীডকী—মহারাষ্ট্র ; কাহীরে—কর্ণাট ; অথাঙ্গ—মালয় ; রামতরাই—বোম্বে ; বীর, উত্তেরণি, ভেম্বিবীরা—তেলেগু ; পেপিরহাম্—তামিল।

> কোষাতকী কৃতচ্ছিদ্রা জালিনী কৃতবেধনা।
> ক্ষ্বেড়া সুতিক্তা ঘন্টালী মৃদঙ্গফলিনী তথা ॥
> কোষাতকী তু শিশিরা কটুকাঽম্লকষায়কা।
> পিত্তবাতকাফঘ্নী চ মলাধ্মানবিশোধিনী ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ কোশাতকী, কৃতচ্ছিদ্রা, জালিনী, কৃতবেধনা, ক্ষ্বেড়া, সুতিক্তা, ঘন্টালী মৃদঙ্গফলিনী—এই আটটি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—কোষাতকী—শীতবীর্য্য, কটুরস, বিপাকে অম্লকষায় রস, পিত্ত, বায়ু ও কফনাশক। মলজনিত পেটফাঁপা নাশক

জন্মস্থান ঃ—ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। হুগলী, বৰ্দ্ধমান, ২৪-পরগণার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা ঃ—ইহা ঝিঙারই সমতুল্য। ফল ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ফলের গায়ে ১০টি লম্বা লম্বা শিরা থাকে। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, ভিতরের শাঁস শ্বেতবর্ণ, শসার ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। বীজ ধূসরবর্ণ এবং উহাতে ছোট কাল দাগ আছে। পত্র ও ফল তিক্ত। ঘোষালতার ফুল শরতের প্রথমে হয়। শীতকালে ফল পুষ্ট হয়, এবং শেষভাগে গাছ মরিয়া যায়। পাকা ফুলের অগ্রভাগ খসিয়া একটি গোলাকর ছিদ্র হয়। এই জন্য ইহার আর একটি নাম—কৃতছিদ্রা।

ঘোষালতা আরও দুইপ্রকারের আছে, যথা—L. echinata Roxb—ইহার ফুল শ্বেত ও পীতবর্ণ, এই লতা উত্তরবঙ্গ ও ত্রিহুতনামক স্থানে দেখা যায়। আর একপ্রকার ঘোষালতা আছে যাহাকে L. graveolens Roxb বলে। ইহার ফল আকারে বড়। ইহা বিহার, ছোটনাগপুর ও উত্তর-পশ্চিম সুন্দরবনে দেখা যায় (B. P., i. 520 ; Prain H. H., 216 ; Voigt, 57)। ইহার লতা বহুদূর বিস্তৃত হয়। কখনও কখনও আবার গাছে উঠিয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ফল, লতা ও পাতা। মাত্রা—ফল ও পাতার কাথ ৫-১০ তোলা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার বীজ জালের মত পর্দায় থাকে বলিয়া

কোষাতোকী বলে। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার অপক্ক ফলের অল্পগরম রস মাথাধরায় ব্যবহার করেন। পক্ক ফলের রস বমনকারক। ইহা তিক্ত, মূত্রকর এবং প্লীহাবৃদ্ধিরোগে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind)। পত্রের রস প্রাণীদিগের ক্ষতরোগে এবং বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ব্যাহ্যিক প্রয়োগ হয়। ফলের শাঁস খাইলে Colocynth-এর ন্যায় ভেদ ও বমন হয়। শুষ্ক ফল গুঁড়া করিয়া কামলা রোগে—নস্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ঘোষালতার শিকড়, অনন্তমূল, জিরা ও চিনি সমপরিমাণ গণোরিয়া রোগে উপকারী।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

গাছ—রেচক, বিরেচক, চর্মরোগ, হাঁপানি প্রভৃতিতে উপকারী। তিক্ত রসায়ন, প্রস্রাব কারক। প্লীহাবৃদ্ধিতে উপকারী।
ফল ও বীজ—বমনকারক ও রেচক।
বীজের গুঁড়া—আমাশয়ে উপকারী।

Fig :—Bot, Mag., t. 1638 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 449.
Ref :—F. B. I., ii, 615 ; Roxb., F. I., iii, 715 ; B. P., i, 520 ; Voigt, S. 57.
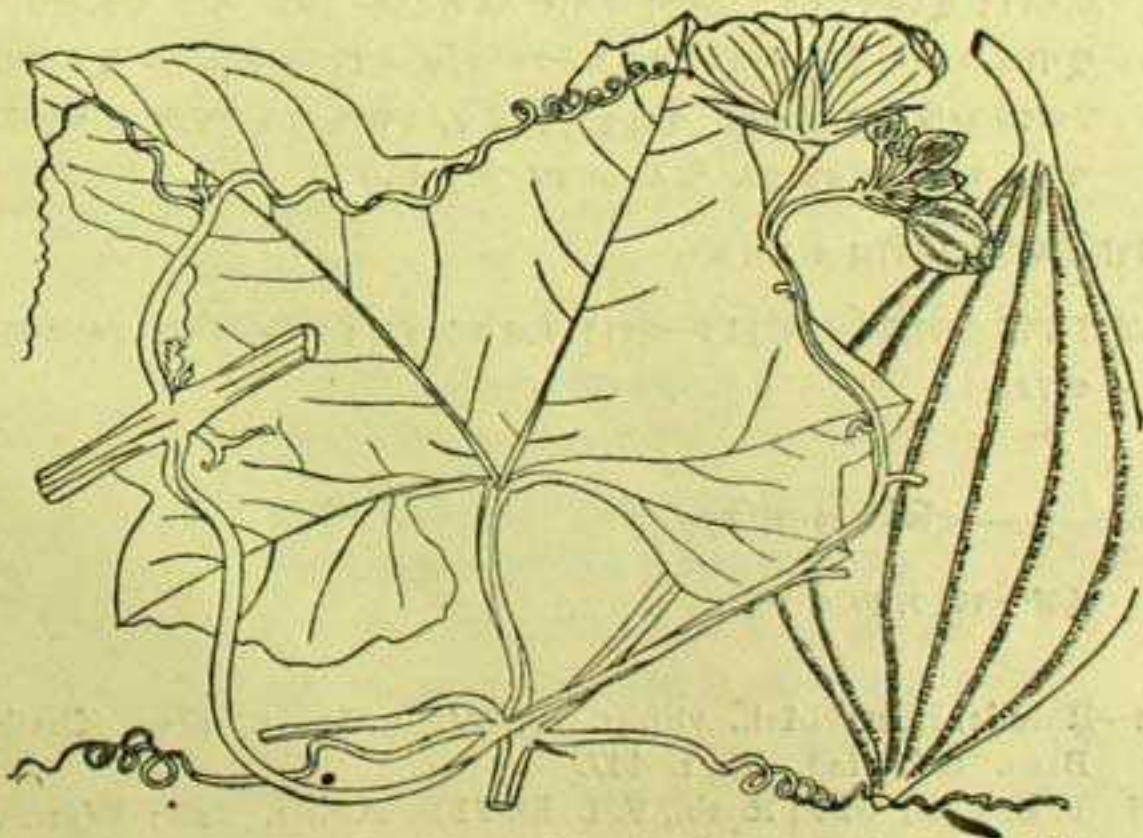
273. L. amara Roxb. (ঘোষালতা)

274. L. aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)

ভাষানুসারী নাম :—হস্তিকোশাতকী—সংস্কৃত ; ধুন্দুল—বাংলা ; ঘিয়াতরাই—হিন্দি ; পারিসদোড়কা—মহারাষ্ট্র ; অরহীরে—কর্ণাট ; গুটীবীর, হুলীবার্ড—তেলেগু ; পিস্থু—তামিল ; টুরিই-পিয়্হু—মালয়।

> হস্তিকোশাতকী স্বল্পা বৃহৎকোশাতকী তথা।
> মহাকোশাতকী বৃত্তা গ্রাম্যকোশাতকী শরাঃ॥
> হস্তিকোশাতকী স্নিগ্ধা মধুরাঽধ্মানবাতকৃৎ।
> বৃষ্যা ক্রিমিকরী চৈব ব্রণসংরোপণী চ সা॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—হস্তিকোশাতকী, স্বল্পা, বৃহৎকোশাতকী, মহাকোশাতকী ; বৃত্তা, গ্রাম্য-কোশাতকী ও শরা—এই সাতটী নাম।

গুণ-পর্য্যায় :—হস্তিকোশাতকী—স্নিগ্ধ, মধুর রস, পেটফাঁপা ও বায়ু কারক। বলকারক, ক্রিমিকারক এবং ব্রণসংরোপন কারক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়।

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ, পত্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি, ইহাতে ৫টী কোণ আছে, দাঁতযুক্ত। পুং পুষ্পের বোঁটা ৬ ইঞ্চি, লম্বা। উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট লতা। পাপড়ি ৫টি, ½ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ ; পুংকেশর ৫টি ; স্ত্রীপুষ্প আলাদা থাকে, যেমন ঝিঙা লাউ প্রভৃতিতে থাকে। পুষ্পদণ্ড ১—৩ ইঞ্চি লম্বা। ফল ৫—১০ ইঞ্চি লম্বা, কখনও এক হস্ত লম্বা হয়। উহাতে ১০টি শিরা থাকে। বীজ ⅓—½ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ, অল্প পক্ষযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হইতে আরম্ভ হয়, শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ ও ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ বমনকারক। ইহা হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—বমনকারক ও বিরেচক।

Fig—Rheede, Hort, Mal., viii. t. 8 ; Wight, Ic., t. 499 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 447.

Ref—F. B. I. ii, 614 ; Roxb., F. I., iii, 712 ; B.P., i. 520' ; Watt. v, Pt. I: 96 ; Prain ; H. H., 216
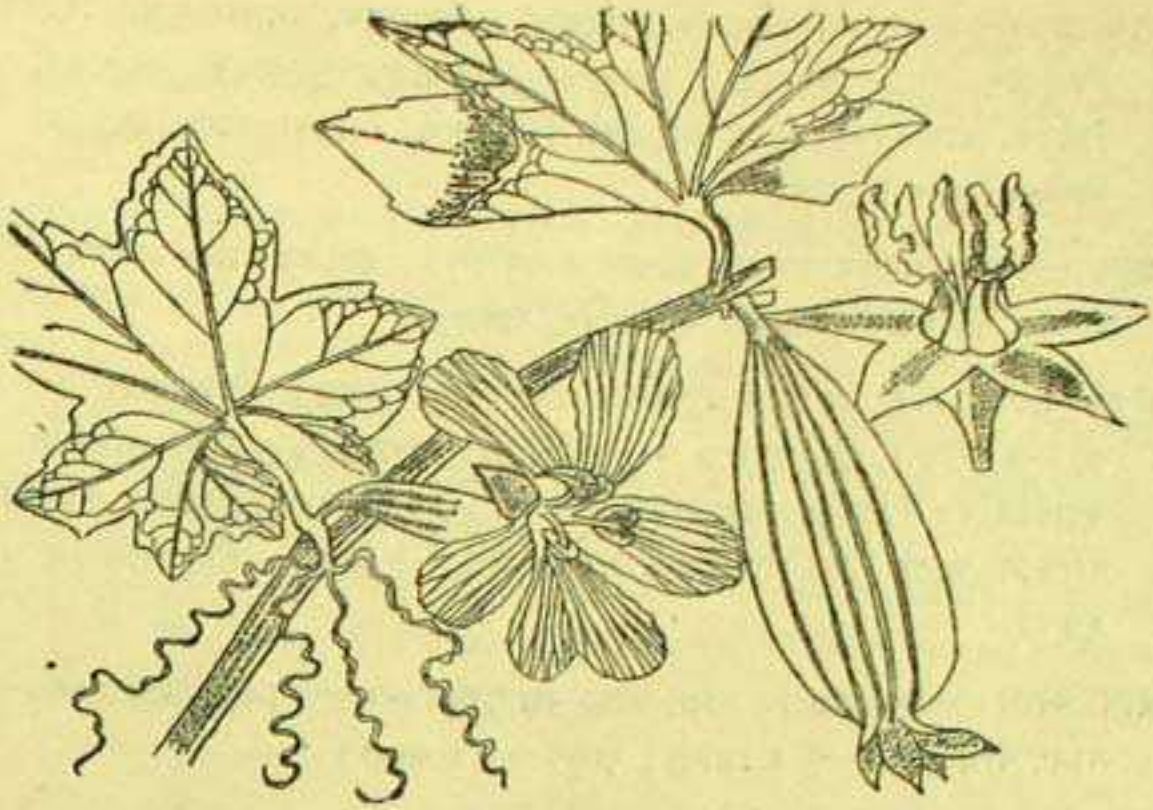
274. L. aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)

Genns—BENINCASA. Savi

275. B. cerifera Savi. (ছাঁচিকুমড়া)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কুষ্মাণ্ড—সংস্কৃত ; ছাঁচিকুমড়া, বালিকুমড়া—বাংলা ; কুহড়া, কুম্ভড়া, পেটা, ভুটুয়া—হিন্দী , কোহলেম্—মহারাষ্ট্র ; কখারু, পানিকখারু—উড়িয়া ; ভুরুং, কোহ্লং—গুজরাট ; পুথাশি, কুমুলি—তামিল ; গুম্পাড়ি, বুদিদি—তেলেগু ;

কর্কোটিকা তু কুষ্মাণ্ডী কুম্ভাণ্ডী তু বৃহৎফলা।
সুফলা স্যাৎ কুম্ভফলা নাগপুষ্পফলা মুনিঃ ॥
মূত্রাঘাতহরং প্রমেহশমনং কৃচ্ছ্রাশ্মরীচ্ছেদনং।
বিণ্মূত্রগ্রপনং তৃষার্ত্তিশমনং জীর্ণাঙ্গপুষ্টিপ্রদম্ ॥
বৃষ্যং স্বাদুতরং স্বরোচকহরং বল্যং চ পিত্তাপহং।
কুষ্মাণ্ডং প্রবরং বদন্তি ভিষজো বল্লীফলানাং পুনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—কর্কোটিকা, কুষ্মাণ্ডী, কুম্ভাণ্ডী বৃহত্ফলা, সুফলা, কুম্ভফলা, নাগপুষ্পফলা, মুনি,—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কুষ্মাণ্ড—মূত্রাঘাতনাশক, (মূত্ররোধ) প্রমেহনাশক, অসাধ্যপাথুরী ছেদনকারী, বিন্দু বিন্দু প্রস্রাবে উপকারী ; তৃষ্ণানাশক, জীর্ণঅঙ্গের পুষ্টিকারক, বলকারক, অতি মিষ্টরস, অরোচকনাশক, বৃষ্য এবং শ্রেষ্ঠ পিত্তনাশক, বৈদ্যেরা বলেন যে, ইহা ফিতা ক্রিমিতে বিশেষ উপকারী

জন্মস্থান :—ইহার আদিম বাসস্থান জাপান ও যবদ্বীপ। ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর।

বর্ণনা :—আরোহী লতা, ডাঁটায় ও পাতায় সাদা লোম আছে। পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি, বৃন্ত ৩-৪ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ৩-৪ ইঞ্চি, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস সরু। করাতের মত দাঁতযুক্ত। ফুল হরিদ্রাবর্ণ। ফল ১-১½ ফুট লম্বা, গোলাকার ও লোমযুক্ত। পাকিলে ফলের গায়ে সাদা দাগ হয়। বীজ ½-⅔ ইঞ্চি। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল, লতা। মাত্রা—শুষ্ক ফল শস্যচূর্ণ—৪-৮ আনা ; ফলশস্য ক্ষার—২-৪ আনা, বীজশস্যকল্ক—২-৫ তোলা ; মূলচূর্ণ—২-৪ আনা।

বৈদ্যকে কুষ্মাণ্ডের ব্যবহার।

চক্রদত্ত (১) :—**মদনকোদ্রভক্ষণ জন্য মত্ততায়** কুষ্মাণ্ডরস—কোদ্রবান্ন ও মদনফল (পক্ব মদনফল বালকে খায়, অল্প মাত্রায় ইহা অনিষ্টকারী নহে। মদনবীজ বামক) অতিমাত্রায় ভোজন করিলে যে মত্ততা জন্মে তৎপ্রতীকারার্থ কুষ্মাণ্ডরস গুড়ের সহিত সেব্য (মদাত্যয় চিঃ)। (২) **উন্মাদে** কুষ্মাণ্ড রস—পুরাতন কুমড়ার রস কুড়চূর্ণ ও মধুযোগে পান করিবে। ইহা উন্মাদ রোগের পক্ষে সিদ্ধ ঔষধ (উন্মাদ চিঃ)। (৩) **অশ্মরীরোগে** কুষ্মা রস—পুরাতন গুড় ও যবক্ষারযোগে কুষ্মাণ্ডরস পান করিবে। ইহা সেবনে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। ইহা শর্করা ও অশ্মরীরোগেও হিতকর (অশ্মরী চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) **শ্বাসে** কুষ্মাণ্ডশিফা—ঈষদুষ্ণ জলের সহিত কুষ্মাণ্ডমূলচূর্ণ পান করিলে শ্বাস নিবৃত্তি পায় (শ্বাস চিঃ) (২) **মূত্ররোধে** কুষ্মাণ্ডবীজ—বস্তিদেশে কুষ্মাণ্ডবীজের প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয় (ব্যাতব্যাধি চিঃ)। (৩) **শূলে** কুষ্মাণ্ডক্ষার—সুপক্ব কুষ্মাণ্ডের শস্য অতি পাৎলা ও ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া, সরা ঢাকা দিয়া, সন্ধিস্থান গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকা ও বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে রোধ করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর জ্বালে চড়াইয়া, যাবৎ দৃঢ় অঙ্গারে পরিণত না হয়, তাবৎ জ্বাল দিতে হইবে। যাহাতে একেবারে ভস্ম না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চুল্লী হইতে এইরূপ অবস্থায় পাত্রে নামাইয়া, স্বাঙ্গশীত হইলে (স্বয়ং শীতল হইলে) ঢাকা

সরা খুলিয়া, তন্মধ্যস্থ দগ্ধ অঙ্গার গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ৩ আনা মাত্রায় লইয়া কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মহা শূলাক্রান্ত রোগী পান করিবে।

বঙ্গসেন ঃ—পরিণামশূলে উপরোক্ত কুষ্মাণ্ডক্ষর ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ছাঁচিকুমড়া স্নিগ্ধকর, বলকারক, পুষ্টিকর, মূত্রকর ও রক্ত উৎকাসের মহৌষধ। ফলের টাট্‌কারস সেবন করিলে ও ফলের একটু টুকরা কপালে দিলে আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। আয়ুর্ব্বেদ্ মতে ইহা অপস্মার (eyilepsy) ও অপানেয় স্নায়বিক মহৌষধ। ইহার টাট্‌কারস চিনির সহিত পান করিলে স্নায়বিক রোগ আরাম হয় (W. C. Dutt)।

কুমড়া বীজ ক্রিমিনাশক। বীজের তৈল ½ আউন্স পরিমাণ একবার কিম্বা দুইবার ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে Tacnia আরাম হয় (Ind. pharm); টাট্‌কারস এক ঝিনুক পরিমাণ সেবন করিলে নূতন ক্ষয়কাস রোগে উপকার পাওয়া যায় (Sur. Sakharam Arjun).

রক্ষিত কুষ্মাণ্ড অর্শ, অজীর্ণ ও রক্তপিত্তনাশক। পক্ব ফলের রস বিরেচক এবং পারদাক্রান্ত শরীরের পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর। রক্ষিত কুমড়া ক্ষয় রোগের পরিপোষক (Dutt) এবং প্রমেহ রোগে ব্যবহার করিলে কৃতকার্য্যতার সহিত আরোগ্য হয় (Watt)।

অর্দ্ধপোয়া কুমড়ার রসে অর্দ্ধসের ওজনের কুঁড়া পেষণ করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে বহুমূত্র আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

ফল—বিরেচক, স্রাবকারক, রসায়ন, কামোদ্দীপক, উত্তাপনাশক, অর্শেরপক্ষে বিশেষ হিতকর এবং আভ্যন্তরিন যে কোন যন্ত্র হইতে রক্তপাতে বিশেষ উপকারী।

ফলের রস—উন্মাদ, অপস্মার এবং ধাতুদৌর্বল্যে উপকারী।

বীজ—ক্রিমিনাশক।

বীজের তৈল—ক্রিমিনাশক।

Fig :—Rheede, Hort. Mal., viii., t, 3 ; Kirtikar. & Baus . Ind. Mal,. Pl., t. 451 ;

Ref :—F. B. I., ii, 616 ; Roxb. F. I., iii, 718 ; B.P. i. 521 ; Prain. H. H., 216,
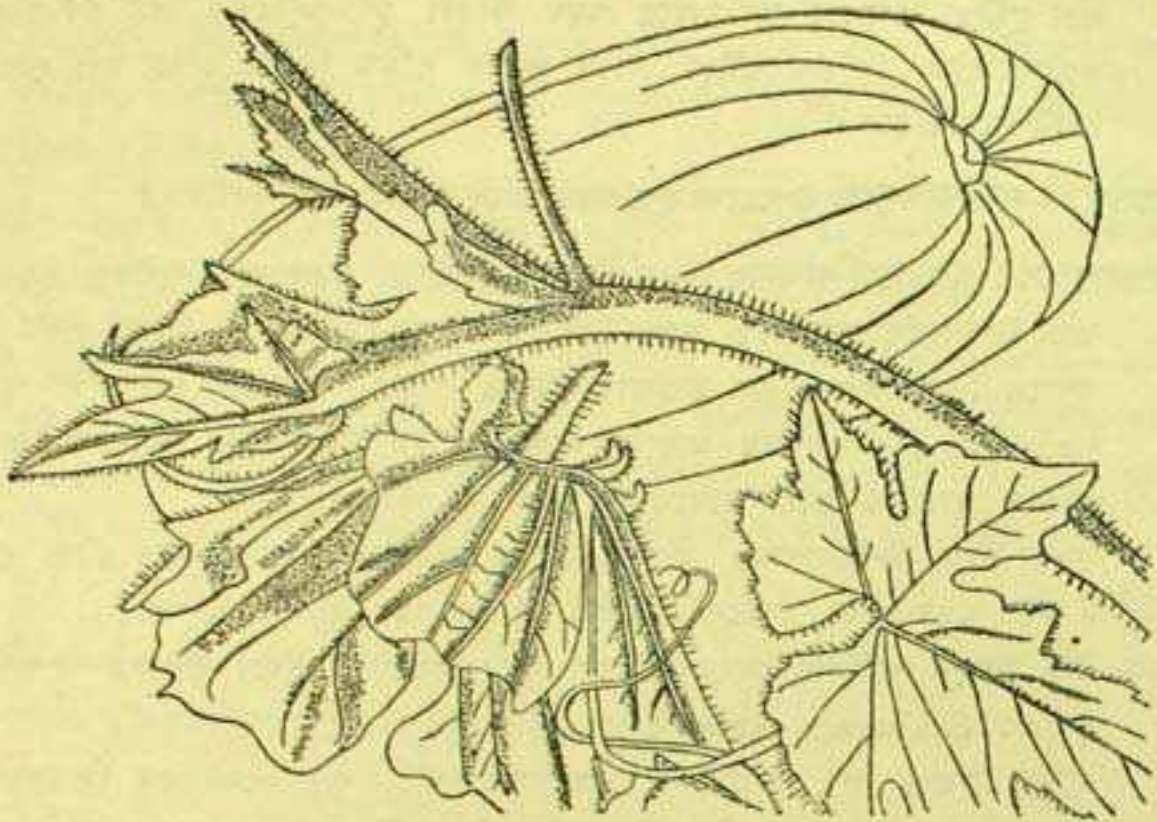
275. Benincasa cerifera Savi. (ছাঁচিকুমড়া)

Genus—BRYONOPSIS.

BRYONIA Linn.

276. B. laciniosa (Linn). Naud. (মালা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—লিঙ্গিনী, বহুপত্রা—সংস্কৃত ; মালা—বাংলা ; গরগুনারু—হিন্দি ; লিঙ্গাদোন্দা—তেলেগু ; কাওয়ালি-চি-ভোল—বোম্বে ; নিহোকম্—মালয়।

লিঙ্গিনী বহুপত্রা স্বাদীশ্বরী শৈবমল্লিকা।
স্বয়ম্ভুলিঙ্গসম্ভূতা লিঙ্গী চিত্রকলাহ্বয়া॥
পণ্ডোলী লিঙ্গজা দেবী চণ্ডাপস্তম্ভিনী তথা।
শিবজা শিববল্লী চ বিজ্ঞেয়া ষোড়শাহ্বয়া॥
লিঙ্গিনী কটুরুষ্ণা চ দুর্গন্ধা চ রসায়নী।
সর্ব্বসিদ্ধিকরী দিব্যা বশ্যা রসনিয়ামিনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—লিঙ্গিনী বহুপত্রা, ঈশ্বরী, শৈবমল্লিকা, স্বয়ম্ভূ, লিঙ্গসম্ভূতা, লিঙ্গী চিত্রফলা, অমৃতা, পণ্ডোলী, লিঙ্গজা, দেবী, চণ্ডাপ, শুম্ভিনী, শিবজা, শিববল্লী—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—লিঙ্গিনী কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, দুর্গন্ধযুক্ত, রসায়ন, সর্বসিদ্ধিকারী, দিব্য, বশকারী ও রসের নিয়ামক।

জন্মস্থান :—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতের সর্বত্র জন্মে। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে জঙ্গলের কিনারায় জন্মে, তবে সচরাচর দেখা যায় না।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী আরোহী লতা, কখন কখন অধিক দিন থাকে। লতায় দুইভাগে বিভক্ত আঁকড়ী আছে। শিকড় স্থূল ও আলুর মত। কাণ্ড অতিশয় নরম ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। প্রশাখাগুলি লম্বা। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি। কিনারা করাতের ন্যায়। উপবিভাগ খস্‌খসে। বৃন্ত ১-২½ ইঞ্চি। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, ছোট গুচ্ছে ৬।৭টি থাকে, পত্রের গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়। পুংপুষ্পের বোঁটা ১ ইঞ্চি অপেক্ষা কম; সূক্ষ্মলোমযুক্ত, স্ত্রীপুষ্প আরও ছোট। ফুলের পাপ্‌ড়ি ৫টি। ফল ঈষৎ গোলাকার, ব্যাস ½ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ। ইহাতে শ্বেতবর্ণ দাগ আছে। ফলের অগ্রভাগে পিয়ারার ন্যায় শুষ্ক ফুল লাগিয়া থাকে। এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—গাছে ফল ধরিলে উহা সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা তিক্ত, মৃদু বিরেচক এবং বলকারক (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—তিক্ত, কোষ্ঠবদ্ধতানাশক, রসায়ন, যকৃৎদোষ এবং পাকাশয়ে বায়ুসহ জ্বরে উপকারী।

পাতা—প্রদাহে উপকারী।

Fig.—Wight. Ic., t. 500 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 464.

Ref.—F. B. I., ii. 622 ; Roxb., F. I., iii. 728 ; B. P., i. 526 ; Prain. H. H., 218 ; . Voigt. H. S., 55 ; আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে Bryonopsis laciniosa Naud বলা বিধেয়।
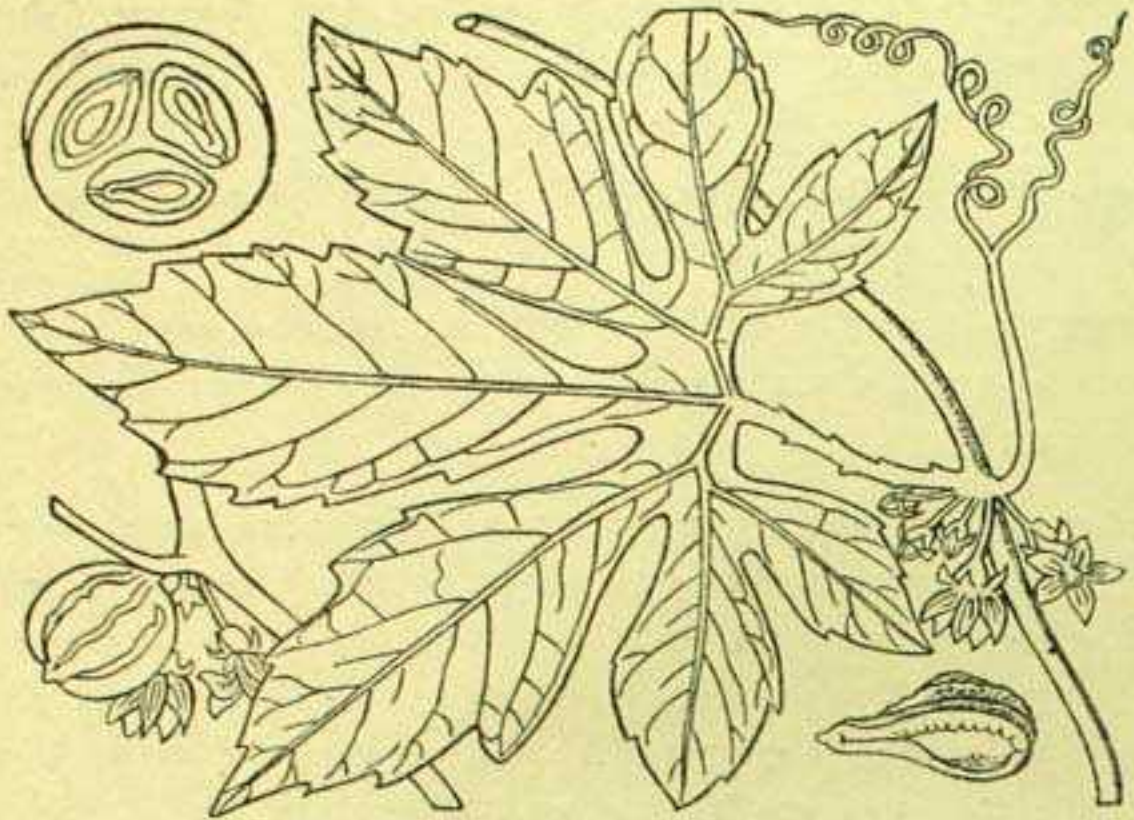
276. B. laciniosa Naud. (মালা)

Genus—COCCINIA
CEPHALANDRA—Schrad.

277. C. indica Naud. (তেলাকুচা)

C. cordifolia (Linn.) Cogn.

ভাষানুসারীনাম ঃ— বিম্বী, বিম্বিকা—সংস্কৃত ; তেলাকুচা—বাংলা ; বিম্ব কন্দুরী—হিন্দি, কডু তোণ্ডলী—মহারাষ্ট্র ; কড়বী ঘোলী—গুজরাট ; তীতকুন্দরা—কর্ণাট ; তেণ্ডলি—বোম্বে ; কোভাই—তামিল ; দোণ্ডা—তেলেগু ।

অথ ভবতি মধুরবিম্বী মধুবিম্বী স্বাদুতু (বি) ম্বিকা তুণ্ডী ।
রক্তফলা রুচিরফলা সোষ্ণফলা পীলুপর্ণী চ ॥
বিম্বী তু মধুরা শীতা পিত্তশ্বাসকফাপহা ।
অস্রগ্ জ্বরহরা রম্যা কাসজিদ্ গৃহবিম্বিকা ॥

রাজনিঘণ্টু ঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় ঃ—মধুরবিম্বী, মধুবিম্বী, স্বাদুবিম্বিকা, তুণ্ডী, রক্তফলা, রুচিরফলা, উষ্ণফলা, পীলুপর্ণী—এইগুলি নাম ।

গুণপর্য্যায় ঃ—বিম্বী—মধুর রস, শীতবীর্য্য পিত্ত, শ্বাস ও কফনাশক, রক্তদোষ এবং জ্বর, ও কাস নাশক।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশের সর্বত্র জন্মে। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের কিনারায় ও বাগানের বেড়ায় দেখা যায়, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা, আঁক্‌ড়ী আছে, গাছে জড়াইয়া উঠে। পত্রের ব্যাস ৪ ইঞ্চি। ৫টী কোণ আছে, দাঁতযুক্ত, বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি। স্ত্রী পুষ্পদণ্ড প্রায় $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। স্ত্রীকেশর লম্বা, পুংকেশর ৩টি থাকে। সুপক্ক ফল উজ্জল লালবর্ণ, লম্বাকৃতি, মসৃণ, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{1}{2}$-১ ইঞ্চি চওড়া। ফলে শাঁস হয়, বীজ অনেক থাকে। শীতকাল ব্যতীত বৎসরের প্রায় সকল ঋতুতেই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল, পত্রের রস। মাত্রা—মূল ও পাতার রস ১-২ তোলা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—দেশীয় কবিরাজেরা ইহার শিকড়ের সহিত অপরাপর ধাতু ঘটিত ঔষধ বহুমূত্র রোগে প্রয়োগে করে (W.C. Dutt)। কঙ্কন দেশে তেলাকুচার শিকড়ের গুঁড়া ও পাতার রস জ্বরে ঘর্ম উৎপাদনের জন্য সমস্ত দেহে প্রলেপ দেয়। কাঁচা ফল চর্ব্বণ করিলে জিহ্বার ঘা আরাম হয় (Dymock)। শুষ্ক শিকড়ের ছাল প্রত্যেকবারে ৩০ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিলে দারুণ সর্দি আরাম হয়। তেলাকুচার পত্র ঘৃতে ভাজিয়া ঘায়ে প্রয়োগ করে।

কোন স্থানে ফোড়া উঠিলে ইহার পত্র ফোড়ায় বসাইয়া দিলে ফোড়া আরাম হয়। তেলাকুচার রস গণোরিয়া রোগে হিতকর। ইহা কফ, পাণ্ডু, শোথ, শ্বাস ও কাসনাশক। ফল বাতনাশক।

একপ্রকার তেলাকুচা আছে উহাকে বাঙ্গালায় কুন্দুরুকী বলে। তেলাকুচা তিক্ত, কুঁন্দুরুকী মিষ্ট। ইহা রক্তপিত্ত ও শোথ নাশক এবং মলমূত্র শোধক। Moodean-Sheriff বলেন যে দাক্ষিণাত্যে Caper root এর স্থলে ইহার শিকড় বিক্রয় হয়। Ainslie বলেন দক্ষিণভারতে ইহার পাতার রস কোন জন্তুতে কামড়াইলে প্রয়োগ হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

পাত ও মূলের রস—বহুমূত্রে ব্যবহৃত হয়।

পাতা—চর্ম্মের প্রদাহে বাহ্যতঃ ব্যবহৃত হয়।

গাছ—গণোরিয়ায় আভ্যন্তরিন প্রয়োগ বিধি আছে।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 14 ; Hook., Ic., Pl., t. 138 ; Wight, Ill., t. 105 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 462 A.

Ref—F. B. I., ii, 621 ; Roxb., F, I., iii. 708 ; Watt, ii, Pt, I. 252 ; B. P., i. 528 ; Prain, H., H. 217.
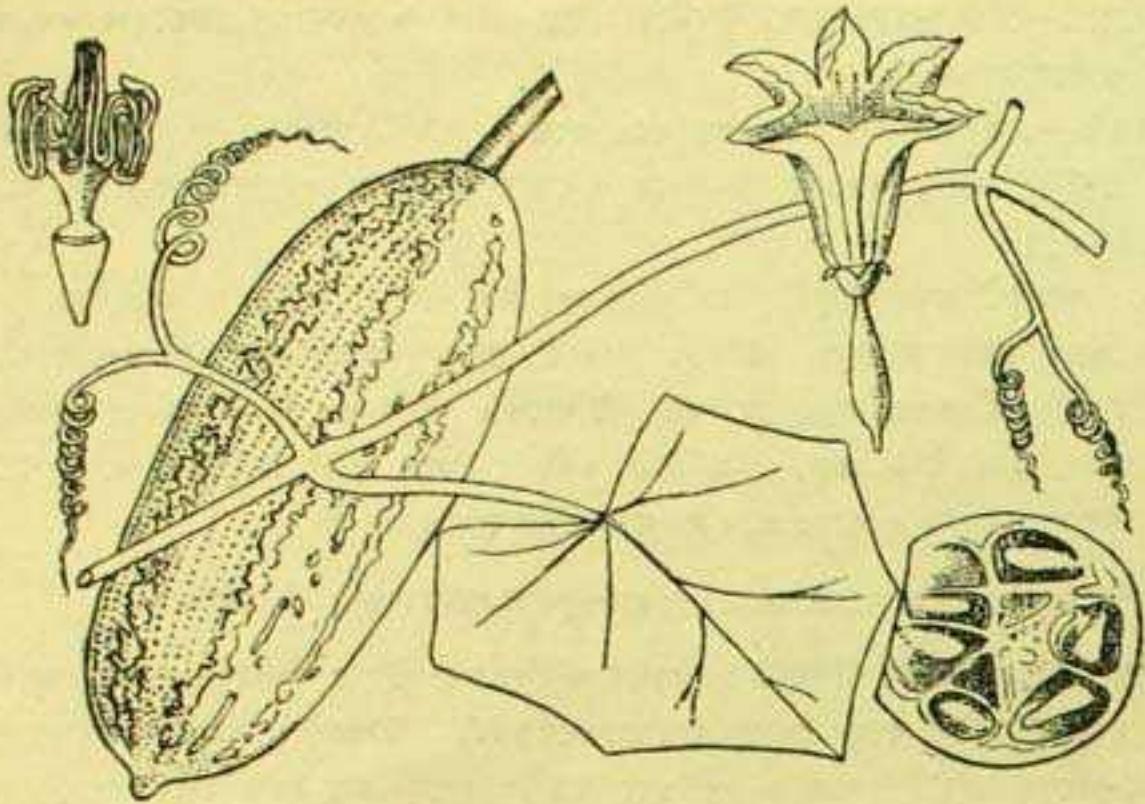
277. C. indica Naud. (তেলাকুচা)

Genus—CITRULLUS. Neck.

278. C. Colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুণী, রাখালশসা)

ভাষানুসারী নাম :—ইন্দ্রবারুণী—সংস্কৃত ; রাখালশসা—বাংলা ; ছোটী ইন্দ্রায়ণ—হিন্দি ; ইন্দ্রবারুণী—মহারাষ্ট্র ; পেইকুম্-মুট্টি—মালয় ; পেট্টাউম্-মুট্টি—তামিল ; ইতি-পুক্-কা—তেলেগু।

ঐন্দ্রীন্দ্রবারুণ্যরুণা মৃগাদনী
গবাদনী ক্ষুদ্রসহেন্দ্রচির্ভিটা।
সূর্য্যা বিষঘ্নী গুণকর্ণিকাময়া
মাতা সুবর্ণা সুফলা চ তারকা ॥
বৃষভাক্ষী গবাক্ষী চ পীতপুষ্পীন্দ্রবল্লরী।
হেমপুষ্পী ক্ষুদ্রফলা বারুণী বালকপ্রিয়া ॥
ক্ষেত্রৈর্বারুর্বিষলতা শক্রবল্লী বিষাপহা।
অমৃতাবিষবল্লী চ জ্ঞেয়োনত্রিংশদাহ্বয়া ॥

ইন্দ্রবারুণিকা তিক্তা কটুঃশীতা চ রেচনী।
গুল্মপিত্তোদরশ্লেষ্ম-ক্রিমিকুষ্ঠজ্বরাপহা।

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায়ঃ—ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, অরুণা, মৃগাদনী, গবাদনী, ক্ষুদ্রসহা, ইন্দ্রচির্ভিটা, সূর্য্যা, বিষঘ্নী, গুণকর্ণিকা, অমরা, মাতা সুবর্ণা, সুফলা, তারকা, বৃষভাক্ষী, গবাক্ষী, পীতপুষ্পী, ইন্দ্রবল্লরী, হেমপুষ্পী, ক্ষুদ্রফলা, বারুণী, বালকপ্রিয়া, রক্তের্বারু, বিষলতা, শক্রবল্লী, বিষাপহা, অমৃতা, বিষবল্লী—এই উন্ত্রিশটী নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—ইন্দ্রবারুণী—তিক্তরস, বিপাকে কটুরস, শীতবীর্য্য, বিরেচক, গুল্ম, পিত্ত, উদরী, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশক।

জন্মস্থানঃ—ভারতের সকল স্থানে জন্মে, দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কোর নামকস্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বনের কিনারায় ও রাস্তার ধারে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বর্দ্ধমান জেলার স্থানে স্থানে পতিত জমিতে দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—ইহা বনজলতা, গাছের ডাঁটা ও পাতা লোমযুক্ত। পত্র তরমুজ পত্রের ন্যায় খণ্ডিত, ২-২½ ইঞ্চি এবং বোঁটা ১ ইঞ্চি। পত্রবৃন্তের নিকট হইতে ফল ও আঁক্‌শী বাহির হয়। ফুলের আকৃতি ঘণ্টার মত; উপরিভাগ ৫ অংশে বিভক্ত। ফুলের পাপ্‌ড়ি ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ফিকে পীতবর্ণ; গর্ভাশয়ে লোম আছে। ফল মসৃণ, সবুজ এবং শ্বেতবর্ণ। বীজ ⅙—⅕ ইঞ্চি। ফল গোলাকার, ব্যাস ২½—৩ ইঞ্চি। ফল দেখিতে তরমুজের ন্যায়, আকারে একটু ক্ষুদ্র। কাঁচা ফলের গায়ে ডোরা আছে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—ফল ও শিকড়। স্বরস, ১-২ তোলা; মূলচূর্ণ ৭-৮ আনা।

বৈদ্যকে ইন্দ্রবারুণীর ব্যবহার।

সুশ্রুতঃ—কামলারোগে ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূলের রস গুড়ের সহিত সেব্য। বিরেচক বলিয়া ইহা কামলারোগে হিতকর (উঃ ৪৪ অঃ)।

চক্রদত্তঃ—(১) **বৃদ্ধিরোগে** ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূলের রস এরণ্ডতৈল সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক গোদুগ্ধের সহিত তিনদিন সেবন করিলে সকল প্রকার বৃদ্ধি নিবৃত্তি পায় (বৃদ্ধি চিঃ)। (২) **গণ্ডমালায়** ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূল, গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে ঘোর গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালা চিঃ)। (৩) **অন্তঃশল্য নির্হরণার্থ** ইন্দ্রবারুণী—অন্তঃশল্য নির্হরণ অর্থাৎ শরীরের কোন স্থানে যদি কাঁকর, কাঁটা কি অন্য কোন বস্তু

বিদ্ধ থাকে তবে তাহা বাহির করিবার জন্য, ইন্দ্রবারুণীর মূল পেষণ পূর্বক সেই শল্যাবিদ্ধস্থানে প্রলেপ দিবে (ব্রণশোথ চিঃ)। (৪) **উন্মাদে** ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর পাকা ফল গোমূত্রে পেষণ পূর্বক নস্য করিলে ব্রহ্মরাক্ষসগৃহীত উন্মাদ জয় করা যায় (উন্মাদ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—সন্ধিবাতে ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীমূল কিঞ্চিৎ পিপুল ও গুড় সহ পেষণ পূর্বক সেব্য। ইহা সন্ধিবাতে হিতকর (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় প্রস্রাবের রোগ ও বাতে হিতকর। ভারতবর্ষে ইহার শিকড় কিম্বা ফল Nux Vomica (কুচিলার) সহিত মিশাইয়া ফোড়ায় প্রলেপ দেয় ও পুলটিস্ স্বরূপ ব্যবহার করে। ইহার শিকড়ের প্রলেপ বালকদিগের প্লীহা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে Harzl বলেন ; তাঁহাদের মতে ইহা অতিশয় বিরেচক ও শ্লেষ্মা রোগের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। শোথ, বৃদ্ধি, কামলা, ও শ্লীপদ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইহা বেশ হিতকর ও কার্য্যকরী ঔষধ। জরায়ুর উপর ইহার কার্য্য অধিক, ইহার স্বেদ প্রদান করিলে ঋতুস্রাব আনয়ন করে। ইন্দ্রবারুণীর বীজ বিরেচক ; বীজের তেল ব্যবহার করিলে চুল পাকে না। ইহার শিকড়ের পুলটিস্ দিলে স্ত্রীলোকদিগের ঠুনকো আরাম হয়।

কবিরাজী জ্বরঘ্ন বটিকা ইন্দ্রবারুণী শিকড় যোগে প্রস্তুত হয়। পারদ ১ ভাগ ইহার শাঁস, এলাচ, পিপুল, হরিতকী, আকরকরামূল (Pellitory root) প্রত্যেক ৪ ভাগ —এইগুলি ইহার রসে বাটিয়া ২০ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা টাট্‌কা গুলঞ্চের রসের সহিত মিশাইয়া পান করিলে পেটের পীড়া ও জ্বর আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল ও বীজ—বিরেচক।
মূল—বিরেচক, অম্লরোগ, কামলা, মূত্রাশয়ের রোগ এবং বাতে উপকারী।
ফল ও মূল—সর্পবিষের প্রতিষেধক।

Fig—Wight, Ic., t, 498 ; Bentl & Trim, 114 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 460.
Ref—F. B. I., 620; Dymock, ii 59; Roxb., F. I., iii, 719
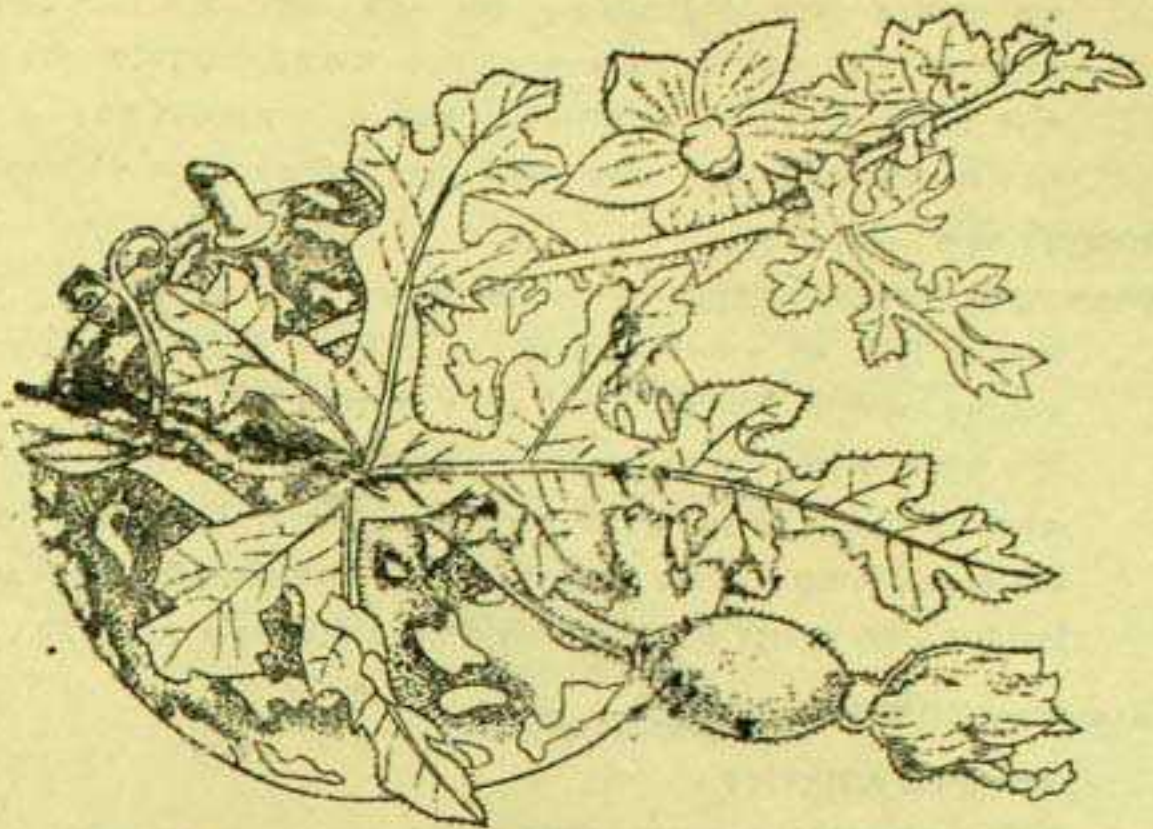
278. Citrullus colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুণী রাখালশসা)

279. C. Vulgaris Schrad. (তরমুজ)

ভাষানুসারী নাম :—কলিঙ্গ—সংস্কৃত ; তরমুজ—বাংলা ; তরমুজ—হিন্দি ; কলিঙ্গ—মহারাষ্ট্র ; কৌণ্ডে—কর্ণাট ; পিট্‌কা—তামিল।

মাংসলফলঃ কলিঙ্গশ্চিত্রফলশ্চিত্রবল্লিকশ্চিত্রঃ।
মধুরফলো বৃত্তফলো ঘৃণাকলো মাংসলো নবধা।
কলিঙ্গো মধুরঃ শীতঃ পিত্তদাহশ্রমাপহঃ।
বৃষ্যঃ সন্তর্পণো বল্যো বীর্য্যপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—মাংসলফল, কলিঙ্গ, চিত্রফল, চিত্রবল্লিক, চিত্র, মধুরফল, বৃত্তফল, ঘৃণাফল এবং মাংসল—এই নয়টী নাম।

গুণপর্য্যায় :—কলিঙ্গ—মধুররস, শীতবীর্য্য, পিত্ত, দাহ, ও শ্রমনাশক। বৃষ্য, সন্তর্পণ, বলকারক, বীর্য্য ও পুষ্টি বর্দ্ধক।

জন্মস্থান :—সমগ্রভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ, ক্ষেত্রে লতাইয়া বৃদ্ধি পায়। লতা শিরাযুক্ত ; আঁকড়ী শক্ত এবং নরম লোমাবৃত। বোঁটা ২ ইঞ্চি। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা। ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। হস্তাঙ্গুলিবৎ

পত্র গোড়ার দিকে হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুল এক একটী জন্মে। পুংকেশর ৩টী। স্ত্রীপুষ্প গর্ভাশয়ের সহিত মিলিত ও গোলাকার। ফল বড়, গোলাকার, গাঢ় সবুজবর্ণ। শাঁস শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ পীত ও লালবর্ণ। কখন বা গাঢ় লালবর্ণ হয়। বীজ চেপ্টা, সবগুলি সমান নহে। লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণের হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ, ফল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ স্নিগ্ধকর, মূত্রকর ও শক্তিবর্দ্ধক। ইহার রস জিরা ও চিনি সহ খাইলে শরীর স্নিগ্ধ হয় ও পিপাসা নিবারিত হয় (Dymock)। তরমুজের রস সান্নিপাতিক (Typhus) জ্বরের প্রতিষেধক।

তিক্ত তরমুজকে সিন্ধুদেশে Kirbut বলে। ইহা বিরেচক (Watt)। তরমুজের আর এক জাতি আছে। উহাকে C. fistulosus Steeks বলে। ইহার ডাঁটা মোটা। পত্র কয়েক অংশে বিভক্ত। ইহার শক্ত লোম আছে। ইংরাজীতে উহাকে Water-melon বলে। ইহা পাঞ্জাবে জন্মে, তথায় এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসে চাষ হয় (Watt)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—স্নিগ্ধ, প্রস্রাবকারক।

বীজ—স্নিগ্ধ, বাজীকরণ, রসায়ন, প্রস্রাবকারক।

Fig—Hook, Kew, Journ. Bot., iii, t. 3 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., t. 461.

Ref—F.B. I.,ii, 621 ; Roxb,, F.I., iii, 719 ; Watt, ii, Pt. I, 252 ; B.P., i, 523 ; Dymock, ii. 63.
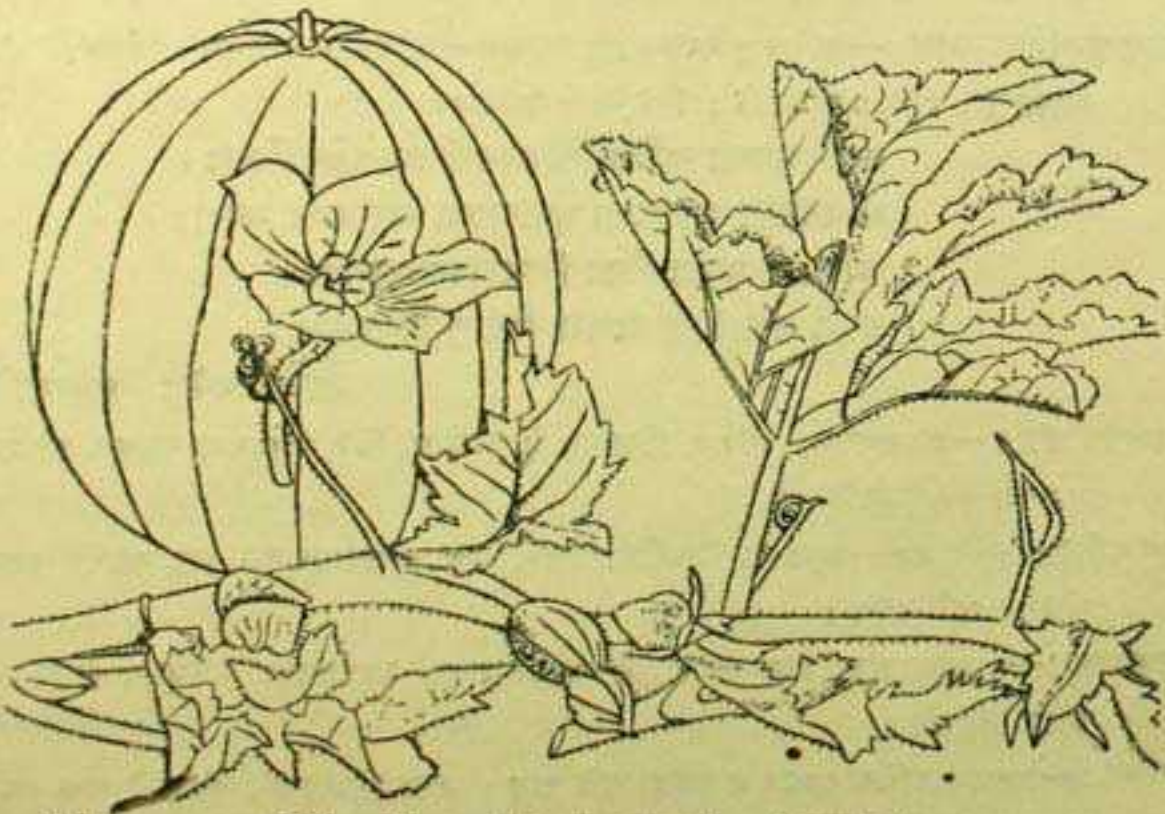
279. C. valgaris schrad. (তরমুজ)

Genus—CUCUMIS. Linn.

280. C. Melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী)

ভাষানুসারীনাম ঃ—কর্কটী— সংস্কৃত ; কাঁকুড়, ফুটী—বাংলা ; কাঁকুড়ি—হিন্দি ; ফুটীকাকড়ী—উৎকল ; কাকুড়ি—মহারাষ্ট্র ; মূলসৌস্কে—কর্ণাট ; নকদোস, খরবুজা দোস—তেলেগু মুলামপঝাম্—তামিল।

অথ কর্কটী কটুদলা ছর্দ্যায়নিকা চ পীনসা মূত্রফলা।
ত্রপুসী চ হস্তিপর্ণী লোমশকণ্টা চ মূত্রলা নবাভিধা ॥
কর্কটী মধুরা শীতা ত্বক্তিক্তা কফপিত্তজিৎ।
রক্তদোষকরা পকা মূত্ররোধার্ত্তিনাশনী ॥
মূত্রাবরোধশমনং বহুমূত্রকারী
কৃচ্ছ্রাশ্মরী প্রশমনং বিনিহন্তি পিত্তম।
বান্তি শ্রমঘ্নবহুদাহনিবারি রুচ্যং
শ্লেষ্মাপহং লঘু চ কর্কটিকাফলংস্যাৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—কর্কটী, কটুদলা, ছর্দ্যায়নিকা, পীনসা, মূত্রফলা, ত্রপুসী, হস্তিপর্ণী, লোমশকণ্টা, মূত্রলা—এই নয়টী নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—কর্কটী—মধুর রস, শীতবীর্য্য, বিপাকে তিক্তরস, কফ ও পিত্ত নাশক, রক্তদোষকারক, পাকিলে মূত্ররোধনাশক।

কর্কটিকার ফল—মূত্ররোধনাশক, বহুমূত্রকারক, কৃচ্ছ্রঅশ্মরীনাশক, পিত্তনাশক। পিপাসা ও শ্রমনাশক, অতিদাহ নিবারক, রুচিকর, শ্লেষ্মানাশক এবং লঘুপাক।

জন্মস্থান ঃ—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় চাষ হয়।

বর্ণনা ঃ—বর্ষজীবী লতা, জমিতে লতাইয়া বৃদ্ধি পায়। পত্র গোলাকার কোণযুক্ত। উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট গাছ। পুংপুষ্প বিস্তৃত, কেশরগুলি ফুলের ভিতর হয়। স্ত্রীপুষ্প ফল সমেত হয়। ফল গোলাকার ও লম্বা, উভয় দিকে ক্রমশঃ সরু। ফলের গায়ে ৮-১০টী শিরা আছে। ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং আপনি ফাটিয়া যায়। বীজ চেপ্টা। খরমুজা জাতীয় গাছকে বাঙ্গালায় কাঁকুড় বা ফুটী বলে। বাঙ্গালায় বহুস্থানে বিশেষতঃ নদীর ধারে চাষ হয়। ফল চৈত্রমাসে হয় এবং বৈশাখের প্রথমে পাকে। ইহা কচি অবস্থায় কাঁচা খায় অথবা রন্ধন করিয়া খায়। ইহার আর এক জাতির চাষ বাঙ্গলায় হয়। উহাকে C. utilissimus অথবা গোমুখ বলে। এই গাছ বর্ষায় চাষ হয়। কাঁচা ফল তিক্ত, পাকিলে ফুটীর মত খায়। লক্ষ্ণৌ দেশে যে খরমুজা জন্মে উহার সংস্কৃত নাম চির্ভিট। বঙ্গদেশীয় কাঁকুড়কে সংস্কৃতে এর্ব্বারু বলে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—বীজ ও মূল।

বৈদ্যকে কর্কটীর ব্যবহার।

চরক :—মূত্রকৃচ্ছে কর্কটীবীজ—কিস্‌মিসের কাথের সহিত কর্কটবীজ উত্তমরূপে পেষণপূর্বক পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রের পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত : (১)—মূত্ররোধক উদাবর্ত্তরোগে কর্কটবীজ—জলের সহিত কর্কটবীজ পেষণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ-যোগে-মূত্ররোধজাত উদাবর্ত্তে পান করিবে (উঃ ৫৫ অঃ)।

(২) **মূত্রাঘাতে কর্কটবীজ**— কর্কটবীজ—২ তোলা কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ যোগে পেষণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৮ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধে ব্যবহার :—বীজ শান্তিকর ও মূত্রকর, ইহা খাইলে প্রস্রাব সরল হয়। ফল ধারক, অম্লরোগে ব্যবহার হয়। ইহার বীজের তৈল বড় পুষ্টিকর (Watt) এবং শিকড় বিরেচক ; ইহার ৩০ গ্রেণ পরিমাণ বীজ বাটিয়া জল ও সৈন্ধব যোগে পান করিলে মূত্ররোগ ও প্রস্রাবের দারুণ জ্বালা নিবারিত হয় (U. C. Dutt)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

বীজ—স্নিগ্ধ, বলকারক,

ফলশস্য—প্রস্রাবকারক, পুরাতন বিচর্চিকায় উপকারী।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 457B.
Ref—F.B.I., ii, 620 , Roxb., F, I, iii, 220 ; B,P.,i, 522 ; Prain, H,H, 217 Voigt, H, S,, 58,
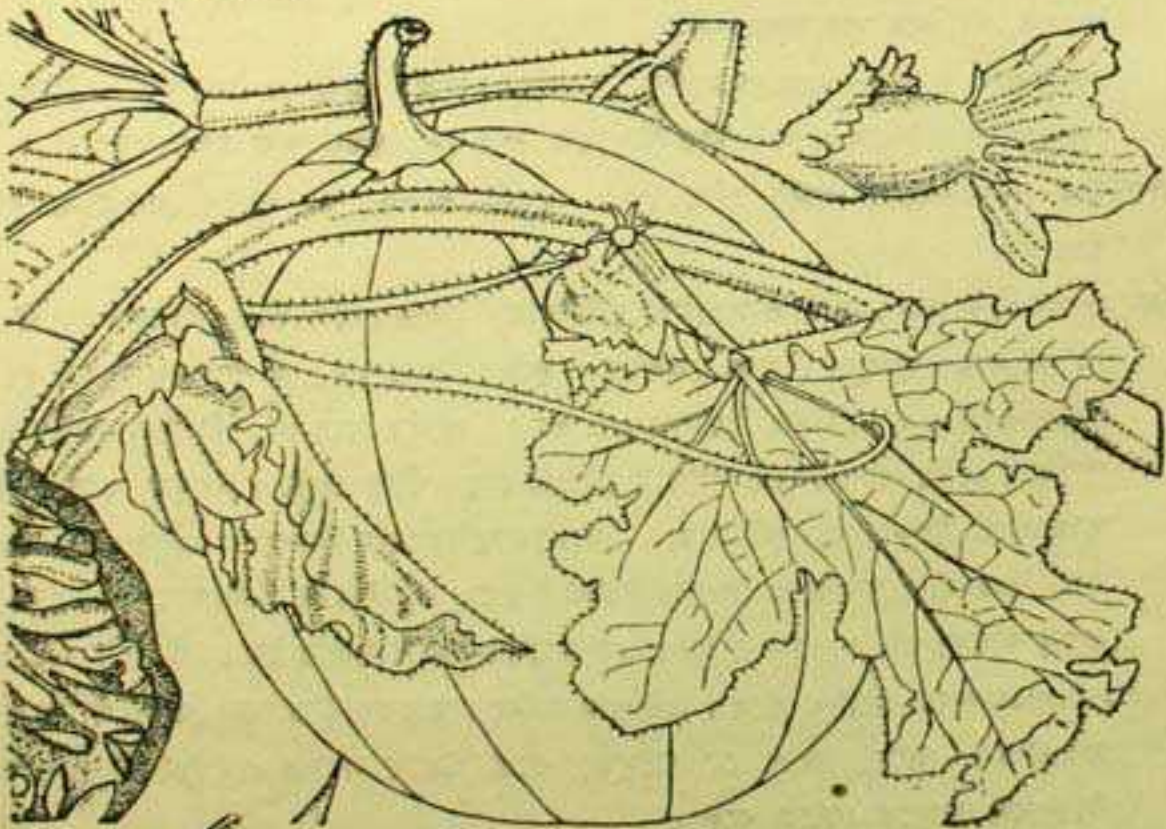
280. C. Melo Linn. (কাকুড়, ফুটী)

281. C. Sativa Linn. (শশা)

ভাষানুসারীনাম :—ত্রপুসী—সংস্কৃত ; শশা—বাংলা ; বালসক্কীরা, ক্ষীরা—হিন্দি ; তৌসী কর্কটী—মহারাষ্ট্র ; কন্ট-আরি—উৎকল ; দোজকইয়া, ভেলারিক্কাই—তামিল ; মহেবেহরি, দোসাকয়—তেলেগু।

> **ত্রপুসী পীতপুষ্পী কণ্টালুস্ত্রপুসকর্কটী।**
> **বহুফলা কোশফলা সা তুন্দিলফলা মুনিঃ॥**
> **স্যাৎ ত্রপুসীফলং রুচ্যং মধুরং শিশিরং গুরু।**
> **ভ্রমপিত্তবিদাহার্ত্তি-বান্তিহৃদ্‌বহুমূত্রদম্‌॥**

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ত্রপুসী, পীতপুষ্পী, কণ্টালু, ত্রপুষকর্কটী, বহুফলা, কোশফলা, তুন্দিলফলা, মুনি—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—ত্রপুসী ফল—রুচিকারক, মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, ভ্রম, পিত্ত, বিদাহ, ও পিপাসানাশক এবং বহুমূত্রকারক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান' বাঁকুড়ায় চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা, শক্ত লোমযুক্ত, বহুস্থানে চাষ হয়। আঁকৃড়ী এক একটি জন্মে। পত্রের ব্যাস ৩-৫ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি ; ৫টি কোণবিশিষ্ট, পত্রের ডাঁটা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের পাপ্‌ড়ি ½ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্প পীতবর্ণ, ফলসমেত বাহির হয়, ফল এক একটি পৃথক পৃথক জন্মে, বোঁটা ছোট। পুংপুষ্প নলযুক্ত ও ৫ ভাগে বিভক্ত, ইহার পুংকেশরগুলি ফুলের ভিতর থাকে। ফল সাধারণতঃ লম্বাকৃতি, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি মোটা, সূক্ষ্মলোমযুক্ত, ফলের গায়ে কাঁটা আছে, উহার মুখগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ফল ফিকে সবুজবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ। ফলে বীজ অনেক আছে, উহা মসৃণ, শ্বেতবর্ণ, লম্বা ও চেপ্টা, উভয়দিক ক্রমশঃ সরু। ভাদ্রমাসে মাচায় যে শশা হয় উহাকে ভাদুরে শশা, চৈত্রমাসে জমিতে চাষ করিয়া যে শশা জন্মে উহাকে ক্ষিতি শশা বলে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, ফল ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ মূত্রকর। ইহার পত্র জিরার সহিত সিদ্ধ করিয়া এবং ভাজিয়া গুড়ের সহিত খাইলে গলার 'ঘায়ে' উপকার হয়। শশা-বীজের তৈল মূত্ররোধনাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—বলকারক, স্নিগ্ধতাকারক।
বীজ—স্নিগ্ধ, রসায়ন, প্রস্রাবকারক।

Fig.—Roxb., Hort. Mal., viii, t. 6 ; Royle, Ill., t. 47 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 459.

Ref.—F.B.I., ii, 620 ; Roxb., F.I., iii, 720 ; Watt. ii, Pt, ii, 632 ; B.P., i. 523 ; Prain H.H., 217.
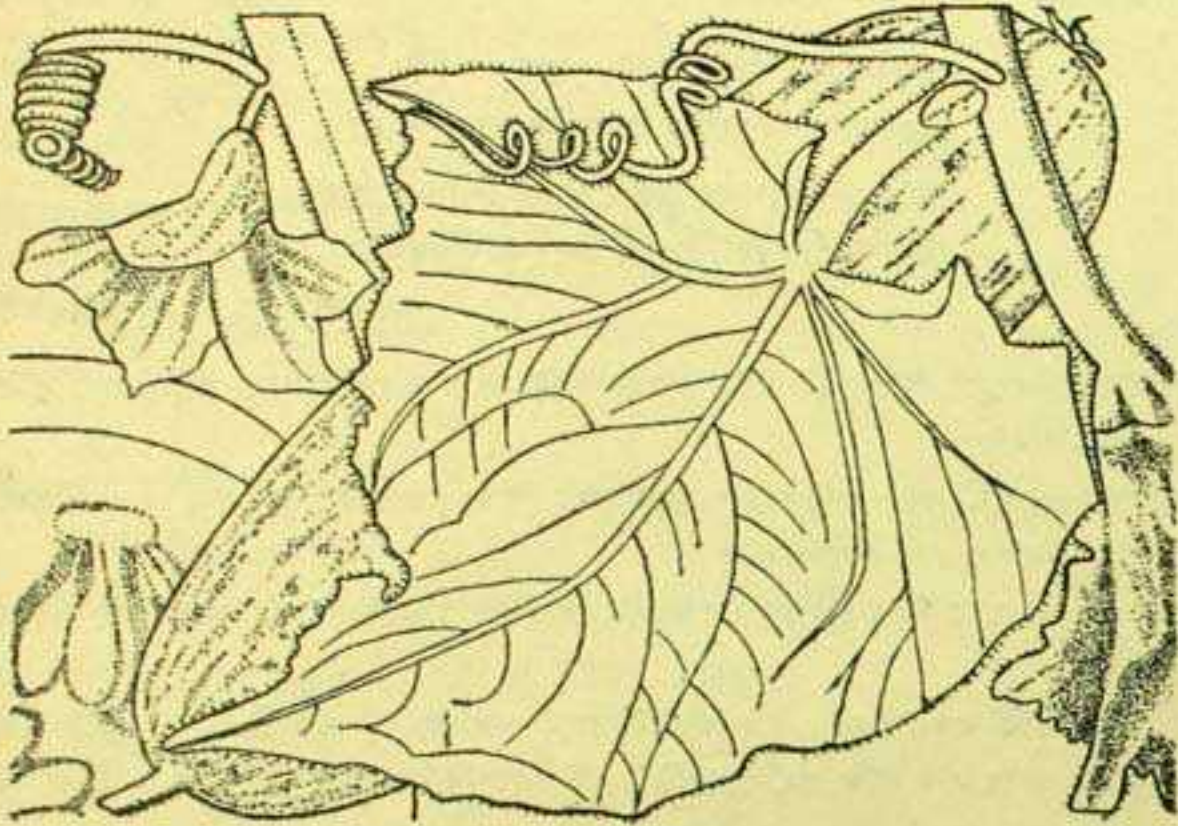
281. C. sativa Linn. (শশা)

Genus—CUCURBITA Linn.

282. C. maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)

ভাষানুসারী নাম :—মিঠাকুমড়া—বাংলা ; মিঠাকদ্দু—হিন্দি ; পরাঙ্গিকয়ি—তামিল ; গুমাডি—তেলেগু ; মথন্—মালয়।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ ; বাঙ্গালায় হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা। পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি। শক্ত লোমযুক্ত এবং সরু লোম আছে আঁকড়ী ২-৪ টী হয়। পত্র ৫ ভাগে বিভক্ত। বৃন্ত পত্রের দৈর্ঘ্যের সমান। ফুল এক একটী হয়, হরিদ্রাবর্ণ। পুংকেশর ৩টী। ফুলের ভিতর থাকে। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি,

ইহার বোঁটা অতিশয় মোটা ও শক্ত। এক বোঁটায় একটী ফল ধরে। ফলে হরিদ্রাবর্ণ শাঁস আছে। বীজ লম্বাকৃতি, চেপ্টা, ½ ইঞ্চি লম্বা ⅓ ইঞ্চি চওড়া, ধূসরবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ। এই কুমড়া বাড়ীর সন্নিহিত স্থানে মাচায় অথবা ভারায় জন্মে। মার্চ্চ হইতে জুন মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বীজের তৈল স্নায়বিক রোগে হিতকর। কুমড়ার শাঁস পুল্‌টিসে ব্যবহৃত হয় (Watt)। পাকা ফলের বোঁটা শুষ্ক করিয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সকল রকম বিষাক্ত পোকার বিষ নষ্ট করে। (Watt)

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ—ক্রিমিনাশক বিশেষতঃ ফিতাক্রিমিনাশক। প্রস্রাবকারক, রসায়ন।
বীজের তৈল—ধাতুদৌর্ব্বল্যে রসায়ন।

Fig :—Kritikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 462 B.
Ref :—F. B. I., ii, 622 ; B. P., i. 524 ; Wall, Cat., 6720 ; Prain, H. H., 217
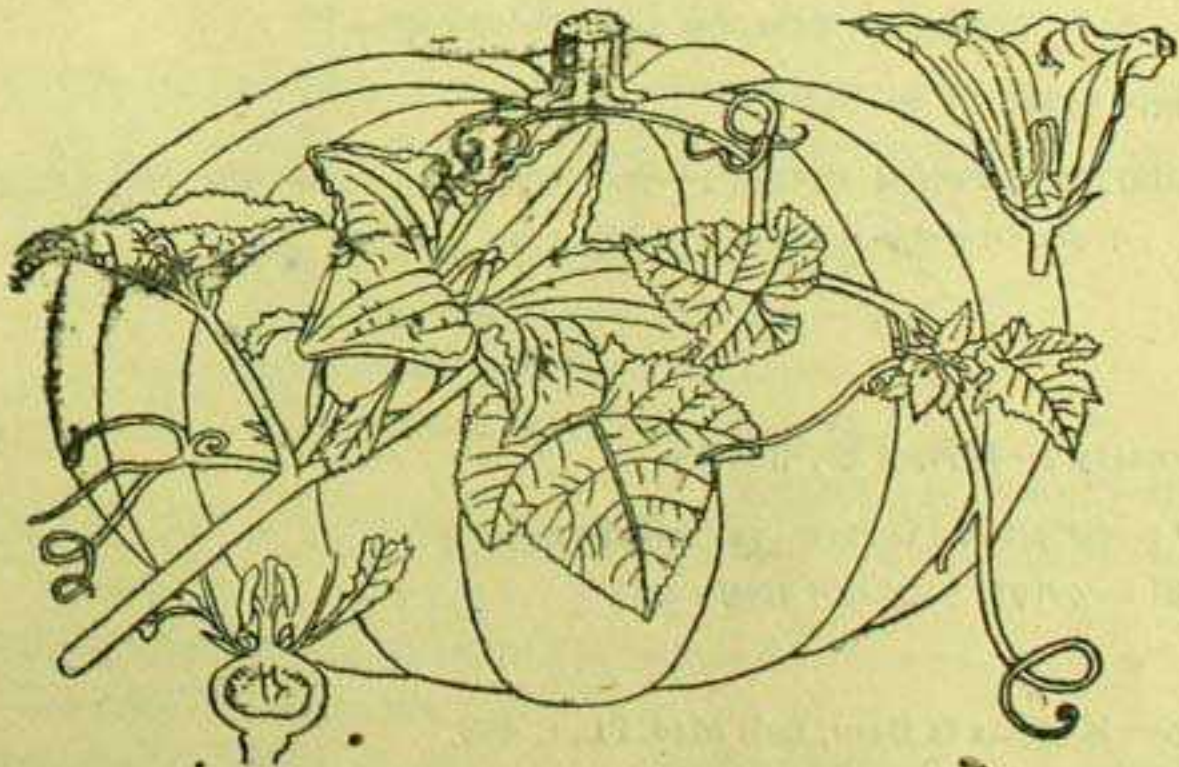
282. Cucurbita maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)

283. C. pepo DC. (কুমড়া, ক্ষেতকুমড়া)

ভাষানুসারী নাম :—কর্কারু—সংস্কৃত ; কুমড়া, ক্ষেতকুমড়া—বাংলা ; সফেদ্-কুমড়া, সফেদ্-কদ্দু—হিন্দি ; সুরাইকয়ি—তামিল ; বুন্দেল্-গুম্মাদী—তেলেগু।

> **কুষ্মাণ্ডী তু ভৃশং লঘ্বী কর্কারুরপি কীর্ত্তিতা।**
> **কর্কারু গ্রাহিনী শীতা রক্তপিত্তহরা গুরুঃ।**
> **পক্বা তিক্তাগ্নিজননী সক্ষারা কফবাতনুৎ॥**
>
> **ভাবপ্রকাশঃ। শাকবর্গঃ।**

নামপর্য্যায় :—অতিশয় ক্ষুদ্র কুমড়াকে কুষ্মাণ্ডী ও কর্কারু বলে।

গুণপর্য্যায় :—কর্কারু—ধারক, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তনাশক ও গুরুপাক। পাকা কর্কারু—তিক্ত-রস, অগ্নিপ্রদীপক, ক্ষারযুক্ত, এবং কফ ও বায়ুনাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র চাষ হয় ; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, প্রভৃতি জেলার জমিতে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবীলতা, পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি। শক্ত ও নরম লোমাবৃত। বোঁটা পাতার সমান লম্বা। পুংপুষ্পের ডাঁটা ৪ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি। ফল ও বীজ মাচার কুমড়ার ন্যায়। ইহার আর এক জাতি আছে, উহাকে C. moschata Duch বলে (F.B.I, ii. 622 ; B.P., i 524 ; Prain, H.H.,218)। ইহার বাংলা নাম ক্ষেতকুমড়া। শীতের পর হইতে ফুল হয় ও গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ ক্রিমিনাশক। কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে পাতার রস লাগাইলে আরাম হয় (Atkinson)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ :—ক্রিমিনাশক। বিশেষতঃ ফিতা ক্রিমিনাশক।

পাতা :—ফোড়ায় বাহ্যপ্রলেপে ব্যবহৃত হয়।

Fig.— Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 463.

Ref.—F. B. I., ii. 622 ; Roxb., F. I., iii, 718 ; B. P., i,, 528; Prain. H.H., 217.
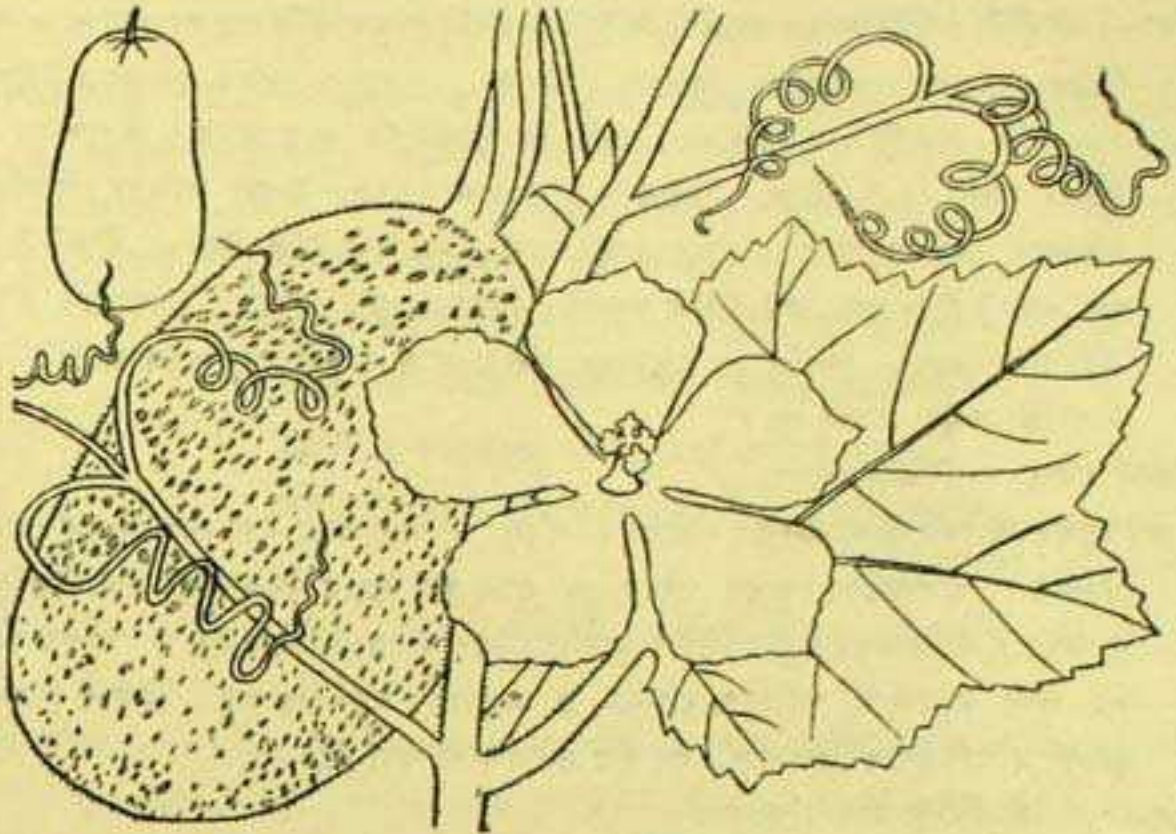
283. C. Pepo DC. (কুমড়া, ক্ষেতকুমড়া)

Genus—MOMORDICA Linn.

284. M. cochinchinensis Spreng. (কাঁক্‌রোল)

ভাষানুসারী নাম ঃ—কর্কটকী—সংস্কৃত ; কাঁকরোল—বাংলা ; কাঁকরোল—হিন্দি ; কাণ্টোলী কাকোলী—মহারাষ্ট্র ; মড়ুবাগাল—কর্ণাট ; অদ্‌ভিক্কর—তেলেগু ; কবপট্‌—গুজরাট।

কর্কোটকী স্বাদুফলা মনোজ্ঞা চ মনস্বিনী।
বোধনা বন্ধ্যাকর্কোটী দেবী কণ্টফলাঽপি চ ॥
কর্কোটকী কটূষ্ণা চ তিক্তা বিষবিনাশনী।
বাতঘ্নো পিত্তহৃৎ চৈব দীপনী রুচিকারিণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কর্কোটকী, স্বাদুফলা, মনোজ্ঞা, মনস্বিনী, বোধনা, বন্ধ্যাকর্কোটি, দেবী, কণ্টফলা--এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—কর্কোটকী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে তিক্ত রস, বিষ নাশক, বায়ুনাশক, পিত্ত-নাশক,দীপনী, এবং রুচিকারক।

জন্মস্থান :—পূর্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, রংপুর, কুচবিহার, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে জন্মে ও কোন কোন স্থানে চাষ হয়। টেনাসরিম, দাক্ষিণাত্য।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা। পত্রের ব্যাস ৪-৫ ইঞ্চি। হৃৎপিণ্ড ডিম্বাকৃতি পত্র সাধারণত: ৩ অংশে বিভক্ত, কোমল লোমযুক্ত, কিনারা দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুষ্পবৃন্ত ১-৬ ইঞ্চি। পাপড়ি ১·২ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেত ও পীতবর্ণের দাগ আছে। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি। ফল ৪-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। অগ্রভাগ সরু, উজ্জল লালবর্ণ শাঁসযুক্ত। অগ্রভাগ মোচার ন্যায়। গায়ে কাঁটা আছে, এগুলি ⅙ ইঞ্চি উচ্চ। বীজ ½-⅝ ইঞ্চি লম্বা এবং ⅛ ইঞ্চি সরু, চেপ্টা ফিকে কৃষ্ণবর্ণ; কিনারা ঢেউ খেলান। বঙ্গদেশে ইহাকে ঘিকরোসা বলে। জঙ্গলে ও দামোদর নদীর ধারে পতিত স্থানে প্রচুর জন্মে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজের শাঁস ভাজিয়া খায়, ইহা সর্দি ও বক্ষ বেদনায় হিতকর। স্ত্রীলোকেরা প্রসব হইলে যে ঝাল খায় ইহার বীজের গুঁড়া তাহার একটি উপকরণ; কখন কখন ইহার সহিত মাখন মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে, এই ঝাল ব্যবহারে শরীরের বেদনা ও অপরাপর গ্লানি দূর হয়। ইহার শিকড়ের প্রলেপ মাথায় দিলে কেশ পতন বন্ধ হয় ও কেশ বাড়িয়া উঠে।

Glossary:—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—কাসে উপকারী এবং বুকের অসুখে উপকারী। মূত্রের বেগ বর্দ্ধিত করে।

Fig. :—Bot. Mag., 5145; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t.455A.
Ref. :—F.B.I., ii, 618; Roxb, F. I., iii. 709; B.P., i. 532; Prain, H. H., 217; Voigt. H.S., 55.

284. Momordica cochinchinensis *Spreng.* (কাঁকরোল)

285. M. charantia Linn. (করলা)

ভাষানুসারী নাম :—কারবেল্ল—সংস্কৃত ; করলা, উচ্ছে—বাংলা ; করেলী, করেলা—হিন্দি ; কারেলা—মহারাষ্ট্র ; কারেলা, কড়বাবেলা—গুজরাট ; শলরা—উৎকল ; করিলা—তৈলঙ্গ ; হাগল—কর্ণাট ; কিস্সা—আরব ; কহর—তেলেগু ; পাভাকছেদী—তামিল ; করুরোল—আসাম ; কপ্পক—মালয়।

> কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ।
> কারবেল্লং হিমং ভেদী লঘু তিক্তম বাতলম্॥
> জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহক্রিমীন্ হরেৎ।
> তদ্গুণা কারবেল্লী স্যাৎ বিশেষাদ্ দীপনী লঘুঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ। শাকবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কারবেল্ল ও কঠিল্ল এই দুইটী করলার নাম। ক্ষুদ্রজাতি করলাকে অর্থাৎ উচ্ছেকে কারবেল্লী বলে।

গুণপর্যায় :—করলা, শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘুপাক, তিক্তরস, অল্পবাতজনক। জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত দোষ, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি নাশক। উচ্ছের ও এই সকল গুণ আছে, অধিকন্তু অগ্নিদীপক ও লঘুপাক।

জন্মস্থান :—সমগ্রভারতে চাষ হয়। বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা, আঁকড়ী এক একটী হয়। পত্রের ব্যাস ১-৩ ইঞ্চি, গোলাকার, লোমযুক্ত, মসৃণ, গোড়ার দিক কর্ত্তিত। অনেকগুলি অসমান অংশে বিভক্ত। পুং পুষ্পদণ্ডে এক একটী গোলাকার ফুল হয়। পাপড়ি ½-¾ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি, অবনত। ফল ১-৩ ইঞ্চি, কখনও ৬-৭ ইঞ্চি হয়, ফলের মধ্যস্থল মোটা—উভয়দিকে ক্রমশঃ সরু। ফলের গায়ে অনেক অর্ব্বুদের ন্যায় কাঁটা আছে, উহা দেখিতে ত্রিকোণাকার। বীজ ½ ইঞ্চি, চেপ্টা, কিনারা ঢেউ খেলান, চিত্রবিচিত্র করা। প্রায় সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, লতা; পত্র ও মূল। মাত্রা : সরসপত্র ১-২ তোলা, বমনার্থে ১০ তোলা।

বৈদ্যকে কারবেল্লের ব্যবহার।

সুশ্রুত :—বাতরক্তে কারবেল্ল—উচ্ছেলতার কাথ দ্বারা পক্ব ঘৃত বাতরক্তে হিতকর (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) জ্বররোগীর **শাকার্থ** কারবেল্ল—জ্বররোগীর সেবনার্থ উচ্ছেশাক ব্যবহার করিবে (-জ্বর চিঃ)। (২) **বসন্তরোগে** কারবেল্ল—উচ্ছেপাতারস হরিদ্রাচূর্ণ যোগে পান করিবে। ইহা হাম, জ্বর, বিস্ফোট ও বসন্ত প্রশমক। (৩) **অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনিতে**

কারবেল্লে—উচ্ছেলতার মূলের প্রলেপ দিলে, অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্নিঃসৃত হইয়া থাকে (যোনিব্যাপদ্ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ ঃ—বিসূচীকায় কারবেল্লে—উচ্ছেলতার কাথ, তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচীকা প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২য় ভাগ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—করলা বলকারক ; পরিপাকযন্ত্রের রোগনাশক, বাত, গেঁটেবাত, প্লীহা ও যকৃতের পক্ষে হিতকর ও ক্রিমিনাশক। পাতার রস ½ অর্দ্ধপোয়া, দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া বমনকারক ও বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পায়ের তলা জ্বালা করিলে উচ্ছেপাতার রস দিলে আরাম হয়। উচ্ছেপাতা গোলমরিচের সহিত ঘষিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে রাতকানা আরাম হয় (Dymock)। উচ্ছে ও উচ্ছেপাতা ক্রিমিনাশক এবং অর্শ, কুষ্ঠ ও কামলা রোগে হিতকর। ইহার শিকড় রক্তস্রাব নাশক ও সঙ্কোচক। পত্রের টাট্‌কা রস মৃদু বিরেচক, ইহা বালকদিগকে জোলাপের স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। উচ্ছেপাতার রস জ্বর নাশক (Watt)।

ঋতুনাশ রোগে ইহার পাতার রস খাইলে ঋতুস্রাব আনয়ন করে (Watt)।

Glossary ঃ—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ

পাতার রস—বমনকারক, বিরেচক, যকৃতের প্রদাহে উপকারী, পায়ের পাতা জ্বালাতে উপকারী।

মূল ও পত্র—ক্রিমিনাশক, অর্শ, কুষ্ঠ, ও কামলায় উপকারী।

মূল—সঙ্কোচক, অর্শে উপকারী

ফল—অগ্ন্যুদ্দীপক।

মন্তব্য :—Roxburgh (পৃঃ ৬৩২) **Dymock** (২য় খণ্ড ৭১ পৃঃ) সুষবীর বাংলা নাম, ক্ষুদ্রফল কারবেল্ল অর্থাৎ উচ্ছে লিখিয়াছেন। **ধন্বন্তরি**, কারবেল্লীর পর্য্যায় নির্দ্দেশে বলিয়াছেন—"কাণ্ডীর : কাণ্ডকটুকো নাসাসংবেদনঃ পটুঃ। উগ্রকাণ্ড স্তোমবল্লী কারবল্লী সুকাণ্ডকঃ"। রাজনিঘণ্টুর বহ্বর্থ নির্দ্দেশ স্থলে কথিত হইয়াছে "সুষবী কটুহৃক্ষাক বিজ্ঞতা স্থূলজীরকে, তিলকে চ ছিন্নরুহা সুষবী কেতকী ভবেৎ"। সুতরাং **নিঘণ্টুদ্বয়ের** মতে সুষবী শব্দের ক্ষুদ্রফল কারবেল্লার্থ দুর্ঘট। **নিঘণ্টুদ্বয়ে** কারবেল্লীর ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু **ভাবপ্রকাশকার** বলিয়াছেন—"কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততোলঘুঃ" এতদনুসারে উচ্ছের নাম কারবেল্লী। **বৈদ্যকে** কুত্রাপি ক্ষুদ্রফল কারবেল্লার্থে সুষবী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। সুষবী, করলা ও উচ্ছে উভয়কেই বুঝাইতে পারে।

কারবেল্লর ফল, বীজ শস্ত—এবং পত্ররস "লাম্ফ্রিসি" রোগে উপকারী। সমগ্র লতা, শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া, তদ্বারা কুষ্ঠক্ষত ও অন্যান্য জঘন্য ক্ষত অবচূর্ণন করিবে। (R. N. Khorry 2nd Part. 314 page)

Fig—Bot. Reg., t. 980 ; Rheede, Hort, Mal., viii, t. 9010 ; Bot. Mag., t. 2455.

Ref.—F. B. I., ii, 616 ; Roxb., F. I., iii. 707 ; Watt. v. Pt. I, 256 ; B. P., i. 521 ; Prain, H. H., 216
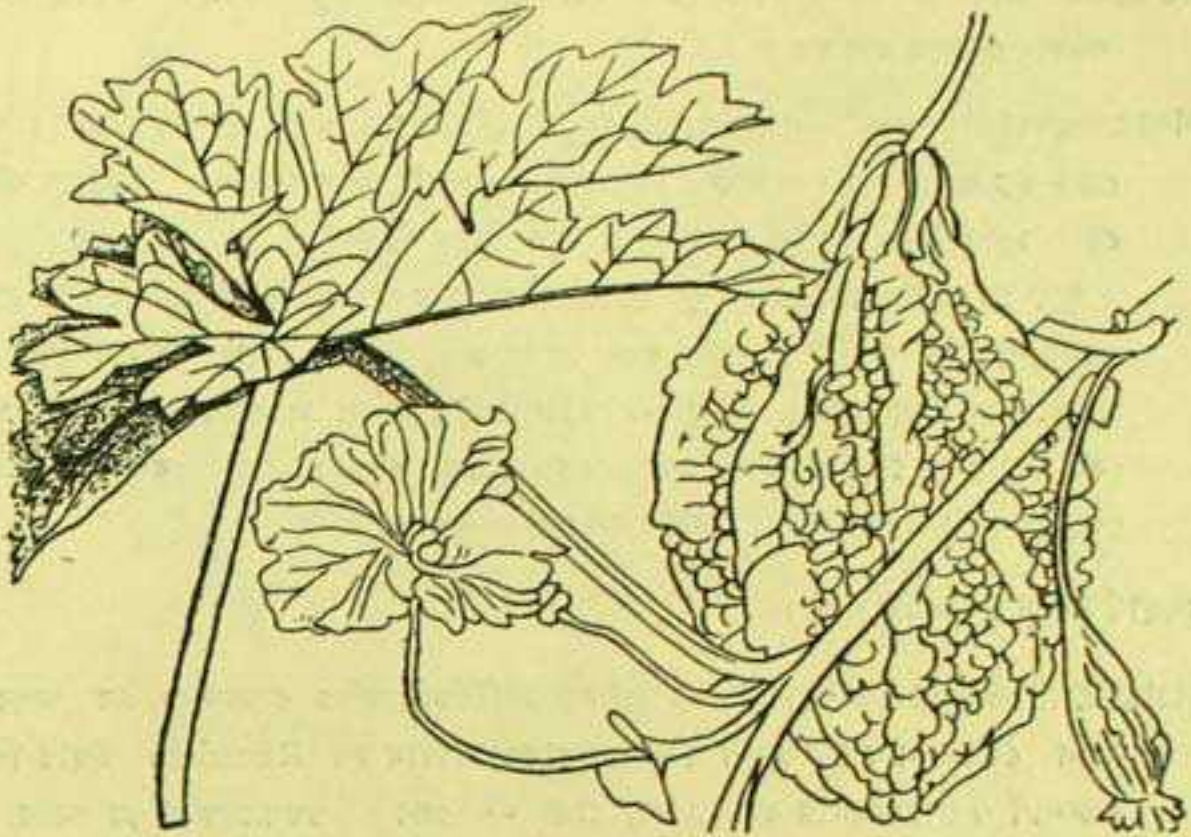
285. M. charantia Linn. (করলা)

286. M. dioica Roxb. (ধারকরলা)

ভাষানুসারী নাম :—করকা—সংস্কৃত ; ধারকরলা, ঝি-করলা—বাংলা ; ধারকরলা, গোলকাণ্ড—হিন্দি ; পলুপ্পক্ক—তামিল ; অগকোরা—তেলেগু ; বথরিলা—আসাম ; এরিম্পসেল্—মালয় ।

করকা কারবল্লী চ চীরিপত্রঃ করিল্লকা ।
সূক্ষ্মবল্লী কণ্ঠফলা পীতপুষ্পাঽম্বুবল্লিকা ॥
কারবল্লী স্তুতিক্তোষ্ণা দীপনী কফবাতজিৎ ।
অরোচকহরা চৈব রক্তদোষহরী চ সা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—করকা, কারবল্লী, চীরিপত্র, করিল্লকা, সূক্ষ্মবল্লী, কণ্ঠফলা, পীতপুষ্পা, অম্বুবল্লিকা—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—কারকা—অতিশয় তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নুদ্দীপক, কফ এবং বায়ু নাশক, অরোচক নাশক ও রক্তদোষনাশক।

জন্মস্থান :—বাঙ্গলার অনেক স্থানে চাষ হয়, দাক্ষিণাত্যে প্রচুর জন্মে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলায় চাষ হয়।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী লতা ; শিকড় আলুর মত, আঁকড়ি আছে, ডাঁটা চেপ্টা, উজ্জ্বল। পাতা ছোট বড় হয়। পত্র ২-৬ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। ৩-৫টি অংশে বিভক্ত। কিনারা কর্ত্তিত। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে পীতবর্ণ। এক একটি হয়। বোঁটা ২ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। পুং পুষ্পের নীচে কচি পাতাগুলি ইহাকে ঘেরিয়া থাকে। ফুলের পাপ্‌ড়ি ½-১ ইঞ্চি লম্বা, শক্ত লোমযুক্ত। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও ডিম্বাকৃতি, পাকিলে ফাটিয়া যায়। বীজ ½-১ ইঞ্চি চেপ্টা, শাঁস লালবর্ণ, ফল খাইতে তিক্ত। যেগুলি চাষ হয় সেগুলি কম তিক্ত, তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলায় ইহাকে কেহ কেহ ঘি-করলা বলে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—করলাগাছ, নারিকেল, মরিচ, রক্তচন্দন, এবং অপরাপর মসলা যোগে মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয় (Rheede)। ইহার শিকড় রক্তঅর্শে ও পেটবেদনায় ব্যবহৃত হয়, মাত্রা ৩০ গ্রেণ। শুষ্কগাছের গুঁড়া অথবা শুষ্ক ফলের শাঁস নাকে দিলে সর্দি বাহির হয়। পুং গাছের শিকড় সর্পাঘাত জনিত ঘা আরাম করে। অপক্ক ফলের তরকারী রোগীর পক্ষে মুখরোচক।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—কল্ক করিয়া ব্যবহারে অর্শের রক্ত বন্ধ করে। মূত্রাশয়ের রোগে উপকারী। থেঁতো করিয়া গায়ে প্রলেপের ন্যায় ব্যবহারে প্রলাপসংযুক্ত প্রবলজ্বরের তাপ কমাইয়া দেয়। সর্পদংশনে এবং বিছার কামড়ে বিশেষ উপকারী, মূলের রস রোগের প্রতিষেধক।

শুষ্কফলের গুঁড়া—অথবা শুষ্কগাছের গুঁড়া নাকে দিলে দুর্গন্ধযুক্ত পুরাতন সর্দি বাহির হয়।

Fig.—Wight, Ic., t, 505 & 506 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 454.

Ref.—F. B. I. ii, 617 ; Roxb., F. I., iii, 709 ; B. P., i. 521 ; Prain., H. H., 217 ; Voigt., H. S., 56.
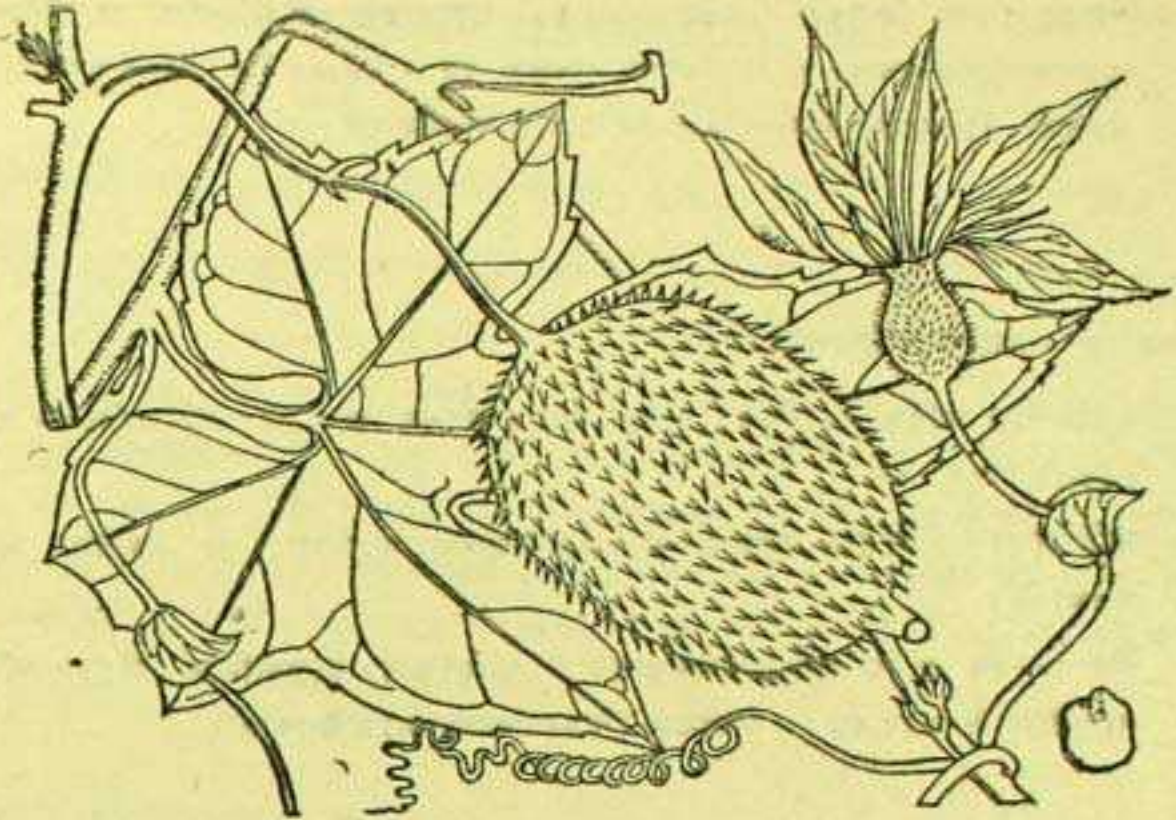
286. M. dioica Roxb. (ধারকরলা)

Genus—MUKIA Arn.

287. M. scabrela Arn. (আগমুখী)

ভাষানুসারী নাম :—আগমুখী, গোয়ালকাঁকড়ী—বাংলা ; আগুমকি, বিলাৰী—হিন্দি ; পুট্টীবুদম্—তেলেগু ; আগুমার্কি—কুমায়ুন ; মুখল্পিরম্—মালয় ।

জন্মস্থান :—ভারতের সকল স্থানে, এবং বাংলাদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে প্রায়ই দেখা যায় ।

বর্ণনা :—লতানে গাছ, ডাঁটা অবনত, ও শক্ত লোমযুক্ত । পত্র ২-৩ ইঞ্চি, করাতের ন্যায়, বোঁটা ছোট, কখনো ১ ইঞ্চি হয় । ফুল ১/৮-১/২ ইঞ্চি, ব্যাস বিশিষ্ট পীতবর্ণ । ফল ১/৪-১/২ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ । বীজ ঘনসন্নিবদ্ধ, চেপ্টা । ফুল বৎসরের সকল সময়েই হয় । শীতের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ।

ম লগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজের কাথ ঘর্মকর । শিকড়ের কাথ, পেটফাঁপা ও

দাঁতের বেদনা নিবারক (Atkinson)। লতার ডগা ও কচিপাতা মৃদু বিরেচক এবং কপালের বেদনা ও বিবমিষায় ব্যবহৃত হয় (Watt)। ইহার পাতার রস গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভকালীন শোথ রোগে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—কল্ক করিয়া ব্যবহারে পেটের বায়ুর উপশম করে এবং চর্ব্বন করিলে দাঁতের বেদনার উপশম হয়।

কচিপাতা ও লতার ডগা :—মৃদু কামোদ্দীপক, মাথাঘোরা ও যকৃতের দোষে উপকারী।

বীজ :—কল্ক করিয়া ব্যবহারে ঘর্ম্মকারক। গা-হাত পা কামড়ানিতে খেঁতো করিয়া লাগাইলে উপকার হয়। বিশেষতঃ পিঠের মোচড়ানিতে উপকারী।

Fig—Wight. Ic., t. 501 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 465.
Ref—F. B. I., ii. 623 , Roxb. F. I., iii, 724 ; B, P., i, 525.
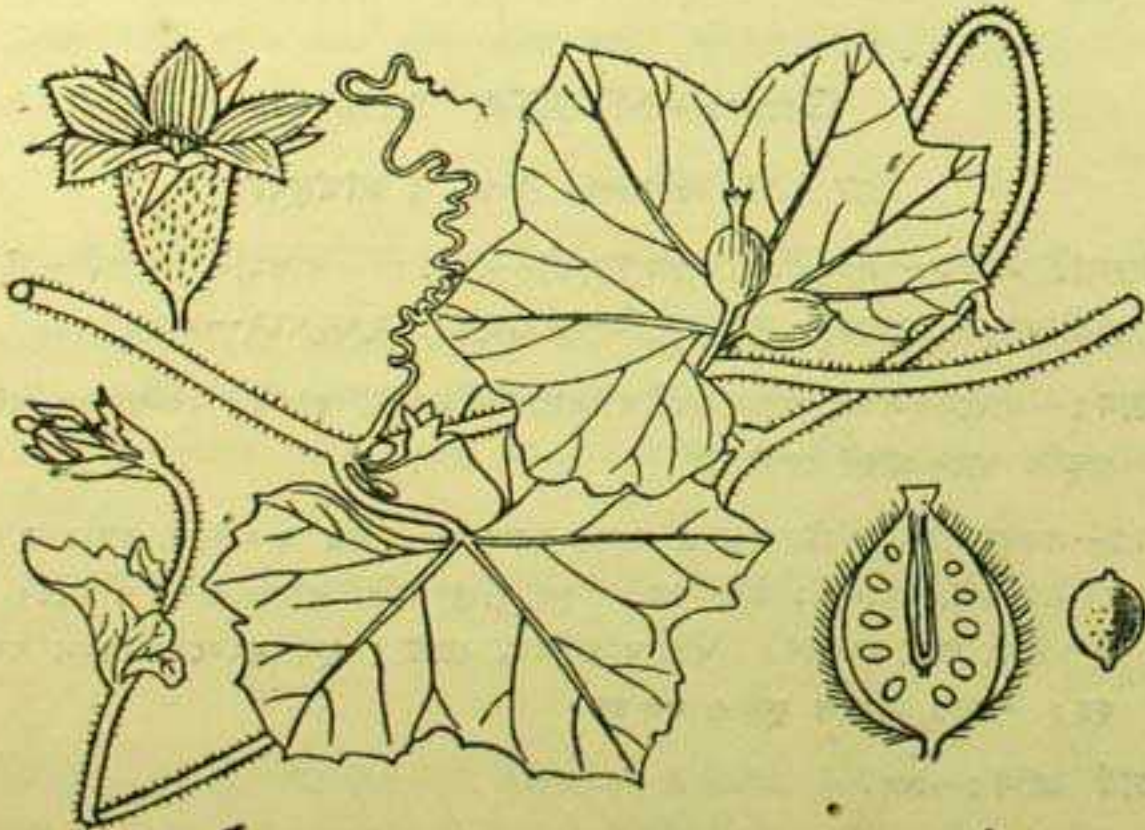
287. Mukia scabrela Arn. (আগমুখী)

Genus—ZEHNERIA. Endl.

288. Z. Umbellata Thw. (কুদারী)

ভাষানুসারী নাম :—কুদারী, বিলারী—বাংলা ; তারালী—হিন্দি ; তিদান্দা—তেলেগু।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার বন জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বর্ণনা :—ডাঁটায় চিক্কণ লোম আছে। পত্রের অংশগুলি অতিশয় লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্রের বৃহৎ অংশটি ১-৬ ইঞ্চি, সরু ত্রিকোণাকার, গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি। দেখিতে হস্তাঙ্গুলিবৎ। উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট লতা, পুংপুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি এবং স্ত্রীপুষ্প ছোট বোঁটায় এক একটি থাকে। ফল উজ্জ্বল লালবর্ণ ও লম্বাকৃতি, ফলের পশ্চাৎ ভাগ ক্রমশঃ সরু। ফলে বীজ প্রায় ১২টি থাকে, কখনও ২-৬টি থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষকালে ফুল হয়, ফল পাকিতে দুই মাস লাগে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড়ের রস, জিরা, চিনি ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া, কঙ্কন দেশে **বসন্ত ও মেহরোগে** ব্যবহার করে। কোন স্থানে ভেলার রস লাগিয়া ফুলিয়া উঠিলে ইহার পাতার রস দিলে শীঘ্র উপকার হয় (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের রস—কিউমিন্, চিনি ও ঠাণ্ডা দুগ্ধসহ ব্যবহারে অসাড়ে ধাতুক্ষরণে উপকারী।

পাতার রস—প্রদাহযুক্ত অঙ্গে ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., viii. t. 26 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med, Pl., t. 466B.

Ref.—F.B.I., ii, 625 ; Roxb., F.I., iii, 710 ; Watt., vi Pt. IV, 355 ; B.P. i, 525 ; Dymock, ii, 90 ; আধুনিক নামকরণ অনুসারে এই লতাকে Melothroia heterophylla Cogn বলা হয়।
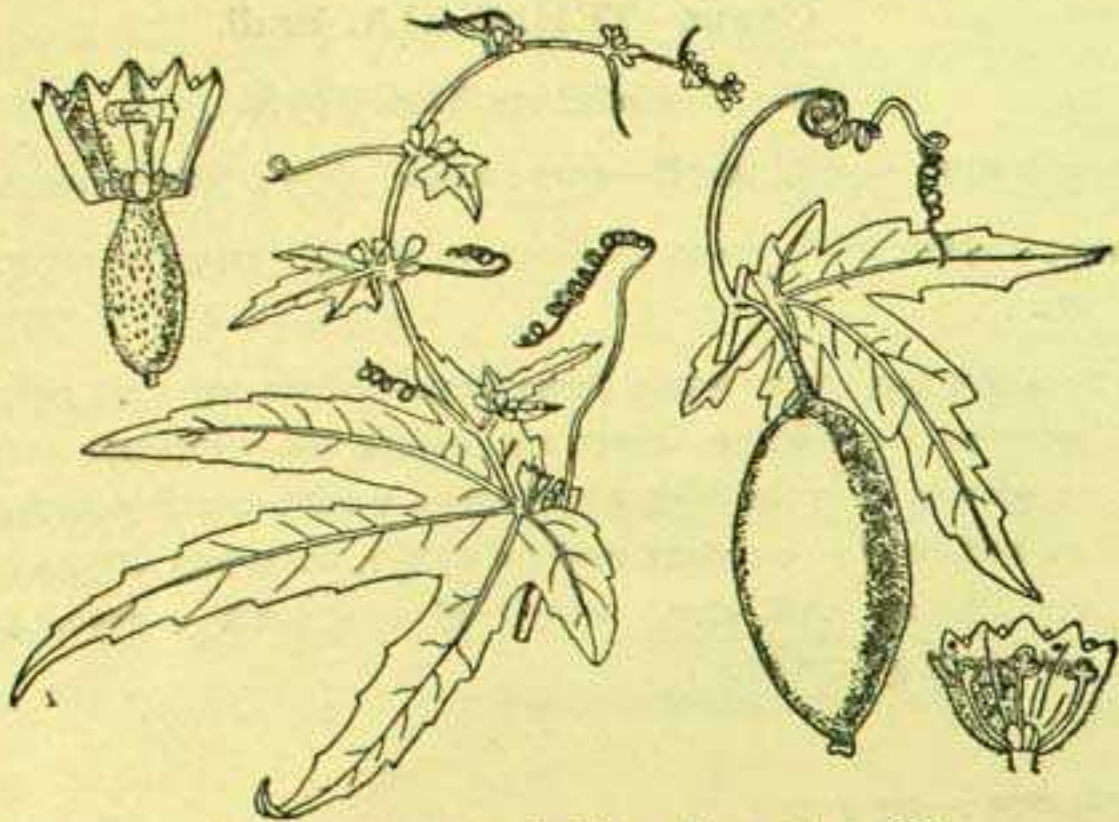
288. Zehneria umbellata Thw. (কুদারী)

LII. CACTEAE

Genus—OPUNTIA Tourn-ex Mill

289. O. dillenii Hav. (ফণিমনসা)

ভাষানুসারী নাম :—কন্থারী—সংস্কৃত ; ফণিমনসা, নাগকণা—বাংলা ; নাগফণা—হিন্দি ; মহারাষ্ট্র ; কান্তক—কর্ণাট ; নাগদালি—তেলেগু ; নাগজালী—তামিল ; নাগমুল্লা—কন্থারী—মালয়।

কন্থারী কথরী কন্থা দুর্দ্ধর্ষা তীক্ষ্ণকণ্টকা।
তীক্ষ্ণগন্ধা ক্রূরগন্ধা দুষ্প্রবেশাঽষ্টকাভিধা ॥
কন্থারী কটূ তিক্তোষ্ণা কফবাতনিকৃন্তনী।
শোফঘ্নো দীপনী রুচ্যা রক্তগ্রন্থিরুজাপহা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কন্থরী, কথরী, কন্থা, দুর্দ্ধর্ষা, তীক্ষ্ণকণ্টকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্রূরগন্ধা, দুষ্প্রবেশা—এই আটটি নাম।

গুণপর্যায় :—বন্ধারী—কটু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, কফ ও বায়ু নাশক, শোথনাশক, অগ্নিদীপক, রুচিকারক এবং রক্তগ্রন্থি সংক্রান্ত রোগ নাশক।

জন্মস্থান :—আমেরিকা দেশীয় গাছ। ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান জেলায় পতিত জমিতে জন্মায় অথবা বাগানের বেড়ায় রোপণ করে।

বর্ণনা :—কাঁটাযুক্ত গুল্ম। ইহার কাণ্ড চেপ্টা এবং ইহাতেই পত্রের কাজ হয়। সারা গায়ে সরু সরু কাঁটা আছে। গাছের পাতা নাই। ফুল এক একটি হয়। উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট। দেখিতে ছোট পদ্মফুলের ন্যায় ও শ্বেতবর্ণ। পাপড়ি এক একটি যুক্ত; ইহা ফুলের গোড়ায় সংলগ্ন। ফল শাঁসযুক্ত। বীজ অনেক থাকে। আমেরিকা দেশে এক হাজারের অধিক ফণিমনসা জাতীয় গাছ আছে। বর্ষার সময় ইহার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও পত্র, রস।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ভারতীয় লেখকগণ ও পোর্টুগীজেরা ইহার ফল উৎকাসি ও হাঁপানী নিবারক বলিয়া প্রশংসা করেন। ফলের সিরাপ ১ চামচ করিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে দারুণ সর্দি, কাসি আরাম হয়। গর্ভকালীন হাঁপানীতে যখন অপর ঔষধে ফল হয় না, তখন ইহার রস সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উৎকাসি আরাম হইয়া যায়। কয়েকটি রোগীকে ব্যবহার করিতে দিয়া বিশেষ ফল হইয়াছে (Dymock)। ইহার পাতা (চেপ্টা কাণ্ড) ছেঁচিয়া পুলটিস্ দিলে আরক্ত স্থানের উত্তাপ কমিয়া যায় (Ainslie)। ইহার দুধের মত আঠা ১০ ফোঁটা, চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কোষ্টবদ্ধতা আরাম হয়। ফল খাইলে প্রস্রাব রক্তবর্ণ হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—উত্তাপজনক, গণোরিয়ায় উপকারী। অন্তর্ধূমে সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগে হুপিংকাসি (ঘুংড়িকাসি) কমিয়া যায়। সিরাপের আকারে ব্যবহারে হাঁপানীর টান সহ কাসিতে এবং শ্লেষ্মা নিঃসরণে উপকারী।

দুধের ন্যায় রস—বিরেচক।

পাতা—বাটিয়া পুলটিসের ন্যায় ব্যবহারে প্রদাহ এবং গরম নষ্ট করে। দ্রব করিয়া চক্ষুতে ব্যবহারে 'রাতকানা' আরাম হয়। গরম করিয়া ফোড়ায় ব্যবহারে, ফোড়া শীঘ্র ফাটাইয়া দেয়।

গাছ—সর্পদংশনে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind. Med, Pl., t. 469, B.
Ref.—F. B. I., ii, 657 ; Roxb. F. I., ii, 475 ; B. P., i. 531 ; Prain., H. H., 218.
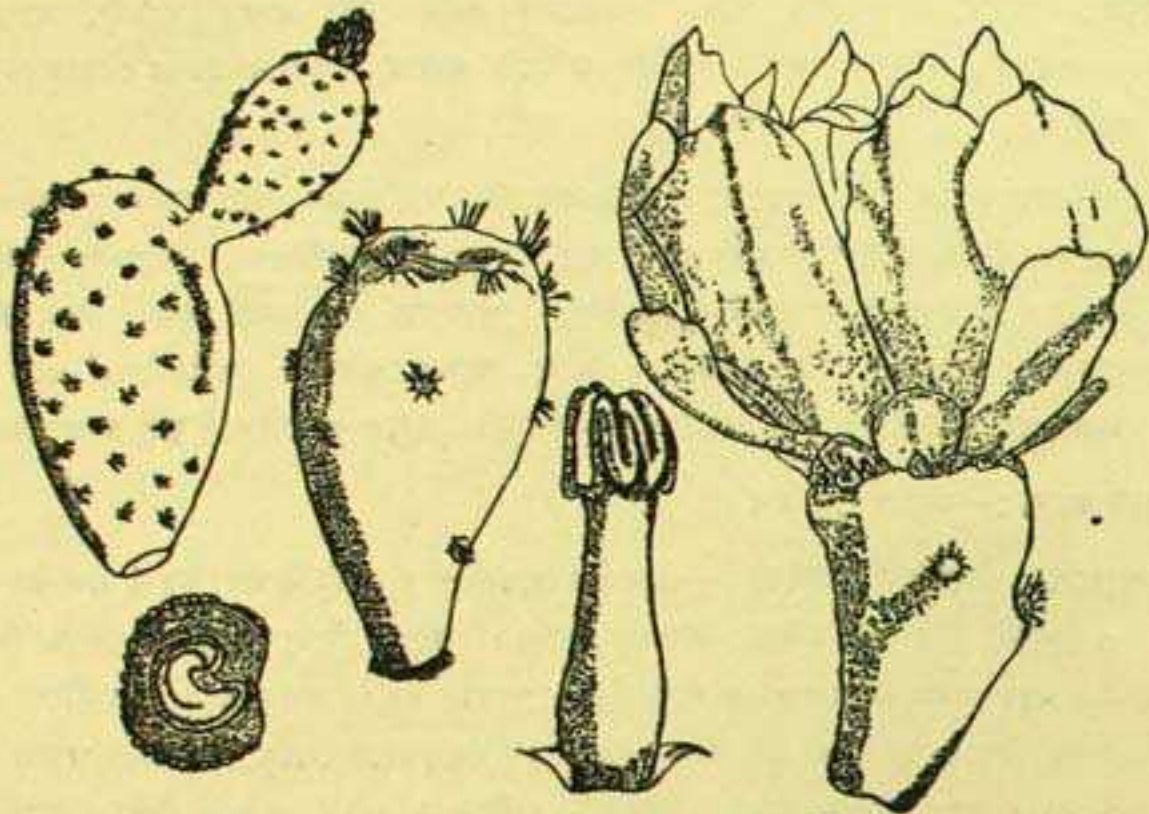
289. **Opuntia, dillenii Hav.** (ফণিমনসা)

LIII. FICOIDEAE.

Genus—TRIANTHEMA Linn.

290. T. monogyna Linn. (সাবুনী)
T. Portulacastrum Linn.

ভাষানুসারী নাম :—সাবুনী, গাদাবনী—বাংলা ; লাল-সাবুনী—হিন্দি : শারুনাই—তামিল ; গালিজেহরু—তেলেগু ; মুচ্ছুগেলি—কানপুর ; পুন্তারি-ঘেনটুলি—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা। পতিত জমি ও বাগানের জমিতে সাধারণতঃ জন্মে। ইহা আসলে গ্রীষ্মপ্রধান আমেরিকা দেশীয় গাছ।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় ভূলুণ্ঠিত লতা ; ডাঁটা বক্র ও লোমাচ্ছাদিত। পত্র গাছের বিপরীত দিকে হয়, অসমান, উপরের পত্র ½-১ ইঞ্চি নিম্নের পত্র ¼-½ ইঞ্চি। পত্রের মাথার দিক মোটা ও গোলাকার, বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। বহির্বাস মোটা, পুংকেশর

১০-১২টি। বীজকোষ ছোট এবং শাখায় লুক্কায়িত থাকে। ফলে ৮টি বীজ থাকে, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। অনেকে ইহা শ্বেত পুনর্নবা বলিয়া ব্যবহার করে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় তিক্ত, খাইলে বমন উৎপাদন করে। ইহা আদার সহিত গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিলে সর্দি নাশ হয়। টাট্‌কা খাইতে মিষ্ট। (Ainslie)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

শ্বেতবর্ণের সাবুনীর পাতা—প্রস্রাবকারক, বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত স্থানীয় শোথ কিম্বা সর্বাঙ্গীণ শোথে উপকারী। বিশেষতঃ উদরীতে উপকারী। বালকদিগের যকৃত্, মূত্রাশয় এবং পর্দার বিকৃতিতে উপকারী।

ফলের গুঁড়া—তিক্ত, বিরেচক, গর্ভপাতকারক এবং ঋতুনাশকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 470 ; Wight. Ic., t. 228.

Ref.—F. B. I., ii, 660 ; Roxb., F. I., ii, 445 ; B. P., i. 533 ; Prain, H. H., 218. আধুনিক নামকরণ অনুসারে ইহাকে Trianthema portulacastrum Linn. বলা বিধেয়।
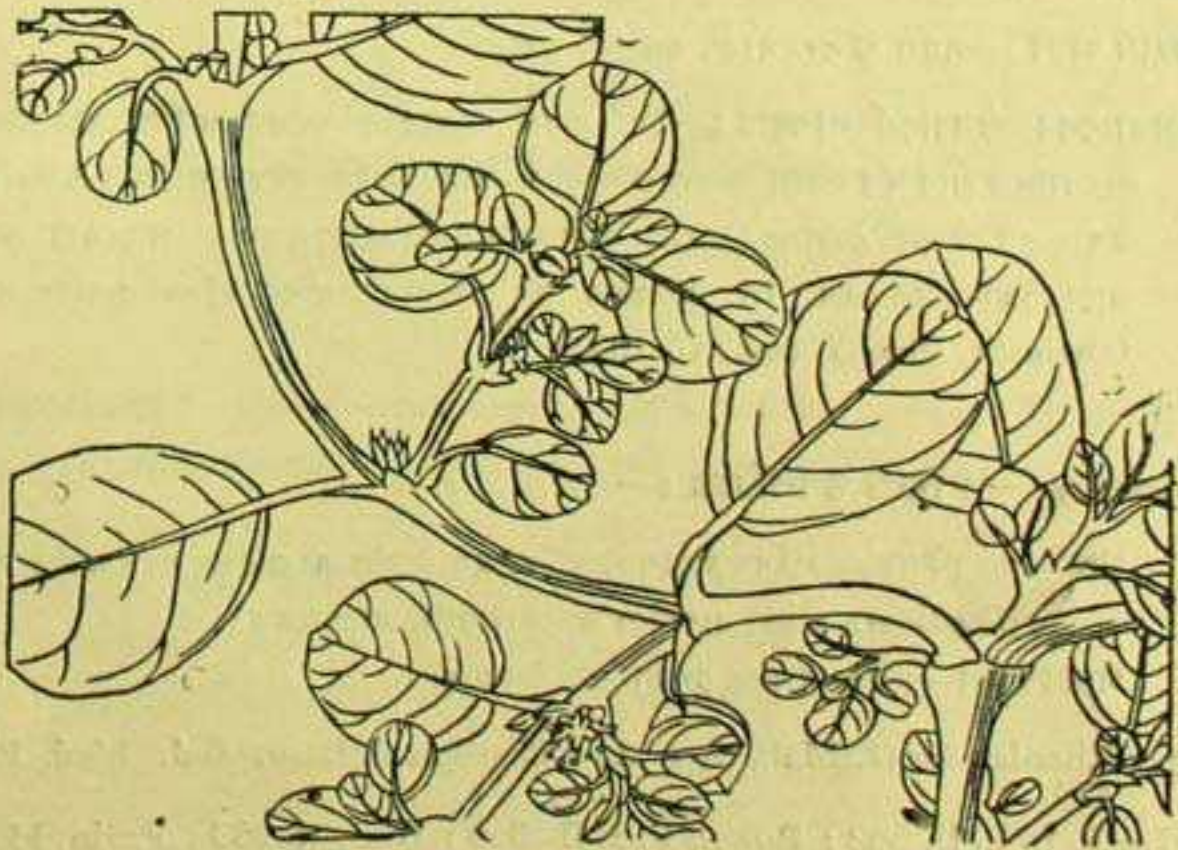
290. Trianthema monogyna Linn. (সাবুনি)

Genus—MOLLUGO Linn.

291. M. spergula Linn. (গীমাশাক)

ভাষানুসারী নাম ঃ—গ্রীষ্মসুন্দরক, গোজিহ্বা, ফণিজয়—সংস্কৃত ; গীমাশাক—বাংলা ; গিমা—হিন্দি ; কাঞ্চনতারাই—তামিল ; চয়াস্তারাশিয়াকু—তেলেগু ; কৈয়াজিরা—মালয় ; ৱারিসি—মহারাষ্ট্র।

গোজিহ্বা কুষ্ঠমেহাস্র-কৃচ্ছ্র-জ্বরহরী লঘুঃ।

ভাবপ্রকাশঃ। শাকবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—গোজিহ্বা।

গুণপর্যায় ঃ—ইহা লঘুপাক এবং কুষ্ঠ, মেহ, রক্তদুষ্টি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর প্রশমক।

জন্মস্থান ঃ—বঙ্গদেশের সকল স্থানে পুকুরের কিনারায় জন্মে।

বর্ণনা ঃ—চতুর্দিকে বিস্তৃত পত্রময় বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র ½-১ ইঞ্চি, সাধারণতঃ ডাঁটার চারিদিকে বিস্তৃত, লম্বাকৃতি। বোঁটা ½ ইঞ্চি। পাপ্ড়ি ⅛-⅙ ইঞ্চি লম্বা; পুংকেশর ৫-১০টি। বীজাধারে বীজ অনেক থাকে, দেখিতে গোলাকৃতি। Mollugo hirta Thunb. নামে আর এক জাতীয় শাক আছে। ইহার নির্দিষ্ট বাংলা নাম নাই, কেহ কেহ ইহাকে কাকৃডিমে বলে। উভয় প্রকার শাকের ফুল শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্, মাত্রা, রস ১-২ তোলা।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহা ধারক, অন্ত্ররোগ নিবারক ও বিষ দোষ নাশক। প্রসবান্তিক স্রাব বন্ধ হইলে এই শাক খাইলে স্রাব নির্গত হইয়া থাকে (Ainslie)। ইহার রস রেড়ির তৈলসহ কানে দিলে কানবেদনা আরাম হয়। পাদুকোটা নামক স্থানে ইহার রস এবং M. hirta-র রস চর্মরোগ নিবারক বলিয়া ব্যবহার করে। (Dymock, Pharm, Ind., ii, 103)।

Glossaary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

গাছ—অগ্ন্যুদ্দীপক, কোষ্ঠবদ্ধতানাশক, প্রতিষেধক। অম্ল এরণ্ড তৈল গরম করিয়া ইহার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে কানকামড়ানি আরাম হয়।

গাছের রস—চর্মরোগে এবং চুলকানিতে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 24 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 474.

Ref.—F. B. I., ii, 662 ; Roxb., F. I. ii. 360 ; B. P., i. 533 ; Prain, H. H., 219.
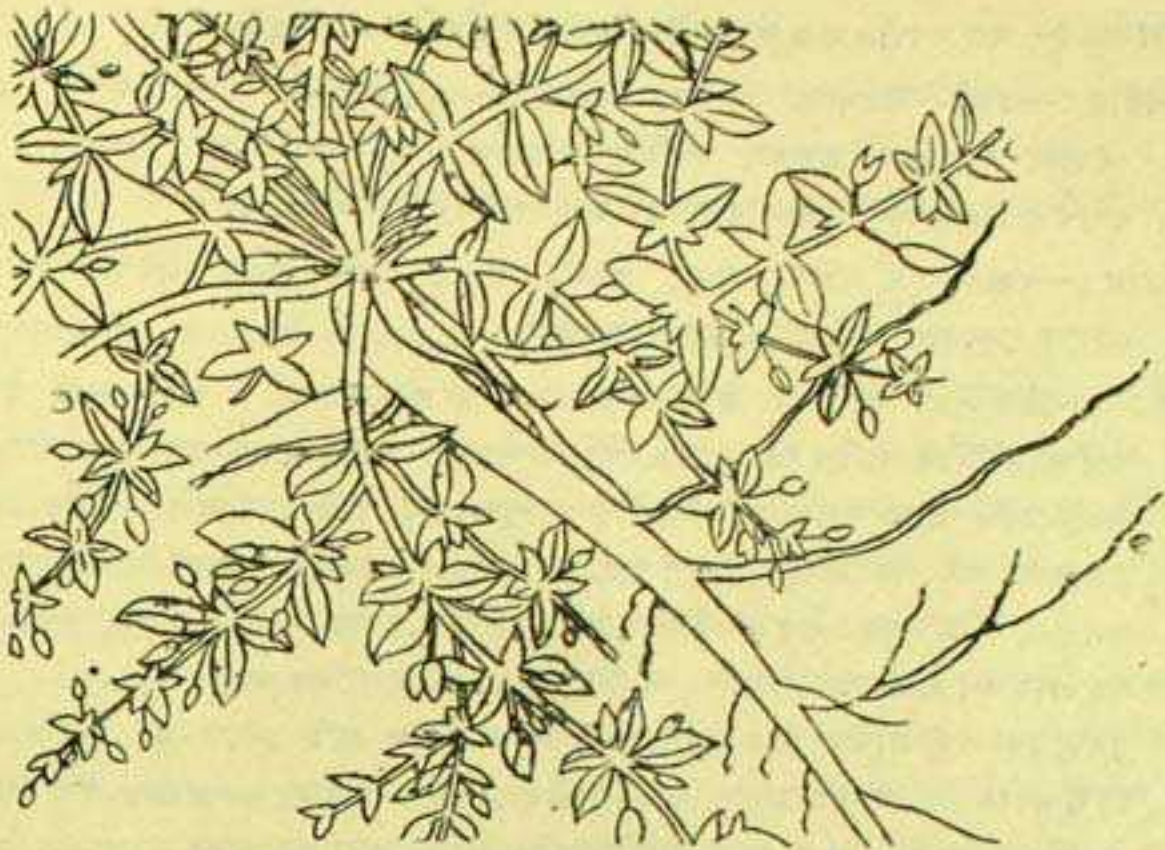
291. Mollugo spergula Linn. (গীমাশাক)

LIV. UMBELLIFEREAE.

Genus—HYDROCOTYLE (Tourn) Linn.

292. H. asiatica Linn. (থুলকুড়ি)

C. asiatica (Linn.) Urban.

ভাষানুসারীনাম : মণ্ডুকপর্ণী—সংস্কৃত ; থুলকুড়ি—বাংলা ; ব্রহ্মমণ্ডুকী—হিন্দি ; বল্লকীকেরি, ভালারাই—তামিল ; মণ্ডুকব্রহ্মী, ব্রাহ্মী—তেলেগু ; ব্রহ্মী—বোম্বে।

মণ্ডূকপর্ণী মাণ্ডূকী ত্বাষ্ট্রী দিব্যা মহৌষধী।
ব্রাহ্মী হিমা সরা তিক্তা লঘুর্মেধ্যা চ শীতলা ॥
কষায়া মধুরা স্বাদু-পাকায়ুষ্যা রসায়নী।
স্বর্য্যা স্মৃতিপ্রদা কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহাস্রকাসজিৎ।
বিষশোথজ্বরহরী তদ্বন্মণ্ডূকপর্ণিনী ॥

ভাবপ্রকাশ : । গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—মণ্ডূকপর্ণী, মাণ্ডূকী, ব্রাহ্মী, দিব্যা ও মহৌষধী। এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—ব্রাহ্মী—শীতবীর্য্য, সারক, তিক্ত-কষায়-মধুররস, লঘু, মেধ্য, শীতল, মধুর বিপাক, আয়ুর্বৰ্দ্ধক, রসায়ন, স্বরহিত, স্মৃতিপ্রদ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তকাস, বিষ, শোথ ও জ্বরনাশক। ব্রাহ্মীর যে গুণ, মণ্ডূকপর্ণীরও সেই সকল গুণ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ-ভারত। হুগলী, হাওড়া, ২৪পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার পুকুরের কিনারায় ও আর্দ্র স্থানে জন্মে।

বর্ণনা :—ভূলুণ্ঠিত লতা, বর্ষজীবী, কখন কখন ২।৩ বৎসর থাকে। পত্র ½—২½ ইঞ্চি, কাণ্ডের দুইদিকে বাহির হয়। পত্র দেখিতে অনেকটা পটল পত্রের ন্যায় কিন্তু আকারে একটু ছোট, পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার। পুষ্পদণ্ড ⅓ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা ছোট, সাধারণতঃ ৩টি একত্রে হয়। পুষ্প ক্ষুদ্র, ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ অথবা লালবর্ণ। ফল ⅙-⅙ ইঞ্চি, শক্ত, পুরু। বীজকোষ লম্বা, বক্র, অল্প চেপ্টা। ফুল বসন্তকালে হয় এবং ফল গ্রীষ্মকালে জন্মে। ডাঁটা হইতে শিকড় বাহির হয়।

থুলকুড়ির পত্র ব্রাহ্মীর ন্যায় মাটীতে লুণ্ঠিত থাকে ও গ্রন্থি হইতে মূল নির্গত হয়। কিন্তু তফাৎ এই যে, ইহার পত্র, কতক পরিমাণে ঠোঁঙার ন্যায়, একপ্রকার গন্ধ বিশিষ্ট ও খাইতে তিক্ত। আর একপ্রকার থুলকুড়ি আছে তাহাও অনেকটা ব্রাহ্মীর মত। ইহার পত্র ব্রাহ্মী অপেক্ষা ছোট, গোল, পাতাগুলি চেরা, ইহার বোঁটা থুলকুড়ি অপেক্ষা লম্বা, কিন্তু সরু, পত্রের স্বাদ কষায় ও মিষ্ট।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, মাত্রা।পত্ররস—১-২ তোলা। মূলচূর্ণ ½—২ আনা

বৈদ্যকে মণ্ডূকপর্ণীর ব্যবহার।

চরক : (১) **রসায়নার্থ** মণ্ডূকপর্ণী—রসায়নার্থী, থুলকুড়ির স্বরস দুগ্ধের সহিত পান করিবে (চিঃ ১ অঃ)। (২) **ক্ষতক্ষীণে** মণ্ডূকপর্ণী—থুলকুড়ি মূলচূর্ণ, ক্রমশঃ মাত্রা বৰ্দ্ধিত করিয়া, দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ঔষধ সেবন কালে অন্নাহার বর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল দুগ্ধপান করিতে হইবে। ক্ষতক্ষীণ রোগগ্রস্ত মনুষ্য ইহা সেবন করিলে বলারোগ্য, পুষ্টিলাভ করিবে (চিঃ ১৬ অঃ)। (৩) **উদররোগে** থুলকুড়ি—উদর রোগী, থুলকুড়ির স্বরসে কিম্বা জলে সুসিদ্ধ বা অৰ্দ্ধসিদ্ধ করিয়া, অম্ল, লবণ ও স্নেহ বিনা ভোজন করিবে। অন্নাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৃষিত হইলে জলপান না করিয়া থুলকুড়ির স্বরস পান করিবে। এই বিধি একমাস কাল পালনীয় (চিঃ ১৮ অঃ)।

সুশ্রুত :— মেধা ও আয়ুঃকামনার্থ মণ্ডূকপর্ণী :—মেধা ও আয়ুঃকামী হৃতদোষ ব্যক্তি অন্নাদি ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুটী প্রবেশ করিয়া সহস্র সম্পাতাভিহুত মণ্ডূকপর্ণীর স্বরস দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে কিম্বা স্বরস পানানন্তর পশ্চাৎ

দুগ্ধ পান করিবে। তাহা পরিপাক পাইলে দুগ্ধ অথবা তিলের সহিত যবাগূ তিন মাস ভক্ষণ করিবে। ঐ যবাগূ পরিপাক পাইলে দধি, দুগ্ধ ও অন্ন ব্যবহার করিবে। এইরূপ করিলে ব্রহ্মবর্চ্চসী শ্রুতিনিগাদী ও শতবর্ষজীবী হওয়া যায়। পিষ্ট থুলকুড়ির বিল্বফলাকার পিণ্ড, দুগ্ধের সহিত আলোড়ন পূর্ব্বক সেবন করিলে মেধাবী ও শতবর্ষজীবী হইতে পারা যায়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বালকদিগের পেটের অসুখে এবং জ্বরে পাতার কাথ ব্যবহৃত হয়। কোন স্থানে আঘাত লাগিলে অথবা থেত্‌লাইয়া যাইলে ইহার পাতার রস দেয় (Ainslie)। থুলকুড়ির ৩টি কিম্বা ৪টি পাতা ছেঁচিয়া জিরা ও চিনির সহিত নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অথবা ইহার রস খাইলে রক্ত আমাশয় ও উদররোগ আরাম হয় (Dymock)। ইহার পত্র মূত্রকর ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। ইহার পত্র উপদংশ ও চর্ম্ম রোগে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ হয় (Dymock)।

ভারতের কোন কোন স্থানের লোকে ইহার পত্র গুঁড়া করিয়া স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য দুগ্ধের সহিত পান করিতে উপদেশ দেন। ইহা অতিশয় বলকারক। গাছের গুঁড়া পরিপাক যন্ত্রের দোষ ও মূত্রের দোষ নিবারক। মাত্রা ১০ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে ৩ বার সেব্য। থুলকুড়ি বহু পরিমাণ ব্যবহার করিলে মাথা ধরা ও অবসাদ আনয়ন করে।

ইহা নূতন ও পুরাতন পারদ ঘটিত রোগ, শোথ, কুষ্ঠ ও অপরাপর চর্ম্মরোগ, গলগণ্ড, ফোড়া ও পুরাতন বাতরোগে স্রাব নিবারণ করিয়া রোগ আরাম করিয়া দেয়। থুলকুড়ির কাথ স্ত্রীলোকদের অনিয়মিত ঋতু রোগে ফলপ্রদ ঔষধ। কুষ্ঠ, গলগণ্ড ও পারদ জনিত প্রদাহে ও ক্ষতে ইহার গুঁড়া ৩—৫ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ৩ বার ব্যবহার্য্য। গুঁড়া ক্ষত স্থানে কিম্বা টাট্‌কা পাতার পুল্‌টিস্ দিতে হয়। ইহার প্রয়োগে কুষ্ঠরোগী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেকটা আরোগ্য লাভ করে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—প্রয়োজনীয় বলবৃদ্ধি কারক। চর্ম্মরোগ, কুষ্ঠ, ধাতুগত রোগ ও রক্ত দুষ্টিতে রসায়ন তুল্য কাজ করে।

পাতা—স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিকারক ও রসায়ন। পারাঘটিত রোগ হইতে উদ্ভূত চর্ম্মরোগে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের বিধি আছে।

মন্তব্য :—**চরক** সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে বয়স্থা পাঠ করিয়াছেন। **চক্রপাণি** লিখিয়াছেন "বয়স্থা ব্রাহ্মী"।

Fig—Rheede. Hort. Mal., t. 46 ; Wight. Ic., t. 565
Ref—F. B. I, ii, 669 ; Roxb., F. I., ii, 88 ; B. P., I, 535 ; Dymock, ii, 107 ; Prain. H. H. , 219.
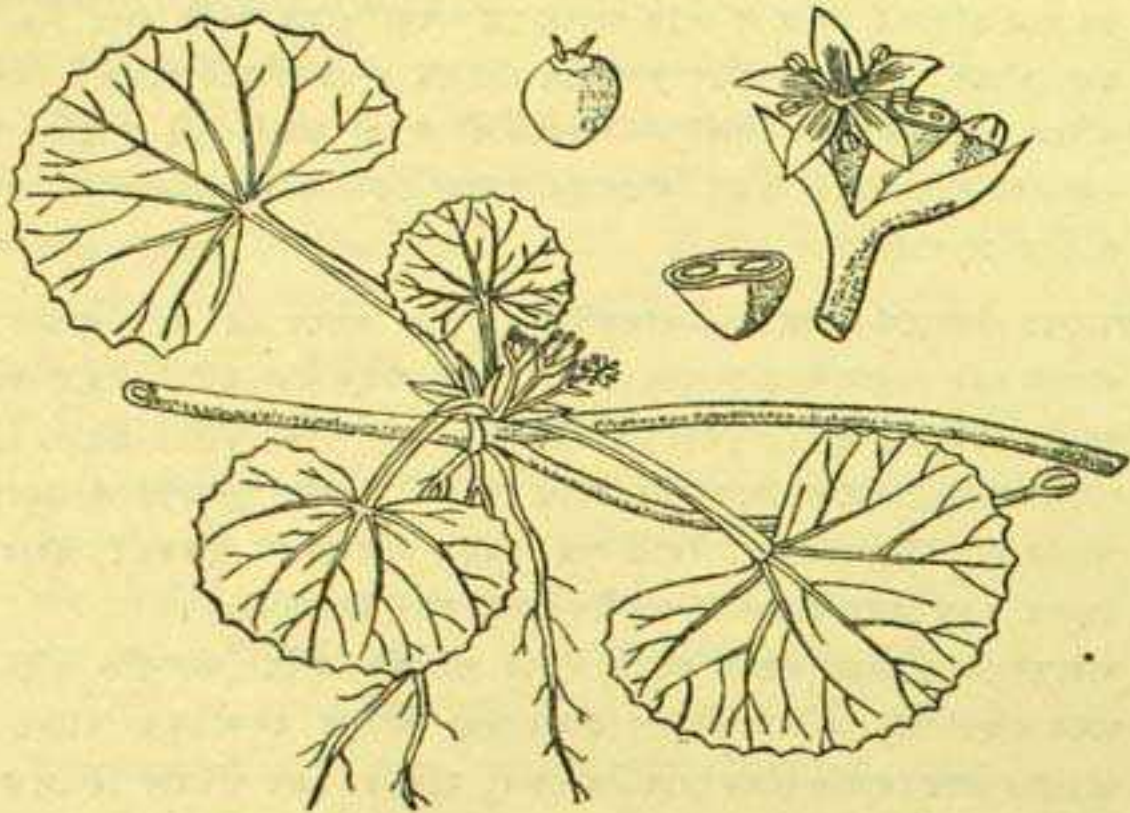
292. Hydrocotyle asiatica Linn. (থুলকুড়ি)

Genus—CUMINUM (Tourn) Linn.

293. C. cyminum Linn. (জীরা)

ভাষানুসারী নাম—জীরক—সংস্কৃত ; জীরে—বাংলা ; সিয়াজিরা—হিন্দি ; সীমা-জিলাকার—তেলেগু ; জিরে—মহারাষ্ট্র ; জীরিগে—কর্ণাট ; শাকহজীরং—গুজরাট ; শিমাই শিরাগাম—তামিল।

জীরকো জরণো জীরো জীর্ণো দীপ্যশ্চ দীপকঃ।
অজাজিকো বহ্নিশখো মাগধশ্চ নবাহ্বয়ঃ॥
জীরক কটুরুক্ষশ্চ বাতহৃদ্দীপনঃ পরঃ।
গুল্মাধ্মানাতিসারঘ্নো গ্রহণীক্রিমিহৃৎপরঃ॥
গৌরাদিজীরকস্বন্যোঽজাজী স্যাৎ শ্বেতজীরকঃ।
কণাহ্বা কণজীর্ণা চ কণা দীপ্যঃ সিতাদিকঃ।
জ্ঞেয়া দীর্ঘকণা চৈব সিতাজাজী দশাহ্বয়া॥
গৌরাজাজী হিমা রুচ্যা কটুর্মধুরদীপনী।
ক্রিমিঘ্নী বিষহন্ত্রী চ চক্ষুষ্যাধ্মাননাশিনী॥

কৃষ্ণা তু জরণা কালী বহুগন্ধা চ ভেদিনী।
কটুভেদিনিকা রুচ্যা নীলা নীলকণা স্মৃতা ॥
কাশ্মীরজীরকা বর্ষা কালী স্যাদ্ দন্তশোধনী।
কালমেষী সুগন্ধা চ বিজ্ঞেয়া বাণভূহ্বয়া ॥
জরণা কটুরুক্ষা চ কফশোফনিকৃন্তনী।
রুচ্যা জীর্ণজ্বরঘ্নী চ চক্ষুষ্যা গ্রহণীহরা ॥
রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায়—জীরক, জরণ, জীরা, জীর্ণ, দীপ্য, দীপক, অজাজিক বহ্নিশিখ, মাগধ—এই নয়টি নাম। শুক্ল, অজাজী, শ্বেতজীরক, কণাহ্বা, কণজীর্ণা, কণা, দীপ্য, সিতাদিক, দীর্ঘকণা, সিতাজাজী এই দশটি—গৌরাদি জীরকের নাম। কৃষ্ণা, জারণা, কালী, বহুগন্ধা, ভেদিনী, কটুভেদিনিকা, রুচ্যা, নীলা, নীলকণা, কাশ্মীরজীরকা, বর্ষা, কালী, দন্তশোধনী, কালমেষা, সুগন্ধা—এই পনেরটি কৃষ্ণজীরার নাম।

গুণ পর্য্যায়—জীরক—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, শ্রেষ্ঠ অগ্ন্যুদ্দীপক, গুল্ম, পেটফাঁপা, অতিসার, গ্রহণী ও ক্রিমিনাশক। গৌরঅজাজী—শীতবীর্য্য, রুচিকর, কটু মধুর রস, অগ্ন্যুদীপক, ক্রিমিনাশক, বিষনাশক, চক্ষুষ্য ও পেটফাঁপা নিবারক। কৃষ্ণজীরা—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও শোথনাশক, রুচিকর, জীর্ণ জ্বর নাশক, চক্ষুষ্য ও গ্রহণী নাশক।

জন্মস্থান—ভারতের কাশ্মীর গাড়োয়াল, বঙ্গদেশের হুগলী জেলায় অল্প পরিমাণে চাষ হয়।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড ১—৩ ফুট লম্বা ; সরল ও বহু শাখা বিশিষ্ট উদ্ভিদ্। পত্র পক্ষাকার। গাছের নিম্নপাতার শেষ অংশটি $\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, উপরের পাতা $\frac{1}{2}$—১ ইঞ্চি। পাপ্ড়ি ৩—৮ টি, $\frac{1}{20}$—$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, অসমান। ফল $\frac{1}{8}$—$\frac{1}{6}$ ইঞ্চি, শীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদের সময় হইতে কালজিরা ঔষধ রূপে প্রচলিত আছে। এই **জীরা** ইউরোপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে Kuruya বলিত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—ফল।

বৈদ্যকে জীরকের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—(১) **বিষমজ্বরে** শুক্লজীরাচূর্ণ—পুরাণ গুড়ের সহিত শুক্লজীরা সেবন করিলে বিষমজ্বর নিবৃত্তি পায় (জ্বর চিঃ)। (২) **রক্তপিত্তে** শাজীরা—রক্তপিত্ত রোগীর উদগার ও নিঃশ্বাসে রক্তগন্ধ অনুভূত হইলে শাজীরাচূর্ণ দ্বিগুণ চিনি সহ সেব্য (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (৩) **বৃশ্চিকদংশনে** জীরক—বিছা কামড়াইলে দষ্টস্থান, ঘৃতসৈন্ধবযুক্ত ঈষদুষ্ণ শুক্লজীরার কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিলে দংশনজ্বালা নিবৃত্তিপায় (বিষ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—বিষমজ্বরে কালাজাজী—শাজীরাচূর্ণ পুরাণ গুড়ের সহিত সেবিত হইলে বিষমজ্বর নাশ করে (জ্বর চিঃ)।

বঙ্গসেন—মুখপাকে কৃষ্ণজীরক—কৃষ্ণজীরক, কুড় এবং ইন্দ্রযব একত্রে তিনদিন চর্বণ করিলে মুখের ক্ষত ও দৌর্গন্ধ প্রশমিত হয় (মুখ রোগ চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা কৃমিনশাক ও ধারক বলিয়া হেকিমেরা বর্ণনা করিয়াছেন। জীরা মূত্রকর এবং যন্ত্রণাদায়ক গর্তের স্ফীতিতে এবং অর্শের উপর প্রলেপে দিত ইহার ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

মন্তব্য :—চরক শূলপ্রশমনবর্গে অজাজী পাঠ করিয়াছেন। **ধন্বন্তরি**—জীরকের পর্য্যায়ে পীতাভ শব্দ পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে জীরক শব্দে পীতাভজীরক। **রাজনিঘন্টুকার** জীরকের বর্ণজ্ঞাপক কোন পর্য্যায়ের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার মতে জীরকের স্বরূপ স্পষ্টজানা যায় না। ইহা বায়ুনাশক, সুগন্ধি, পাচক ও উষ্ণ। ইহা স্বরভঙ্গ, অজীর্ণ, গ্রহণী, উদরাধ্মান ও অতিসারে ব্যবহৃত হয়। চক্রদত্ত গ্রন্থে অতিসার রোগে কুটজলেহের অন্যতম উপাদান রূপে জীরক প্রদত্ত আছে। অজীর্ণ রোগে অজাজীর ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়।

অগ্নিমান্দ্য রোগে কপিত্থ (কয়েৎবেল), তক্র, চাঙ্গেরী (আমরুল) প্রভৃতির সহিত অজাজী সেবনে অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যোনিব্যাপৎ চিকিৎসায় বট, সৈন্ধব, খৈকল, যবক্ষার প্রভৃতির সহিত জীরক চূর্ণ সেবন করিতে দেওয়া হয়। **চরক** রক্তপিত্ত চিকিৎসায় জীরার সহিত ছাগদুগ্ধ সেবন করিতে বলিয়াছেন। **চরক** অর্শ রোগে জীরকের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে করিয়াছেন। **সুশ্রুত** মহাবাতব্যাধি চিকিৎসা অধ্যায়ে জীরকাদি দীপনীয় গণের ক্বাথদ্বারা সিদ্ধ অন্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা শীতবীর্য্য এবং প্রমেহরোগে ইহার ব্যবস্থা আছে। বেদনা ও প্রদাহ নিবারণের জন্য বাহ্য প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়। অন্য ঔষধের সহিত ইহার প্রয়োগ (আধড্রাম মাত্রায়) বায়ুনাশক ও নানাপ্রকার উদরাধ্মান নাশক। (Asstt. Surgeon, Nihal Singh, Saharampur)। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের পিত্ত প্রকোপ ও বিবমিষাতে লেবুর রস সহ ইহার প্রয়োগ বিধি আছে (P' F. L. Ratton M. D)। প্রসবের পর স্তন্যদুগ্ধ বর্দ্ধকরূপে সফেদ জীরার (শ্বেত জীরকের) আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ ব্যবস্থা আছে (Civil surgeon R. Grey)। কয়েকটি জীরার বীজ অল্প ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া তামাকের ন্যায় কলিকাতে সাজিয়া উহার ধূমপান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয় (Major D. R. Thompson M, D, C. I. E)।

Glssary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল :—অগ্নিদীপক, উত্তেজক, উদরাধ্মাননাশক ; সঙ্কোচক, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসারে উপকারী। রন্ধনের মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বীজ :—সর্পদংশনে উপকারী।

Fig :—Kirtikar & Busu, Ind, Med., Pl,, t 485 A
Ref—F. B. I., ii, 718 ; Dymock, ii, 119.
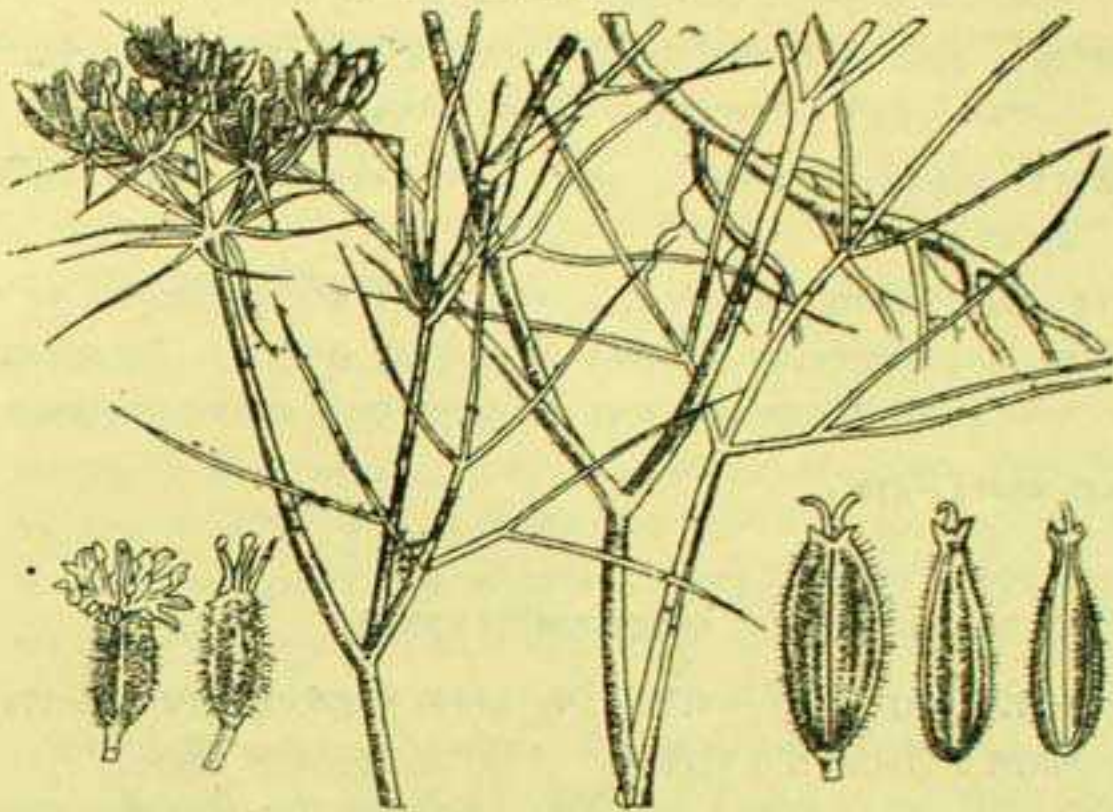
293. Cuminum cyminum Linn (জীরা)

Genus—CARUM Rupp. ex Linn.

294. C. Capticum Benth. (জোয়ান)

ভাষানুসারীনাম :—যমানী, যবানি, দীপ্য—সংস্কৃত ; জোয়ান—বাংলা ; অজবাইন, অজোয়ান, অজমান—হিন্দী ; অজমা—গুজরাট ; ওবা—মহারাষ্ট্র ; ওড়—কর্ণাট ; অমন—তামিল ; বামু, ওমান্—তেলেগু ; নান্থ্খা—ফরাসী ; কমুন মুলুকী—আরব।

যবানী দীপ্যকো দীপ্যো যবসাহ্বো যবাগ্রজঃ।
দীপনী চোগ্রগন্ধা চ বাতারির্ভূকদম্বকঃ ॥

যবজো দীপনীয়শ্চ শূলহন্ত্রী যবানিকা।
উগ্রা চ তীব্রগন্ধা চ জ্ঞেয়া পঞ্চদশাহ্বয়া ॥

যবানী কটুতিক্তোষ্ণা বাতার্শঃ শ্লেষ্মনাশনী।
শূলাধ্মানক্রিমিচ্ছর্দ্দি-মর্দনী দীপনীপরা ॥ ৯

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—যবানী, দীপ্যক, দীপ্য, যবসাহ্ব, যবাগ্রজ, দীপনী, উগ্রগন্ধা, বাতারি, ভুকদম্বকর, যবজ, দীপনীয়, শূলহন্ত্রী, যবানিকা, উগ্রা, তীব্রগন্ধা—এই পনেরোটি নাম।

গুণপর্যায় :—যমানী—কটুতিক্তরস, উষ্ণ বীর্য্য, বাত, অর্শঃ ও শ্লেষ্মানাশক। শূল, আধ্মান, (পেটফাঁপা), ক্রিমি ও পিপাসানাশক এবং অগ্ন্যুদ্দীপক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় গাছ, মাঠে চাষ হয়। কাণ্ড ১-৬ ফুট, শাখা ও পাতাযুক্ত ; পত্র ৬-১৬টি হয়, ১/১৬-১/২ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফল ১/২ ইঞ্চি, গোলাকার। ইহা সাধারণে জানে বলিয়া বিশেষ বর্ণনা করা হইল না। শীতের শেষে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

বৈদ্যকে যবানীর ব্যবহার।

চরক :—অর্শে যবানী অর্শ—রোগীকে শিধু নামক আয়ুর্বেদোক্ত মদ্য বিশেষের সহিত অজাজীও যবানীচূর্ণ পান করাইবে।

হারীত (১) **দন্তরোগে** যবানী—দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব হইলে পিষ্ট যবানী রাত্রিতে দন্তমূলে ধারণ করিবে (চিঃ ৪৫ অঃ)।

(২) **গলশুণ্ডিকায়** যবানী—গলশুণ্ডিকা হইলে দিবারাত্র মুখে যবানী রাখিবে (চিঃ৪৫ অঃ)

চক্রদত্ত :—(১) **শীতপিত্তে** যবানী—পথ্যভোজনপূর্বক পুরাতনগুড়ের সহিত যবানীচূর্ণ সেবন করিলে সপ্তাহে উদর্দ প্রশমিত হয় (শীতপিত্ত চিঃ)। (২) **কোষ্ঠগত ক্রিমিরোগে** পারসীক যবানী—প্রথমতঃ গুড় সেবন করিয়া পরে বাসিজলের সহিত পিষ্ট পারসীক যবানী পান করিলে কোষ্ঠগত ক্রিমি নির্গত হয় (ক্রিমিঃ চিঃ)।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দেশীয় লেখকদের মতে ইহা উত্তেজক, বলকারক এবং ক্রিমি নিবারক। ইহা পেট ফাঁপা, অম্ল উদ্গার এবং উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়, এবং কখন কখন হিং, হরীতকী ও সৈন্ধব লবণযোগে কলেরা রোগে ব্যবহার হয়। গলার ঘায়ে অপরাপর ঔষধের সহিত জোয়ান ব্যবহার হয়। জোয়ান হইতে জোয়ানের আরক প্রস্তত হয়, ইহা অম্ল ও অজীর্ণে হিতকর। যমানী পেটবেদনা ও পেটের দোষের ঔষধ স্বরূপ আয়ুর্বেদে বিধান আছে। যথা—

যবানী হিঙ্গুসিন্ধুত্থক্ষার সৌবর্চ্চলাভয়া।
সুরামণ্ডেন পাতব্যা গুল্মশূল নিবারণা ॥

— চক্রদত্তঃ।

অর্থাৎ জোয়ান, হিং, সৈন্ধব লবণক্ষার, যবক্ষার, এইগুলি ১০ গ্রেণ অথবা ২০ গ্রেণ মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়।
জোয়ান ও গুড় এক সপ্তাহ ভোজন করিলে আমবাত (urticaria) আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—প্রতিষেধক, অগ্নুদ্দীপক, উদরাধ্মাননাশক, উত্তেজক, রসায়ন, উদরাময়ে উপকারী, স্থায়ী অগ্নিমান্দ্যে বিশেষ উপকারী।

মন্তব্য :—গলগ্রন্থিকা (Tonsilitis) রোগে, দন্তরোগে এবং অর্শ রোগে ইহার ব্যবহার আছে। **চরকে**—জ্বর, গুল্ম এবং অতিসারে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। **হারীত** সংহিতায় 'গলগ্রন্থিকা' বা (Tonsilitis) রোগে অনবরত জোয়ান মুখে ধারণ করিবার কথা উল্লেখ আছে। শীতপিত্ত ও উদর্দাদিরোগে পথ্যাশী হইয়া পুরাতন গুড় সহ কয়েক-দিন নিয়মিতভাবে যোয়ান সেবন করিতে দিলে রোগের উপশম হয়। **চরক** বলেন :—গুল্ম রোগে বিট লবণ ও ঘোল সহ যমানীচূর্ণ সেবনে অগ্নির দীপ্তি, বায়ু ও কফের অনুলোম হয়। **চরক** যমানীকে বাত শ্লেষ্মহরগণের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাচন ও দীপন ওষধির মধ্যে যমানী অন্যতম। ইহা কামোদ্দীপক, বীজাণুনাশক, বায়ুনাশক, মূত্ররোচক, গুল্ম ও উদররোগনাশক। প্লীহা, অর্শ, বিবমিষা ও শূলরোগে হিতকারক। দন্তশূল ও হৃদ্রোগে ফলপ্রদ ও পিত্ত নিঃসারক। যমানী তিক্তাস্বাদ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, প্রস্রাবকারক, স্তনদুগ্ধবৃদ্ধিকারক, রসায়ন, শ্লেষ্মা নিঃসারক, রজঃস্রাবকারক, পক্ষাঘাত ও বক্ষ-বেদনানাশক, বাক্ ও দৃষ্টিশক্তির প্রসাদক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বলবৃদ্ধিকারক, কর্ণমধ্যস্থ ব্রণ, যকৃত্, প্লীহা, হিক্কা, অজীর্ণ, বমি ও বৃক সম্বন্ধীয় পীড়ায় ফলপ্রদ। গ্রাম্য ব্যবহারে ইহা অন্যতম আক্ষেপনিবারক, উত্তেজক এবং বায়ুনাশক রসায়ন ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পেটফাঁপা, অজীর্ণ, অতিসার, এমনকি কলেরা রোগেও উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। যথোপযুক্ত মাত্রায় হরীতকী, সৈন্ধব লবণ ও হিং সহযোগে পিষ্ট করিয়া ব্যবহৃত হয়। প্রতিশ্যায় রোগে কফ নিঃসরণ মন্দীভূত করিবার জন্য ইহা কফবিনাশক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল বায়ুনাশক ও প্রস্রাবকারক। ঘুষঘুষে জ্বর ও পেটের দোষ থাকিলে ইহার মূল ব্যবহৃত হয়। ঔষধের অপ্রীতিকর গন্ধ দূর করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। বিশেষতঃ এরণ্ডতৈল ও তজ্জাতীয় ঔষধ ব্যবহারে যে বিবমিষা ও পেট কামড়ানি উপস্থিত হয় তাহা হ্রাস করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী (Waring)।
সর্পদংশন ও বিছাদংশনজনিত বিষনাশে আয়ুর্বেদে ইহার উপকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সর্পবিষ বা বিছাবিষের প্রতিষেধক নহে। যদিও ইহার বীজ হইতে Thymol (থাইমল) প্রস্তুত হয় তথাপি ইহাকে সর্বপ্রকার ক্রিমিনাশক ঔষধরূপে গণ্য করা যায় না (Mhaskar & Caius)। ইহা Hookworm (হুকওয়ার্ম) জাতীয় ক্রিমি ধ্বংস করিতে উপযোগী। অন্য জাতীয় ক্রিমিনাশে ইহার উপযোগীতা অল্পই

দেখা যায়। (Mhaskar & Caius)। পুরাতন গলক্ষতে অন্যান্য কষায় রসের সহিত অন্যতম উপাদানরূপে মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আছে। (Dr. Bidie)। **বালকের ক্রিমিজনিত পেট কাঁপা রোগে** ঃ—যোয়ানচূর্ণ ২ আনা ও মিছরিচূর্ণ ।• প্রত্যহ প্রাতে সপ্তাহকাল জলসহ খালিপেটে সেব্য।

শীতপিত্তরোগে ঃ—প্রাতে ।• আনা যোয়ান ও পুরাতন গুড় ||• আনা, বৈকালে কাঁচা হলুদ বা আদা ।• আনা, পুরাতন গুড় ও লবণ সহ ব্যবহারে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

পুরাতন অজীর্ণে ঃ—যোয়ান ২ আনা, হরীতকী ২ আনা, সৈন্ধব লবণ ১ আনা, নেবুর রসসহ প্রাতে সেবনে পুরাতন অজীর্ণ আরোগ্য হয়। ইহা অগ্ন্যুদ্দীপক ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক। যকৃতের দোষে নেবুর রসের পরিবর্তে কালমেঘ পাতার রস বাটিয়া বড়ী করিয়া শুকাইয়া ব্যবহারে উপকার হয়।

Fig.—Wight, Ic, t. 566 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 477 B.

Ref.—F.B.I., ii, 682 ; Roxb., F.I., ii. 91 ; B.P., i. 536 ; Dymock, ii. 116 ; Prain, H.H., 220.
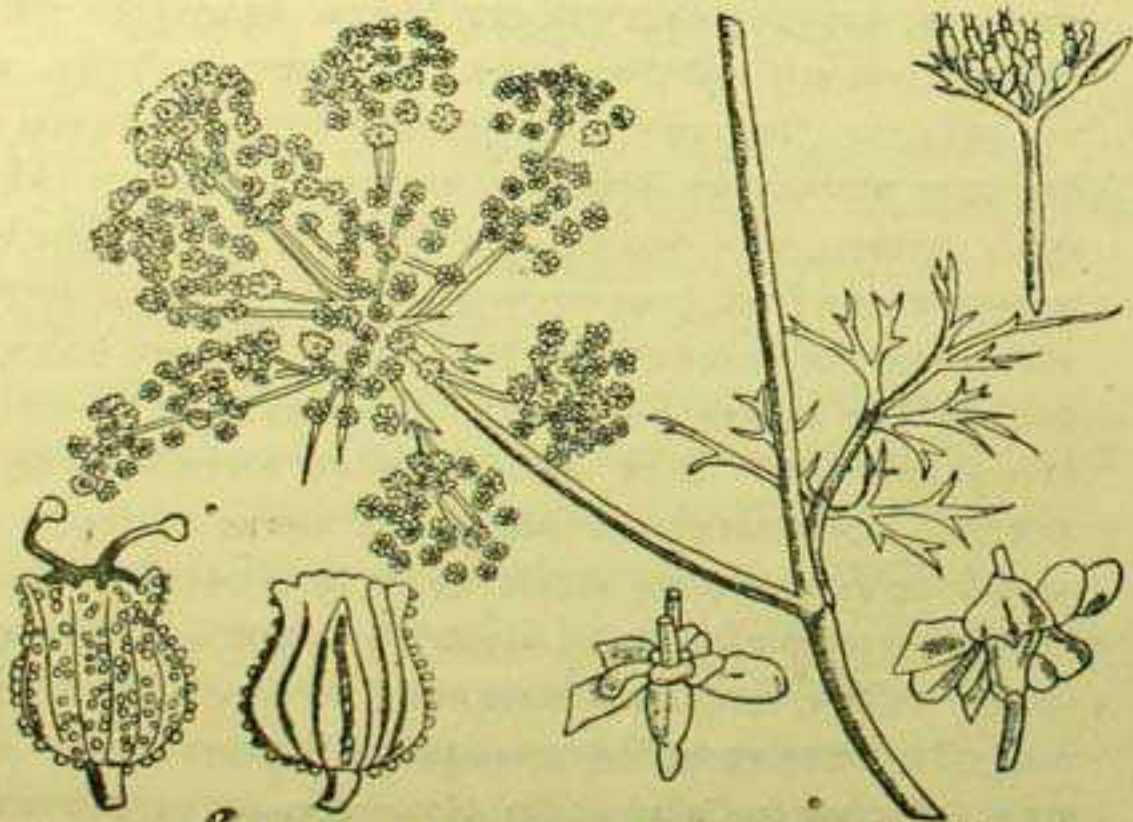
294. Carum Copticum Benth. (জোয়ান)

295. C. Roxburghianum Benth. (রাঁধুনী)

ভাষানুসারী নাম ঃ—অজমোদা—সংস্কৃত ; রাঁধুনী—বাংলা ; অজমোদা—হিন্দি ; অজমোদা—মহারাষ্ট্র ; অজমোদা—কর্ণাট ; অজমোদা ভোমা—কানপুর ; বোড়ী অজমোদা—গুজরাট ; অমতী-ওমান, আসমূটাগম্—তামিল ; বামং, আহ্মাদাগাভোমন্—তেলেগু ; হাবুল কর্ত্তুকেরফস্—আরব।

> **অজমোদা খরাহ্বা চ বস্তমোদা চ মর্কটী।**
> **মোদা গন্ধদলা হস্তি-কারবী গন্ধপত্রিকা॥**
> **মায়ুরী শিখিমোদা চ মোদাঢ্যা বহ্নিদীপিকা।**
> **ব্রহ্মকোশী বিশালী চ হৃদ্যগন্ধোগ্রগন্ধিকা।**
> **মোদিনী ফলমুখ্যা চ বসুচন্দ্রাভিধা মতা॥**
> **অজমোদা কটুরুষ্ণা রুক্ষা কফবাতহারিণী রুচিকৃৎ।**
> **শূলাধ্মানারোচকজঠরাময়নাশনী চৈব॥**
>
> **রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।**

নামপর্যায় ঃ—অজমোদা, খরা, বস্তমোদা, মর্কটী, মোদা, গন্ধদলা, হস্তি-কারবী, গন্ধপত্রিকা, মায়ুরী, শিখিমোদা, মোদাঢ্যা, বহ্নিদীপিকা, ব্রহ্মকোশী, বিশালী, হৃদ্যগন্ধা, উগ্রগন্ধিকা, মোদিনী, ফলমুখ্যা, এই আঠারটী নাম।

গুণপর্যায় ঃ—অজমোদা—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, কফ ও বায়ুনাশক, রুচিকারক। শূল, আধ্মান, অরুচি, এবং পেটের পীড়া নাশক।

জন্মস্থান ঃ—সমগ্রভারতে চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় চাষ হয়।

বর্ণনা ঃ—কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ, অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। পত্র পক্ষাকার, পাতার শেষের অংশটী ১-১/২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৪-২০টী, ফুল১/২-১/৪ ইঞ্চি। ফল ১/২৪-১/১৬ ইঞ্চি, গোলাকার ও ডিম্বাকৃতি, পীতবর্ণ, ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ আছে। ভাদ্রমাস হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ফল

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—

ইহার বীজ ঘুড়ী কাসিতে, বমন ও মূত্রযন্ত্রের রোগে বিশেষ উপকারী। ইহা অপরাপর ঔষধযোগে অম্ল ও অজীর্ণরোগে ব্যবহৃত হয়।

Glossary ঃ—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় ঃ—

বীজ—উদরাধ্মান নাশক, উত্তেজক, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং অগ্নিমান্দ্য, ঘুংড়িকাসি, বমন ও মূত্রাশয়ের যন্ত্রনায় উপকারী।

Fig —Wight, Ic., t. 335 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 480
Ref—F.B.I., ii, 682 ; Roxb., F.I., ii, 97 ; B.P ., i. 536 ; Prain. H.H., 219.
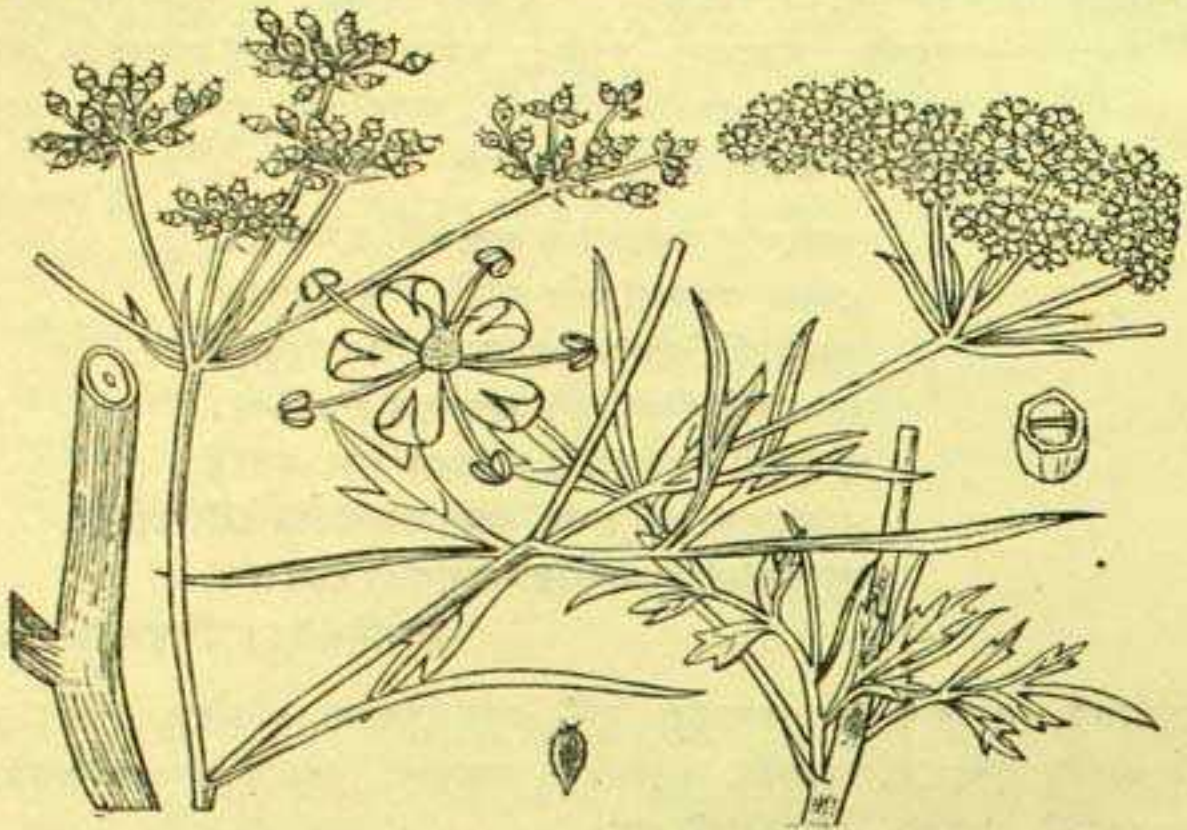
295. C. roxburghianum Benth (রাঁধুনি)

Genus—CORIANDRUM (Tourn.) Linn.

296. C. sativum Linn. (ধনে)

ভাষানুসারী নাম ঃ—ধন্যাক, ধান্য, তুম্বুরুক—সংস্কৃত ; ধনে—বাংলা ; কোথম্বির—হিন্দি ; ধনে, কোথিম্বীর—মহারাষ্ট্র ; ধানা, কোথমীর—গুজরাট ; কোটমল্লি—তামিল ; কোচিমির, ধনিয়ালু—তেলেগু ; কোথুম্পালারি—মালয় ; কজ্বুরা—আরব।

ধান্যকং ধান্যজং ধান্যং ধানেয়ং ধনিকং তথা।
কুস্তুম্বুরুশ্চাবলিকা ছত্রধান্যং বিতুন্নকম্ ॥
সুগন্ধিঃ শাকযোগ্যশ্চ সূক্ষ্মপত্রো জনপ্রিয়ঃ।
ধান্যবীজো বীজধান্যং বেধকং ষোড়শাহ্বয়ম্ ॥
ধান্যকং মধুরং শীতং কষায়ং পিত্তনাশনম্।
জ্বরকাসতৃষাচ্ছর্দি-কফহারি স দীপনম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—ধান্যক, ধান্যজ, ধান্য, ধানেয়, ধনিক, কুস্তুম্বুরু, আবলিকা, ছত্রধান্য, বিতুন্নক, সুগন্ধি, শাকযোগ্য, সূক্ষ্মপত্র, জনপ্রিয়, ধান্যবীজ, বীজধান্য, বেধক—এই ষোলটী নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—ধান্যক—মধুর ও কষায় রস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক; জ্বর, কাস, তৃষ্ণা, বমি ও কফনাশক এবং অগ্ন্যুদ্দীপক।

জন্মস্থান ঃ—সমগ্রভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা ও বাঁকুড়া জেলায় চাষ হয়।

বর্ণনা ঃ—বর্ষজীবী গাছ ; বহু শাখা ও প্রশাখা বিশিষ্ট ও সূক্ষ্মলোমযুক্ত। নীচের পত্র ডিম্বাকৃতি ও লম্বা, উপরের পত্র সরু ও লম্বা। পুষ্পদণ্ডে পত্র থাকেনা অথবা ছোটপত্র থাকে। বাহিরের ফুল অসমান ও উজ্জ্বল, পাপড়ি ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ কিম্বা ঈষৎ বেগুনে ; ফল গোলাকার, ভাঙ্গিলে দুইখানা হইয়া যায়। শীতের শেষে ফুল ও ফল পাকে হইয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ ঃ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বৈদ্যকে ধান্যকের ব্যবহার।

চরক ঃ—বাতোল্বণ **অর্শে** ধান্যক—শুঁঠ ও ধনের ক্বাথ বাতোল্বণ অর্শরোগী অনুপান করিবে "অন্তে ভক্তস্য মধ্যে বা"—এই **বাগ্‌ভট** বচনবলাৎ ভোজনের মধ্যে বা অন্তে পান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)।

বাগ্‌ভট ঃ—রোগোপসর্গজ **তৃষ্ণায়** ধান্যক—জ্বরাদিরোগোপসর্গজ তৃষ্ণায় চিনি ও মধুসহ ধনের ক্বাথ হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)।

হারীত ঃ—**বাতরক্তে** ধান্যকঃ—ধনেচূর্ণ ২ তোলা, জীরাচূর্ণ ১ তোলা, কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ১ তোলা, গুড়পাক বিধানানুসারে পাক করিবে। ইহা বাতরক্তে হিতকর (চিঃ ২৪ অঃ)।

চক্রদত্ত ঃ—(১) **অন্তর্দাহে** ধান্যক—পূর্ব্বদিবসে কৃত ধনের ক্বাথ পর দিবস প্রাতে চিনির সহিত পান করিবে। ইহা বহুদিনের অন্তর্দাহ বিনষ্ট করিতে পারে (জ্বর চিঃ)। (২) **অতিসারে** ধান্যক—ধনে ও বালার ক্বাথ তৃষ্ণাদাহাতিসার নাশক (অতিসার চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **পিত্তাতিসারে** ধান্যক—ধনের কল্ক ও চতুর্গুণ জল সহ ঘৃত পাক করিয়া পিত্তাতিসারীকে পান করাইবে (অতিসার চিঃ)। (২) **আমাজীর্ণে** ও **শূলে** ধান্যক—ধনে ও শুঁঠের ক্বাথ আমাজীর্ণ প্রশমক, শূলনাশক ও বস্তিশোধক (অজীর্ণাধিকার)। (৩) শিশুর **কাসশ্বাসে** ধান্যক—ধনে ও চিনি তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক শিশুকে পান করাইবে। ইহা শিশুর কাসশ্বাস নাশক (বালরোগাধিকার)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—বৈদ্যদের মতে ধনে স্নিগ্ধকর ও কৃমিনাশক। ইহা হইতে একপ্রকার চক্ষের ধৌত প্রস্তুত হয়, ইহাদ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে বসন্তরোগে চক্ষের তারা নষ্ট হয় না। ধনে পেটফাঁপা নিবারক, বলকারক, মূত্রকর, এবং কামোত্তেজক।

শুষ্ক ধনে এবং Volatile oil পেট বেদনার উত্তম ঔষধ। ধনে গাছের রস কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয়।

তরুণ জ্বরে উহার বেগ কমাইবার জন্য ধনে ও পলতার কাথ ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—সুগন্ধি, উত্তেজক, উদরাধ্মান নাশক, প্রস্রাবকারক, রসায়ন, অগ্ন্যুদ্দীপক, যকৃতের দোষনাশক, উত্তাপনাশক, কামোদ্দীপক।

বীজ—দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাসে চিবাইয়া খাইলে গন্ধ দূরীভূত হয়।

মন্তব্য :—চরক, তৃষ্ণানিগ্রহণ ও শীতপ্রশমন বর্গে ধন্যাক পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** গুড়ূচ্যাদি-বর্গে কুস্তুম্বুরু পাঠ করিয়াছেন। ব্যঞ্জন স্বাদু ও সুগন্ধি করণার্থে ধনের শাক ব্যবহৃত হয়। বালির সহিত ধনের শাকের প্রলেপ, বেদনাবিবর্জিত স্ফীতির পক্ষে হিতকর। ধনের তৈল সুগন্ধি ও বায়ুনাশক। ইহা নিউর‍্যালজিয়া, আধ্মান, বাত প্রভৃতিরোগে প্রযোজ্য।

Fig—Wight., Ic. t. 516 & Ill., t. 11, Fig 9; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 485C.

Ref.—F.B.I., ii., 717; Roxb., F. I., ii. 94; **Watt.**, ii, Pt. II, 566; B.P., i, 540; Prain. H. H., 220.
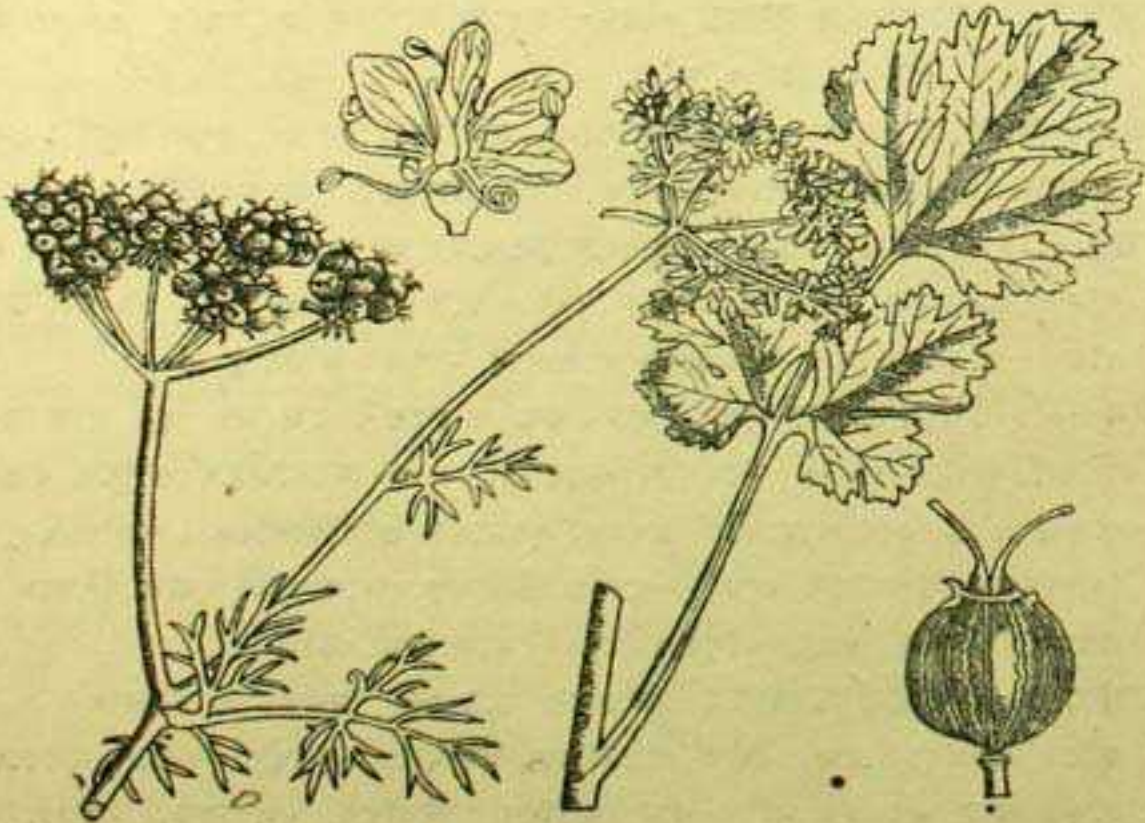
296. Coriandrum sativum Linn. (ধনে)

Genus—DAUCUS (Tourn) Linn.

297. D. carota Linn. (গাজর)

ভাষানুসারী নাম :—গর্জর—সংস্কৃত; গাজর—বাংলা; গাজর—হিন্দি; পিতাকন্দ—তেলেগু; গাজ্জার—তামিল; বাট্‌লামুলা—মহারাষ্ট্র; বাট্‌লামূলা—কর্ণাট।

> গৃঞ্জনং পিঙ্গমূলঞ্চ পীতকঞ্চ সুমূলকম্।
> স্বাদুমূলং সুপীতঞ্চ নারঙ্গং পীতমূলকম্॥
> গৃঞ্জনং মধুরং রুচ্যং কিঞ্চিৎকটু কফাপহম্।
> আধ্মানক্রিমিশূলঘ্নং দাহপিত্ততৃষাপহম্॥
>
> রাজনিঘণ্টঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায় :—গৃঞ্জন, পিঙ্গমূল, পীতক, সুমূলক, স্বাদুমূল, সুপীত, নারঙ্গ, পীতমূলক—এই-গুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—গৃঞ্জন—মধুর রস, রুচিকারক, বিপাকে ঈষৎ কটুরস, কফনাশক। আধ্মান, ক্রিমি, শূলনাশক এবং দাহ, পিত্ত, ও তৃষ্ণানাশক।

জন্মস্থান :—আদি জন্মস্থান ইউরোপ ও এশিয়া; সমগ্র বঙ্গদেশে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুরে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্; কখনও অধিক দিন থাকে। কাণ্ড ১-৪ ফুট। পত্র ২-৩ ইঞ্চি পক্ষযুক্ত, ইহাতে শক্ত, লোম আছে। পুষ্পদণ্ডের পত্র অনেক, ৩টি আঁকড়ী বিশিষ্ট; ফুলের পাপ্‌ড়ি ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল। ফল $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ। শীতের শেষ হইতে গ্রীষ্মের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও বীজ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যনাশক ও বলকারক। ইহা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিলে গেঁজাইয়া একপ্রকার মদ প্রস্তুত হয়। পত্র ও বীজের কাথ সেবন করিলে গর্ভবেদনা বর্দ্ধিত হয় ও শীঘ্র গর্ভবতীকে প্রসব করায়। ইহার শিকড় মৃদু বিরেচক (Stewart)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ—সুগন্ধি, উত্তেজক, আধ্মাননাশক, মূত্রাশয়ের রোগে উপকারী। উদরী, ও ধাতুদৌর্ব্বল্যে রসায়ন, কামোদ্দীপক। গর্ভাশয়ের বেদনায় উপকারী।

Fig.—Wight., Ill., t. III, Fig. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t 485B.
Ref.—F. B. I., ii, 718; Roxb., F. I., ii, 90; B. P., i, 541; Prain. H. H., 220; Voigt., H. S., 23.
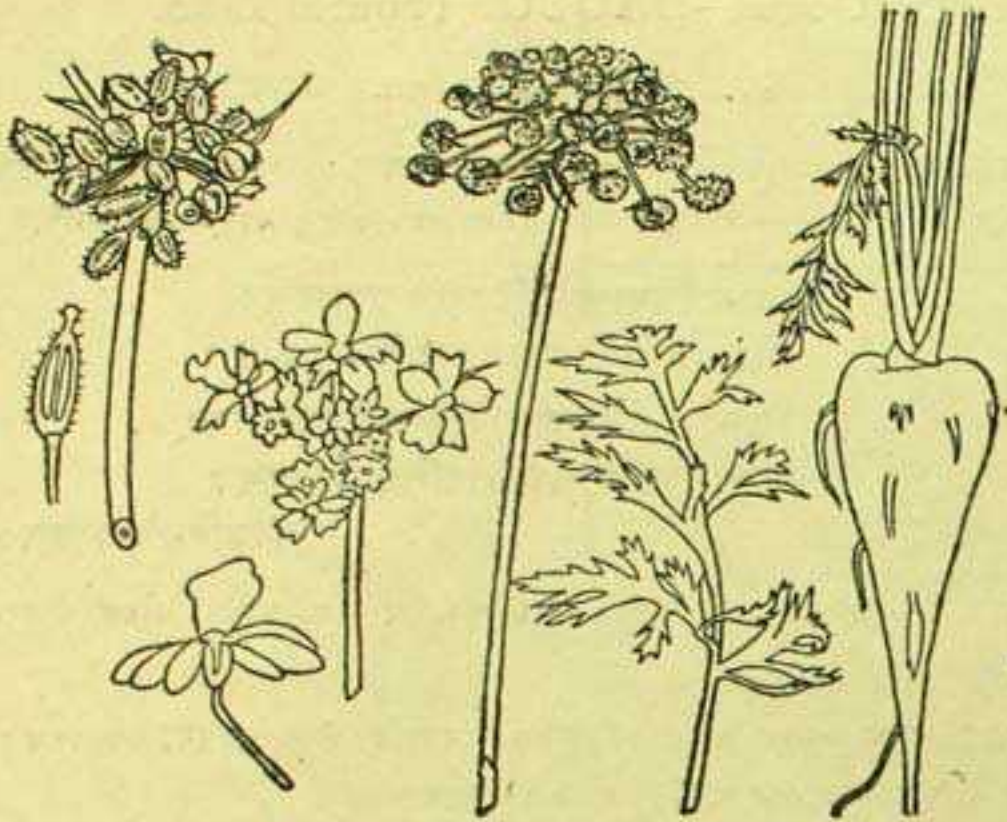
297. Daucus carota Linn. (গাজর)

Genus—FERULA Tourn. ex. Linn.

298. Ferula foetida Regil(হিঙ্গু)

ভাষানুসারীনাম—হিঙ্গু—সংস্কৃত, হিং—বাংলা ; হিঙ্গু—হিন্দি ; হিঙ্গু—মহারাষ্ট্র ; সেঙ্গ—কর্ণাট ; পেরুঙ্গায়াম্—তামিল ; ইঙ্গুব—তেলেগু ; হিঙ্গু—বোম্বে।

হিঙ্গূগ্রগন্ধং ভূতারির্বাহ্লীকং জন্তুনাশনম্।
শূলগুল্মাদিরক্ষোঘ্নমুগ্রবীর্য্যং চ রামঠম্॥
অগূঢ়গন্ধং জরণং ভেদনং স্থপধূপনম্।
দীপ্তং সহস্রবেধীতি জ্ঞেয়ং পঞ্চদশাভিধম্॥
হৃদ্যং হিঙ্গু কটূষ্ণং চ ক্রিমিবাতকফাপহম্।
বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নং চক্ষুষ্যং গুল্মনাশনম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায়—হিঙ্গু, উগ্রগন্ধ, ভূতারি, বাহ্লীক, জন্তুনাশন, শূলগুল্মাদিরক্ষোঘ্ন, উগ্রবীর্য্য, রামঠ, অগূঢ়গন্ধ, জরণ, ভেদন, স্থপ, ধূপন, দীপ্ত, সহস্রবেধী—এই পনেরোটি নাম।

গুণপর্য্যায়—হিঙ্গু রুক্ষ, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমি, বায়ু ও কফনাশক। বিবন্ধ, আগ্নান ও শূল-নাশক। চক্ষুর হিতকর এবং গুল্মনাশক।

জন্মস্থান—আফগানিস্থান, কাশ্মীর।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গাছ, ৬-৮ ফুট লম্বা। পত্র কোমল লোমযুক্ত, ২-৪ পক্ষযুক্ত; পত্রদণ্ডের উভয় দিকে জোড়া জোড়া পত্র বাহির হয় এবং অগ্রভাগে একটী পত্র থাকে। পত্রের কিনারা কর্ত্তিত। নিম্নের পত্র ১-২ ফুট, ডিম্বাকৃতি। পত্রদণ্ডের শেষভাগের দণ্ডটী বৃহৎ ও পত্রহীন। ফল ১/৩ ইঞ্চি লম্বা, ১/৪ ইঞ্চি চওড়া, গর্ভাশয়ে মসৃণ লোম আছে।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বৈদ্যকে হিঙ্গুর ব্যবহার।

চরক—**অগ্রগ্রন্থে** হিঙ্গু—ছেদনীয়, দীপনীয়, আনুলোমিক এবং বাতকফ প্রশমন দ্রব্যের মধ্যে হিঙ্গু শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—**ক্রিমিদন্তে** হিঙ্গু—ভাজা হিং গরম গরম ক্রিমি ভক্ষিত দন্তে স্থাপন করিবে (দন্তরোগ চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার—হিঙ্গু ক্রিমিনাশক, আক্ষেপনিবারক, সর্দ্দি নিঃসারক, স্নায়বিক উত্তেজক, মৃদুবিরেচক ও হিষ্টিরিয়ারোগ নিবারক। ইহা হাঁপানী, উৎ-কাসি, পেটফাঁপায় হিতকর। হিঙ্গু বালকদিগের নিউমোনিয়া এবং বক্ষপ্রদাহের পক অবস্থায় বিশেষ হিতকর (Dymock)। ইহার পাতা ক্রিমিনাশক ও পেটবেদনায় ব্যবহৃত হয়। ফিতার মত ক্রিমিতে ইহার প্রয়োগ হয়।

হিঙ্গু বহুকাল হইতে ভারতে চলিত আছে। নিঘণ্টুকার ইহাকে নানাবিধ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। হিঙ্গু বোখারা হইতে আসে বলিয়া ইহাকে বাহ্লীক এবং ইহা ব্যবহার করিলে শূল রোগ বিনাশ পায় বলিয়া ইহাকে শূলনাশক বলে। জেদ নগরের আর্দ্রেশির মেহেরবান নামক একজন বণিকের নিকট হইতে হিঙ্গু সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে। যেস্থানে হিঙ্গু গাছ আছে সেই স্থানটীতে উক্ত বণিক অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন হিঙ্গুগাছ খোরাসানের নিকটবর্ত্তী প্রস্তরময় ভূভাগে জন্মে। ইহার উপরিভাগের শিকড়ের ব্যাস ২ ইঞ্চির অধিক হয় না। হিঙ্গু সংগ্রহকারীরা গাছের গোড়ার মাটী সরাইয়া শিকড়ের উপরিভাগ কাটিয়া দেয়, দুই তিন দিন পরে আবার আঠা সমেত খানিকটা শিকড় কাটিয়া ফেলে। এইরূপে প্রত্যেক-বারে কর্ত্তিত অংশ হইতে যে আঠা পাওয়া যায় তাহাই হিঙ্গু নামে অভিহিত। ইহা চর্ম্মবদ্ধ হইয়া ভারতের বোম্বাই নগরে বিক্রীত হয়, ইহাকে—আবুসায়েরী হিঙ্গু বলে। উপরিলিখিত ব্যবসায়ী জেদ হইতে যে বাক্স পাঠাইয়া দেন, উহার কণ্ঠসংলগ্ন আঠা

প্রথমে দুগ্ধের ন্যায়, পরে শুষ্ক হইয়া ধূসরবর্ণে পরিণত হয়। Fetula Narthex Boiss গাছ হইতেও হিঙ্গু পাওয়া যায়। (Boiss.Flora.Orientalis, ii. 994, 1872)। বম্বে বাজারে হিঙ্গুকে আবুদায়েরী হিঙ্গু বলে। বম্বে হিঙ্গু ইহা অপেক্ষা ভাল নহে। কারণ ইহার সহিত বাবলার আঠা ও অপরাপর দ্রব্য মিশ্রিত করে। অধুনা ইহার সহিত আলুর টুকরা পর্য্যন্ত মিশ্রিত করে। F. alliacea Boiss., F.foetida Regel, F. Narthex Boiss, প্রভৃতি গাছ হইতে হিঙ্গু উৎপন্ন হয় তবে ইহাদের গুণের বিভিন্নতা ও আকারগত পার্থক্য আছে।

১৮৮৪ খৃঃ Dr. Peters যখন কোয়েটায় থাকিতেন তখন পুষ্পিত হিংগাছ দেখিয়াছিলেন। তিনি যে গাছের পালা (specimens) পাঠাইয়াছিলেন, উহা E. M. Holmes সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, গাছটি F. foetida Regel। Dr. Peters ও উক্ত গাছের শুষ্ক শিকড় দেখিয়া একই ধারণা করিয়াছিলেন। আফ্‌গানিস্থানের Report-এ দেখা যায় যে, গাছ একটু পরিপক্ব হইলে উহার গাত্র হইতে দুগ্ধের মত আঠা বাহির হয় এবং উহা ঘন হইলেই হিঙ্গু হয়। ভারতীয় হিঙ্গুর মূল্য কান্দাহারী ও খোরাসানী হিঙ্গু অপেক্ষা কম।

উৎকৃষ্ট হিঙ্গু চেপ্‌টা, উহার গায়ে বালুকাকণা লাগিয়া থাকে। উহার উপরিভাগ পীতাভ, ভাঙ্গিলে মুক্তার মত শ্বেতবর্ণ দেখায়। বাতাস লাগিলে উজ্জ্বল লালবর্ণ, অবশেষে ফিকে হরিদ্রা-বর্ণ হয়।

Dr. Aitchison বলেন যে, ইহার দুগ্ধের মত আঠা হইতে ব্যবসায়ীরা হিঙ্গু প্রস্তুত করে। তিনি আরও বলেন যে, হিরাটে "Towah" নামক এক প্রকার লালবর্ণ কর্দ্দম আছে। ইহা হিঙ্গুর সহিত মিশ্রিত করে; ইহাকেই কান্দাহারী হিঙ্গু বলে।

Mr. Bellow বলেন যে, হিংগাছের কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া যে আটা বাহির হয় তাহাই মূল্যবান হিঙ্গু, আর হিঙ্গুর সহিত পাতার কুঁড়ি মিশ্রিত থাকিলে তাহার মূল্য কম হয়। কান্দাহারী হিঙ্গু বম্বেতে আমদানী হয় এবং উহাতে চাপ দিয়া একপ্রকার লালের আভাযুক্ত তৈল বাহির। আসল হিঙ্গু লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। হিঙ্গু ভাজিয়া ব্যবহার না করিলে বমন হইতে পারে:

ত্রিকটুক-মজমোদা সৈন্ধবং জিরকে দ্বে সমধরণ ঘৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।
প্রথম কবড়ভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেতজ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাং শ্চ হন্যাৎ॥

ভৈষজ্য-রত্নাবলী।

অর্থাৎ ঘৃতেভাজা হিং আদা, পিপুল, গোলমরিচ, জোয়ান, জীরা, কালজীরা, সৈন্ধবলবণ সকলগুলি সমপরিমাণ গুঁড়া করিতে হয়। মাত্রা ১০-২০ গ্রেণ, ইহা চাউল ও ঘৃতযোগে ব্যবহারে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং বাতরোগ দূরীভূত করে।

হিঙ্গু ও মাষকলাই জলন্ত অঙ্গারে রাখিয়া নলের উহার দ্বারা ধূম গ্রহণ করিলে হাঁপানীর টান প্রশমিত হয়, ইহাকে হিঙ্গুবড়ী ধূম বলে। হিঙ্গু এবং aloes প্রত্যেকটি ১½ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, পরে উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিষ্টিরিয়া ও ঐ প্রকারের অপরাপর স্নায়বিকরোগ আরাম হয়।

দুই ড্রাম পরিমাণ হিং জলে ঘষিয়া গুলিবে। সেই জল দ্বারা বস্তিক্রিয়া করিলে টাইফয়েড জ্বরজনিত পেটফাঁপা, কলেরা, বালকদের তড়কা ও পেটফাঁপা নিবারিত হয়। হিং এর গুঁড়া, এলাচ, আদা, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটি ১ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া গুঁড়া করিবে, ঐ গুঁড়া বালকদের পেট-বেদনা ও পেটফাঁপায় বিশেষ হিতকর। ইহা দুর্ব্বল, শীর্ণ বালকদের তড়কায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। হিং, যোয়ান, ত্রিফলা এবং সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটি ১০ গ্রেণ গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে পেট-বেদনা একেবারে কমিয়া যায়। বালকদের ঘুংড়ি কাসিতে বক্ষস্থলে হিং এর প্রলেপ দিলে কাসির উপশম হয়। ৫ গ্রেণ হিং ১ ড্রাম জলে দিয়া নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে দারুণ মাথাধরা কমিয়া যায়। আহিফেন ও হিঙ্গু দাঁতের গর্ত্তে প্রবেশ করাইয়া দিলে দাঁতবেদনা আরাম হয়।

হিঙ্গু, কর্পূর এবং গোলমরিচ প্রত্যেকটি ১ গ্রেণ, অহিফেন ½ গ্রেণ—এইগুলি একত্র করিয়া যে বটিকা প্রস্তুত হয় তাহা কলেরার প্রথম অবস্থায় এবং উদরাময় রোগে অতি মূল্যবান ঔষধ। অল্প পরিমাণ হিঙ্গু ভাজিয়া রসুন এবং তালের মিছরি বা গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রসূতি স্ত্রীলোককে প্রাতঃকালে খাওয়াইলে প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত হইয়া শরীর সুস্থ হয় এবং ইহা খাওয়াইলে গর্ভস্রাবপ্রবণ স্ত্রীলোকদিগের আর গর্ভস্রাব হইবার ভয় থাকে না। ৯০ গ্রেণ পরিমাণ হিং এর ৬০ টি বটিকা করিবে, ইহাতে প্রত্যেক বটিকা ১½ গ্রেণ হইবে। এই বটিকা দিবসে দুইবার সেবন করিলে গর্ভস্রাবের কোন আশঙ্কা থাকে না। এই মাত্রা ক্রমে বাড়াইয়া ১০টি বটিকা প্রত্যহ সেবন করিবে, তৎপরে কমাইয়া গর্ভ হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে। ইহাতে আর গর্ভস্রাব হইবে না।

ভাজাহিং, আদা, পিপুল, গোলমরিচ, যোয়ান, (Cumen) জিরা, কালজিরা এবং সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক সমভাগ লইয়া গুঁড়াইবে ও মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১০-২০ গ্রেণ। চাউলধোয়া জল ও ঘৃতযোগে প্রাতে ব্যাবহার করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি, পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি এবং পেটফাঁপা আরাম হয়। এই গুঁড়াকে হিঙ্গু অষ্টকচূর্ণ বলা হয়। কেহ কেহ ইহার সহিত লেবুর রস মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে বলেন। ইহাতে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায় ও প্লীহাদোষ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গাছের কল্ক—কাঁকড়াবিছার দংশনের যন্ত্রনায় উপকারী। পেটের পীড়ার প্রতিষেধক। আয়ান, বায়ুরোগ এবং মূর্চ্ছারোগে উপকারী।

বীজ—উত্তেজক, সুগন্ধি, অগ্নুদ্দীপক, আধ্মান নাশক, ঋতুস্রাব কারক।

পাতা—প্রস্রাব কারক।

মূল—বিরেচক

বিজের তৈল—ক্রিমিনাশক।

মন্তব্য :—**চরক**, দীপনীয়, শ্বাসহর এবং সংজ্ঞাস্থাপন বর্গে এবং **সুশ্রুত**, পিপ্পল্যাদি ও শিরো-বিরেচন বর্গে হিঙ্গু পাঠ করিয়াছেন। বৈদ্যকোক্ত হিঙ্গুশব্দ, হিঙ্গুবৃক্ষের নির্য্যাস বাচক, বৃক্ষ বাচক নহে।

Fig —Bent and Trim., t. 127 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 483

Ref—F. B. I., ii 708 ; Dymock, ii. 141
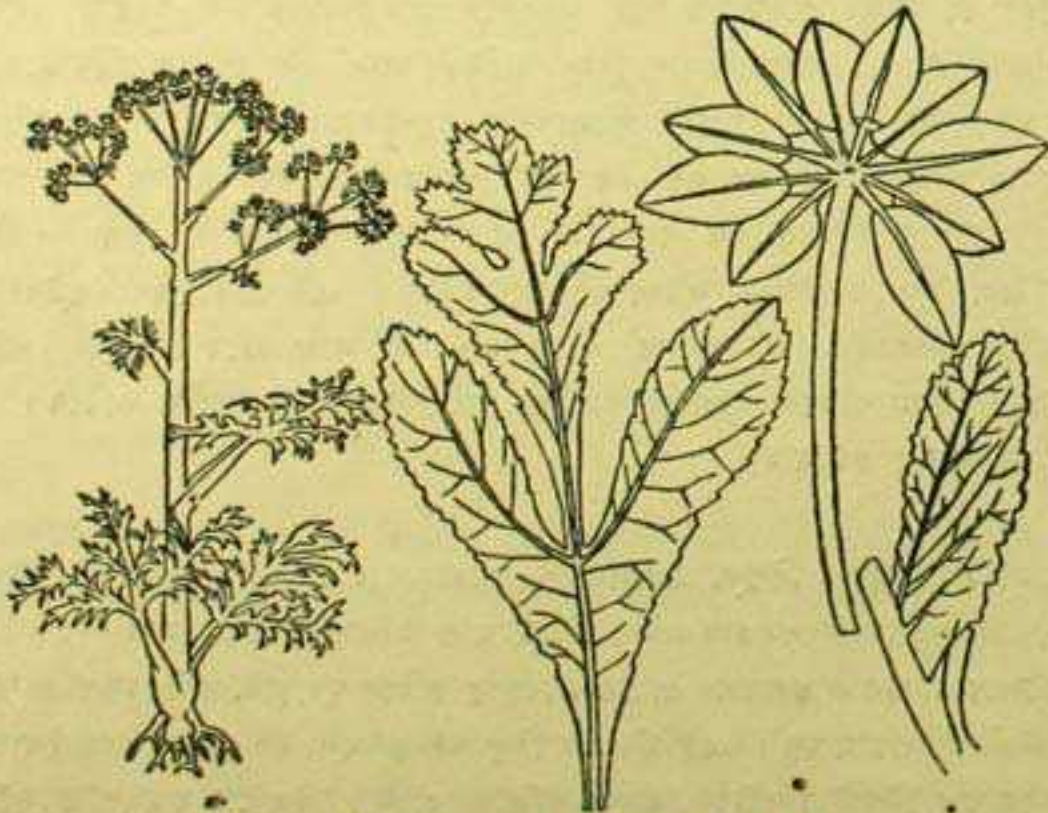
298. Ferula foetida Regil. (হিঙ্গু)

Genns FOENICULUM Adans.

299. F. vulgare Gaertn. (মৌরী)

ভাষানুসারী নাম :—মিশ্রেয়া, তালপর্ণী, মধুরা, মধুরিকা—সংস্কৃত ; মৌরী—বাংলা ; সৌঁফ—হিন্দি ; বড়ী শোঁফ—মহারাষ্ট্র ; বরিয়ালী—গুজরাট ; পেদ্দজিল্ কুরহ সৌফ—তেলেগু ; সোহিক্‌রে, সোহিকিরাই-তামিল ; এজিয়ানজ্—আরব।

> মিশ্রেয়া তালপর্ণী চ তালপত্রা মিশিস্তথা।
> শালেয়া স্যাচ্ছীতশিবা শালীনা বনজা চ সা ॥
> অবাক্‌পুষ্পী মধুরিকা ছত্রা সংহিতপুষ্পিকা।
> সুপুষ্পা সুরসা বন্যা জ্ঞেয়া পঞ্চদশাহ্বয়া ॥
> মিশ্রেয়া মধুরা স্নিগ্ধা কটুঃ কফহরা পরা।
> বাতপিত্তোত্থদোষঘ্নী প্লীহজন্তুবিনাশনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—মিশ্রেয়া, তালপর্ণী, তালপত্রা, মিশি, শালেয়া, শীতশিবা, শালীনা, বনজা, অবাক্‌পুষ্পী, মধুরিকা, ছত্রা, সংহিত পুষ্পিকা, সুপুষ্পা, সুরসা বন্যা—এই পনেরটী নাম।

গুণপর্যায় ঃ—মিশ্রেয়া—মধুরস, স্নিগ্ধ, বিপাকে কটুরস। উত্তম কফনাশক। বায়ুপিত্ত দোষনাশক, প্লীহা এবং ক্রিমিনাশক।

জন্মস্থান ঃ—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও বৰ্দ্ধমানে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

বর্ণনা :—লম্বা সূক্ষ্ম, লোমযুক্ত, বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র নাই, কখন ছোট ছোট পত্র থাকে, ফুলের বহির্ব্বাস নাই, পাপ্‌ড়ি পীতবর্ণ। ফল সরু সরু, লম্বা, শিরাযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—শিকড় ও বীজ। মাত্রা, বীজচূর্ণ ১—৪ আনা, কাথ ৫-১০ আনা, শীতকষায় ১৫ তোলা, তৈল ১-৫ মিশ্র।

মূলগ্রাহ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—মৌরী উত্তেজক ও ক্রিমিনাশক। ইহার শিকড় মূত্রকর ও জোলাপের কাজ করে। মৌরী জননেন্দ্রিয়ের রোগ নিবারক (Watt)।

> মিশ্রেয়া তদ্‌গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনিশূলহৃৎ।
> রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাসবমিশ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ ॥

ভাবপ্রকাশঃ।

ইহা উৎকৃষ্ট যোনিশূলনাশক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, কাস, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক। মৌরী শ্বাসযন্ত্রের নলের উপর বিশেষ কাজ করে। এই কারণে বালকদিগের শ্লেষ্মায় হিতকর। অধিক পরিমাণে ব্যবহারে মত্ততা আনয়ন করে। মৌরীর তৈল কপালে দিলে মাথা বেদনা, পেটে দিলে পেট বেদনা, সন্ধিস্থানে দিলে বাত ও কর্ণে দিলে কাণ বেদনা আরাম হয় (R. N. Khory)।

Glossary —সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

বীজ—উত্তেজক, সুগন্ধি, অগ্ন্যুদ্দীপক, উদরাধ্মান নাশক, ঋতুস্রাব কারক।

পাতা—প্রস্রাবকারক।

মূল—বিরেচক।

বীজের তৈল—ক্রিমিনাশক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 477 ; Woodville ; Med. Bot. t. 8.

Ref.—F. B.I., ii,695 ; Roxb., F. I., ii 94 ; B. P., i, 537, Prain, H. H., 220.
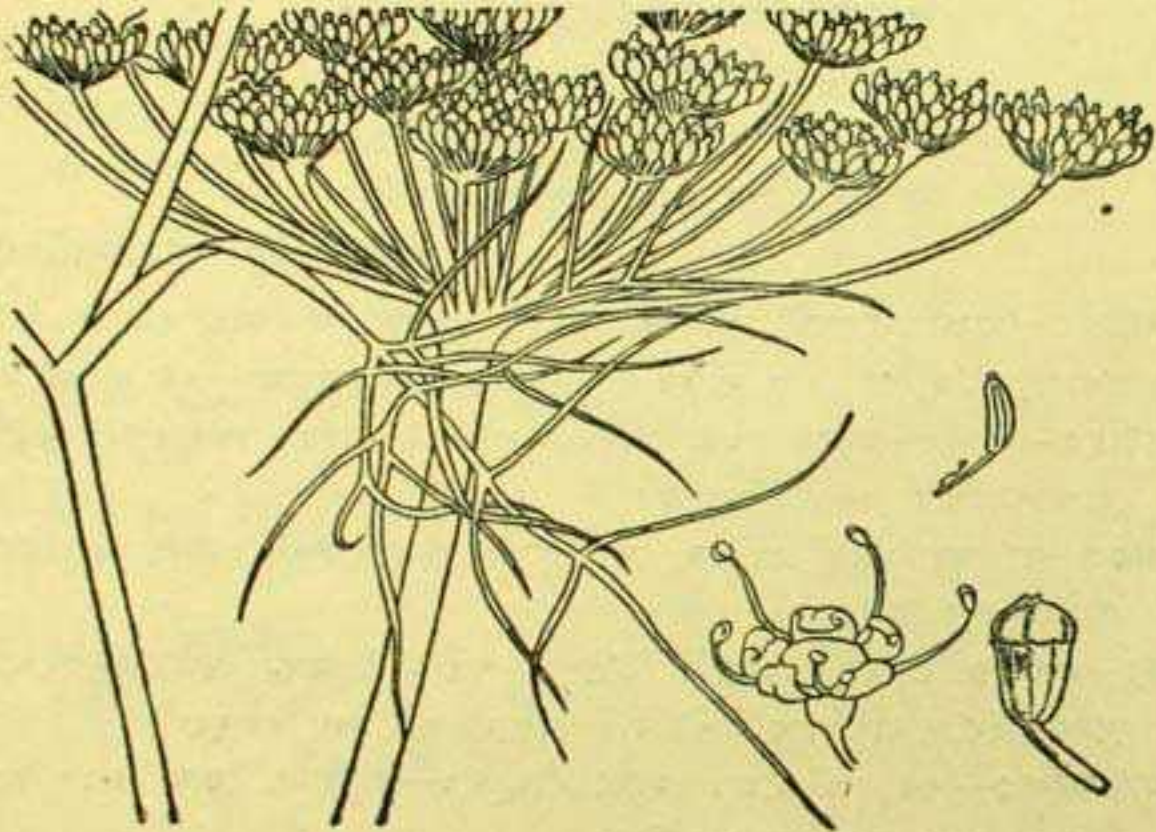
299. Foeniculum vulgare Gaertn. (মৌরী)

Genus SESELI Linn.

300. S. indicum W & A. (বনজোয়ান)

ভাষানুসারি নাম :—বনযমানী সংস্কৃত ; বনজোয়ান—বাংলা ; কিরামিন্জি-অয়োয়ান—বোম্বে।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণার স্থানে স্থানে পতিত জমিতে দেখা যায়।

বর্ণনা :—সরল বর্ষজীবী ওষধি। ৪—১২ ইঞ্চি উচ্চ গাছ, অনেক ডালপালা আছে। পত্র কর্তিত, ২ পক্ষবিশিষ্ট, ডিম্বাকৃতি, বিভক্ত এবং নরম লোমযুক্ত। বহির্বাস নাই। পুষ্পগুচ্ছ ৪—১৬টী, ½ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড বিস্তৃত; ফুল শ্বেত ও ঈষৎ লালবর্ণ। ফল গোলাকার, ফিকে পীতবর্ণ, ১/১২—১/৮ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ দুইভাগে বিভক্ত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ; মাত্রা—১৫—২০ গ্রেণ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বনযমানী পেটফাঁপা নিবারক, ক্রিমিনাশক। ইহা ফিতা ক্রিমিতে বিশেষ উপকারী (Moodeen Sherif).

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ—উত্তেজক, উদরাধ্মান নাশক। অগ্ন্যুদ্দীপক। পশুর ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Wight, Ic., t. 569.

Ref.—F.B.I., ii, 693 ; Roxb., F.I., ii, 92 ; Watt., vi. pt. 2 ; B.P., 538 ; Prain, H.H., 220.
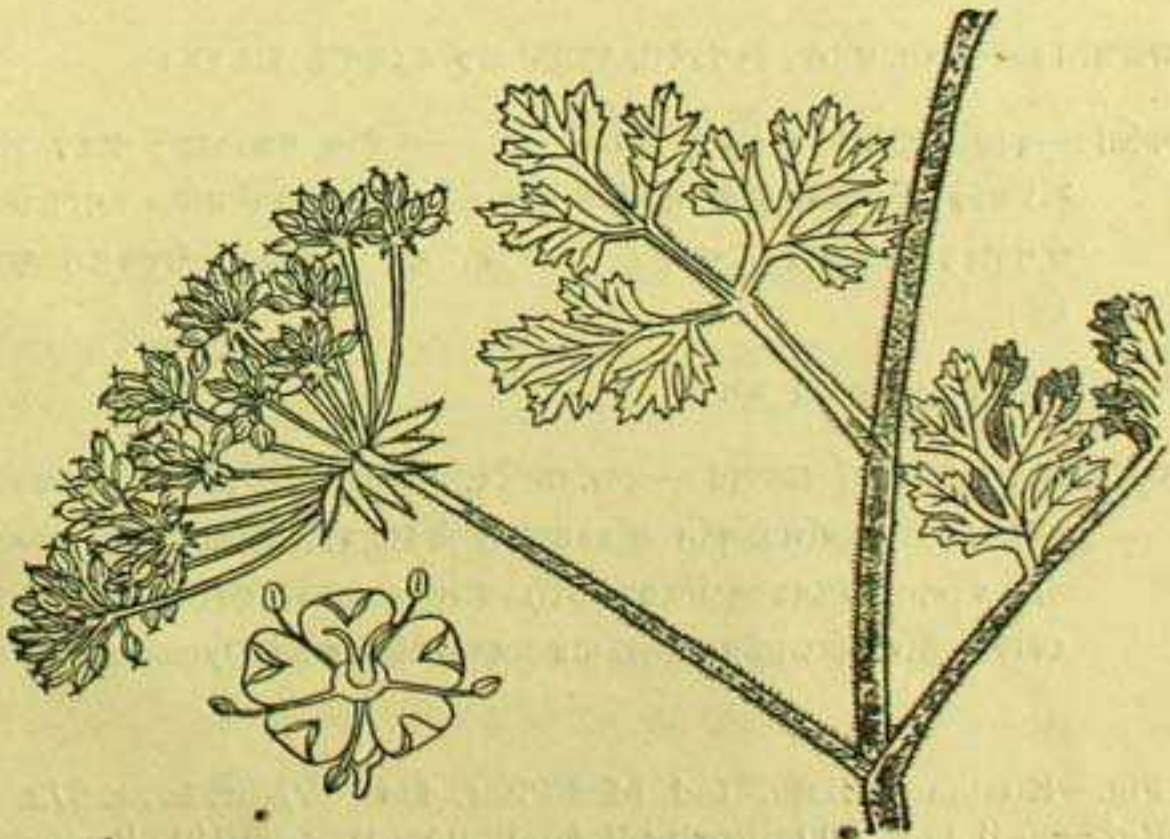
300. Seseli indicumw, & A, (বনজোয়ান)

Genus—PEUCEDANUM Linn.

301. P. Sowa Kurz. (শলুফা)

ভাষানুসারীনাম :—শতপুষ্পা—সংস্কৃত ; শুল্‌ফা—বাংলা ; সোয়া—হিন্দি ; বালাংশোষ—মহারাষ্ট্র ; শুবানীভাজী—গুজরাট ; সব্বসিগে—কর্ণাট ; পেদ্দসদাপ্‌চেট্টু—তেলেগু ; শীতঝতবজরুল—আরব ।

শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ ।
অতিলম্বী সিতচ্ছত্রা সংহিতচ্ছত্রিকাপি চ ॥
শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃদ্‌ দীপনী কটুঃ ।
উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্ম-ব্রণশূলাক্ষিরোগহৃৎ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । হরিতক্যাদিবর্গঃ

নামপর্য্যায় :—শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মধুরা, কারবী, মিসি, অতিলম্বী, সিতচ্ছত্রা, সংহিতা ও ছত্রিকা, শতাকী, অবাক্‌পুষ্পী, প্রভৃতি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—শুল্‌ফা—লঘুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক, অগ্নিদ্দীপক, এবং বিপাকে কটুরস । ইহা জ্বর, বায়ু, শ্লেষ্ম, ব্রণ, শূল এবং চক্ষুরোগ নাশক ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, হুগলী, ২৪পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায়, চাষ হয় ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্‌, ১—৩ ফুট উচ্চ । পত্র ২—৩ ইঞ্চি, পক্ষাকার ; পত্রের লম্বা অংশ ½-১ ইঞ্চি ; ফুলের পাপ্‌ড়ি অনেক, ½ ইঞ্চি । পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই । পাপড়ি পীতবর্ণ, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ও ছোট । ফল ⅙-⅕ ইঞ্চি, সরু পক্ষযুক্ত । শীতকালে ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র এবং ফল ।

মূলগ্রন্থাংশে ঔষধার্থে ব্যবহার :—মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে পেটফাঁপা নিবারক, মূত্রকর এবং ঋতু কারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ইহার কাথ স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের পর খাইতে দিলে উহাদের হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ভালরূপ হয় । ইহার পত্র তৈলে ভিজাইয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায় অথবা ফাটিয়া যায় (Dymock) ।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind. Med Pl., t. 484 ; Wight, Ic., t. 572.
Ref.—F. B. I., ii, 709 . Roxb ; F. I., ii. 94. ; B. P., i. 540, Prain, H. H., 220.
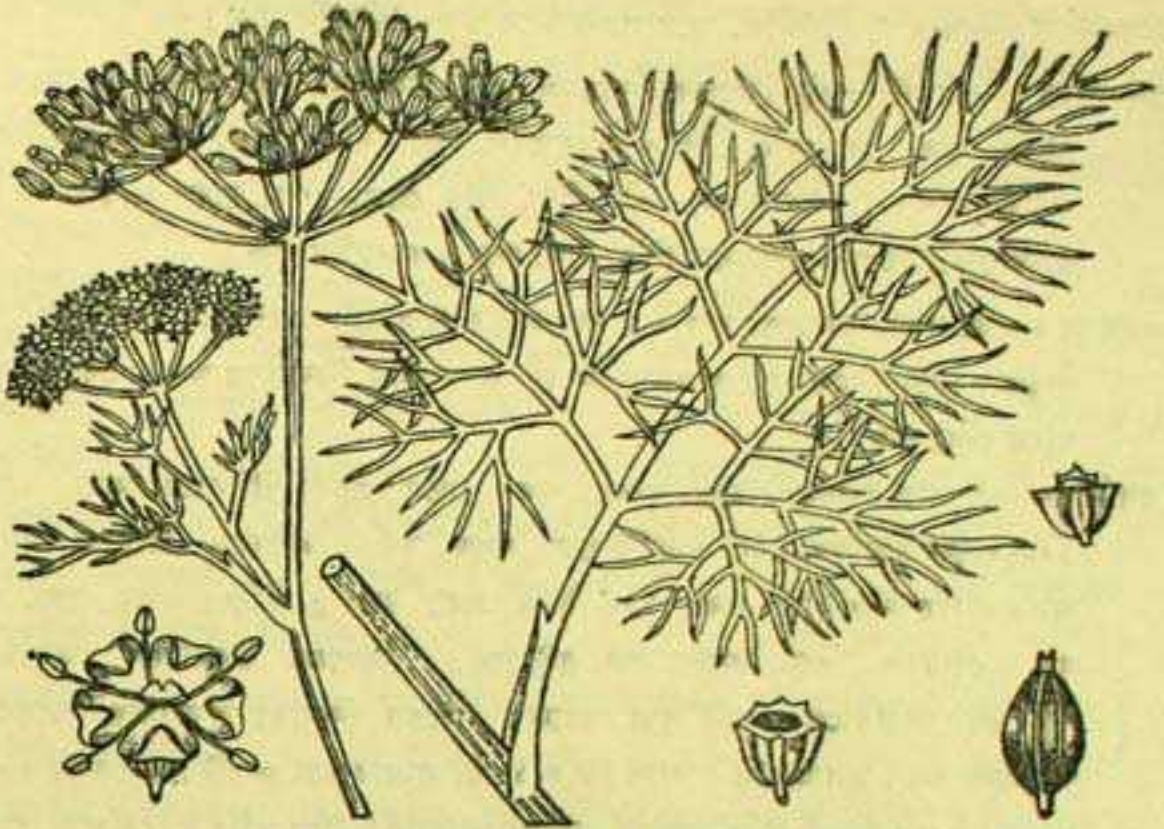
301. Peucedanum Sowa Kurz (শলুফা)

LV. CORNACAE

Genus ALANGIUM Lamk.

302. A. lamarckii Thw. (বাঘ আঁকুড়া, আঁকোড়)

ভাষানুসারীনাম :—অঙ্কোট, অঙ্কোল—সংস্কৃত ; আঁকোড়, বাঘ আঁকড়া—বাংলা, ঢেরা—হিন্দি ; অঙ্কোলীবৃক্ষ—মহারাষ্ট্র ; অঙ্কোলা—গুজরাট ; উড়ীকে, আম্‌কোলাম্ চেট্টু, অঙ্কলামু—তেলেগু ; অলঞ্জি—তামিল ; ইরিন্‌জিল—মালয়।

অঙ্কোটো দীর্ঘকীলঃ স্যাদঙ্কোলশ্চ নিকোচকঃ।
অঙ্কোটকঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরো লঘুঃ॥

রেচনঃ ক্রিমিশূলাম-শোফগ্রহবিষাপহঃ।
বিসর্পকফপিত্তাস্র-মূষিকাহিবিষাপহঃ॥

তৎফলং শীতলং স্বাদু শ্লেষ্মঘ্নং বৃংহণং গুরু।
বল্যং বিরেচনং বাত-পিত্তদাহক্ষয়াস্রজিৎ॥

ভাবপ্রকাশঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—অঙ্কোট, দীর্ঘকীল, অঙ্কোল, ও নিকোচক—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—অঙ্কোট—কটু, বিপাকে কষায়রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, রেচক। ইহা ক্রিমি, শূল, আমদোষ, শোথ, গ্রহাবেশ, বিষ, বিসর্প কফ, রক্তপিত্ত, মূষিকবিষ, ও সর্পবিষ নাশক। ইহার ফল—শীতবীর্য্য, স্বাদু, শ্লেষ্মানাশক, বৃংহণ ও গুরুপাক। ইহা বলকারক, বিরেচক এবং বাতপিত্ত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদুষ্টিনাশক।

জন্মস্থান :—অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, হুগলী, হাওড়া, ২৪পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলের মধ্যে ও রাস্তার কিনারায় অথবা রেলের লাইনের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—এই গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, কঙ্কন দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গাছগুলি ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়, ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসর বর্ণ। এইগাছে তীক্ষ্ণাগ্র শাখা-কণ্টক আছে ; পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্ত ⅛ ইঞ্চি। পত্র লম্বা, অগ্রভাগ সরু, বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পত্রদণ্ডের উভয়দিকে জোড়া জোড়া পত্র হয়, অগ্রভাগে একটি পত্র আছে। পত্রের কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায় ; পত্র গুচ্ছ বদ্ধ ; ফুল সুগন্ধি। পাপ্ড়ি ৫-১০টি, সাধারণতঃ ৬-৭টি ; পুংকেশর ২০—৩০টি থাকে। ফল ½—¾ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ অথবা লালবর্ণ (Brandis), দেখিতে পক্ক বৈঁচের মত। আকারে আঁশ ফলের ন্যায় ; এবং ইহার শাঁস আঁসটে গন্ধ, ফলের উপরটি ঘন কোমল লোমযুক্ত অথবা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফলের উপরের আচ্ছাদন শক্ত (Hooker)। ইহার ডাল হইতে ছড়ি প্রস্তত হয়। আঁকোড়ের ছড়ি বেশ শক্ত। গাছের পত্র, ফুল এবং ফল বৎসরের সকল সময়েই দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ও ত্বক্।

বৈদ্যকে অঙ্কোটের ব্যবহার।

সুশ্রুত :—(১) **দন্তকাষ্ঠগত বিষে** অঙ্কোটমূল—দন্তকাষ্ঠ বিষযুক্ত হইলে, জিহ্বা, দাঁতের মাড়ী ও ওষ্ঠ স্ফীত হয়। ইহার প্রতীকারার্থ অঙ্কোট মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া, স্ফীত স্থানে মধুর সহিত আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিবে কিম্বা প্রলেপ দিবে (কঃ ১ম অঃ)। (২) **অঞ্জনগতবিষোপদ্রবে** অঙ্কোট পুষ্প—বিষাক্ত অঞ্জন ব্যবহারে অন্ধত্ব জন্মে, ইহার প্রতীকারার্থ অঙ্কোট পুষ্পের অঞ্জন ব্যবহার করাইবে (কঃ ১ম অঃ)। ইহার ফলের রস বিরেচক।

বাগ্ভট—মূষিকবিষে—অঙ্কোটমূল—অঙ্কোটমূলের ছাল, ছাগীর মূত্রে পেষণ করিয়া পান ও লেপন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূষিকবিষ বিনষ্ট হয় (উঃ ৩৮ অঃ)।

চক্রদত্ত :—অতিসারে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোটমূলের ত্বক্ ১ তোলা, তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী প্রশমিত হয় (অতিসার চিঃ)।

এ মাত্রা অধুনা প্রযোজ্য নহে। (২) **গরদোষে** অঙ্কোটমূল—অঙ্কোটমূলত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ঘনীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃপাক করিবে। এই ফাণিতাকার ক্বাথ গব্যঘৃত সহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পুর্ব্বে রোগীকে তিলতৈল মাখাইয়া স্বেদ দিবে। ইহা গর দোষ নাশক (বিষ চিঃ)। উপবিষ সেবন জন্য উপদ্রবকে গরদোষ বলে।

ভাবপ্রকাশ :—কুকুরবিষে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোটমূলত্বক্ গব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। ইহা কুকুর বিষ নাশক (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকেরা ইহার শিকড়কে উগ্র ও কটু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ফলের রস মৃদু বিরেচক, ক্রিমি ও পেটবেদনা নিবারক। কোন বিষাক্ত জন্তুতে কামড়াইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল শক্তি কর, বলকারক, পা বা হাতের জ্বালা, ক্ষয়কাস, ও রক্তস্রাবে হিতকর এবং ইহা কুষ্ঠ রোগের মহৌষধ (Dutta)।

দেশীয় চিকিৎসায় ইহার শিকড়ের ছাল ক্রিমি নাশক ও বিরেচক। বঙ্গ দেশে ইহার পাতারপুল্‌টিস্ বাতের বেদনায় প্রযুক্ত হয় (S. Arjun)। ইহার শিকড় তিক্ত এবং চর্ম্মরোগে হিতকর। ৫০ গ্রেণ ওজনের শিকড়ের ছাল একটা উৎকৃষ্ট বমনকারক ঔষধ (Moodeen Sheriff)। Moodeen Sheriff আরও বলেন যে, ইহা Ipecacuanha র স্থানে প্রয়োগ করা চলে এবং রক্ত আমাশয় ভিন্ন অপরাপর রোগে বেশ কাজ করে। বমন, মূত্রনাশ এবং জ্বরের পক্ষে শিকড়ের ছাল ১০ গ্রেণ। ইহার কুষ্ঠ ও উপদংশ রোগ আরাম করিবার শক্তি আছে।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলেরছাল—বিরেচক, ক্রিমিনাশক। জ্বরে এবং চর্ম্মরোগে উপকারী।

পাতা—বাতের বেদনায় পুল্‌টিস্ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—চরকোক্ত বিষ চিকিৎসায় অমৃত ঘৃতের কল্কে অঙ্কোটের ব্যবহার মাত্র দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন বিষ চিকিৎসায় আর অঙ্কোট শব্দই নাই। **সুশ্রুতের** কল্প স্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মূষিক কুক্কুরাদির বিষ চিকিৎসায় লিখিত আছে। **সুশ্রুতের** খবিষ কু (ক্ষুরবিষ) চিকিৎসায় অঙ্কোট ব্যবহৃত হয় নাই ; কিন্তু মূষিকবিষ চিকিৎসায়, মূষিকদষ্ট রোগীকে বমন করাইবার জন্য অঙ্কোট প্রয়োগ করা হইয়াছে। **সুশ্রুতের** অশ্মরী চিকিৎসাধ্যায়ে অঙ্কোট ফলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **নিঘণ্টুকার**—অঙ্কোট ফলকে 'গুপ্তস্নেহ' বলিয়াছেন। **নিঘণ্টুকার** অঙ্কোটের একটি নাম লিখিয়াছেন "রেচী"। কিন্তু **ভাবপ্রকাশ** অঙ্কোটকে "সংগ্রাহী" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। **চক্রদত্ত ও বঙ্গসেন** উভয়েই অতিসারের চিকিৎসায় সংগ্রাহীরূপে অঙ্কোট ব্যবহার করিয়াছেন।

অঙ্কোটমূলত্বক্ অতি তিক্ত। চর্ম্মরোগ নাশক বলিয়া ইহার যে খ্যাতি আছে, তাহা অমূলক নহে। যদি দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে চর্ম্মরোগ প্রশমন করে। ইহা আকন্দের অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ।

Fig :—Rheede, Hort, Mal., iv. H. 17, 26 ; Wight, III., t, 96 ; Kirtikar and Basu, Ind Med, Pl., t, 487 A.

Ref :—F. B. I., ii, 741 ; Roxb., F. I. ii, 502 ; B, P., I, 545 ; Prain, H. H., 221.
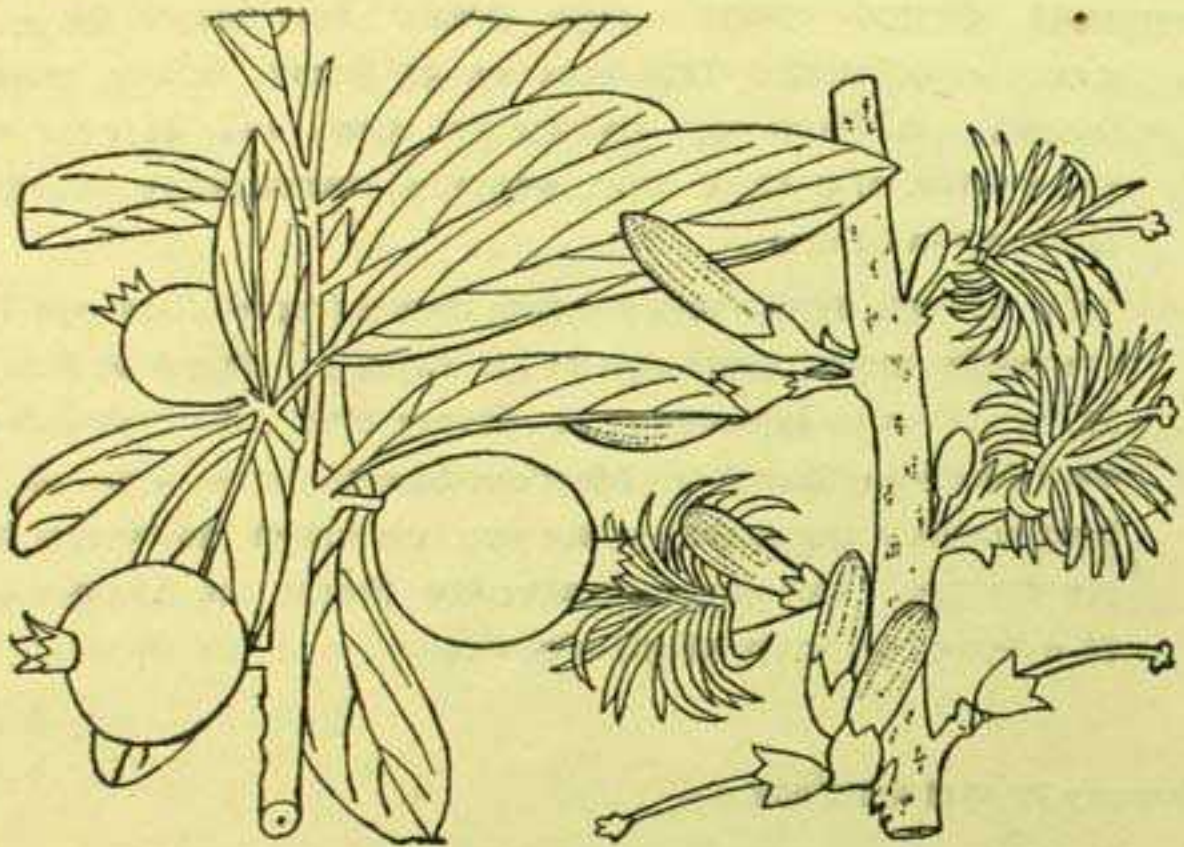
302, Alangium lamarckii Thw (বাঘ-আঁকড়া, আঁকোড়)

LVI RUBIACEAE

Genus ANTHOCEPHALUS A. RICH

303. A. Cadamba Miq (কদম্ব)

ভাষানুসারী নাম :—কদম্ব, নীপ—সংস্কৃত ; কদম্ব, ধারাকদম্ব—বাংলা ; কদম্ব, ধারাকদম্ব—হিন্দী ; ভেল্লাই-কদম্ব—তামিল ; কদম্বমু, কড়িমিচেট্টু—তেলেগু ; কদম্ব—গুজরাট ; রাজকদম্ব, ধুলিকদম্ব—মহারাষ্ট্র ; ধুলিকড়উ—কর্ণাট ; কদম্ব—আরব।

কদম্বো বৃত্তপুষ্পশ্চ সুরভির্ললনাপ্রিয়ঃ।
কাদম্বর্য্যঃ সিন্ধুপুষ্পো মহাঢ্যঃ কর্ণপুরকঃ।
ধারাকদম্বঃ প্রাবৃষ্যঃ পুলকী ভৃঙ্গবল্লভঃ।
মেঘাগমপ্রিয়ো নীপঃ প্রাবৃষেণ্যঃ কদম্বকঃ॥
কদম্বস্তিক্ত কটুকঃ কষায়ো বাতনাশনঃ।
শীতলঃ কফপিত্তার্ত্তি-নাশনঃ শুক্রবর্দ্ধনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কদম্ব, বৃত্তপুষ্প, সুরভি, ললনাপ্রিয়, কাদম্বর্য্য ; সিন্ধুপুষ্প, মহাঢ্য, কর্ণপূরক, এইগুলি কদম্বের নাম এবং ধারাকদম্ব, প্রাবৃষ্য, পুলকী, ভৃঙ্গবল্লভ, মেঘাগমপ্রিয়, নীপ, প্রাবৃষেণ্য ও কদম্বক—এই কয়টি ধারাকদম্বের নাম।

গুণপ্যর্যায় :—কদম্ব—কটুতিক্তরস, বিপাকে কষায় রস, বায়ুনাশক, শীতবীর্য, কফ ও পিত্ত-নাশক, এবং শুক্রবর্দ্ধক।

জন্মস্থান :—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অরণ্যে জন্মে। পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরভারতে রোপণ করে। ব্রহ্মদেশের পেগু অঞ্চলে দেখা যায়।

বর্ণনা :—৪০-৫০ ফুট উচ্চ সরল গাছ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ, উপরের ছাল পাতলা, আঁইশের-ন্যায় ফাটিয়া পড়িয়া যায়। কাষ্ঠ শ্বেত ও পীতবর্ণের দাগ-বিশিষ্ট এবং নরম। পত্র ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা, চামড়ার ন্যায় শক্ত, উপরিভাগ উজ্জল, নিম্নভাগ কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে নেবু-রং বিশিষ্ট। পরাগ শ্বেতবর্ণ ; রাত্রিকালে ফুলের সুগন্ধি বাহির হয়, ফুলের বোঁটা ১-২ ইঞ্চি। ফল ছোট নেবুর ন্যায় ; শাঁসযুক্ত। বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র। ফুল বর্ষাকালে হয় ; পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক, পত্র ও ফল। ফলের রস ১-২ তোলা ; ত্বকচূর্ণ ১-২ আনা।

বৈদ্যকে কদম্বের ব্যবহার।

চরক :—(১) **ব্রণাচ্ছাদনার্থ** কদম্বপত্র—কদম্বের পত্র দ্বারা ক্ষত আচ্ছাদিত করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (২) **মূত্রের বৈবর্ণ্যে ও কৃচ্ছ্রতায়** কদম্ব—কদম্বের ক্বাথ ও গব্যদুগ্ধ সহ যথাবিধি পক্ব ঘৃত পান করিলে মূত্রের বিবর্ণতা ও কৃচ্ছ্রনির্গম নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল জ্বরনাশক ও বলকারক। ইহার ছালের রস চূর্ণ, অহিফেন এবং ফটকিরি সমপরিমাণে মিশাইয়া অক্ষিকোটরের চতুর্দিকে দিলে চক্ষুপ্রদাহ আরাম হয় (Dymock)। কদম্বপাতার ক্বাথ ক্ষতে ও মুখের ঘায়ে দিলে ক্ষত সারিয়া যায়। কদম্বকে লোকে বন্য কুইনাইন (Wild Cinchona) বলে। ইহার ত্বকের রস জীরাচূর্ণ ও চিনির সহিত সেবন করিলে শিশুর বমন নিবারিত হয়। জ্বরের প্রবল অবস্থায় যখন অতিশয় পিপাসা হয় তখন ইহার ফলের রস সেবন করিলে পিপাসা নিবারিত হয় (R. N. Khory)। কোন স্থানে বেদনা, শুক্রশোধন ও বর্ণের জন্য কদম্ব-নির্য্যাস হিতকর (চরক)।

Glossary—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—**

ছাল—রসায়ন, জরঘ্ন, সঙ্কোচক এবং সর্পদংশনে উপকারী।

পাতার কল্ক—বালকদিগের মুখের ঘায়ে এবং যে কোন মুখের ঘায়ে 'কুব' হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—চরক বমনোপগবর্গে নীপ এবং বেদনাস্থাপণবর্গে 'কদম্ব' এবং শুক্রশোধনবর্গে কদম্ব নির্য্যাস পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত**—রোধ্রাদি এবং ন্যাগ্রোধাদিগণে কদম্বের উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ উদয়চাঁদ, ডিমক্ ও ক্ষৌরী 'ধারাকদম্বের' বাংলা নাম 'কেলিকদম্ব' লিখিয়াছেন। 'বৈদ্যকশব্দসিন্ধু' সঙ্কলয়িতাও উহাদের মতানুসারে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কেলিকদম্বের' সংস্কৃত নাম যে ধূলিকদম্ব, ধারাকদম্ব নয়, ইহা ইতঃপূর্ব্বেই বিশদভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। Roxburgh শ্বেতকদম্বের (Nauclea tetrandia) উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট, আকৃতি ৬-১২ হাত উচ্চ, কাণ্ড সরল, পুষ্পকাল গ্রীষ্মঋতু। ইহাকে ভূকদম্ব বা একপ্রকার কেলিকদম্ব বলা যায়।

Fig—Bed. Fl. sylv., 127, t. 35 ; Kirtikar. & Basu, Ind. Med. Pl., 489 A.

Ref—F.B.I., iii. 23 ; Roxb,, F,I., i, 512 ; B,P,. i, 551 ; Prain, H, H, ; 221 ; Voigt. 375,
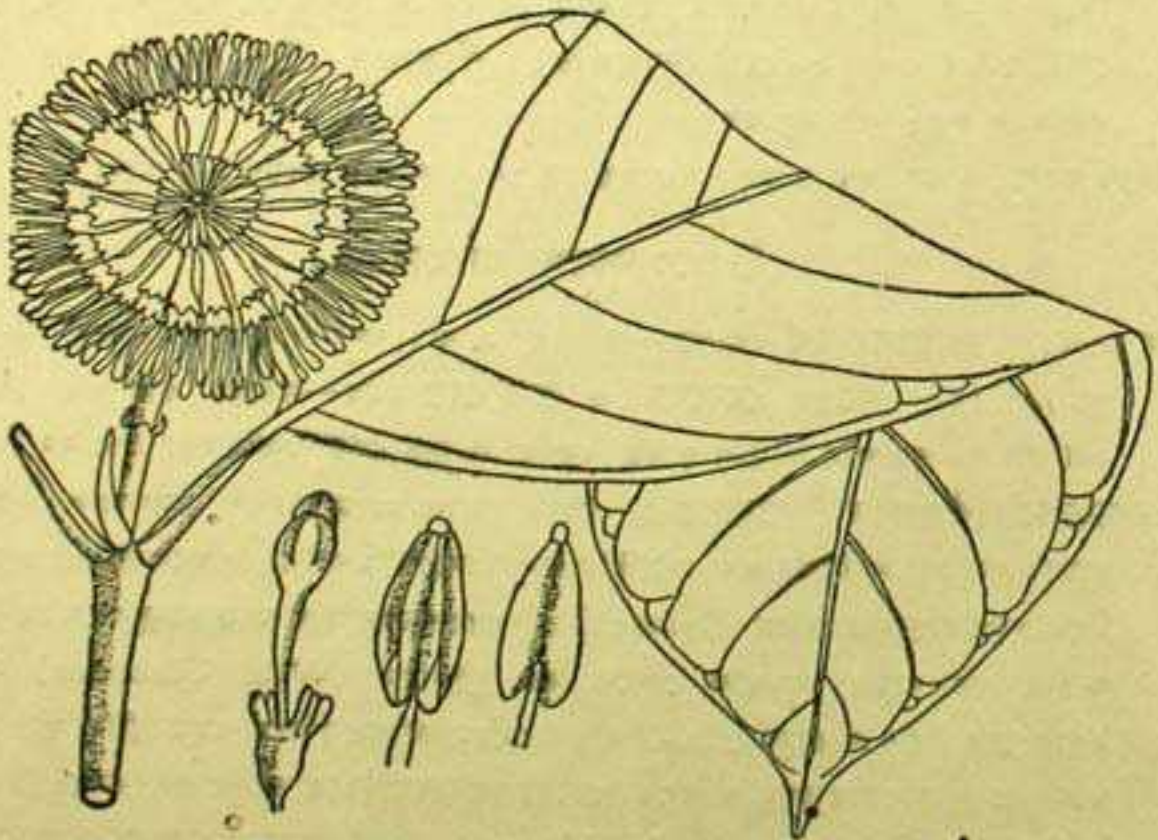
303, Anthocephalus cadamba Miq (কদম্ব)

Genus CINCHONA Linn.

304. C. Officinalis Linn. (কুইনাইন)

ভাষানুসারী নাম :—কুইনাইন—বাংলা ; কুইনাইন—হিন্দি।

জন্মস্থান :—কুইনাইন গাছের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশ ; এক্ষনে ভারতের নীলগিরি এবং দার্জ্জিলিং এ মাংপু, মানসং ও রঙ্গো নামক স্থানে চাষ হইতেছে। দক্ষিণবর্ম্মা টেনাসেরিমে যে ভারত সরকারের কুইনাইন গাছের চাষ হইত উহা কয়েক বৎসর হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাভা দেশে বহু পরিমাণে কুইনাইনের চাষ হয়। তথাকার কুইনাইন গাছের ছাল অতি উৎকৃষ্ট।

বর্ণনা :—এই গাছ ২৫-৩৫ ফুট উচ্চ হয়। গাছের কাণ্ড গোলাকার ও লম্বা, গাছের অগ্রভাগ পত্রময়। ছাল ধূসরবর্ণ, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ দাগে পরিপূর্ণ, অভ্যন্তর পীতবর্ণ। সরু প্রশাখা, কিঞ্চিৎ চেপ্টা ও নরম। পত্র বিপরীতমুখী, ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত, চিরসবুজবর্ণ। বৃন্ত ঈষৎ লালবর্ণ। ফুল মাঝারি, বোঁটা ক্ষুদ্র; পুষ্পদণ্ড বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয় : ফুল দেখিতে গোলাপী, স্থানে স্থানে কিনারা শ্বেতবর্ণ। ফল লম্বাকৃতি, ১/২ ইঞ্চি, লাল ও ধূসরবর্ণ। বীজ ছোট চেপ্টা, ফিকে ধূসরবর্ণ, ফল ও বীজ অনেক জন্মে ; ফল ফাটিলে পাত্‌লা বীজ বাতাসে উড়িয়া যায়। মে হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

C. calisaya Weddell—ইহাও এক প্রকার—কুইনাইন গাছ, ইহাকে yellow cinchona বলে (Bot. Mag., t. 6052 ; Bently. Trim., ii. t. 141) এই জাতীয় গাছ বড় হয়, ছাল পুরু, শ্বেতাভ। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা, বোঁটার দিক্‌ ক্রমশঃ সরু, উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, কখন কখন লালের দাগ দেখা যায়। ফুল C. officinalis এর মত, কিন্তু কিছু কম হয়, ফুল গোলাপী। বীজকোষ ১/২ ইঞ্চি লম্বা। ইহা দেখিতে প্রথমোক্তটির মত। জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

C, Ledgeriana Moens. কেহ কেহ ইহাকে c. calisaya রই একটি variety বলিয়া বিবেচনা করেন। এই গাছ C. calisaya র অনুরূপ। ইহার পত্র অপেক্ষাকৃত ছোট ও সরু। জুলাই মাসে ইহার ফুল ও সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে ফল হয়। এই জাতীয় গাছই সর্বাপেক্ষা ভাল ও বেশীপরিমাণ কুইনাইন জন্মায়।

C. succirubra Pavon। ইহাকে Red cinchona বলে। এই গাছ ৫০-৮০ ফুট উচ্চ হয়, কিন্তু সচরাচর ২০-৪০ ফুটের অধিক হয় না। কাণ্ড সরল, গাছের ছাল ধূসরবর্ণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণের দাগ আছে, নূতন ডাল নরম হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ঈষৎ মোটা, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, পাতলা, গাঢ়

সবুজবর্ণ। ফুল অপরাপরগুলির মত। ফল ৳—১½ ইঞ্চি লম্বা। বীজ অপরগুলির মত। জুলাই আগষ্ট মাসে ইহার ফুল ও ফল হয় হয়।

C. Cordifolia Mutis। ইহাকে Columbian Bark বলে। এই গাছ মাঝারি, কাণ্ড সরল। শাখা বিস্তৃত। ছাল ধূসরবর্ণ ও কটা, কাটা-কাটা। পত্র বৃহৎ বিস্তৃত। বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, লালবর্ণ। পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় গোলাকার, অগ্রভাগ প্রায় সরু, বৃন্তদেশ গোলাকার কিম্বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুল অপরাপর সিন্‌কোনা গাছের ন্যায়। পুষ্পদণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, অতিশয় ঘেঁসাঘেঁসিভাবে ফুল হয়, দেখিতে লালবর্ণ। ফল ডিম্বাকৃতি, লম্বা। বীজ অপরগুলির মত।

Variety ও hybrid লইয়া কুইনাইন গাছ ৩০/৪০ রকমের আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ইহার জন্মস্থান। অতি প্রাচীনকালে কেহ ইহার জ্বরনাশক শক্তির বিষয়ে অবগত ছিলেন না। ১৬৩৯ খৃঃ Countess Cinchon নাম্নী পেরুদেশীয় শাসন কর্ত্তার স্ত্রী সর্ব্বপ্রথমে ইহা ব্যবহার করিয়া জ্বরনাশক শক্তির পরিচয় পান এবং দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইউরোপে আনয়ন করেন। ইউরোপে ক্রমেই সিন্‌কোনা ছালের আদর বাড়িয়া যায়।

Sri Clements R. Markham সাহেব ভারতের নীলগিরিতে প্রথম কুইনাইন গাছ উৎপাদক করেন। Lady Canning তদানীন্তন কলিকাতা বোটানিক্ গার্ডেনের Superintendent, Dr. Thomas Anderson এর সহিত পরামর্শ করিয়া দার্জ্জিলিং-এ চাষের ব্যবস্থা করেন এবং Lady Canning তাঁহাকে যাভাদেশে ইহার চাষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। ইহার পর Sir George King সাহেবের চেষ্টায় দার্জ্জিলিং এবং উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কুইনাইনের চাষ হয় ও তথায় ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হওয়ায় ভারতের কুইনাইন একটু সুলভ হইয়াছে। এক্ষণে নীলগিরি, দার্জ্জিলিং এবং আসামের পর্ব্বতেও কুইনাইনের চাষ হইতেছে। এই চাষ মাননীয় Markham, Anderson ও King সাহেবদিগের অবিরত চেষ্টার ফল বলিতে হইবে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—গাছের ও শিকড়ের ছাল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—Cinchona ছাল হইতে প্রধানতঃ Quinine, sulphate of Cinchonidine এবং C. Febrifuge প্রস্তুত হয়। কুইনাইন অবিরাম জ্বরে ও ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা Typhoid, Typhus, বসন্ত, প্রবলবাত ও বক্ষঃপ্রদাহ রোগের প্রতিষেধক ও নিবারক। ইহা ঘুংড়ি, সর্দ্দি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে বিশেষ হিতকর। কুইনাইন Sulphuric Acid যোগে সেবন করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এবং কলম্বা প্রভৃতি তিক্ত ঔষধের সহিত ব্যবহার্য্য। কোন কোন ক্ষেত্রে কুইনাইন সেবন অপেক্ষা উহার injection. লইলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

১ আউন্স পরিমাণ লাল পিপীলিকার ডিম্ব ও ৩০ গ্রেন কুইনাইন লইয়া ১ কোয়ার্ট তালের তাড়িতে উক্ত ডিম্ব ও কুইনাইন ৪ ঘণ্টা রাখিয়া তৎপরে উহা ছাঁকিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দিবসে ২ বার মাত্রায় ৩/৪ দিন সেবন করিলে দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম হয়। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ (Ind. For., LXI, No. 12, p. 794)

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—কুইনাইন তৈরী হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে বিশেষ উপকারী

Fig :—Woodville, Med. Bot., iii. t. 200 (1793) ; Bentl. & Train, Med. Pl., ii. 140 ; Bot. Mag., t. 5364.

Ref :—F. B. I., iii, 35 ; Lamarck; Ill., t. 164 ; Trans. Linn. Soc. London, iii, t. 12 ; Baillon Dict. Bot., ii, 49(1879), iii , 673 (1891)

304. Cinchona officinalis Linn. (কুইনাইন্)

Genus ADINA SALISB.

305. A. Cordifolia Hook. (ধূলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)

ভাষানুসারী নাম :—ধূলিকদম্ব, কেলিকদম্ব—সংস্কৃত ; ধূলিকদম্ব—বাংলা ; হলুদকেদমী—হিন্দি ; সঙ্ককদমী—তামিল ; লুদ্দুকদমী—তেলেগু ; মঞ্জ—কদম্ব—মালয়।

> ধূলিকদম্বঃ ক্রমুকপ্রসূনঃ পরাগপুষ্পো বলভদ্রসংজ্ঞকঃ।
> বসন্তপুষ্পো মকরন্দবাসো ভৃঙ্গপ্রিয়ো রেণুকদম্বকোঽষ্টৌ ॥
> ধূলিকদম্বঃ কটুর্বর্ণ্যা বিষশোফহরা হিমাঃ।
> কষায়াঃ পিত্তলাস্তিক্তা বীর্য্যবৃদ্ধিকরা পরাঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায় :—ধূলিকদম্ব, ক্রমুকপ্রসূন, পরাগপুষ্পী, বলভদ্রসংজ্ঞক, বসন্তপুষ্পী, মকরন্দবাস, ভৃঙ্গপ্রিয় এবং রেণুকদম্বক—এই আটটি নাম

গুণপর্য্যায় :—ধূলিকদম্ব—কটুরস, বর্ণ্য, বিষ এবং শোথ নাশক, শীতবীর্য্য, বিপাকে কষায় তিক্ত রস। পিত্ত বর্দ্ধক, এবং বিশেষরূপে বীর্যবর্দ্ধক।

জন্মস্থান :—ভারতের পশ্চিমপ্রদেশ, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে ও রাস্তার ধারে জন্মে।

বর্ণনা :—বড় গাছ ২০-৩০ ফুট উচ্চ। কাষ্ঠ শক্ত। পত্র শরৎকালে পড়িয়া যায়। চামড়ার ন্যায় শক্ত। পত্রের বোঁটা ২-৩ ইঞ্চি। ফুলের মাথার ব্যাস ¾-১ ইঞ্চি, বোঁটা শক্ত, ১-২ ইঞ্চি। ফুল পীতবর্ণ ও অবনত। ফল দেখিতে সুপারীর মত। বীজাধার ⅙ ইঞ্চি, ৬টি বীজ থাকে। ফুল বসন্তকালে জন্মে ; বর্ষাকালে ফল ধরে। এই গাছ সাধারণতঃ কদম্ব গাছ অপেক্ষা ছোট, ঝোপের ন্যায়। ইহাতে বহু শাখা প্রশাখা জন্মে।

ব্যবহার্য অংশ :—কুঁড়ি, শিকড়, পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ত্বক হিতকর, বলকারক, তিক্ত ও জ্বর নাশক। ইহা জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণীরোগে হিতকর (R. N. Khory, ii, 325)।

ইহার ছোট কুঁড়ি, গোলমরিচের সহিত চূর্ণ করিয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে মাথাধরা আরাম হয় (A. Campbell)। কেলিকদম্বের রস ক্ষতের পোকা নাশ করে (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—জ্বরঘ্ন, প্রতিষেধক।
ছালের রস—ক্ষতের পোকা নাশ করে।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, t, 53 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 490.

Ref.—F.B.I., iii, 24 ; Roxb., F. I., i., 514 ; B.P., i. 552 ; Watt, i, Pt. i, 266 ; Prain, H.H., 221.
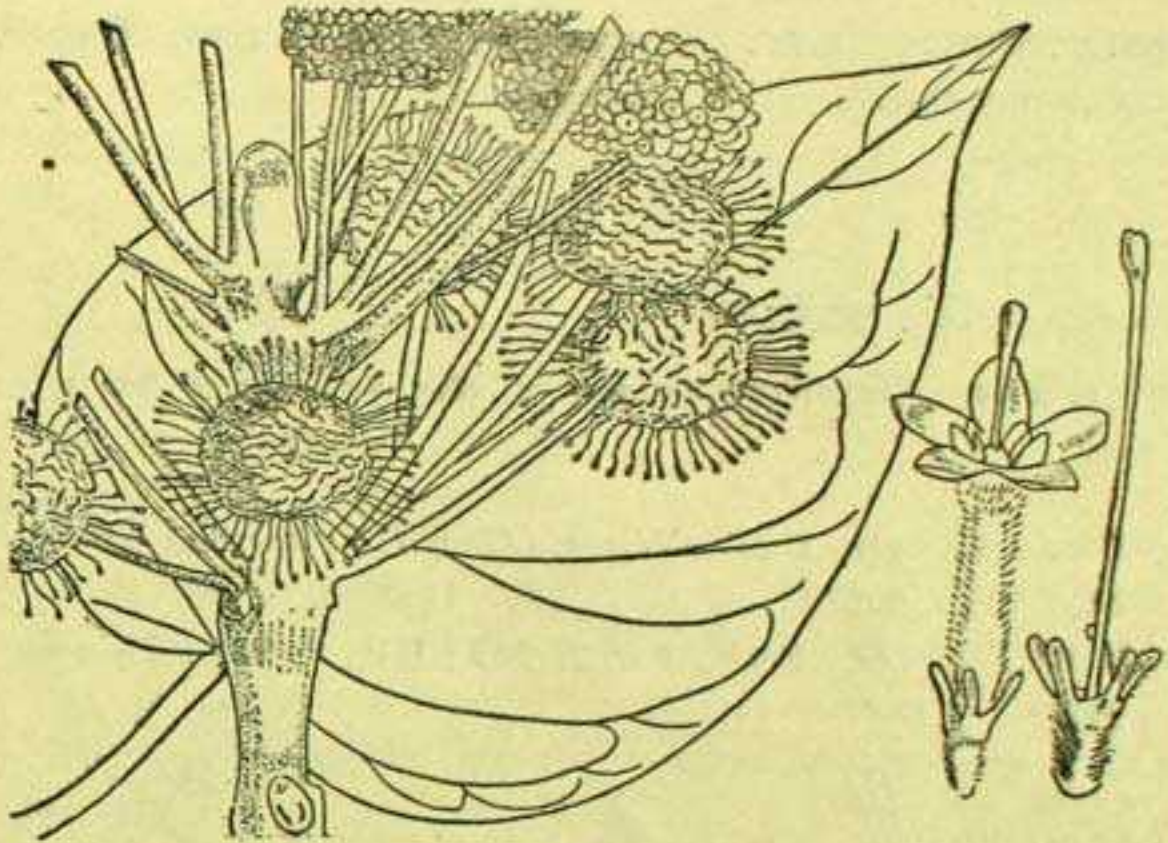
305 Adina cordifolia Hook. (ধুলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)

Genus IXORA Linn.

306. I. parviflora Vahl. (গান্ধালরঞ্জন)

ভাষানুসারী নাম :—পিণ্ডিতক, নেভালি—সংস্কৃত ; গান্ধালরঞ্জন—বাংলা , কোটাগান্ধাল—হিন্দি ; শুলন্দু—তামিল ; কোরিভপালা—তেলেগু ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দেখা যায়। হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে পতিত জমিতে এবং অপরাপর জেলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—কণ্টকময় ছোট গুল্ম। পত্র চামড়ার ন্যায় শক্ত ও উজ্জ্বল। গোড়ার দিক

307. I, coccinea Linn. (রঙ্গন)

Genus—OLDENLANDIA Linn.

308: Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)

ভাষানুযায়ী নাম :—পর্পট, ক্ষেত্রপর্পটী—সংস্কৃত ; ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া—বাংলা ; পিত্তপাপ্‌ড়া—হিন্দী ; পিরপটী, পিত্তপাপড়া—মহারাষ্ট্র ; পীৎপাপড়ো, ধতমলিয়ো—গুজরাট ; পর্পাটক কর্ণাট ; ভেরীনেল্লা বেমু, পর্পাটকম্—তেলেগু ; পর্পলাগম—তামিল ; পরিপাট—মালাবার।

পর্পটশ্চরকো রেণুস্তৃষ্ণারি খরকো রজঃ।
শীতঃ শীতপ্রিয়ঃ পাংশুঃ কল্মাঙ্গী বর্মকণ্টকঃ॥

কৃশশাখঃ পর্পটকঃ সুতিক্তো রক্তপুষ্পকঃ।
পিত্তারিঃ কটুপত্রশ্চ কবচোঽষ্টাদশাভিধঃ॥

পর্পটঃ শীতলস্তিক্তঃ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
রক্তদাহারুচিগ্লানি-মদবিভ্রমনাশনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—পর্পট, চরক, রেণু, তৃষ্ণারি, খরক, রক্ত, শীত, শীতপ্রিয়, পাংশু, কল্পাঙ্গী, বর্মকণ্টক, কৃশশাখ, পর্পটিক, প্রতিক্ত, রক্তপুষ্পক, পিত্তারি, কটুপত্র, কবচ—এই আঠারটী নাম।

গুণপর্য্যায় :—পর্পট—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরনাশক। রক্তদোষ, দাহ, অরুচি, গ্লানি এবং মদবিভ্রম-নাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র দেখা যায়, এমনকি ৫০০ ফুট উচ্চ পার্বতীয় প্রদেশেও জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পতিত জমিতে জন্মে।

বর্ণনা :—ঘনসন্নিবদ্ধ বর্ষজীবি ওষধি; গাছগুলি ১ ফুট কিংবা অধিক উচ্চ হয়। শাখাগুলি ১-২ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্র ১/২-১ ইঞ্চি লম্বা এবং ১/১৬-১/৮ ইঞ্চি বিস্তৃত, কিংবা বক্র। পুষ্পগুচ্ছে ৫টি অথবা অধিক ফুল থাকে। পুষ্পাধার শ্বেতবর্ণ এবং ইহার নল ছোট, বীজকোষ বিস্তৃত, গোলাকার, গোড়ার দিকে সরু। এই গাছ সময়ে সময়ে বিভিন্ন আকৃতির দেখা যায় এবং O diffusa হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। গাছগুলি বর্ষাকালে জন্মে এবং শীতের শেষভাগে মরিয়া যায়। এই গাছগুলি সংগ্রহ করিতে হইলে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসই প্রশস্ত, সেই সময় ইহার ফুল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমস্ত উদ্ভিদ্; কাথ ৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে ক্ষেতপাপ্ড়ার ব্যবহার।

চরক : (১) **রক্তপিত্তে** পর্পট—ক্ষেৎপাপ্ড়ার স্বরস, কল্ক, কাথ কিংবা শীতকষায় রক্তপিত্তরোগে প্রশস্ত (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **অতিসারে** পর্পট—মুথা ও পর্পটের কাথ অতিসার রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) **মদাত্যয়ে** পর্পট—ষড়ঙ্গ পরিভাষানুসারে প্রস্তুত মুথা ও পর্পটের পানীয়, মদাত্যয় রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)।

চক্রদত্ত : (১) **জ্বরে** শাকার্থ পর্পট—জ্বর রোগীর পক্ষে পর্পটশাক প্রশস্ত (জ্বর চিঃ)। (২) **পিত্তজ্বরে** পর্পট—এক পর্পটই শ্রেষ্ঠ পিত্তনাশক (জ্বর চিঃ)। (৩) **বমনে** পর্পট—পর্পটের কাথ মধু যোগে সেবন করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা শক্তিকর ঔষধ। বায়ু ও পিত্ত দমন করে বলিয়া অবিরাম জ্বরে, উদরাময়ে এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য থাকিলে বিশেষ হিতকর। সমগ্র গাছের কাথ অপরাপর ঔষধযোগে পাচন প্রস্তুত হয়।

গোয়াদেশে ইহা কালিকঁাটি (Adiantum lunulatum) এবং খুলকুড়ি মিলাইয়া সামান্য জ্বরে ব্যবহার হয়।

কঙ্কনদেশে জ্বরে হাত পায়ের তলা জ্বালায় ব্যবহার হয়। ইহার রস, ১ তোলা পরিমাণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত মিশাইয়া পান করিলে পেটজ্বালা আরাম হয়। ইহার

ক্বাথ অবিরাম জ্বরে ব্যবহার হয় এবং শরীরের উপরিভাগে মাখাইতে হয় (Dymock)। কামলা রোগে, যকৃৎ দোষ এবং ক্রিমি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের ক্বাথ—অবিরাম জ্বর, উদরাময় এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে উপকারী।

গাছ—কামলায়, যকৃৎদোষ এবং ক্রিমিরোগে উপকারী।

গাছের রস—জ্বরে হাত-পায়ের জ্বালায় উপকারী।

মন্তব্য :—চরক, তৃষ্ণানিগ্রহণবর্গে পর্পট পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** অতিসার চিকিৎসায় দ্রব্যান্তরের সহিত পর্পটের উল্লেখ করিয়াছেন।—"মুস্তং পর্পটকং শুণ্ঠী বচাসাতিবিষভয়াঃ" (উঃ ৪০ অঃ)।

সৌশ্রুত ছর্দ্দিপ্রতিষেধে পর্পটকের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., x, t, 33 ; Wight, I, C., t, 822 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med, Pl., 492B,

Ref.—F,B,I., iii, 64 ; Roxb. F,I., i, 624 ; B. P., i, 559 ; Prain, H, H., 222,

308. Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)

Genus—PSYCHOTRIA, Linn.

309. P. Ipecacuanha Stokes. (ইপিকাক্)

ভাষানুসারী নাম :—ইপিকাক—বাংলা।

জন্মস্থান :—দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতের মধ্যে এক্ষণে দার্জিলিং এর Cinchona Plantation-এ চাষ হইতেছে।

বর্ণনা :—ইপিকাক্ গাছের generic নাম সম্বন্ধে নানাদেশীয় উদ্ভিদবেত্তাগণের নানা মত আছে। U. S. Pharmacopoeia মতে ইহ Cephaelis, British মতে Psychotria এবং German মতে Uragosa নামে অভিহিত। এই সকল গোলযোগ নিরাকরণের জন্য উহার সাবেক নাম Cephaelis দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। এই গাছ ছোট গুল্মজাতীয়, মূল নরম ও ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, মূলে দুই একটি শাখাপ্রশাখা হয় এবং উহা মাটিতে একটু বক্রভাবে প্রবেশ করে। গাছের কাণ্ড ২-৩ ফুট লম্বা। কখন কখন এক ফুটের কম উচ্চ হয়। গাছের নিম্নভাগে পত্র হয় না। ইহা দেখিতে ধূসরবর্ণ। গাছের উপরিভাগ নরম ও সবুজবর্ণ। পত্র কাণ্ডের বিপরীত দিকে জন্মে। উহা লম্বাকৃতি। অগ্রভাগ সরু, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-২ ইঞ্চি চওড়া। উপরিভাগ সবুজবর্ণ ও খস্‌খসে। নিম্নভাগ নরম ও ফিকে রং বিশিষ্ট। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ। ফল ডিম্বাকৃতি, ছোট, প্রথমে বেগুনে রং বিশিষ্ট পরে পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং উহাতে দুইটি বীজ থাকে। ইপিকাকের অনেক জাতি আছে। তন্মধ্যে কতকগুলির সাধারণতঃ চাষ হইতেছে। ব্রাজিলের ইপিকাক্ই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল ও মে মাসে ফল হয়। ১৮৬৬ খৃঃ Dr. King সাহেব ভারতে ইপিকাকুয়ানার চাষ প্রবর্ত্তিত করেন এবং বহু চেষ্টার ফলে ও বহুবৎসর পরে এই গাছগুলি দার্জ্জিলিং অঞ্চলে Cinchona আবাদে উত্তমরূপে জন্মিতেছে। বর্ম্মার পাহাড়ে ইহার বেশ চাষ হইয়াছিল। কিন্তু Cinchona চাষের সঙ্গে ইহারও চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা, আসাম ও বর্ম্মার পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং পূর্ব্ব হিমালয় অঞ্চলে সহজেই ইপিকাকের চাষ হইতে পারে।

Mongpoo নামক স্থানে সরকারের চাষক্ষেত্রে ১৯৩১-৩২ অব্দে ১২০ হাজার, ১৯৩২-৩৩ অব্দে ১৩৬ হাজার এবং ১৯৩৩-৩৪ অব্দে ১৬৭ হাজার ইপিকাকুয়ানা গাছ হইয়াছিল। উক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে ইহার চাষ ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে; কিন্তু চাষে অধিক খরচ হইলে আমেরিকা দেশীয় আমদানি মূলের সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইবে। ইপিকাকুয়ানা আমেরিকার কলম্বিয়া দেশ হইতে আমদানি হয় এবং উহাকে সাধারণতঃ Carthagena Ipecacuanha বলে। ব্রাজিল হইতে যে ইপিকাক্ আইসে উহা তত ভাল নহে, উহার গুণ কিছু কম। আমাদের দেশে অনেকগুলি গাছ আছে যাহা ইপিকাকের সমগুণ বিশিষ্ট। নিম্নে কতকগুলি নাম দেওয়া গেল :—

(1) Naregamia alata Wight & Arnot (Wight, I. C., Pl. Ori. t. 90 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t, 217)। এই গাছ Meliaceae বর্গভুক্ত। ইংরাজীতে ইহাকে Country Ipecacuanha বলে। ইহার কাণ্ডে ও পত্রে ইপিকাকের স্থায় বমনকারক গুণ আছে, এবং ১২—২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে তীব্র রক্ত আমাশয় আরাম হয়। অল্প মাত্রায় ইহা সর্দ্দি নিঃসারক, পুরাতন ফুস্‌ফুস্ ঘটিত পীড়া ও হাঁপানি আরাম করে। ইহা ৫—২০ মিনিম মাত্রায় ব্যবহার করিলে সর্দ্দির উপশম করে এবং ১৫—৪০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে বমন উৎপাদন হয়। ইহার রস নারিকেল তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে খোস ও পাঁচড়া—আরাম হয়।

(2) Tylophora asthmatica W & A. ইহার বাংলা নাম অন্তমূল। এই পুস্তকে পরে ইহার গুণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

(3) Asclepias curassavica Linn. এই গাছ দক্ষিণভারতে ও বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র জন্মে (B.P., ii. 689)। ইহার বঙ্গে দেশীয় নাম কুরকী বা কাকতুণ্ডা। জামেকা দেশীয় লোকে ইহা রক্ত আমাশয়ের ঔষধ বলিয়া ইহাকে "Blood Flower" বলে। ইহার শিকড় বা মূল খাইলে প্রথমতঃ ভেদ হয়। তৎপরে ইহা পাকস্থলী সঙ্কুচিত করে। ইহার রস বমন কারক। ইহার মূল অর্শ ও গণোরিয়া রোগে হিতকর এবং ইহার শিকড় রক্ত আমাশয় নিবারক।

(4) Calotropis gigantea R. Br. (আকন্দ)। ইহার সম্বন্ধে এই পুস্তকে অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

আরও কয়েকটি সমগুণ বিশিষ্ট গাছ আছে। তাহা নগণ্য বলিয়া লেখা হইল না।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল।

মূলগ্রহাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা ঘর্মকর, পাকস্থলীর উত্তেজক, সর্দ্দিনিঃসারক ও বমনকারক। অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে ঘুংড়িকাসিতে সর্দ্দি নিঃসারিত করিয়া ঘুংড়ি কাসির আরাম করে। ইহা নূতন ও পুরাতন ফুস্‌ফুস্ ঘটিত পীড়ায় হিতকর। গর্ভাবস্থায় বমন অথবা মদ্যপান জনিত বমন রোগে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ১—২ মিনিম্ মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বিছা ও পোকার কামড়ে ইপিকাক ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে। কঠিন উদরাময় রোগ ১৫ গ্রেণ পরিমাণ ইপিকাক্ দিবসে ৪।৬ বার সেবনে আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

মূল—বমনকারক, শ্লেষ্মানিঃসারক এবং প্রচুর ঘর্মকারক। সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল আমাশয়ে উপকারী।

Fig—Mart, Fl, Bras., vi & v. t. 52 (1881) ; Kohl, Off, Phl, Pharm., Germ., t, 144 (1895).

Ref—Mart., Fl, Bras. vi & v. (1881) ; Kohl, Off, Phl, Pharm, Germ., (1895).
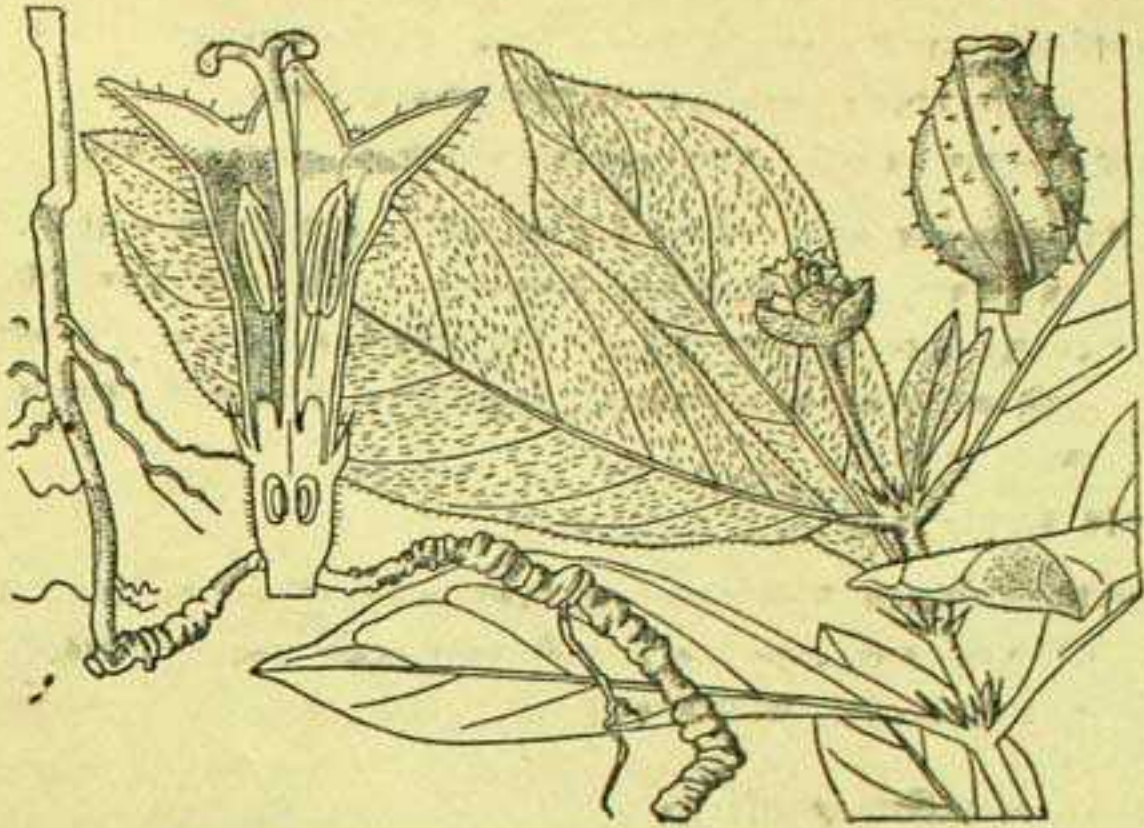
309. Pschotria ipecacuanha Stokes. (ইপিকাক্)

Genus—OPHIORRHIZA Linn.

310. O. Mungos Linn. (গন্ধ নকুলী)

ভাষানুসারীনাম :—সর্পাক্ষী—সংস্কৃত ; গন্ধ-নকুলী—বাংলা ; সরহাটি—হিন্দী ; সর্পাক্ষী, সর্পশীচেট্টু—তেলেগু ; কিরিপুরন্দম্—তামিল ; আভিলপুরি—মালয় ।

অন্যা মহাসুগন্ধা চ সুবহা গন্ধনাকুলী ।
সর্পাক্ষী ফণিহন্ত্রী চ নকুলাঢ্যাঽহিভুক্ চ সা ॥
বিষমর্দনিকা চাহি-মর্দিনী বিষমর্দিনী ।
মহাহিগন্ধাঽহিলতা জ্ঞেয়া সা দ্বাদশাহ্বয়া ॥
নাকুলীযুগলং তিক্ত কটূষ্ণং চ ত্রিদোষজিৎ ।
অনেকবিষবিধ্বংসি কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠং দ্বিতীয়কম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—মহাসুগন্ধা, সুবহা, গন্ধনাকুলী সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢ্যা, অহিভুক্, বিষমর্দনিকা, অহিমর্দনী, বিষমর্দিনী, মহাহিগন্ধা, অহিলতা—এই বারটী নাম ।

গুণপর্য্যায় :—নাকুলী ও গন্ধনকুলী তিক্ত ও কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক। নানা প্রকার বিষদোষ নাশক। উহার মধ্যে গন্ধনাকুলী অধিক গুণসম্পন্ন।

জন্মস্থান :—ভারতের খাসিয়া পাহাড়, বর্ম্মা, এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে জন্মে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় গাছ। পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-২½ ইঞ্চি চওড়া ও পাতলা, পত্রের অগ্রভাগ বসা, বোঁটার দিকে সরু। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১-৩ ইঞ্চি, মস্তক চেপ্টা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও কোমল। পুষ্প শ্বেতবর্ণ। বীজাধারের ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি, বীজ ক্ষুদ্র, এক একটী ফলে অনেক থাকে, কোণযুক্ত। বর্ষকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শীতকাল অবধি ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় অতিশয় তিক্ত ও বলকারক। বিষধর সর্প অথবা অপর কোন বিষধর প্রাণী অথবা পাগলা কুকুরে কামড়াইলে ইহার শিকড়ের ক্বাথ সেবনে বিষ বিনষ্ট হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

মূল—তিক্ত, রসায়ন, বিষধর সর্প, পাগলা কুকুর এবং অন্য জন্তুর দংশনে উপকারী।
Fig:—Gaertn. Fruct., i, t. 55 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t., 403.
Ref:—F. B. I., iii, 77 ; Roxb., F. I, i, 700.
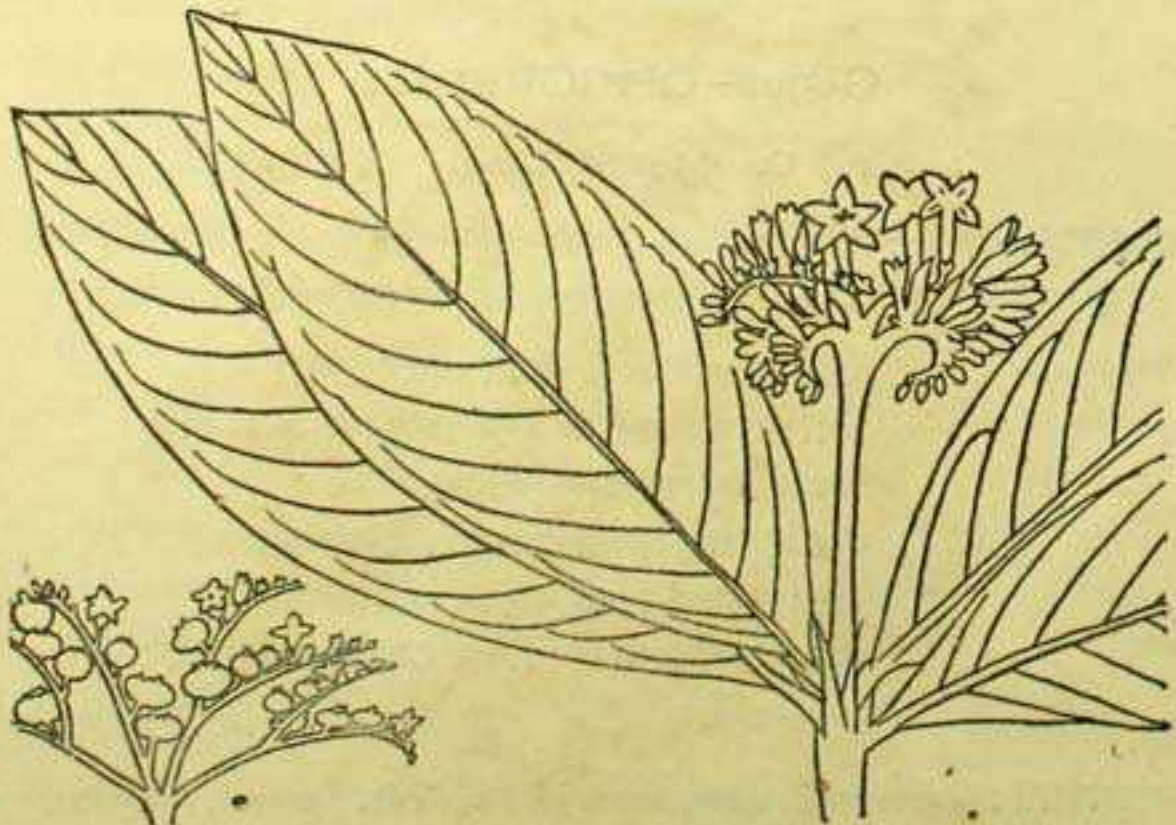
310. Ophioarrhiza mungos Linn. (গন্ধনকুলী)